



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
January 2022

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে সর্বদা সার্ভিসের চিন্তনে থাকতে হবে, জ্ঞানী আত্মা হতে হবে, সময় ব্যর্থ নষ্ট করবে না”

*প্রশ্ন:- যারা জ্ঞানবান বাচ্চা, তাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তর:- তারা সদা সার্ভিসে ব্যস্ত থাকবে। অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করে তাদের খুশীর অনুভব হবে। বাবাও তাদের প্রতি রাজি থাকবেন। তারা কখনও অখাদ্য কুখাদ্য ইত্যাদির চিন্তন করে সময় নষ্ট করবে না। তাদের কখনো চোখে জল আসবে না। তাদের কখনো এই অহংকার আসবে না যে অমুককে আমি জ্ঞান দান করেছি। সদা বলবে বাবা দিয়েছেন।

*গীত:- দুঃখীদের উপরে দয়া করো.....

ওম্ শান্তি । এই কথা তো বাচ্চারা এখন জানে যে বাবা দয়া করেছিলেন। এখন আবার করছেন। দয়া করেন কে ? তাহলে নির্দয় কে ? এই কথা তোমরা এখন সঠিকভাবে জানো। বাবা দয়া করেছিলেন ভারতের উপরে অর্থাৎ ভারতকে হীরে তুল্য বানিয়ে ছিলেন, শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী স্ব রাজ্য দিয়েছিলেন। তোমরা এখন বুঝেছো - লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ্য- ভাগ্য কে দিয়েছিলেন ? নিশ্চয়ই পরম পিতা পরমাত্মা রচনা করেছেন। দেবতারা পরম পিতা পরমাত্মার কাছে স্বর্গের অধিকার নিয়েছে, সে কথা দুনিয়া জানেনা। ভারতবাসীদের কাছে স্বরাজ্য ছিল। বাবা দয়া করেছিলেন, পুনরায় দয়া ভিক্ষা করে মানুষ। নির্দয় কে যে এসে এমন দুঃখী কাণ্ডাল ভ্রষ্টাচারী বানিয়েছে! তার এফিজি (কুশপুতলিকা) বছর বছর দহন করা হয়। এই রাবণ সকলকে দুঃখ দিয়েছে। যে দুঃখ দেয় বা কষ্ট দেয় তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বা তাকে অপমান করার জন্য এফিজি বানানো হয়। বাবা বলেন - এরা সবাই হল পতিত। নিজেদের পতিতও ভাবে, ঈশ্বরও ভাবে। খবরের কাগজে ছাপানো হয় যে খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত পরিস্থান ছিল। সবচেয়ে প্রথমে ছিল দেবতা, তারপরে ইসলামী, বৌদ্ধি ইত্যাদি হয়েছে। বাচ্চাদেরকে হিসেব বলে দেওয়া হয়েছে। মধ্যখানে অন্য ধর্মও এসে যায়। এখন ভারতবাসী চিত্রকেও শ্রদ্ধা করে তাই এই প্রশ্নাবলীও বানানো হয়েছে। এই বিষয়ে বোঝানো খুব সহজ। কিন্তু যাদের জ্ঞান নেই তাদের বুদ্ধিহীন বলা হয়। জ্ঞান শুনে অন্যদেরও শোনাতে হবে। যদিও সার্ভিস তো অনেক আছে কিন্তু সেসব হল স্কুল সার্ভিস। কেউ কমান্ডার, কেউ জেনারেল, কেউ পেয়াদাও হয়। খাবার তৈরি করা - এও হল সেবা, এই সেবারও ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। তারা ভাবে আমরা জ্ঞানী আত্মাদের সেবা করি। সেবা করলে হৃদয়ে স্থান লাভ হয়। সকলে মহিমা করে। যদিও এই কথা নিশ্চিত যে - জ্ঞানী আত্মা বাবার অতি প্রিয়। এর অর্থ এই নয় যে অন্যরা প্রিয় নয়। সকলের সার্ভিস চোখে পড়ে। বাবাকে কেউ জিজ্ঞাসা যদি করে - আমি হৃদয়ে স্থান লাভ করেছি কি, তাহলে বাবা বলে দেবেন। আর বাকি যারা শুধু সার্ভিস নিতে থাকে, তারা কি প্রাপ্ত করবে ? যদিও রাজধানীতে আসবে কিন্তু পদ মর্যাদা তেমন প্রাপ্ত করবে না। তোমরা নিজের আত্মীয় পরিজনদের ভালো সার্ভিস করতে পারো। অর্থাৎ সার্ভিসের চিন্তন থাকা উচিত। অনর্থক সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তাদেরকেই বাবা বুদ্ধিহীন বলেন। বাবা ভালো ভালো পয়েন্ট দিয়ে বোঝান। প্রশ্ন গুলিও খুব ভালো রাখা হয়েছে। জগৎ অশ্বা হলেন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। রাজ-রাজেশ্বরী হলেন লক্ষ্মী। উনি হলেন সত্য যুগের। এই মহিমা হল জগৎ অশ্বার বর্তমান সময়ের। বাচ্চাদের মধ্যে হাড্ডি দানের ধারণা থাকা উচিত। পরিপক্ব অবস্থা চাই তবে হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত করবে। স্কুলেও স্টুডেন্টরা নম্বর অনুসারেই হৃদয়ে স্থান পেয়ে থাকে। ভ্যারাইটি থাকে। বোঝানোর জন্য খুব ভালো পয়েন্ট এ'গুলিও। জগৎ অশ্বাকে ধন লক্ষ্মী বলবে না। ইনি হলেন জগৎ অশ্বা, এনাকে ভগবান নলেজ প্রদান করেছেন তাই সরস্বতীকে গডেজ অফ নলেজ বলা হয়। এই সময় এই নাম রূপে তিনি গডেজ অফ নলেজ, যে নলেজের দ্বারা পরে পদ প্রাপ্ত করেন। পাস্ট জন্মে নলেজ প্রাপ্ত করে লক্ষ্মীর স্বরূপ ধারণ করেন। লক্ষ্মী পাস্ট জন্মে জগৎ অশ্বা ছিলেন এই রহস্যটি হল সঠিক ও স্পষ্ট। পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারে কি হবেন, এক একটি কথা খুব সুন্দর। লক্ষ্মী কীভাবে ৮৪ জন্ম নেন, কোথায় নেন, এইসব হল বোঝাবার মতো বিষয়। বোঝাবার মধ্যে খুব আনন্দ থাকে। দান করলে খুশীর অনুভব তো হয়, তাইনা।

বাবা অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করেন তাই অন্যদেরও দান করার সার্ভিস করা উচিত। কেবল মাশ্বা বাবার পিছনে পড়ে থাকবে না। সার্ভিস করলে বাবা রাজি হবেন। জ্ঞানবান সার্ভিসে ব্যস্ত থাকবে। সার্ভিস না করলে তাদের বুদ্ধিহীন বলা হবে। তারা বুঝবে যে আমরা হৃদয়ে স্থান অর্জন করিনি। অখাদ্য কুখাদ্য স্মরণে আসবে। এইম অবজেক্ট বাইরে তো খুব ভালো লেখা আছে। নাম লেখা আছে - এই হল পতিত-পাবন গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। বাবার কাছে ২১ জন্মের

জন্য পুনরায় হেল্থ, ওয়েলথ, হ্যাপিনেসের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বোর্ডে অক্যুপেশান পুরোপুরি লেখা আছে। শিববারাও চিত্র আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও চিত্র আছে। মুখ্য উদ্দেশ্যও লেখা আছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। পরে জিজ্ঞাসাও করে না। দোকান থাকলে বোর্ডও লাগানো থাকে। এই দোকানটি দুধের দোকান, ওইটি অমুক দোকান। সংসঙ্গে কোনো বোর্ড লাগানো হয় না। তবু বিখ্যাত হয়ে যায়। এখানে তো বোর্ড লাগানো থাকে যে ২১ জনের জন্য দৈবী পদ প্রাপ্ত করার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তা সত্ত্বেও বুদ্ধিতে বসে না ভিতরে এসে জিজ্ঞাসা করে - এখানকার উদ্দেশ্যটি কি ? কিন্তু বোর্ড পড়ে না, যাতে এইম অবজেক্ট বুঝতে পারে। দেখা উচিত - কিসের দোকান। কিন্তু কিছুই জানেনা। আদি দেবের নামও মহাবীর, হনুমান রেখে দিয়েছে। কিন্তু এরা কারা, কবে এসেছিল কবে চলে গেছে, জানে না।

বাচ্চারা, বোঝাবার জন্য তোমাদের সাহস থাকা উচিত। যে বোঝাবে তার মধ্যেই যদি কোনো বিকার থাকে তাহলে তো জ্ঞানের তীর লাগবে না। যদি কারো জ্ঞান রূপী তীর বিদ্ধ হয়, তো সেই জ্ঞান শিববাবা বুঝিয়েছেন। যার মধ্যে অবগুণ আছে তাদের বোঝানো জ্ঞানের তীর কারো বুদ্ধিতে ঢুকবে না। সে তো বাবা এসে কাউকে দৃষ্টি দিয়ে তারপর জ্ঞান প্রদান করেন। কেউ যেন এমন না ভাবে যে আমি এদেরকে ভালো জ্ঞান দান করলাম। আমার জ্ঞানের দ্বারা এদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এও একরকমের উল্টো অহংকার। যাদের কান্না কাটি করার স্বভাব থাকে তারা কাউকে জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। সে তো হল বিধবা। তারা যেন কখনই এমন না ভাবে যে আমি কাউকে জ্ঞান প্রদান করতে পারি। সে তো বাবা তাদের কল্যাণ করে দেন। কাঁদলেই দুর্গতি হয়। তোমরা জানো আমরা হর্ষিতমুখ দেবী-দেবতা হতে চলেছি। যদি কাঁদতে হয় তার অর্থ হল অশুদ্ধ কর্ম করেছে, যা ধোকা দিচ্ছে। ভালো ভালো বাচ্চারাও কাঁদে। তখন কাউকে উঁচুতে ওঠাবার জন্য বাবা স্বয়ং দৃষ্টি প্রদান করেন। কান্নাকাটি করা অর্থাৎ বিধবা। এখানে বলা হয় আমরা রামের হয়েছি তারপরে কান্নাকাটি করার অর্থ হল রামের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ রামের সঙ্গে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বিমুখ হয়েছে। অবস্থা খুব ভালো থাকা চাই। যদি কেউ প্রভাবিত হয়েও যায় তবু বুঝবে বাবার শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাবা যে কথা গুলো বলেন তাতে কোনো ভুল থাকবে না, কারণ বাবা হলেন সত্য। যদি কোনো শব্দ বেরিয়ে যায় মুখ থেকে তাহলেও ভুল শোধরানোর জন্য বাবা স্বয়ং বসে আছেন। এতে বোঝার জন্য খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চাই। বাবা তো সার্ভিসে উপস্থিত আছেন। বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণও বাবাকে করতে হয়। বি.কে. নামে পরিচয় দিলেই সাহায্যও করেন। কোনো কোনো বি. কে. রা খুব ক্ষতিও করে দেয়। বাবাও জানেন তো জিজ্ঞাসাও জানে। এদের আচরণ এমন, ঠিক নয়, তখন লেখা হয় বাবা এদেরকে নিজের কাছে ডেকে নাও।

বাচ্চারা, তোমাদের তো দধীচী ঋষির মতন হাড়ি দান করতে হবে। কেউ তো আবার নবাবের মতন চলে। বাবা বোঝান - এই উপার্জনেও গ্রহণ লাগে, দশা পরিবর্তন হয়। কখনও বৃহস্পতির দশা, কখনও শুক্রের, কখনও মঙ্গলের, কখনও রাহুর। তারপরে একেবারে ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যায়। বাবা খুব ভালো ভালো পয়েন্টস বুঝিয়ে দেন। বলো, আপনি তো খুব বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। বোর্ডে তো মুখ্য উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ ভাবে লেখা আছে। মুখ্য উদ্দেশ্যটিকে ভালো ভাবে বুঝলে তখন তোমাদের আত্মিক আর রহম ভাবের প্রভাবে (রুহাবে) ভিতরে আসবে। লেখা রয়েছে যে গড ফাদারের কাছ থেকে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয় ২১ জন। এই ২৫০০ বছরের সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজধানী চলে। অনেকে তো খুব ভালোভাবে বুঝবে, গ্রাহক তো নম্বর অনুসারেই। এ হল শিববারার দোকান। মালিক একজনই। এই দোকান তো হাজার হাজার সংখ্যায় তৈরী হবে। সন্ন্যাসীদেরও অনেক দোকান থাকে, বিদেশেও আছে। বিদেশীরা ভাবে যে ভারতের প্রাচীন যোগ এবং জ্ঞান সন্ন্যাসীরা প্রদান করে হয়তো। কিন্তু তা তো নয়, এই জ্ঞান তো বাবা প্রদান করেন। কোনো মানুষ এই জ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞানদাতা পিতার নামের পরিবর্তে সন্তানের নাম লিখে দিয়েছে। তোমরা প্রমাণ করে বলবে যে - হেভেন স্থাপনকারী গড ফাদার স্বয়ং বসে বোঝান। পোপকেও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয় ভারত যাত্রার। কিন্তু এই যাত্রাটি সম্বন্ধে প্রকৃত ভাবে কারোরই জানা নেই। তাহলে তোমাদের কাছে কাউকে পাঠিয়ে দিই ? এখানে তো তারা আসবে না, কারণ উঁচু পজিশনের ব্যাপার। এখানে তো গরিব মানুষ আসবে। বলা হয় - খ্রীষ্ট হলেন বেগার। এই সময় আমরাও বেগার। বেগার থেকে প্রিন্স হবো। যদিও অনেকের কাছেই অনেক ধন আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেগার। বলে খ্রীষ্ট হলেন গরিব। দারিদ্র অবস্থাতেই তো আসবে জ্ঞান অর্জন করতে। সেলাম তো করতে হবে। এ হল কয়ামতের (বিনাশের) সময়। সকলের হিসেব নিকেশ মিটবে। নম্বর ওয়ান সেলাম যিনি করেছেন তিনি এইখানে বসে আছেন। তাই তারাও আসবে। তোমাদের এই সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অতএব মুখ্য চিত্র হল লক্ষ্মী-নারায়ণের। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড তাদের চিত্রই তো প্রখ্যাত হয়ে আছে যেগুলি দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের চিত্র তো বিনাশ হয়ে যায়। যথার্থ চিত্র তো নেই। দিলওয়ারা মন্দিরেও জগৎ অম্বা এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আছে। কিন্তু কারো জ্ঞান নেই যে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরীই সেই রাজ-রাজেশ্বরী হয়। নিশ্চয়ই তাদের সন্তানরাও থাকবে। পড়াশোনা হল সোর্স

অফ ইনকাম। ব্রাহ্মণরাই পড়াশোনা করে দেবী-দেবতায় পরিণত হয়। কতখানি ক্রিয়ার এইসব কথা। বাবা বলেন - আমাকে বাচ্চাদের শো করতে হয়। এমন নয় যে তার ফল তারা পাবে। না, বাচ্চাদেরকে নিজের পরিশ্রমের ফল প্রাপ্ত হবে। আমি সার্ভিস করি, সে তো যাকে দৃষ্টি দান করি, তার সৌভাগ্য। এই জগত অস্বা কে, কি প্রারন্ধ প্রাপ্ত করেছেন - এই কথা গুলি মানুষ জানে না। বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, কাল্লা হল অশুভ। এ হল অসীম জগতের পিতার গৃহ, তাইনা। যারা নিজেরা কাল্লাকাটি করে তারা অন্যদের সার্ভিস করে কীভাবে তাদের মুখে হাসি ফোটাবে ? এখানে তো হাসতে শিখতে হয়। হাসি অর্থাৎ স্মিত হাসি। আওয়াজ করে হাসি নয়। অনেক শিক্ষা প্রদান করা হয়। পয়েন্টস বোঝানো হয়। দিন-দিন নলেজ সহজ হতে থাকে। তোমাদের মধ্যেও শক্তি বৃদ্ধি পায়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কখনও নিজের অহংকার দেখাবে না। দধিচী ঋষির মতন সেবায় হান্দি দান করতে হবে।

২) সর্বদা হর্ষিত মুখে থাকতে হবে, কখনও কাঁদবে না। কাল্লা অর্থাৎ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করা তাই মধুর হাসিমাখা মুখে থাকবে, জোরে শব্দ করেও হাসবে না।

বরদানঃ:- একমাত্র বাবার মধ্যে সম্পূর্ণ সংসারের অনুভবকারী নিরন্তর এক বাবার স্মরণে থেকে সহজ যোগী ভব সহজ যোগের অর্থ ই হল - এক বাবাকে স্মরণ করা। একমাত্র বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। তন-মন-ধন সব বাবার, আমার নয়। এমন ট্রাস্টি হয়ে ডবল লাইট রূপধারী আত্মাই হল সহজ যোগী। সহজ যোগী হওয়ার সহজ বিধি হল - এক এর স্মরণে থাকা, এক এর মধ্যে সর্বস্ব অনুভব করা। বাবাই হলেন সংসার, অতএব স্মরণ করা সহজ হয়ে গেল। অর্ধ কল্প পরিশ্রম করেছে এখন বাবা পরিশ্রম থেকে মুক্ত করেন। কিন্তু যদি পুনরায় পরিশ্রম করতে হয় তবে তার কারণ হল নিজের দুর্বলতা।

স্নোগানঃ:- সেই আত্মা হল মহান যে পবিত্রতা রূপী ধর্মকে জীবনে ধারণ করে।

বিশেষ অ্যাটেনশন :-

এই জানুয়ারী মাস আমাদের সকলের অতি প্রিয় পিতামহী ব্রহ্মা বাবার সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ হওয়ার বিশেষ মাস। আমরা সব ব্রহ্মাবৎস পুরো মাসে বিশেষ ভাবে শিববাবার সঙ্গে ব্রহ্মা বাবার স্নেহে সমায়িত হয়ে থাকি। বাবা বলেন, এইরূপ স্নেহে সমায়িত থাকাও হল সমান হওয়া। ভক্তরা এই স্নেহে সমায়িত থাকার স্থিতির উদ্দেশ্যে বলেছে যে, আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। তাহলে আসুন, আমরা সকলে পুরো মাস এই লাভলীন স্থিতিতে সমায়িত থাকার অনুভব করি, এই লক্ষ্যটিকে কেন্দ্র করে রোজ মুরলীর নীচে স্নেহে নিমজ্জিত হওয়ার একটি করে বিশেষ পয়েন্ট দেওয়া হবে, আপনারা সেই অনুসারে মুরলী ক্লাসের শেষে রোজ ১০ মিনিট যোগ অভ্যাস করবেন।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

স্নেহের সাগর বাবার সঙ্গে মিলনে মগ্ন থেকে ভালোবেসে বাবা বলুন এবং সেই ভালোবাসায় সিক্ত থাকুন, সমায়িত থাকুন। লগনে মগন হয়ে যান। এই লাভলীন স্থিতি অন্য সব বিষয় গুলিকে সহজে সমাপ্ত করে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বাচনিক সেবার সাথে সাথে মন্সা সেবাকে ন্যাচারাল বানাও, শুভ ভাবনা সম্পন্ন হও"

আজ নব বিশ্ব-নির্মাতা, বিশ্বপিতা নিজের সমীপ-সাথী নব-নির্মাণকর্তা বাচ্চাদের দেখছেন। তোমরা সব বাচ্চা নব-নির্মাণ করার কার্যে নিকট সম্বন্ধের হও। বাস্তবে, নব-নির্মাণের কার্যে প্রকৃতিও সহযোগী হয়, বর্তমান সময়ের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বাচ্চারাও সহযোগী হয়, কিন্তু তোমরা সবাই নিকটে থাকা সাথী। বাচ্চাদের সকলের এই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ কর্তব্য এবং সেবা কী? দিন-রাত সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনায় তোমরা উড়ছ, কোন কার্যের জন্য? বিশ্বকে নতুন বানানোর জন্য। দুনিয়ার লোকে তো নতুন বছর উদযাপন করে, কিন্তু তোমাদের মনে দুর্দম ইচ্ছাশক্তি আছে যে এই বিশ্বকে এমন নতুন করে তৈরি করব যাতে সব কিছুই নতুন হয়ে যায়। মনুষ্য আত্মারা, এমনকি প্রকৃতিও সতঃপ্রধান ও নতুন হয়ে যায়। পুরানো দুনিয়া তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, চারিদিকে হাহাকার। তাহলে তোমরা হাহাকারের দুনিয়া থেকে জয়-জয়কারের দুনিয়া বানাচ্ছ যাতে প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা কর্ম, প্রতিটা বস্তু নতুন হয়ে যাবে। সাধারণতঃ, প্রত্যেক ব্যক্তির সবকিছু নতুনই পছন্দ হয়, তাই না! পুরানো কোনো কিছু যদি ভালোও লাগে তা' শুধুমাত্র স্মরণিক হিসেবে, ইউজ করতে ভালো লাগবে না। কেবলমাত্র মিউজিয়ামে স্মারক বানিয়ে রাখবে, কিন্তু নতুন জিনিস প্রত্যেকের ভালো লাগে। এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা পুরানো দুনিয়ায় থেকেও নতুন দুনিয়ায় আছ। অন্য আত্মারা পুরানো দুনিয়ায় আছে, কিন্তু তোমরা কোথায় আছ? নতুন যুগ "সঙ্গমে" থাক তোমরা। পুরানো জীবন সমাপ্ত হয়ে গেছে আর এখন তোমরা নতুন ব্রাহ্মণ জীবনে আছ। দুনিয়ার লোকে একদিন নতুন বছর উদযাপন করে, কিন্তু তোমাদের তো যুগই নতুন, নতুন জীবন। প্রতিটা কর্ম, প্রতিটা সেকেন্ড নতুন। তোমরা আছ সঙ্গমে। একদিকে পুরানো দুনিয়া আর অন্যদিকে নতুন দুনিয়া দেখছ। তাহলে, বুদ্ধি কোনদিকে যায়? নতুন দিকে, নাকি কখনো কখনো পুরানো দুনিয়ার দিকেও চলে যায়? পুরানো দুনিয়া ভালো লাগে কি? যে জিনিস ভালো লাগে না সেদিকে বুদ্ধি কেন যায়? পুরানো দুনিয়া থেকে দুঃখ, অশান্তি, হয়রান হওয়ার অনুভব করে নিয়েছ, নাকি এখনো অল্প অনুভব করতে চাও?

আজ তো তোমরা মিলিত হতে এবং উদযাপন করতে এসেছ। তোমরা সবাই দূরদেশ থেকে এসে পৌঁছেছ নতুন বছর উদযাপন করার জন্য। সুতরাং নতুন বছরের জন্য, নিজের জন্য, বিশ্ব সেবার জন্য এবং নিজের কাছের সাথীদের জন্য, প্রকৃতির জন্য এবং দূরে থাকা নিজের পরিবারের জন্য কী ভেবেছ? নতুন বছরে নতুন কী করবে? শুধু নিজের জন্য তো ভাবনা নয়, তাই না! অসীম জগতের বাবার বাচ্চারা তোমরাও তো অসীম জগতের। সুতরাং সবার জন্যই তো ভাববে, কারণ এই সময় বাপদাদার সাথে তোমাদের সকলেরও দায়িত্ব আছে। বাবা হলেন করানোর মালিক (করাবনহার), কিন্তু করার নিমিত্ত তো তোমরা, তাই না!

বাপদাদা দু বছর আগে, নতুন বছরে কী নবীনত্ব আনতে হবে তার ডিরেকশন দিয়েছিলেন। মাঝখানে এক বছর এক্সট্রা পেয়ে গেছ। তাইতো, আজ অমৃতবেলায় বাপদাদা দেখছিলেন, প্রত্যেক বাচ্চা নিজের মধ্যে কতখানি নবীনত্ব এনেছে! মন্সায়, বাণীতে, কর্মে কী নবীনত্ব এনেছে আর সেবা-সম্পর্কে কী নবীনত্ব এনেছে! বিগত বছরে মন্সার চাটে যা ছিল সেই মন্সার চাট এখন একই আছে? এভাবে সব বিষয়ের চাট চেক কর। নবীনত্ব অর্থাৎ বিশেষত্ব। সব বিষয়ে বিশেষত্ব এনেছে? মন্সা সেবাতে উড্ডি কলা'র হিসেবে তোমাদের বিশেষত্ব কী? যারা উড্ডি কলার তাদের বিশেষত্ব অর্থাৎ সবসময় প্রত্যেক আত্মার প্রতি আপনা থেকেই শুভভাবনা আর শুভকামনার শুদ্ধ ভাইব্রেশন স্বজনের এবং অন্যেরও যেন অনুভব হয়, অর্থাৎ সবসময় মন থেকে সকল আত্মাদের প্রতি আপনা থেকেই যেন আশীর্বাদ-ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। তোমাদের মন সदा এই সেবায় বিজি থাকা উচিত, ঠিক যেভাবে বাচনিক সেবায় তোমরা সदा বিজি থাকার অনুভাবী হয়ে গেছ। যদি সেবার সুযোগ না পাও তো তোমরা নিজেকে খালি অনুভব কর। একইভাবে, সবসময় বাণীর সাথে সাথে মন্সা সেবা আপনা থেকেই হওয়া উচিত। বাচা সেবার জন্য তোমরা খুব ভালো প্ল্যানস বানাও। আমরা এই কনফারেন্সের আয়োজন করব - ন্যাশনাল করব, এখন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করব এবং বিভিন্ন বর্গের জন্য কর্মসূচি তৈরি করব। তাইতো, বাচনিক সেবায় নিজেকে বিজি রাখার জন্য একের পর এক প্ল্যান সম্বন্ধে আগে থেকেই ভাবো। এতে বিজি থাকার উপায় তোমরা জেনে গেছ। মেজরিটি অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এই সেবায় এগিয়ে যাচ্ছে। বিজি থাকার উপায় তোমরা এখন জানো। যতই হোক, মন্সা সেবাতেও বিজি থাকা - এতে মাইনরিটি, মেজরিটি নেই। যখন এমন কোনো বিষয় তোমাদের সামনে আসে তো সেসময় বিশেষ মন্সা সেবার স্মৃতি আসে। কিন্তু বাচনিক সেবা যেভাবে নিরন্তর ন্যাচারাল

হয়ে গেছে, সেইসঙ্গে মন্সা সেবাও ন্যাচারাল হোক। এই বিশেষত্ব আরও বেশি প্রয়োজন। বাণীর সাথে সাথে মন্সা সেবাও করতে থাক, তবে তোমাদের কম বলতে হবে। বলার জন্য যে এনার্জি ব্যয় কর তা' মন্সা সেবার সহযোগের কারণে বাণীর এনার্জি সঞ্চয় হবে আর মন্সার শক্তিশালী সেবা তোমাদেরকে সফলতা অধিক অনুভব করাবে। এখন তন, মন, ধন এবং সময় যত ব্যবহার কর, তার থেকে খুব অল্প সময়ে সফলতা বেশি প্রাপ্ত হবে আর নিজেদের নেচার পরিবর্তন করার জন্য নিজের প্রতিও কখনো কখনো যে পরিশ্রম করতে হয়, সংগঠনে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের চলায় অথবা সেবাতে কখনো সফলতা কম দেখে ভগ্নাৎসাহ হওয়া, এই সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। ছোট ছোট বিষয় যেগুলো বড় হয়ে যায়, সে'সব এমনভাবে সমাপ্ত হয়ে যাবে যে তোমরা নিজেরা ভাববে কীভাবে এমন জাদু হয়ে গেল ! এখন তো জাদুমন্ত্র তোমাদের পছন্দ, না ! সুতরাং এই অভ্যাস জাদুমন্ত্র হয়ে যাবে। যেখানে মন্ত্র সেখানে খুব তাড়াতাড়ি অন্তর (প্রভেদ) হয়ে যায়, সেইজন্য বলা হয় জাদুমন্ত্র। অতএব, নতুন বছরে তোমরা ম্যাজিক মন্ত্র ইউজ কর। এই নবীনত্ব হতে দাও অর্থাৎ এই বিশেষত্ব আন, আর জাদুর মন্ত্র কী ? মন্সা আর বাচা, উভয়কে মিলিয়ে দাও। দুয়ের ব্যালেন্স, দুয়ের মিলন - এটাই জাদুর মন্ত্র। যখন মন্সায় শুভভাবনা এবং শুভকামনা দেওয়ার অভ্যাস ন্যাচারাল হয়ে যাবে তখন তোমাদের মন্সা বিজি হয়ে যাবে। মনে যে চঞ্চলতার উদ্রেক হয়, তা' থেকে স্বতঃই সরে যাবে। নিজের পুরুষার্থে যে কখনো কখনো নিরুৎসাহ হয়ে যাও, তা' হবে না। জাদুমন্ত্র হয়ে যাবে। সংগঠনে কখনো কখনো ঘাবড়ে যাও, ভাবো যে আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম "বাবা আর আমি", এই প্রতিজ্ঞা তো একটুও করিনি যে সংগঠনে থাকব। বাবা তো খুব ভালো, বাবার সাথে থাকাও খুব ভালো, কিন্তু সংগঠনে সকলের সংস্কার বুঝে চলা খুব কঠিন। যেমনই হোক, এটাও খুব সহজ হয়ে যাবে কেননা, মন থেকে, অন্তঃকরণ থেকে সব আত্মার প্রতি আশীর্বাদ, শুভভাবনা, শুভকামনা পাওয়ারফুল হওয়ার কারণে অন্যদের সংস্কার চাপা পড়ে যাবে। তারা তোমাদের বাধা দেবে না আর চাপা পড়তে পড়তে সমাপ্ত হয়ে যাবে। তারপরে বলবে - হ্যাঁ, আমরা ৪০ জনের সাথেও একসঙ্গে থাকতে পারি। এই বছর চারিদিকের দেশবিদেশের বাচ্চাদের সবসময়ের এই নবীনত্ব এবং বিশেষত্ব নিজের মধ্যে আনতে হবে। কখনো কখনো ভাবো তো না যে এখনো তো ৯ লক্ষ পুরো হয়নি ! অন্ত পর্যন্ত ৩৩ কোটি দেবতা উপস্থিত থাকবে - সে' বিষয় তো ছেড়েই দাও। ৯ লক্ষ তো ভালো আত্মা প্রয়োজন। প্রথম রাজধানীতে ন' লক্ষ ভালো আত্মাই তো চাই ! প্রজাও অবশ্যই ভালো চাই নম্বর ওয়ান, কারণ ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান শুরু হবে। সুতরাং তার মধ্যে যে প্রকৃতি হবে, ব্যক্তি হবে, বৈভব হবে - সে' সব নম্বর ওয়ান হবে। তাহলে, ন' লক্ষ প্রজা এখন প্রস্তুত করেছ ? কতো লক্ষ তৈরি করেছ ? তোমরা যে রিপোর্ট বানাও, তার মধ্যে তো যারা কখনো কখনো আসে তাদেরও অ্যাড কর, তাই না ! কিন্তু এখনো তো অর্ধেকও প্রস্তুত হয়নি। নম্বর ওয়ান প্রজা অন্ততঃ বাবার স্নেহ অবশ্য অনুভব করবে। সহযোগে থাকে, সেটা প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল সহযোগী, স্নেহী হবে। সমর্পণ না হওয়া, সে'টা অন্য বিষয়, কিন্তু বাবার প্রতি যেন সদা স্নেহ থাকে, স্নেহ শুধু পরিবারের বা ভাই-বোনের প্রতি নয় ! এখন তারা এই পর্যন্ত পৌঁছেছে - যারা সেবা করে তাদের প্রতিও স্নেহী হয়। যতই হোক, বাবার স্নেহের অনুভূতি যেন হয় ! তাদের অন্তঃকরণ থেকে যখন 'বাবা' বের হবে তখনই তো প্রজা হবে ! ব্রহ্মার প্রজা, প্রথম বিশ্ব মহারাজনের হবে। যার প্রজা, তার স্নেহ তো এখন থেকে হতে হবে, তাই না ! এই যে তোমরা ভাবছ যে এখন তো অনেক সেবা পড়ে আছে, তা' এই মন্সা ও বাচার সন্মিলিত সেবায় বিহঙ্গ-মার্গের সেবার প্রভাব দেখবে তোমরা। আগের সেবার তুলনায় এখনের সেবাকে তোমরা বিহঙ্গ-মার্গের সেবা বলো। কিন্তু তোমাদের এগিয়ে যাওয়ার হিসেবে আরও তীব্রগতির (বিহঙ্গ-মার্গের) সেবা তোমরা অনুভব করবে। বাপদাদা বাচ্চাদের সেবায় খুশি। যখন প্রত্যেকের সেবা দেখেন তখন প্রত্যেকের প্রতি অনেক স্নেহের উদ্রেক হয়। দেশ হোক বা বিদেশ, সেবার গভীর নিষ্ঠা তো আছেই। গ্রামে গ্রামে চারিদিকে কতো সেবা ছড়িয়ে যাচ্ছে ! তোমরা পরিশ্রম তো কর, কিন্তু স্নেহের কারণে তা' পরিশ্রম মনে হয় না। দৌড়াদৌড়ি করে নিজেদের বিজি রাখার খুব ভালো যুক্তি তৈরি করেছ। বাবার স্নেহ আর বাবার সহায়তা এ'ভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাপদাদা বাচ্চাদের দেখে খুশি হন - তোমরা কতো সেবা করছ ! এখনো পর্যন্ত যতটা করেছ, খুব ভালো করেছ। এখন, বিহঙ্গ মার্গের সেবার যে বিধি শুনিয়েছ, তার মাধ্যমে কোয়ালিটি আত্মারা কাছে আসবে এবং সেই কোয়ালিটি আত্মারা অনেকের নিমিত্ত হবে। এক থেকে তখন অনেক আসবে এবং বিহঙ্গ মার্গের সেবা হবে। যতই হোক, কোয়ালিটি সেবায় তাদের নিমিত্ত বানানোয় অথবা তাদের বুদ্ধিকে টাচ করার জন্য তোমাদের নিজেদের মন্সা অনেক শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। কেননা, যারা কোয়ালিটি আত্মা তারা বাণীতে তো প্রথম থেকেই দক্ষ হয়, কিন্তু অনুভূতিতে দুর্বল হয়, একেবারেই অনুভূতিবিহীন। সুতরাং যে, যে বিষয়ে দুর্বল হয় তার সেই দুর্বলতারই তির লাগতে পারে এবং যখন অনুভূতি হয় তখন মনে করে যে ইনি তো আমার থেকে উচ্চতর। নয়তো, কখনো কখনো তারা মিস্স করে দেয়, বলে - আপনারাও খুব ভালো, অন্যান্যরাও ভালো, " ঈশ্বর আপনাদেরও আশীর্বাদ করুন !" এটা বলে তারা সমাপ্ত করে দেয়। যেমনই হোক, তোমরা আশীর্বাদ সহ এগিয়ে চলেছ, পরমাত্ম-আশীর্বাদের ভিত্তিতেই তোমাদের জীবন - এখন তাদের এই অনুভূতি করাতে হবে। এখন অল্প অল্প অভিমান হয়, নিজেদের বড় মনে করায় ভাবে যে তারা তোমাদের সাহস দিচ্ছে, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে যে তোমরা

তাদের সাহস দিচ্ছি। এখন এমন জাদুমন্ত্র হওয়া উচিত। এখন তো বাণী দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, লাঙল চালিয়েছে, ক্ষেত্রভূমি সমতল করেছে, অন্ততঃ এতটা রেজাল্ট বেরিয়েছে। বীজও বপন করেছে, কিন্তু সেই বীজের এখন প্রাপ্তির জল প্রয়োজন। তখন ফল বের হওয়ার অনুভব করবে। মন্সার কোয়ালিটি বৃদ্ধি কর, তবেই কোয়ালিটি কাছে আসবে। এতে ডবল সেবা - স্ব-এরও আর অন্যদেরও। স্ব-এর জন্য আলাদা পরিশ্রম করতে হবে না। প্রালন্ধের প্রাপ্তি, তখন এ'রকম স্থিতি অনুভব হবে। ভবিষ্যৎ প্রালন্ধ তো বিশ্বের রাজত্ব, কিন্তু এই সময়ের প্রালন্ধ হ'ল "সদা স্বয়ং সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন থাকা আর অন্যদের সম্পন্ন করা।" এই সময়ের প্রালন্ধ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভবিষ্যতের গ্যারান্টি তো আছেই। ভগবানের গ্যারান্টি কখনো পরিবর্তন হতে পারে না। সুতরাং নতুন বছর তোমরা এ'ভাবে উদযাপন করবে, তাই না ? এই সেবা সবচাইতে আগে কে আরম্ভ করবে ? মধুবন। কারণ মধুবন নিবাসীদের বলা হয় - চুলাতেও আছে কারণ সবার আগে গরম গরম মুরলী তারাই পায় আবার হৃদয়েও আছে। অসীম ভান্ডার থেকে সদা ব্রহ্মা ভোজন খায়। প্রকৃতপক্ষে, এই সময় তোমরা সবাই মধুবনে বসে আছ, মধুবন নিবাসী তোমরা, আর তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে - তোমাদের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস কী, তাহলে তো মধুবনই বলবে, তাই না ! নাকি যেখানে থাক সেটা পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস ? ব্রহ্মাকুমার-কুমারী অর্থাৎ পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস একই, আর তোমাদের যেখানে পাঠানো হয়েছে সেটা সেবার জন্য। এমন নয়, আমরা তো বিদেশি, না। আমরা ব্রাহ্মণ, বাবা তোমাদের ওখানে পাঠিয়েছেন সেবার্থে। এই বুদ্ধির টাচিং দ্বারা তোমাদেরকে ওখানে পাঠানো হয়েছে। বাবার সঙ্কল্প দ্বারা ওখানে পৌঁছেছে। ভারতে রাজত্ব করবে নাকি লন্ডনে ? কখনও এমন ভেবো না, আমরা তো বিদেশে জন্মেছি, সে'জন্য আমরা ওখানের। ব্রহ্মার থেকে জন্ম হয়েছে নাকি বিদেশ থেকে ? তা' নয়তো বলা হবে বিদেশি-কুমার, বিদেশি-কুমারী। তোমরা তো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী, তাই না ! যেমন, ভারতে কেউ ইউ. পি.র, কেউ দিল্লির। ঠিক সে'রকমই সেবার্থে বিদেশে গেছ। বিদেশি তোমরা নও। এই নেশা আছে না ! সে'টা সেবাস্থান, জন্মস্থান মধুবন। সেই হিসেব-নিকেশ শেষ হয়েছে তবে তো ব্রাহ্মণ হয়েছে। হিসেব শেষ তো হিসেবের বইও দক্ষ হয়ে গেছে। গভর্নমেন্টের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যও তারা তাদের হিসেবের বই জ্বলিয়ে দেয়, তাই না ! তাহলে, পুরানো খাতা শেষ করে দিয়েছ তো ! কেউ কেউ দক্ষ হয়, তো তারা নিজের খাতা পুরোই সমাপ্ত করে দেয় আর যারা দক্ষ হয় না তারা কোথাও না কোথাও ঋণের দায়ে আটকে থাকে, ধার-দেনায় আটকে থাকে। যাদের কুশলতা থাকে তারা কখনো আটকে থাকে না। অতএব, হিসেবের বই সমাপ্ত মানে কোনো ঋণ নেই, সব খাতা পরিষ্কার তথা স্বচ্ছ। সবচাইতে ভালো প্রথা ব্রাহ্মণের। আচ্ছা।

চারিদিকের সেবার সকল সমীপ সাথীদের, সকল সাহসী এবং বাবার সহযোগের যোগ্য আত্মাদের, সদা মন্সা আর বাচা - একইসঙ্গে ডবল সেবা করা বিহঙ্গ মার্গের সেবাধারীদের, সদা বাবার সমান সকল আত্মাদের প্রতি শুভ কামনাকারী মাস্টার সন্সরু বাচ্চাদের, সদা নিজের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে নবীনত্ব এবং বিশেষত্ব নিয়ে আসা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

***বরদানঃ-** কম সময়ে সম্পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করে ডবল লাইট ভব
ডবল লাইট স্থিতি তীব্রগতির পুরুষার্থের লক্ষণ, তাদের কোনও প্রকারের বোঝা অনুভব হবে না। হয় প্রকৃতির দ্বারা কিংবা ব্যক্তির দ্বারা যে কোনো পরিস্থিতি যদি আসে, সব পরিস্থিতি স্ব-স্থিতির সামনে কোনকিছুই অনুভব হবে না। ডবল লাইট অর্থাৎ উঁচুতে থাকায় কোনো রকমের প্রভাব প্রভাবিত করতে পারে না। নিচের বিষয় থেকে, নিচের বায়ুমন্ডল থেকে উর্ধ্বে থাকায় কম সময়ে সম্পূর্ণ হওয়ার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রাপ্ত করে নেবে।

***স্লোগানঃ-** দুঃখধাম থেকে যদি দূরে সরে যাও তবে দুঃখের তরঙ্গ সমীপে আসতে পারবে না।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করো - তোমরা সব লাভলীন বাচ্চার সংঠনই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাবে। সংগঠিত ভাবে অভ্যাস কর, আমি বাবার, বাবা আমার। সব সঙ্কল্পকে এই এক শুদ্ধ সঙ্কল্পে সমাহিত হতে দাও। এমনকি, এক সেকেন্ডের জন্যও লাভলীন অবস্থা থেকে নীচে এসো না।
Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2

2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কীভাবে হয়, দু'জনে একে অপরের নাভি থেকে কখন নির্গত হয়, এই রহস্য প্রমাণ করে বোঝাও"

*প্রশ্ন:- কোন গুপ্তকথা সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চারা বুঝতে পারে ?

*উত্তর:- আমাদের সকলের বড়-মা হলেন ব্রহ্মা, আমরা যাঁর মুখ-বংশজাত। এ বড়ই গুপ্ত কথা। ব্রহ্মার কন্যা হলেন সরস্বতী। তিনি হলেন সবচেয়ে বুদ্ধিশালী, বিদ্যার দেবী। বাবা জ্ঞানের কলস মাতাদের ওপর রেখেছেন। মাতাদের স্মরণ করে গান (লোরি) গাওয়া হয়। তারা সকলকে বুঝিয়ে বলুক যে বিশ্বে শান্তি কীভাবে (স্থাপিত) হতে পারে।

*গীত:- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই.....

ওম শান্তি । দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণতকারী অবশ্যই ভগবানকেই বলা হবে নাকি শঙ্করকে। ভোলানাথও শিবকেই বলবে নাকি শঙ্করকে। মাঝিও শিবকেই বলবে, শঙ্করকে নয়, না বিষ্ণুকে। মাঝি অথবা গডফাদার বললে বুদ্ধি নিরাকারের দিকে চলে যায়। ত্রিমূর্তির চিত্র তো প্রসিদ্ধ। গভর্নমেন্টের যে কোট অফ আর্মস্ (প্রতীক চিহ্ন) আছে, তাতে রয়েছে পশুর চিত্র। আর তার উপর লিখে দিয়েছে 'সত্যমেব জয়তে'। এখন পশুর (চিত্রের) সাথে কোনো অর্থ সংযুক্ত হতে পারে না। গভর্নমেন্টের কোট অফ আর্মসের মোহর (স্ট্যাম্প) থাকে। যে সমস্ত বড়-বড় রাজধানী আছে তাদের সকলের কোট অফ আর্মস্ আছে। ভারতে ত্রিমূর্তি হলো প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর তাতে শিবের চিত্রকে সরিয়ে(অনুপস্থিত) দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের জ্ঞানই নেই। গডফাদার বললে বুদ্ধি নিরাকারের দিকে চলে যাবে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে গডফাদার বলা যাবে না। গডফাদার হলো আত্মাদের। তিনি হলেন উচ্চ অপেক্ষাও উচ্চ। দেখানোও হয়ে থাকে উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন ভগবান। এইরকম বলবে না যে সর্বোচ্চ হলেন ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণু বা শঙ্কর। না, উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন একমাত্র ভগবান। তা সকলেই জানে। শিখরাও ওঁনার মহিমার গায়ন করে। গুরু নানকেরও এই জ্ঞান ছিল যে মানুষকে দেবতায় পরিণতকারী পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত আর কেউ হতে পারে না। সত্যযুগে অবশ্যই দেবতারা থাকেন। কিন্তু দেবতাদের রচনাকার হলেন পরমাত্মাই। তিনি দেবতাদের কীভাবে রচনা করেন, তা জানে না। মহিমা কীর্তন করে যে পূতিগন্ধময় বস্ত্র(শরীর) পরিস্কার করে। যে মানুষেরা পূতিগন্ধময় ছিল তাদের দেবতায় পরিণত করেন। কিন্তু কখন বানিয়েছিলেন তা লেখা নেই। তোমরা অবশ্যই জানো যে এইসময় পরমাত্মা মানুষকে দেবতায় পরিণত করেন। অবশ্যই দুর্গতি থেকে সন্নতি করেছিলেন, ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী করেছিলেন। তোমরা বোঝাতে পারো, এই ভারতেই শ্রেষ্ঠাচারী দেবতারা ছিল। গুরু নানক যখন এসেছিলেন তখন তো ব্রষ্টাচারী দুনিয়া ছিল, তাই না! তবেই তো গায়ন করে। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতিদের চিত্র তো থাকে, তাই না! যাদের সাথেই এঁাদের কম্পিটিশন হয়। গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্ম অতি ধুমধামের সঙ্গে পালন করে। তিনি হলেন শিখ ধর্মের প্রবর্তক। তিনি স্বয়ং বলেন, ভগবান হলেন নিরাকার-নিরহংকারী। তিনি এসে মানুষকে পতিত থেকে পবিত্র দেবতায় পরিণত করেন। শ্রীকৃষ্ণ মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে পারে না। গীতাতেও রয়েছে যে আমি তোমাদের সহজ রাজযোগ শিখিয়ে শ্রেষ্ঠাচারী মহারাজা-মহারানী বানিয়ে দিই। পতিত-পাবন গডফাদারকেই বলা হয়ে থাকে। তিনি তো অবশ্যই ব্রষ্টাচারী দুনিয়াতেই আসবেন। ওঁনাকে বলেন এসে পবিত্র করো। শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করেন তো অদ্বিতীয় নিরাকার বাবা, সর্বোচ্চ হলেন ভগবান তারপর হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর - এ হলো পরমপিতা পরমাত্মার রচনা। যাঁর চিত্র তো নেই। এখন বাবা বোঝান বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছে পুনরায় ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু কী করে বেরোবে - কারণ ব্রহ্মাই বিষ্ণু, বিষ্ণুই ব্রহ্মা হয়। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা পুনরায় সেই ব্রহ্মা-সরস্বতীই পরজন্মে বিষ্ণুর দুই-রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে পালনা করেন। তাহলে ব্রহ্মা-সরস্বতীই লক্ষ্মী-নারায়ণ। ব্রহ্মা বলবে আমরাই বিষ্ণুর দুই-রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ হই। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ বলবে আমরাই ব্রহ্মা-সরস্বতী তাহলে একে-অপরের নাভি থেকে বেরিয়েছি, তাই না! আমরাই দেবতা তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছি। এ অতি বুঝবার মতন বিষয়। বাবা বুঝিয়েছেন, যে ব্রহ্মার শরীরে আমি প্রবেশ করি তার ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছি। এছাড়া কোনো রথ ইত্যাদির ব্যাপার নেই। ওইসব হলো মিথ্যা। এই সঙ্গমের সময় কারোর জানা নেই। মানুষকে ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। কলিযুগের আয়ু এত লক্ষ-লক্ষ বছরের। সত্যযুগের আয়ু এত। এমন-এমন কথা শুনি ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। বাবা বলেন - আমি সেই বাচ্চাদের সামনে আসি যারা আমায় চেনে। বাকিরা তো আমায় চেনেই না। ওরা বুঝবেও না যে ইনি কে ? কোনো বড় সভায় গেলে তখন ওরা বুঝবে নাকি! তোমাদের মধ্যেও অতি কষ্টে কেউ

বোঝে। প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। ইনি হলেন বড়-র থেকেও বড় সর্বোচ্চ অখরটি। দেখো, পোপের কত রিগার্ড রাখে। পোপ কে ? তিনি হলেন খ্রিস্টান ঘরানার। এ হলো অন্তিম জন্ম। খ্রাইস্টের সময় থেকে পুনর্জন্ম নিতে-নিতে এখন তমোপ্রধান অবস্থায় রয়েছে। সকলেই পতিত। একে-অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। বাবা বলেন - এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত খেলা। তাহলে উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন নিরাকার ভগবান তারপর হলো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়। যার দ্বারা স্থাপনা হয় তার দ্বারাই পালনা হবে। তাই এই ব্রহ্মা-সরস্বতীকে আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণই এখন এসে ব্রহ্মা-সরস্বতী হয়েছে। এরা হলো প্রজাপিতার মুখ-বংশজাত। কৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা যাবে না। ঐনার নামই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার মাধ্যমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ চাই। বাবা বলেন, ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করি, আমার ওঁনাকেই ব্রহ্মা বানাতে হবে, যে ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন অন্তিম জন্মে রয়েছে। ব্রহ্মা তো একজনই হবে তাই না! ইনি নিজের জন্মকে জানেন না তাই যেমন ব্রহ্মাকে বসে থেকে বোঝান তাহলে অবশ্যই ব্রাহ্মণও থাকবে। ব্রাহ্মণ হলো ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত। এ'সব হলো অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন কুমার-কুমারী। অবশ্যই প্রজাপিতার মুখবংশীয় হবে। এ হলো অতি বুঝবার মতন বিষয়। তিনি স্বয়ং বুঝিয়ে থাকেন যে আমাকে অনেক জন্মের অন্তে আসতে হয়। সত্যযুগের সবচেয়ে প্রথমে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন। অবশ্যই তারা ৮৪ জন্ম নিয়েছিলেন। অন্যেরা অবশ্যই কম নিয়েছিল। এই ব্রহ্মা-সরস্বতীই পরে বিষ্ণু যুগল(লক্ষ্মী-নারায়ণ) হবে। তাহলে এ কত বুঝবার মতন বিষয়। সর্বপ্রথমে এই নিশ্চয় চাই যে এই নলেজ কৃষ্ণ দিতে পারে না। আচ্ছা, পুনরায় গায়নও করে যে তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী। ভক্তিমার্গে পূজারী, জ্ঞানমার্গে পূজ্য হয়। বিষ্ণুর দুই-রূপ বরাবরই পূজ্য ছিল। পুনরায় এই ব্রহ্মাই পূজারী হয়ে বিষ্ণুর পূজা করতেন। বলতেন - আমিই সেই বিষ্ণুর পূজারী ছিলাম। এখন আমিই সেই বিষ্ণু পুনরায় পূজ্য হতে চলেছি, তত্বতম। একেই গুপ্ত থেকেও গুপ্ত কথা বলা হয়। ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছেন ? বিষ্ণু কোথায় গেছেন ? তা তোমরই জানো। বিষ্ণুর দুই-রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণকে ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে অন্তে পতিত হতেই হবে। ডিনায়েস্টিই (সাম্রাজ্য) যখন পতিত হয়ে গেছে তখন আমিই এসে স্থাপনা করি আর সব ধর্মকে সমাপ্ত করে দিই। পুনরায় সহজ রাজযোগ শিখিয়ে শ্রেষ্ঠাচারী দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করি, বাকি যে ব্রষ্টাচারী ধর্ম রয়েছে সেই সবার বিনাশ করে দিই। রাম-রাজ্যে দ্বিতীয় কোনো ধর্ম থাকে না। এখন সব ধর্মই আছে। ভারতের প্রকৃত ধর্ম নেই, তা এখন স্থাপিত হতে চলেছে। চিত্রও রয়েছে। ত্রিমূর্তির উপর শিবও রয়েছে। ব্রহ্মা-সরস্বতী তথা লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাঁরাই রাধা-কৃষ্ণ ছিল। রাধা নিজের রাজধানীতে ছিল। আর কৃষ্ণ নিজের রাজধানীতে ছিল। জ্ঞানের বীণা রাধার কাছে ছিল না। সরস্বতী জ্ঞানের দ্বারা ভবিষ্যতে রাধা হয়েছেন। সরস্বতীকে গডেজ অফ নলেজ বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই বাবার দ্বারাই তার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। সরস্বতী হলো ব্রহ্মার কন্যা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকলে তো জগদম্বাকেও চাই। বাস্তবে এ হলো গুপ্ত কথা। বড় অম্বা তো হলেন এই ব্রহ্মা। ঐনার দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন মাতাদেরকে। তাকে জ্যেষ্ঠ কন্যা জগদম্বা বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মার মুখ দ্বারা অ্যাডপ্ট হও তোমরা, তাহলে তো উনি হয়ে গেলেন মাতা। তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হলেন ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী। তিনি কোথা থেকে এসেছেন ? ব্রহ্মার তো স্ত্রী নেই। তিনি হলেনই প্রজাপিতা। তাহলে উনি হলেন মুখবংশীয়, এই ড্রামাও হলো অনাদি পূর্ব-নির্ধারিত। গডেজ অফ নলেজ হলেন সরস্বতী। এখন রিলিজিয়স কনফারেন্স হয়, সেখানে নিরাকার শিববাবা তো যেতে পারেন না। ব্রহ্মাকেও বসানো যাবে না। এ হলো মাতাদের মহিমা। সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রধান মাতা হওয়া উচিত। সকলের মাতা জগদম্বা বসে লোরী শোনাবেন, বাচ্চা জন্মই হয় মায়ের দ্বারা। জগদম্বা তো সকলেরই মা, তাহলে সকলকেই ওনার সামনে মাথা নত করতে হবে। মা বোঝাতে পারে -- এই ব্রষ্টাচারী দুনিয়া শ্রেষ্ঠাচারী কীভাবে হবে বা এই ভারতে শান্তি কীভাবে স্থাপিত হবে। রাবণ-রাজ্যে শান্তি থাকতে পারে না। শান্তি কোথা থেকে পাওয়া যায় তা মাতাই বোঝাতে পারে। শান্তিধাম হলো নির্বাণধাম। এ হলো দুঃখধাম, সত্যযুগ হলো সুখধাম। বরাবর সত্যযুগে এক রাজ্য ছিল। সুখ-শান্তি, পবিত্রতা সবকিছু ছিল। এখন নেই। তাহলে অবশ্যই ড্রামা সম্পূর্ণ হবে। (কল্প) বৃক্ষের আয়ুও সম্পূর্ণ হয়েছে। দেবতাদের ৮৪ জন্মও পূর্ণ হয়েছে। ৮৪ লাখ জন্ম তো হতে পারে না। ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এত বছর হয়েছে তাহলে আবার ৮৪ লাখ জন্ম কিভাবে হবে ? বালক, যুবক, বৃদ্ধ হতে সময় লাগে। ৮৪ লক্ষ জন্ম হলে তো আবার লম্বা-চওড়া কল্প হয়ে যায়। তাহলে এই মাতা বোঝাবে যে তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ। তিনি তো হলেন ফাদার, রচয়িতা, তাই না ! প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে রচনা করেন তারপর ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন। এমন নয় কোনো নতুন দুনিয়া রচনা করেন। যদি এমন হয় তবে তো মানুষ এইরকম বলবে না যে পতিত-পাবন এসো। এইসময় সমগ্র দুনিয়াই অপবিত্র, সকলেরই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েছে। স্মরণ করতে থাকে যে ও গড ফাদার কৃপা করো ! আমাদের এই মায়াবী দুঃখ থেকে মুক্ত করো। তাহলে তিনি আবার দুঃখ দেবেন কীভাবে ! দুঃখপ্রদানকারী অবশ্যই অন্য কেউ। সত্যযুগে যখন এক ধর্ম ছিল আর সকল ধর্মের আত্মারা নির্বাণধামে ছিল। এখন তো সমস্ত আত্মারাই এখানে, তাহলে অবশ্যই বাবাকে পুনরায় এসে এক ধর্মের স্থাপনা করতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, পুনরায় সেই ব্রহ্মাই বিষ্ণু হয়। তারপর বিষ্ণুর নাভি থেকেই ব্রহ্মা উৎপত্তি হয়। ওঁনার দ্বারাই বসে-বসে জ্ঞান প্রদান করি যাতে পুনরায় দেবতা হয়ে যায়। রাজযোগ শেখো। বাকি জগতের মানুষ যে অনেক চিত্র তৈরী করেছে, সে'সকল হলো

লোক-কাহিনী। মুখ্য কথা হলো গীতা-মাতার ভগবান কে ? বোঝাতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা জন্ম দেন বিষ্ণুর। ব্রহ্মাকেও তো জন্ম দেবেন, তাই না! ওঁনারা তো সত্যযুগের দেবতা। ব্রহ্মা কোথাকার ? অবশ্যই কলিযুগের হবে। অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম অবশ্যই দেবতাদেরই হবে। যারা শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তারাই এখন ভ্রষ্টাচারী। দুই যুগে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয়দের রাজ্য। ৪ ভাগ রয়েছে। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথাই নেই। কথিত রয়েছে, খ্রিস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। এ'সব ভালভাবে বোঝাতে হবে। বাবা বলেন, এরা সকলে হলো অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন(দত্তক সন্তান)। এখন বিনাশ সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভ্রষ্টাচারী ভারতকে কোনো মানুষ শ্রেষ্ঠাচারী করতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে যখন দেবতারা বাম-মার্গে যায় তখন এই সন্ন্যাসীরা পবিত্রতার বলে ভারতকে দ্রুত বিকারে যাওয়া থেকে) থামিয়ে রাখে। এইসময় তো সকলেই পতিত হয়ে গেছে। নদী তো সাগর থেকে বেরোয়, নদীকে পতিত-পাবনী বলে তাতে স্নান করে। এখন নদী তো সব জায়গাতেই রয়েছে। নদী কীভাবে পতিত-পাবনী হতে পারে। পতিত-পাবন তো হলো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই। এখানে তো জ্ঞান গঙ্গাদের চাই যারা মানুষকে ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবে - সহজ রাজযোগের দ্বারা। বাবা বলেন -- আমি সর্বশক্তিমান, আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হলেই সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বাপেক্ষা বড়-র থেকেও বড় অর্থরিচি হলেন বাবা, তাকে যথার্থরূপে চিনে তাঁর রিগার্ড (সম্মান) রাখতে হবে। পুরোপুরি ওঁনার শ্রীমতানুসারে চলতে হবে।

২) বাবা জ্ঞানের কলস মাতাদেরকে দিয়েছেন, তাদের অগ্রে রাখতে হবে।

বরদান:- সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে ডবল লাইট হয়ে থাকা পিতা-সম পৃথক-প্রিয় ভব ডবল লাইটের অর্থ হলো সবকিছু বাবাকে অর্পণ করা। শরীরও আমার নয়। এই শরীর সেবার্থে বাবা দিয়েছেন। তোমার তো প্রতিজ্ঞা রয়েছে যে তন-মন-ধন সবকিছু তোমার(বাবার)। যখন শরীরই আপন নয় তখন বাকি আর কি রইল। তাই সদা কমলফুলের দৃষ্টান্ত যেন স্মৃতিতে থাকে যে আমি কমলফুলের সমান পৃথক এবং প্রিয়। এ'রকম পৃথক হয়ে অবস্থানকারীদের পরমাত্ম প্রেমের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়।

স্নোগান:- মর্যাদার সীমারেখার মধ্যে অবস্থানকারীই মর্যাদা পুরুষোত্তম।

লভলীন ((প্রেমবিভোর) স্থিতির অনুভব করুন

তোমাদের নয়নে এবং মুখের প্রতিটি কথায় যেন বাবা সমাহিত থাকে। তবেই তোমাদের শক্তিশালী স্বরূপ দ্বারা সর্বশক্তিমান নজরে আসবে। যেমন স্থাপনার আদিতে ব্রহ্মা-রূপে শ্রীকৃষ্ণ দৃশ্যমান হতো, বাচ্চারা তেমনভাবেই তোমাদের দ্বারা যেন সর্বশক্তিমান প্রত্যক্ষ হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দুর্বলতা গুলি দান করে দিয়ে যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে বলে দিতে হবে, নিজের বড়াই করবে (মিয়া মিঠু হবে না) না, কখনোই রাগ করবে না"

*প্রশ্নঃ - কোন বিষয় মন্বন করে অপার খুশীতে থাকো ? কোন বিষয়ে কখনোই অখুশি হবে না ?

*উত্তরঃ - মন্বন করো -- আমরা এখন রাজযোগ শিখছি এরপর এসে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজা হবো । সুন্দর সুন্দর মহল তৈরী করবো । আমরা ভায়া শান্তিধাম হয়ে আমাদের সুখধামে যাবো । ওখানে সব এক নম্বর জিনিস থাকবে । তনও খুব সুন্দর নিরোগী পাওয়া যাবে । এখানে যদি আমাদের এই পূর্বের পুরানো শরীরে রোগ ব্যাধি হয়, তাহলে অখুশি বা দুঃখী হয়ো না, চিকিৎসা করতে হবে ।

*গীতঃ- জলসায় জ্বলে উঠলো বহ্নিশিখা...

ওম শান্তি । গীত তো বাচ্চারা অনেকবার শুনেছে । ভিন্ন - ভিন্ন প্রকারে বাচ্চাদের অর্থ বোঝানো হয় । যারা এই গীত বানিয়েছে, তারা তো এই কথা জানে না । তোমরা এখন অসীম জগতের বাবার বাচ্চা হয়েছো । তোমরা অসীম জগতের বাবার বাচ্চাও আবার পৌত্র - পৌত্রীও । এমন আর কোনো বাবা বলতে পারেন না যে, তোমরা আমার বাচ্চাও আর পৌত্র - পৌত্রীও । এখানে এটা আশ্চর্যের । আমরা সব আত্মারা শিব বাবার সন্তান, আর শিব বাবার এক সন্তান ব্রহ্মা হলো সাকারে, তাই আমরা পৌত্র - পৌত্রীও হই । বাবার কতো অগুণ্টি বাচ্চা । সব বাচ্চারা এক বাবার । তোমরা এখন পৌত্র - পৌত্রী হয়েছো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য, আর কেউ তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না । সবাই যদি পৌত্র - পৌত্রী হয়ে যায় তাহলে সবাই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । এমন তো হতে পারে না, তাই কোটিতে কয়েকজনই পৌত্র - পৌত্রী হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার জন্য বোঝানো হয় যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অবশ্যই অ্যাডপ্ট করতে হয় । এক হয় অ্যাডাপ্টেশন হয়, তারপর এ হল প্রবেশ হওয়ার বিষয় । বাচ্চারা বলে, আমরা পৌত্র এবং পৌত্রীও । এই কথা আর কেউই বলতে পারবে না যে, বাচ্চারা নিজের সুইট হোমকে স্মরণ করো । একথা কাকে বলা হয় ? আত্মাদের । আত্মা এই অর্গ্যান্সের দ্বারা শোনে । এমন কেউ বলতেই পারে না যে, আমি আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি । আত্মা শোনে - বাবা বলেন, আমি যে পরমপিতা পরমাত্মা, আমি এই ব্রহ্মার তনে প্রবেশ করে তোমাদের শেখাই । না হলে কিভাবে বোঝাবো ? আমাকে ব্রহ্মার তনেই আসতে হয় । নামও ব্রহ্মাই রাখতে হয়, তাই তো ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলা হয় । ওই ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করো, তোমরা কিভাবে ব্রহ্মার সন্তান হলে ? ওরা তোমাদের বলতে পারবে না । বলবে, আমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, কিন্তু হলো তো কোথ (গর্ভজাত) বংশাবলী । ওরা বলে, আমরা মুখ বংশাবলী ছিলাম, এখন কোথ বংশাবলী হয়েছি । এখন এমন তো নয় যে, ব্রহ্মার কোথ বংশাবলী হবে । তাই এ হলো বড় আশ্চর্যের কথা । বাবা কখনো মিথ্যা কথা শোনাবেন না । তিনি হলেন সত্য । আমরাও সত্য তৈরী হচ্ছি । নিজেকে অতি চালাক মনে করো না । এই দাদাও বলেন - যতক্ষণ না পরিপূর্ণ হচ্ছো, ততক্ষণ কিছু না কিছু হতে পারে কিন্তু তোমাদের কাজ হলো শিব বাবার সঙ্গে । মনুষ্য তো কিছু ভুল করতে পারে, অন্যদের সঙ্গে তোমাদের খিটখিট হতে পারে কিন্তু বাবার থেকে তো তোমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে, তাই না । অনেক বাচ্চা আবার বাবার উপরও রাগ করে । যদি কোনো ভাই - বোন কিছু বলেও দেয়, অন্তত শিব বাবার মুরলী তো শোনো । ঘরে বসে থাকলেও শিব বাবার সম্পদ তো নাও । এই সম্পদ ছাড়া তোমরা কি করবে । ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তো অবশ্যই আসতে হবে, না হলে শূদ্র সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়ে যাবে । তোমাদের দুর্গতি হয়ে যাবে । সংসঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ পতন ঘটায় । আমরা যদি গিয়ে বকের সঙ্গে থাকি তাহলে সর্বনাশ হয়ে যায় । এক বাবাকেই কাগুরী বলা হয় । বাকি ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকেই আছে । কোনো মানুষই নিজেকে কাগুরী বা গুরু বলতে পারে না । এই অসার সংসার, বিষয় সাগর থেকে দূর করে সুইট হোমে নিয়ে যান এক বাবাই । বাবা বলেন সুখধাম, শান্তিধাম আর দুঃখধাম এই তিন ধাম আছে । তোমাদের এই দুঃখধাম থেকে বের হয়ে শান্তিধাম যেতে হবে । এই দুঃখধামে আগুন লাগবে । এ হলো দুঃখের খড়ের গাদা, এখানে কুস্তকর্ণের মতো ব্রষ্টাচারী মানুষরা থাকে । মানুষ পতিত পাবন বাবাকে ডাকে । পতিত পাবনী গঙ্গাকে তো ডাকার কোনো কথাই নেই । গঙ্গা তো হল অনাদি । স্বর্গেও তো থাকবে, তাই না । এই গঙ্গা যদি পতিত পাবনী হয় তাহলে তো সবারই পবিত্র হওয়া উচিত । মানুষ কিছুই বোঝে না ।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে । তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বুঝতে পারো, কেননা বাচ্চাদের মধ্যে ঘাটতি (দুর্বলতা) আছে, অশুদ্ধ অহংকার, কাম - ক্রোধ প্রত্যেকের মধ্যেই আছে । প্রত্যেকেরই নিজের মনকে জিজ্ঞেস

করা উচিত যে, আমার মধ্যে কি ঘাটতি আছে। বাবাকে বলা উচিত - বাবা, আমার মধ্যে এই দুর্বলতা আছে। না হলে সেই দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইনি কোনো অভিশাপ দেন না, কিন্তু এ হল 'ল' (নিয়ম)। দুর্বলতার দান করে দিয়ে কেউ যদি আবার ভুলে যায় তাহলে বাবাকে বলে দেওয়া উচিত। বাবা আমি এই ভুল করেছি, অমুক জিনিস চুরি করেছি। শিব বাবার ভাণ্ডারে সবকিছুই পাওয়া যায়, অবিনাশী জ্ঞান রত্নও পাওয়া যায়, তাই শরীর নির্বাহের প্রয়োজনে সবকিছুই পাওয়া যায়। বুদ্ধির খাবার, শরীরের খাবার সবকিছুই পাওয়া যায়। তবুও যদি কিছু চাও, চাইতে পারো। যদি না জিজ্ঞেস করে কিছু ভুলে নাও তাহলে তোমাদের দেখে অন্যেরাও এমন করবে। চেয়ে নেওয়া ঠিক। বাচ্চারা যেমন বাবার কাছ থেকে যা কিছুই চায়, বাবা দিয়ে দেয়। বিত্তবান হলে তারা তো বাচ্চাদের সব দিতে পারবে, গরীবরা কি করবে। এ তো শিব বাবার ভাণ্ডার, যা কিছুই চাই, তোমরা চাইতে পারো। যথাযোগ্য সবাই পাবেই। বাবা, মাম্মা এবং অনন্য বাচ্চাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত নয়। বাবাও মহিমা করেন যে, অমুক বাচ্চা খুব ভালো সার্ভিস করে। বাচ্চারা, তাই তোমাদেরও তাদের সম্মান করা উচিত। সমস্ত কিছুই জ্ঞান এবং যোগের উপর নির্ভর করে। সচেতন বাচ্চারা খুব যুক্তির সঙ্গে চলে, তারা জানে যে, এরা বরাবর আমাদের থেকে যোগ্য। তাই তাদের সম্মানের সঙ্গে দেখা উচিত। মেয়েরাও অনেকে খুব লেখাপড়া জানা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, যারা 'আপনি - আপনি' বলে নম্রতার সাথে সম্মান দিয়ে কথা বলে থাকে। কোনো কোনো অশিক্ষিত তো 'তুমি - তুমি' বলে কথা বলে। এই ম্যানার্স চাই। বাবার সামনে তো কতো ধরনের আসে। বাবা সকলকেই জিজ্ঞেস করেন - তোমরা সন্তুষ্ট (রাজি) আর খুশী তো? বড় বড় অফিসারদেরও সম্মান করতে হয়। পোপ এলে তাকেও বলতে হবে, এ হলো কাঁটার জঙ্গল, আপনারা যাকে প্যারাডাইস বলেন, সেটা হলো ফুলের বাগিচা। ওখানে তো অবশ্যই খুব সুন্দর ফরিস্তারা থাকবে। এ হলো কাঁটার জঙ্গল, জঙ্গলে কাঁটা আর জানোয়াররাই থাকে। এই বাবা তো কাউকেই যা কিছু বলতে পারে। বাচ্চারা তো বলতে পারে না। এখন প্যারাডাইস স্থাপন হচ্ছে, এ হলো আয়রন এজ। এখানে আল্লাহ'র বাগিচার স্থাপনা হয়। সত্যযুগ হলো আল্লাহ'র বাগিচা, আর এ হলো কাঁটার জঙ্গল। এ খুবই বোঝার মতো কথা। ভাগ্যবানরাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং বোঝাতে পারে। বাবা বাচ্চাদের খুব ভালো রায় দেন, তাই তোমাদের পাঁচ বিকারকে জয় করতে হবে। এর বিদায় তো অস্তিমে হবে, ততক্ষণ কিছু না কিছু কমতি থাকে। সেই কমতি দূর করার পুরুষার্থ করতে হবে, দেহী - অভিমাত্রী হতে হবে। শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে, তাহলে খুশীতে থাকবে। আমরা ভায়া শান্তিধাম হয়ে সুখধামে যাই, ততক্ষণ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়ে যাবে। তারপর স্বর্গে সব জিনিস এক নম্বর পাবে। তোমরা এসে হীরে জহরতের মহল তৈরী করবে, এটা সেটা করবে। তোমাদেরও বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা হলাম আত্মা। এখানে এসেছি আমাদের রাজধানী স্থাপন করতে। এরপর শিব বাবার সঙ্গে চলে যাবো। আমরা রাজযোগ শিখছি, এরপর গিয়ে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজা - রানী হবো। রাজমহল মহল তো তৈরী করতে হবে, তাই না। এই কথা মনে মনে মন্বন করে খুবই খুশী হওয়া উচিত। কমতি তো অনেকই আছে, অনেকেই দেহ বোধে আসে। এ তোমাদের পূর্বের পুরানো পোশাক, নতুন বস্ত্র সত্যযুগে পাওয়া যাবে। বাবা বসে মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান - অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করেছে - ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। ভক্তি করা হয় এক ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য, নাকি অনেকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য? ভক্তিও একজনেরই করা হয় তারপর ব্যাভিচারী ভক্তি হয়ে যায়। এরপর তোমরা জন্ম - জন্মান্তরের জন্য গুরু করো, পুনর্জন্ম গ্রহণ করলে আবার গুরু করতে হয়। বাবা এখন বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাই। ওখানে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের জন্য গুরু করার দরকার হবে না। অব্যভিচারী ভক্তির পরে ব্যাভিচারী ভক্তি হয়, কেননা এখন হলো অবতরণের কলা। বাবা তাই বলেন - বাচ্চারা, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমার জন্য গাওয়া হয় - আমি লিবারেটর, কাগুরী, বাগানের মালিক। স্বর্গ হলোই ফুলের বাগান। এরপর কাগুরী চলে যাবে। সবাই তো আর স্বর্গে যাবে না। প্রথম - প্রথম যারা আসে, তাদের জন্য যেন আল্লাহ'র বাগিচা, তারা অনেক সুখ ভোগ করে। আল্লাহই সবাইকে সুখ প্রদান করে। এ তো যে কেউই বলবে যে, সত্যযুগ আল্লাহ'র বাগিচা ছিলো। ভারতই হলো প্রাচীন থণ্ড। যখন সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীরা রাজত্ব করতো, ওই সময় সব আত্মারা সুইট হোমে ছিলো, সেইজন্যই তারা মুক্তিতে যাওয়ার জন্য ভক্তি করে। জীবনমুক্তি দেওয়ার মতো গুরু তো কেউই নেই। শিব বাবাই মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ বলে দেন। এখন এ হলো দুঃখধাম, এই খড়ের গাদায় আগুন লেগে যাবে, লক্ষ্য বছরের কল্প হয় না। লক্ষ্য বছর মনে করে কুস্কর্পরী নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। এখন ঈশ্বর এসে জাগিয়েছেন, তোমাদের আবার অন্যদেরও জাগাতে হবে। সার্ভিস ছাড়া তো উচ্চ পদ পাওয়া যাবে না। বাচ্চাদের উপর বাবার দয়া হয় যে তারা সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পায় না। বাবা তো সবাইকেই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করাবেন। কেন না তোমরা বাবার বিজয় মালায় গ্রথিত হয়েও যাও। কাউকে বোঝানো খুবই সহজ। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা আর শঙ্করের দ্বারা দুঃখধামের বিনাশ। এখন তোমাদের সুখধামের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, কিন্তু সুখধামকে কেউই জানে না। যদি জানে তাহলে সেখানে পৌঁছে যাবে। কেউ জানে না তাই পৌঁছাতেও পারে না। ডানা ভেঙ্গে গেছে। বাচ্চারা, তোমরা কালকে জয় করো। কালের কাল বাবাই তোমাদের কালকে জয় করাবেন। তাই এই সব ধারণা করে পতিতদের পবিত্র হতে হবে। কেবল প্রভাবিত হয়ে গেলে

তাতে কি লাভ ? সম্পূর্ণ রং তো লাগবে যখন তোমরা সাতদিনের কোর্স করবে । কোনো কোনো বাচ্চা চলতে চলতে ব্রহ্মাণীদের উপর বিরক্ত হওয়ার কারণে শিব বাবার উপরও রাগ করে । ভগবানের উপর রাগ করা - এ কি বুদ্ধিমত্তার কাজ ? অন্যদের প্রতি রাগ করলে, করতে দাও, কিন্তু আমার উপর রাগ করলে একদম মৃত (অজ্ঞানী) হয়ে যাবে । শিব বাবার উপর তো রাগ করো না । সম্পদ নিতে থাকো, ধন দান করলে ধনের অভাব হয় না - সঙ্গও চাই । ব্রাহ্মণ কুলে তো অনেক ক্ষীরখণ্ড থাকা চাই । পরচিন্তক এবং পরনিন্দকও থাকে, এদের থেকে খুব সাবধান থাকা উচিত ।

বাবা বোঝান - বাচ্চাদের সার্ভিসের খুব শখ থাকা চাই । ডুবন্তদের বাইরে বের করে আনতে হবে । এতেও চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম । বাবাও প্রথমে ব্রহ্মা বাচ্চাদেরই তুলে ধরেন । তোমরা আবার তোমাদের বাচ্চাদের তুলে ধরো । জীবনদান দাও । এই পড়া তো অস্তুিম সময় পর্যন্ত পড়তে হবে । বাবা কতো ভালো ভালো পয়েন্টস দেন । জীবন্ত হয়ে উত্তরাধিকার পেতে হবে, বাবা আমরা তোমার । তোমারই ছিলাম আবার তোমারই হয়েছি । আমরা তোমার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করেই ছাড়বো । এই দুঃখধামের খড়ের গাদায় আগুন লাগবে । আমরা সুখধামে যাচ্ছি, তাই কতো খুশী হওয়া চাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যে জ্ঞান - যোগে তীক্ষ্ণ, ভালো সার্ভিস করে, তাদের খুব সম্মান প্রদর্শন করতে হবে । 'আপনি - আপনি' করে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে । নিজেদের মধ্যে কখনো রাগ করবে না ।

২) ব্রাহ্মণ কুলে খুবই ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকতে হবে । পরনিন্দা এবং পরচিন্তন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । অবশ্যই সংসঙ্গ করতে হবে ।

বরদানঃ:- ডবল লাইট স্থিতির দ্বারা উড়তি কলার অনুভব করে সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব
এখন চড়তি কলার সময় সমাপ্ত হয়েছে, এখন উড়তি কলার সময় । উড়তি কলার নিদর্শন হলো ডবল লাইট । অল্প কিছু বোঝা থাকলেও তা নীচে নিয়ে আসবে । তা নিজের সংস্কারের বোঝাই হোক, বায়ুমণ্ডলের হোক, কোনো আত্মার সম্বন্ধ - সম্পর্কের হোক, যে কোনো বোঝা-ই অস্তিত্ব নিয়ে আসবে, তাই কোনো আকর্ষণ যেন না থাকে, সামান্য কোনো আকর্ষণও যেন আকৃষ্ট না করে । যখন এমন আকর্ষণ মুক্ত, ডবল লাইট হবে তখনই সম্পূর্ণ হতে পারবে ।

স্নোগানঃ:- স্নেহের চুম্বক হও, তাহলে গ্লানিকারীও নিকটে এসে স্নেহের পুষ্পের বর্ষণ করবে ।

প্রেমমগ্ন স্থিতির অনুভব করুন -

বাবার প্রেমে এমন লীন হয়ে যাও যাতে আমিষ ভাব আর আমার ভাব সমাপ্ত হয়ে যায় । জ্ঞানের আধারে বাবার স্মরণে মগ্ন হয়ে থাকো, এই মগ্ন বা বিলীন হয়ে থাকাই হলো (লভলীন) প্রেমমগ্ন স্থিতি, যখন প্রেমে মগ্ন হয়ে যাও অর্থাৎ একাগ্রতায় মগ্ন হয়ে যাও তখন বাবার সমান হয়ে যাও ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন নতুন জীবন পেয়েছো, পুরানো জীবন বদলে গেছে, কেননা তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো, তোমাদের প্রীতি একমাত্র বাবার সাথেই রয়েছে”

*প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণ যারা দেবতা হতে চলেছে, তাদের লক্ষণ কী হবে ?

*উত্তরঃ - সেই ব্রাহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণরা সবাই এক মতের হবে। তাদের মধ্যে কখনোই মতভেদ হতে পারে না, নিজেদের মধ্যে বিভাজন হতে পারে না। লৌকিকে যাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, তাদের মধ্যে তো অনেক মত থাকে। কেউ নিজেকে পুঙ্খনী বলে, কেউ সারসিদ্ধ। তোমরা ব্রাহ্মণরা এক বাবার মতের দ্বারা তোমরা দেবতা হয়ে থাকো। দেবতাদের মধ্যে কখনোই ভাঙন ধরতে পারে না।

*গীতঃ- যেদিন মিলেছি তুমি আর আমি...

ওম শান্তি । যখন জীব আত্মারা আর পরমাত্মা বা বাচারার আর বাবা মিলিত হয়, তখন নতুন প্রীতির জন্ম হয়। কারণ তখন অন্য সব সঙ্গের সাথে প্রীতি ছিল হয়ে যায় । যেমন কন্যার প্রথমে পিত্রালয়ের প্রতি প্রীতি থাকে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে নতুন একজনের প্রীতি জুড়ে যায়। তার কাছে শ্বশুরবাড়ি সম্পূর্ণ নতুন স্থান। নতুন জগতের সাথে প্রীতি জুড়ে যাওয়ার কারণে পুরো নতুন পরিবারের সাথে প্রীতি জুড়ে যায়। এখন একটা গীতও আছে যে - আত্মারা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... (সুন্দর মেলা কর দিয়া যব সঙ্গুরু মিলে দালাল) এই সুন্দর মেলা হল সম্পূর্ণ নতুন মেলা। এই গৃহ নতুন, এই সম্বন্ধ নতুন। তোমরা জানো যে - আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী। এখন আর শূদ্র কুমার - কুমারী নয়। ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের মধ্যে কতো লভ এখন, কারণ এখন তারা হল ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর তো হলেন নিরাকার। তাঁর সাথে লভ তো সাকারে চাই তাই না ? নিরাকারকে কী করে লভ করবে ? আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে লভ থাকে না । আত্মা আর পরমাত্মা যখন সাকারে মিলিত হবে তখনই লভ হবে। নিরাকার রূপের উদ্দেশ্যে যদিও গাইতে থাকে - তুমি মাতা পিতা... তুমি এসো, তুমি এলে তবেই আমরা গহন সুখ পাবো। পতিত-পাবন এসো... গায় না ? অবশ্যই ভারতবর্ষ মহান দেশ ছিল, তবেই তো অগাধ সুখ ছিল। তার নামই ছিল সুখধাম। এটা হল দুঃখধাম আর যেখানে আত্মারা থাকে সেটা হল শান্তিধাম। সেখানে তো আত্মারা পবিত্রই থাকে। অপবিত্র কোনো আত্মা থাকতে পারে না। তোমরা এখন বাবাকে পেয়েছো মানে নতুন জীবন পেয়েছো। পুরানো জীবন বদলে গিয়ে এখন নতুন জীবন তৈরী হচ্ছে। নিজেদের বাবার কাছ থেকে অসীম সুখের উত্তরাধিকার নিচ্ছে। গহীন সুখ ভারতেই হয়ে থাকে - স্বর্গে আর গহীন শান্তি হয়ে থাকে নির্বাণধামে, সেখানে তোমাদের আর আমার গৃহ। সুতরাং এটাই বোঝানো উচিত যে, আমরা আত্মারা হলাম শান্তিধামের নিবাসী, বাবাও সেখানকার নিবাসী। তিনি আমাদের মতো জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসেন না। তিনিও আত্মা, কিন্তু তিনি হলেন পরম আত্মা, পরমধামে থাকেন। আমরা আত্মারাও পরমধামের অধিবাসী ছিলাম, পরমপিতা পরমাত্মার বাচ্চা ছিলাম। আমাদের সকলের গৃহ তো সেটাই। গৃহের কথা তো সকলেরই স্মরণ রয়েছে । কারো মৃত্যু হলে বলে অমুকে পার নির্বাণ চলে গেছে। সেটা হল বাণীর থেকে উর্ধ্বের স্থান। সূর্য চন্দ্রের ছায়াও যেখানে থাকে না, আমরা হলাম সেখানকার অধিবাসী। এখন বাবাকে আমরা স্মরণ করতে থাকি। যখন বাবা আসেন তখন নতুন কথা কে পুনরায় শোনান। মানুষ এই ড্রামাকে জেনে গেলে বলে - আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের সেকেন্ড বাই সেকেন্ড হল নতুন । বেহদের ড্রামা আবর্তিত হতেই থাকে। তো বাবা এসে নতুন নতুন কথা শোনান। তোমাদেরকে আমি ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী বানাবি। বাবা ব্রহ্মান্ডের মালিক তো ত্রিলোকেরও মালিক। কেননা তিনি তিন লোকের নলেজ প্রদান করেন। তোমরা তিন লোকের মালিক হও না। তোমরা বিশ্বের মালিক মহারাজা মহারানী হও। ত্রিলোকী অর্থাৎ তিন লোককে বলা হয়। মালিক তো তোমরা একটি লোক - স্বর্গের হয়ে থাকো। সুতরাং এ'সব হল নতুন নতুন কথা। বাবার বাচ্চা তোমার হওই উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। যে কাউকেই এটা বোঝানো খুব সহজ। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো ভগবানের সাথে তোমার কী সম্বন্ধ ? ভগবান তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা । মাতা-পিতা তিনি। ভগবানকে কখনোই নরকের বা দুঃখধামের রচয়িতা বলা যাবে না। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করে থাকেন। নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া স্বর্গেরই রচনা করবেন। পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করেন, তাদেরকে রাজযোগ শেখান, যারা তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়। তো ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ, তারপর বিষ্ণুর দ্বারা দৈবী ধর্ম হবে। এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর ক্ষত্রিয়ও হও। তোমরা বিষ্ণু ধর্মেও যাও। এখন ঈশ্বরীয় ধর্ম বা ব্রাহ্মণ ধর্মে এসেছো, এরপর ভবিষ্যতে দৈবী ধর্মে যাবে। ব্রাহ্মণ ধর্মও চাই, তাই না ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ রচনা করেন, তারা হল গিয়ে সন্তান। সন্ত্যাসীরাও তো মুখ

থেকেই রচনা করে। কিন্তু তারা বাচ্চাদের রচনা করে না, ফলোয়ার্স বানায়। সেটাকে বংশ বলা যাবে না। মুখে তারা বলে তোমরা হলে আমার ফলোয়ার্স। বংশ হলে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এটা তো তোমরা বাচ্চারা জানো দিনে দিনে ব্রহ্মা মুখবংশাবলীর বৃদ্ধি হতেই থাকবে। বি. কে. অনেক বাড়তে থাকবে। যত জন দেবতা হবে, তত পরিমাণেই দেবতা অবশ্যই হবে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মানব থেকে ব্রাহ্মণ তথা দেবতা বানান, সুতরাং তারা স্বর্গের মালিক হবে। তাদেরই জন্য এই কথাটি প্রসিদ্ধ - "মানব থেকে দেবতা... তো এই বাবা এসে নতুন নতুন কথা শোনান। নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন কথা হওয়ার কারণে শাস্ত্রে কোথাও এই সব কথা নেই, সেইজন্য মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

তোমাদের এটা হল ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। কিন্তু যারা ঈশ্বরীয় সন্তান হওয়ার পরে, তারপর ঈশ্বরকে তালুক দিয়ে দেয়, তারা তখন আসুরিক সম্প্রদায়ের হয়ে যায়। একবার মাশ্বা বাবা বলে, জ্ঞান শুনলে উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। মাশ্বা বাবা বলতে থাকে, লিখেও থাকে পিতাশ্রী, মাতেশ্বরী। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো বিখ্যাত, শিব বাবাও বিখ্যাত। আত্মা বলে গড ফাদার। বাবা বলেন - আমি সবার আগে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করি। এই ব্রহ্মার অ্যাডপশন হল সব ব্রাহ্মণ। তাহলে নতুন রচনা হয়ে গেল, তাই না ? তাহলে নিশ্চয়ই অনেক হবে। এত এত সংখ্যায় কী বিষয়ের দ্বারা জন্ম হওয়া সম্ভব নাকি। গাওয়াও হয়ে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বা। ব্রহ্মাও এক, বিষ্ণুও এক, লক্ষ্মী-নারায়ণও এক, জগদম্বাও এক হয়ে থাকে। এই ফিচার্স দ্বিতীয়বার আর দেখতে পাওয়া যাবে না। প্রতিটি মানুষ আবার কল্প পরে সেই ফিচার্সে দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে তো একজনকেই অনেক ফিচার্সের বানিয়ে দেয়। এখানে বহু লোকের নাম হল রাধাকৃষ্ণ। কিন্তু মানুষ কী সে সব বোঝে ? রাধা-কৃষ্ণ তো স্বর্গের ফার্স্ট ক্লাস প্রিন্স, প্রিন্সেসের নাম। আমরা হলাম পতিত, আমরা কী করে এই নাম রাখতে পারি। তো শিব বাবা এই নতুন নতুন কথা শোনান, নতুন দুনিয়ার জন্য এ হল নতুন বিষয়, নতুন জ্ঞান। বাবা বলেন - আমি পূর্ব কল্পে এই সব নতুন কথা শুনিয়েছিলাম, আবার শোনাচ্ছি। তোমরা এখন শুনছো। তোমরা দেবী-দেবতা হয়ে গেলে তখন এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে। এত উচ্চ এই পার্ট। এও গাওয়া হয়ে থাকে - আশ্চর্যবৎ নিজের বাবার হয়, জ্ঞান শোনে, অন্যদেরকে শোনায়, তার পরেও অহো মায়া ভাগিন্দি হয়ে যায়। তখন কাউকে বলতেও পারবে না যে, বি. কে. র কাছে চলো। এও ড্রামাতে নিহিত রয়েছে। নাথিং নিউ। অনেক আসে আবার যেতেও থাকে। ভাঙিতেও বসেছে, কিন্তু মায়ার কাছে পরাভূত হয়ে ভাগিন্দি হয়ে গেছে। স্বর্গে তো আসবে, যেমন পুরুষার্থ করেছে সেই রকমই পদ পাবে। নিজের জন্য কিম্বা নিজের আত্মীয় পরিজনের বিষয়ে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তবে বলতে পারো। নিজেরাও বুঝতে পারবে যে এই অবস্থায় কী পদ পেতে পারে। বাবা বসে বোঝান - দিল্লিতে সব ধর্মের কনফারেন্স হয়, তারা কনফারেন্স করে বিশ্বে শান্তি কীভাবে স্থাপন হবে বা নিজেদের মধ্যে মিলে কীভাবে এক হওয়া যায়। এক তো হতে পারবে না ! রিলিজিয়াস হেডদের কনফারেন্স হয়, কিন্তু তাদের জানা নেই যে, ধর্ম নশ্বর ওয়ান কী রকম। এক নশ্বর ধর্ম কোনটা ? রিলিজিয়াস হেডস মানে যারা যারা ধর্ম স্থাপন করেছে, সেই হেড'রা আসুক। যেমন চীফ মিনিস্টারদের কনফারেন্স হয়ে থাকে, সেখানে কালেক্টররা কিম্বা জজ ইত্যাদিরা আসতে পারে না। গভর্নরদের নিজেদের মধ্যে যদি কনফারেন্স হবে, সেখানে গভর্নররাই আসবে। হ্যাঁ, অবশ্যই তাদের সাথে তাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রমুখরা সাথে থাকতে পারে। চিন্তন করা উচিত যে, এই সব ধর্ম গুলি নশ্বরক্রমানুসারে কীভাবে স্থাপন হয়ে থাকে ? সবথেকে বড় ধর্ম কোনটা ? আদি সনাতন তো দেবী-দেবতাই ছিল। সেই ধর্মের হেড কোথায় ? সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছে ? কৃষ্ণ তো এখন নেই। সকলে কৃষ্ণকে মানবে এইরকম সবাইকে চাই তবে ! তারা হল বল্লভাচারী। তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, তারা তো হিন্দু ধর্ম বলে দেয়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম তো নেই। দেবতা ধর্মেরও এখন কেউ নেই। ধর্মের হেডদের তো তাহলে আসতে হবে। সেক্রেটারি ইত্যাদিদেরও চাইলে আনতে পারে। মুখ্য ধর্ম তো হলই চার। তাদের হেডদের চাই। দেবী-দেবতাদের হেড কে ? গীত তো গেয়ে থাকে - গডেস অফ সরস্বতী, প্রজাপিতা ব্রহ্মা... তাহলে এটাই নিশ্চয়ই বড় হবে। তারাও বুঝতে পারবে যে ব্রহ্মার থেকে ব্রাহ্মণ ধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু তারা এটা জানে না যে, এই ব্রাহ্মণদেকে কীভাবে পড়িয়ে দেবতা বানানো হয়। সেই ব্রাহ্মণরাও বলে থাকে যে, আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান। কিন্তু কীভাবে উৎপত্তি সেটাই তারা জানে না। তারপর ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ পুঙ্খণী, কেউ সারসিদ্ধ এই রকম হয়ে থাকে। এখানে তো ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণ। আর এদের মধ্যে কোনো ভাগই হওয়া সম্ভব নয়। অন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক বিভাজন থাকে, এদের মধ্যে নয়। না দেবতাদের মধ্যে কোনো বিভাজন হয়। সূর্যবংশীরা সবাই সূর্যবংশী, মতভেদের কোনো ব্যাপারই নেই। বিভাজন হলে কতো ক্ষতি হয়ে যায়। তো বাবার কাছ থেকে তোমরা এই সব নতুন নতুন কথা শুনছো তাই না ? এখানে কোনও গীত গাওয়া হয় না, নতুন নতুন সব নলেজ প্রদান করা হয়। সমগ্র সৃষ্টি চক্রের নলেজ প্রদান করা হয়, যেগুলি ধারণ করতে হবে। এই রকম যিনি বাবা, টিচার, গুরু, তাঁকেই তালুক দিয়ে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন ছেড়ে দেওয়া উচিত নাকি ! পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ বাবাকে ছেড়ে দেওয়া। স্টুডেন্ট নয় তবে বাচ্চাও বলতে পারবে না। বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থই হল অবিনাশী

উত্তরাধিকারকেও হারানো। পতিত-পাবন একমাত্র বাবা'ই।

বাবা বলেন - এখন হল কয়ামতের (অন্তিম হিসাবের সময়) সময়। সকলকে ফিরে যেতে হবে - হিসাব-পত্র মিটিয়ে দিয়ে। সোনা আগুনে ফেলা হলে তখন সেটা পিওর হয়ে যায়। এখন আগুন তো সমগ্র দুনিয়াতে লাগবে, কিন্তু এই আগুনে পবিত্র হতে পারবে না। সেটা তো হয় যোগ বলের দ্বারা নয়তো সাজা ভোগ করে শরীর ত্যাগ হবে, হিসাব-পত্র মিটিয়ে তারপর পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে। ফিরে যাওয়ার সময়ও হল এটাই। মহাভারতের লড়াইও। হোলিও পালন করা হয়। রাবণ-রাজ্যের অবসান হয়ে তারপর রামরাজ্য, তাতে খুব কম জনই থাকবে। এখন রাবণ-রাজ্যে মানুষ ইত্যাদির সংখ্যা অনেক। এই সব আত্মারা কোথায় যাবে ? তার জন্য নিশ্চয়ই লিবারেটরও চাই। বাবা বলেন - আমি সবাইকে নিয়ে যাব, সকলকে জাগ্রত করে নিয়ে যাব। তারপর তাদেরকে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। তোমরা জানো যে, আমরা দেবী-দেবতা ধর্মে আসবো। মুক্তিধামে গিয়ে তারপর আবার এখানে ফিরে আসবো। ৮৪ জন্ম ভোগ করবো। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী... হবো। সমগ্র চক্র বুদ্ধিতে চলে এসেছে। আত্মা এখন বলতে পারবে যে, এসো আমি তোমাকে শিব বাবার অক্যুপেশন সম্পর্কে বলছি। বাচ্চারা ছাড়া অন্য কেউ তো বলতে পারবে না। তারা বলবে পরমাত্মা তো হলেন নিরাকার, তাঁর অক্যুপেশন কী বলবে ? আরে উনি হলেন পতিত-পাবন, পবিত্র বানানোর জন্য তাঁকে তো আসতেই হবে না ? তিনি কীভাবে রাজযোগ শেখান, ব্রহ্মার দ্বারা কীভাবে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপিত হয়, সেসব আমরা বলতে পারি। তো বাবা বসে সব কথা বোঝান, বাচ্চাদেরকেই তো বোঝাবেন। কল্প পূর্বে যারা পড়েছিল, তারাই পড়ে, না পড়ার হলে ভাগলি হয়ে যায়। নতুন কিছু নয়। তবুও বাচ্চাদের প্রতি বাবার সব সময় লভ থাকে যে, বেচারার যাতে ফিরে এসে বাবার কাছে থেকে সম্পূর্ণ বর্ষা নিতে পারে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কী করতে পারবে ! বাবার তো লভ আছে না, কেননা ভক্তি মার্গেও তো বাবাকে খুব স্মরণ করে। যারাই দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তারা তো অবশ্যই স্মরণ করে থাকবে। অর্ধ কল্প খুবই স্মরণ করে থাকে। আত্মা সুখ পেয়েছে, তাই দুঃখে বাবাকে স্মরণ করবে। তারা বেশী ভক্তি করে পূজারীর থেকে পুনরায় পূজ্য হয়। যারা দেবী-দেবতা ছিল, তাদেরই স্যাপলিং লাগছে।

সুতরাং যখন কোথাও কনফারেন্স ইত্যাদি হয়, তাতে মুখ্য ধর্মের যারা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে হয়। বি. কে. দেবকে আমন্ত্রণ জানালে তারা সম্পূর্ণ রূপে বলতে পারবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই সম্পূর্ণ রায় প্রদান করতে পারে যে কী কী করতে হবে। তোমরা পীস চাইছো, কিন্তু পীস তো নির্বাণধামেই হয়ে থাকে। এখন তো হল দুঃখধাম, এখানে অনেক ধর্ম। একটিই ধর্ম ছিল তো সুখ-শান্তি সব কিছু ছিল। এখন এই বিনাশ তো অবশ্যই হবে, এতে তো খুশী হওয়ার কথা যে, স্বর্গের গেট খুলছে। এইভাবে এইভাবে কন্যারা, তোমাদেরকে বোঝাতে হবে। বুঝতে পেরেছো ? আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কখনোই বাবাকে বা ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে ছেড়ে দিয়ে অবিনাশী উত্তরাধিকারকে হারাতে হবে না। এক মত হয়ে থাকবে।

২) সাজার থেকে বাঁচার জন্য যোগবলের দ্বারা পুরানো সব হিসাব-পত্র মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বরদানঃ:- ট্রাস্টি ভাবের স্মৃতির দ্বারা নিমিত্ত মনে করে কার্য করে যাওয়া ডবল লাইট ভব নিমিত্ত ভাব বোঝাকে সহজেই সমাপ্ত করে দেয়। আমার দায়িত্ব, আমাকেই সামলাতে হবে, আমাকেই ভাবতে হবে... তাহলে সেটা বোঝা হয়ে যায়। দায়িত্ব তো বাবার আর বাবা আমাকে ট্রাস্টি অর্থাৎ নিমিত্ত বানিয়েছেন, এই স্মৃতির দ্বারা ডবল লাইট হয়ে উড়তি কলার অনুভব করতে থাকো। যেখানে আমার রয়েছে, সেখানে বোঝা রয়েছে। সেইজন্য যে কোনো কার্যে কখনো যদি বোঝার অনুভব হয়, তবে চেক করো যে, তোমার এর পরিবর্তে আমার বলছো না তো ?

স্নোগানঃ:- প্রতিটি বোল এ আত্মিক ভাব আর শুভ ভাবনা থাকুক, তাহলে বোল ব্যর্থ যাবে না।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করো -

যেমন কেউ যখন সাগরে থাকে, সাগর ছাড়া তার আর কিছুই নজরে আসবে না। সেই রকমই তোমরা বাচ্চারা সর্ব গুণের সাগরে সমায়ািত হয়ে যাও। বাবাতে সমায়ািত নয়, বাবার স্মরণে, স্নেহের সাগরে সমায়ািত হয়ে যাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ অভিমানে আসার কারণেই বিকর্ম হয়, এইজন্য প্রতিজ্ঞা করো অন্য সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে এক সঙ্গের সাথেই যোগযুক্ত হবে”

*প্রশ্নঃ - কোন্ প্রাকৃতিক দৃশ্যকে মানুষ গডলী অ্যাক্ট মনে করে ?

*উত্তরঃ - ড্রামাতে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে, বিনাশের সময়ে সমুদ্রের একটা ঢেউয়ে সমস্ত ভূমি, দ্বীপ ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যাবে, এর রিহাসাল এখনো চলতেই থাকে, এগুলো সবই হলো প্রাকৃতিক দৃশ্য। মানুষ এগুলোকে গডলী অ্যাক্ট বলে দেয়। কিন্তু বাবা বলেন, আমি কোনো ডাইরেকশন দিই না, এগুলো সবই ড্রামাতে নিহিত রয়েছে।

*গীতঃ- কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি । কে এল অর্থাৎ কার কথা স্মরণে এল ? এমন নয় যে, কেউ এসে তোমার হৃদয়ে বসল, তাহলে তো তিনি সর্বব্যাপী হয়ে যাবেন। না, কে আমার স্মরণে এল ? অকাল মূর্তি, যাকে কাল (খারাপ) খেতে পারে না। শিখদের অমর সিংহাসন রয়েছে। তাদের কাছে অকালি লোকও (শিখ ধর্মের) রয়েছে। ওই লোকেরা বোঝে না যে, তাদের শিখ ধর্ম হলো প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম। কেবল এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম লোপ পেয়েছে। আরেকটি হলো নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাস ধর্ম। ওরা ঘর-পরিবার ত্যাগ করে সীমিত সন্ন্যাস করে পবিত্র হয়। তারা বনে অবশ্যই পবিত্র থাকে। প্রত্যেক ধর্মের রীতিনীতি আলাদা এবং শিক্ষাও আলাদা। ওটা হলো নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম, যারা তাদের অনুসরণ করে তাদেরও তাদের ঘর-পরিবার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীদের পোশাক পরতে হবে। যদিও ওরা বলে যে, তারা ঘরে বসে জ্ঞান অর্জন করতে পারে কিন্তু ওটা কোনো জ্ঞান নয়, না সন্ন্যাসীরা তাদের তা করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, গুরু হলেন যিনি সদগতি প্রদান করেন। এটা করতে পারেন একমাত্র একজন। গুরু নানকও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিও পরমাত্মারই মহিমা করেছেন। এক ওঙ্কার, অকাল মূর্তি, তোমরা এখন সেই অকাল মূর্তি অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করো। তারা মহিমা করে, তিনি অকাল মূর্তি, পুনর্জন্ম নেন না। স্বয়ম্ভু অর্থাৎ রচয়িতা (সৃষ্টিকর্তা) । তিনি নিভীক, যাঁর কোনো শত্রু নেই, অকাল মূর্তি... সদ্ধরু প্রসাদ, জপ সাহেব ইত্যাদি সবই হলো পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা। তারা অকাল মূর্তিকেই বিশ্বাস করে। তিনি বলেন যে, সত্যযুগ হলো সত্য, যা হওয়ার তাই সত্য, তিনি নোংরা অপবিত্রতাকে ধুয়ে দেন। পতিত-পাবন মানেই নোংরা অপবিত্র বস্ত্র ধুয়ে দেন, পরিষ্কার করেন, সেইজন্যই ওঁনার মহিমা গায়ন করা হয়। তারপর তারা বলে অসং চোর, হারাম খোর । এ'সবই এই সময়েরই মহিমা । তারপর নানক বলেছেন, একটু ভেবে দেখো হে অধঃপতিত... ! তারা তখন তাঁর কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে। অবশ্যই যখন তিনি আসেন তখনই তারা তাঁর কাছে উৎসর্গ করে। বাবা বলেন, আমি অহল্যা, গনিকা, সাধুদেরও উদ্ধার করতে এসেছি। সুতরাং অবশ্যই সকলেই পতিত। এখন এটা হলো অসীমের বিষয়, তাই অবশ্যই অসীম জগতের মালিকই এসে বোঝাবেন। তিনি বলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলো আমার সৃষ্টি। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করেন এবং শঙ্করের দ্বারা অনেক ধর্মের বিনাশ করেন। অন্য যারা আসে তারা কেবল তাদের নিজস্ব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। এমন নয় যে, ওই গুরুরা হলো সদগতি প্রদানকারী। কার সদগতি করবে ? তাদের নিজেদের বংশই পুরোপুরি বৃদ্ধি হয়নি, তাহলে সদগতি কীভাবে করবে। বাবা বলেন আমি এসে আদি সনাতন ধর্মের স্থাপন করি এবং অধর্মের বিনাশ করি। এই সময়ে সকলে তমোপ্রধান পাপ আত্মা হয়ে গেছে। যারা এই সীমাহীন নাটকের পার্টধারী তাদের জানা উচিত যে, সৃষ্টিচক্র কীভাবে রিপিট হয়। বাবা এসে আমাদের বাচ্চাদের ত্রিকালদর্শী বানান। এটাও বুঝবে যে, বাবা এসে অবশ্যই স্বর্গ অর্থাৎ সত্যখণ্ডের স্থাপন করেন এবং মিথ্যা খন্ডকে ধ্বংস করেন। যিনি সত্যখন্ড স্থাপন করেন তিনি সত্য, তাই না ! এই সমস্ত বিষয় বাবা-ই বোঝান। সবাই তো ধারণ করতে পারে না কারণ তাদের মধ্যে অনেক দেহ-অভিমান রয়েছে। যত দেহী-অভিমानी হবে, নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করবে, বাবাকে স্মরণ করবে তত ধারণা হবে। যারা দেহ-অভিমानी তারা ধারণ করতে পারবে না। যোগের দ্বারাই আত্মার পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। দিনের বেলা তো দেহ-অভিমান থাকে। তাহলে দেহী-অভিমानी থাকার প্র্যাকটিস কখন করবে ?

বাবা বলেন নিদ্রাকে জয় করো। বাবা কত ভালো ভালো পয়েন্ট বোঝান। কিন্তু এমনও বাচ্চা আছে যারা মুরলী শোনে না। পড়াশোনা হলো মুখ্য। যেভাবেই হোক মুরলী পড়া উচিত। কিন্তু এমনও নয় যে, ক্রমাগত বিকারে লিপ্ত হবে এবং মুরলীও চাইবে ! যতক্ষণ না গ্যারান্টি করে, ততক্ষণ মুরলী পাঠানো উচিত নয়। যারা মুরলী পড়ে না তাদের কেমন গতি

হবে ? ভালো-ভালো বাচ্চারাও মুরলী পড়ে না, নেশা চড়ে যায় (বিপরীত অর্থে) । নাহলে তো একদিনও মুরলী মিস করা উচিত নয়। ধারণা না হলে বোঝা উচিত দেহ-অভিমান রয়েছে। ওরা কখনোই ভালো পদ পাবে না। বাবা কত ভালো করে বোঝান। বাচ্চাদেরকেও বোঝাতে হবে। বাবা তো বাইরে যেতে পারেন না। বাবা বাচ্চাদেরকেই বোঝাচ্ছেন। ইনি হলেন বড় মা, ইনি গুপ্ত। শক্তিসেনারা বাইরে যেতে পারে। অনেক রকম কনফারেন্স হয়। সেখানে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের কোনো প্রতিনিধি থাকে না। এই পয়েন্টটাও বোঝাতে হবে। অন্য যেসব ধর্ম পিতারা আসে, তারা কেবল ধর্ম স্থাপন করার জন্যই আসে, অধর্মের বিনাশ করার জন্য আসে না। সঙ্গমযুগেই সত্যধর্ম স্থাপন হয় এবং অনেক অধর্মের বিনাশ হয়। যখন আমাদের অধঃপতন হয়ে যায়, তখন বাবা আসেন। একবারই আমরা ওপরে উঠি। এই বিষয়ের ওপর একটা শ্লোক আছে, ছোটবেলায় পড়েছিলাম। গুরুনানক বলেছিল, সবাই এখন নিন্দুক আর মিথ্যুক। শিখ ধর্মে অকালি থাকে, যার ওপরে কালো চক্র রয়েছে। এটাই হল স্বদর্শন চক্র। এটাও পবিত্রতার চিহ্ন। হাতে কঙ্গন পরে। এগুলো সবই পবিত্রতার চিহ্ন। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এগুলোর অর্থও বোঝে না আর পবিত্রও থাকে না। পৈতেও হল পবিত্রতার প্রতীক। আজকাল তো কিছুই নেই। ব্রাহ্মণ হলো উত্তম। তারা বড় টিকি রাখে। কিন্তু কেউই পবিত্র থাকে না। কেবল পতিত-পাবন পরমাত্মা এসেই সবাইকে পবিত্র বানান। এমন নয় যে বুদ্ধ কিংবা খ্রীশ্চীস্টও পতিতপাবন ছিল। না, দুনিয়ায় অনেক গুরু আছে। কেউ পড়ায়, কেউ অন্য কিছু শেখায়। কিন্তু যিনি সবাইকে সদগতি দেন, তিনি কেবল একজনই। তিনিই পতিত পাবন। সবাইকে পবিত্র বানিয়ে সঙ্গ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমিই আসি। জ্ঞানের সাগরের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে তোমরা জ্ঞান গঙ্গা আছো। গঙ্গা নদীর ওপরেও দেবীর ছবি দেখিয়ে দেয়। বাস্তবে তোমরাই হলো জ্ঞান গঙ্গা। কিন্তু তোমাদের এখন পূজা হয়না, কারণ তোমরা এখন যোগ্য হচ্ছে। পূজারী থেকে পূজনীয় হচ্ছে। এরপর তোমাদের এই পূজারিপনা শেষ হয়ে যাবে। এইসব কথাগুলো বোঝানো হলেও কেউই বুঝতে পারে না। প্রতি পদক্ষেপে বাবার গ্রীমং অনুসারে চলতে হবে। দেহের অভিমান ত্যাগ করতে হবে। এইসব আত্মীয় এবং বন্ধুরা তো বিনাশ হয়ে যাবে। আমরা সবাই চলে যাব। কিন্তু দুনিয়াটা থেকে যাবে। বাবা বলেন, আমি নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। কিন্তু আমি আসি পতিত দুনিয়ায়। তাই আমাকে পতিত-পাবন বলা হয়, সুতরাং অবশ্যই দুনিয়া পতিত হবে। পবিত্র দুনিয়ায় তো পতিত কেউ থাকবে না। পরমাত্মাকে হেভেন স্থাপন করতে হয়, এইজন্য ওঁনাকে হেভেনলি গড ফাদার বলা হয়। খ্রীস্ট হেভেন স্থাপন করেন না। হ্যাঁ, সেই সময়ে ওপর থেকে যে আত্মারা আসে তারা সত্যপ্রধান, কিন্তু আর কেউই পতিত থেকে পাবন বানাতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা এখন এমন কোনো বিকর্ম করো না, যাতে তোমাদেরকে অপবিত্র বলা হয়। দেহ-অভিমানের কারণেই বিকর্ম হয়। তোমরা গ্যারান্টি করো যে, অন্য সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে এক সঙ্গের সাথেই যোগযুক্ত হবো। এখন তোমরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করো। নাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। গ্রন্থেও (শিখ ধর্মগ্রন্থ) আছে, 'উত্তরণ কলার কারণেই সকলের মঙ্গল'। এই লাইনটা খুব ভালো কিন্তু যা কিছু পড়েছ তা তো ভুলতে হবে। বাবার তো বাচ্চাদের নামও পুরোপুরি মনে নেই। এইজন্য বাবা বলে দেন, খুশিতে থাকো, সমৃদ্ধ থাকো, ভুলে যাবেন না, স্মরণে থাকবে না। কিন্তু সার্ভিস যোগ্য বাচ্চাদের বাবা অবশ্যই স্মরণ করেন যে, অমুক খুব ভালো সহযোগী। ধনীরা তো গভীর অন্ধকারে রয়েছে। কেউ জানে না যে, মৃত্যু সামনে রয়েছে। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি, সুতরাং অবশ্যই নলেজের দ্বারাই গডেজ অফ ওয়েল্থ সৃষ্টি হয়েছে। ক্রম অনুসারে সমগ্র রাজধানী সৃষ্টি হচ্ছে। তোমরা জানো, ক্রম অনুসারে আমরা সবাই পড়ছি। বাবা বলেন, আমি রাজধানী স্থাপন করছি। আমি অনেক ধর্মের বিনাশ করি। পরম সঙ্কর হলেন একজন। সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ এক ভগবানেরই গায়ন রয়েছে। সর্বোচ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও ভগবান বলা যাবে না। তাহলে রাম কৃষ্ণকে কীভাবে ভগবান বলবে ? তিনি তো হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে, তারা কি আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে স্মরণ করে ! এঁরা তো এখন ব্যভিচারী হয়ে গেছে। সুতরাং কত ভালো ভালো বিষয় ধারণ করতে হবে। যে করবে সে-ই পাবে। জ্ঞান গঙ্গা হলে তোমরা। তোমরা নদীদেরই কিনারা রয়েছে। সাগর তো কোথাও যেতে পারে না। কিন্তু ওটা হলো নির্জীব সাগর, এটা হলো চৈতন্য। সেই সাগরে তো ঝড়ে একটা ঢেউ উঠলে অনেক ক্ষতি হয়। বিনাশের সময় শক্তিশালী ঝড় আসবে, সমস্ত ভূমি, দ্বীপ ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যাবে। বেশি সময় লাগবে না। ওরা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে গডলী অ্যাক্ট বলে দেয়। এইজন্যই তারা বলেছে যে, শঙ্করের দ্বারা বিনাশও হলো গডলী অ্যাক্ট। কিন্তু বাবা বলেন, আমি এরকম কোনো ডাইরেকশন দিই না। এগুলো সবই ড্রামাতে নিহিত রয়েছে। ঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবাই তাদের কাজ করবে। প্রত্যেক কল্পে দুর্যোগ আসবেই, অন্য সমস্ত ভূমি ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধুমাত্র এক ভারতই থাকবে। এর জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে। রিহার্সাল চলতে থাকবে। এই প্রাকৃতিক খেলা আগে থেকেই তৈরী রয়েছে। তোমরা শিব শক্তির যেকোনো জায়গায় গিয়ে বোঝাতে পারো যে, তোমরা সবাই চাও শান্তি স্থাপন হোক, কিন্তু তোমরা জানো শান্তি কোথায় থাকে ? সুখ কোথায় থাকে, দুঃখ কোথায় থাকে - এ'সকল হলো বোঝার বিষয়। এখন হলো দুঃখধাম। এই ভারতই সুখধাম ছিল, আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। কলিযুগ হলো দুঃখধাম, এর বিনাশ অবশ্যই হবে। প্রথমে শেষ হয়ে তারপর আবার শুরু হবে। মাঝখানে অনেক ধর্ম আছে। সত্যযুগে এক ধর্ম ছিল। এটা হলো ড্রামার চক্র

এবং এর চারটি মুখ্য ধর্ম রয়েছে। এক ধর্মের পা হারিয়ে গেছে। দেবতা ধর্ম কে স্থাপন করেন - এটা বলো ? পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে, তোমরাও হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। তোমরা শিবেরও সন্তান। ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার কারণে তোমরা ভাই-বোন। তোমরা জানো এখন আমরা ঔঁনার হয়েছি। পরমপিতা পরমাত্মা প্রথমে ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম হলো শীর্ষ, বাকি সমস্ত ধর্ম ক্রম অনুসারে পরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের প্রত্যক্ষতা অবশ্যই হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের ধারণার জন্য যতখানি সম্ভব দেহী-অভিমানী থাকতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস রাত জেগে করতে হবে।

২) যেভাবেই হোক প্রতিদিন মুরলী শুনতে হবে বা পড়তে হবে। এক দিনের জন্যেও মিস করা উচিত নয়। অন্য সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে এক সঙ্গেই যোগযুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদান:- বিন্দু রূপে স্থিত হয়ে উত্তরণ কলায় উড়ে ডবল লাইট ভব
সর্বদা স্মৃতিতে রাখো যে, আমরা বাবার নয়নের তারা। 'নয়নের তারা' মানে শুধুমাত্র বিন্দু হতে পারে। চোখে দেখার বিশেষত্বও হলো বিন্দুর। সুতরাং বিন্দু রূপে থাকা - এটাই হলো উত্তরণ কলায় উড়ে যাওয়ার সাধন। বিন্দু হয়ে প্রতিটি কর্ম করো তাহলে হালকা থাকবে। কোনও প্রকারের বোঝা উঠানোর অভ্যাস থাকবে না। 'আমার' বলার পরিবর্তে 'তোমার' বলো তাহলে ডবল লাইট হয়ে যাবে। স্ব-উন্নতি বা বিশ্ব সেবার কাজেরও বোঝা অনুভব হবে না।

স্লোগান:- সে-ই বিশ্ব পরিবর্তক, যে নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করে দেয়।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

দেহের স্মৃতি থেকে এমনভাবে হারিয়ে যাও যে, দেহ-ভাবের, দিন-রাত্রির, ক্ষুধা বা তৃষ্ণার, সুখের এবং আরামের সাধনের কোনো বিষয়ের আধারে যেন জীবন নির্ভর না করে, তখনই বলা হবে প্রেমে লাভলীন স্থিতি। যেমন বহ্নিশিখা হলো জ্যোতির স্বরূপ, লাইট-মাইটের রূপ, সেইরকম বহ্নিশিখার সমান স্বয়ং-ও লাইট-মাইটের রূপ হয়ে যাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থেকে আত্মাতে লেগে থাকা বিকারের জং'কে নামানোর পুরুষার্থ'করো”

*প্রশ্ন:- বাবার থেকে বুদ্ধির যোগ ভেঙে যাওয়ার মূখ্য কারণ এবং জোড়ার সহজ পুরুষার্থ কি ?

*উত্তর:- দেহ অভিমানে আসার কারণে বুদ্ধির যোগ ভেঙে যায়, বাবার নির্দেশকে ভোলার কারণে, নোংরা দৃষ্টি রাখার কারণে, এইজন্য বাবা বলেন বাচ্চারা, যতটা সম্ভব আঙুঠাকারী হও। দেহী-অভিমানী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ'করো। অবিনাশী সার্জনের স্মরণে থেকে আত্মাকে শুদ্ধ বানাও।

*গীত:- আগত কালের তোমরাই হলে চিত্র...

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ। বাচ্চারা এই গান শুনেছে। বাচ্চারা বুঝেছে যে আমাদের সামনে এখন বাবা বসে আছেন, যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়। পরম পিতা পরমাত্মাকে অবশ্যই পতিত-পাবন বলা হবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে পতিত-পাবন বলা হয় না। তিনি তো হলেন জ্ঞানের সাগর। বাচ্চারা জানে যে আমরা আত্মারা পরম পিতা পরমাত্মার থেকে জ্ঞান শুনছি। তোমরা এখন আত্ম অভিমানী হয়েছ। দুনিয়াতে সবাই হলো দেহ অভিমানী। আত্ম-অভিমানীরা শ্রেষ্ঠাচারী হয়। তাদেরকে পরমাত্মাই বসে আত্ম অভিমানী তৈরি করেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আত্মাই পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা হয়ে থাকে। পাপ জীব বা পুণ্য জীব বলা হয় না। আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে। শরীর তো সময় প্রতি সময় বিনাশ হয়ে যায়। বাচ্চারা তোমরা জানো যে শিব বাবাকে অবিনাশী সার্জেনও বলা হয়। আত্মা হল অবিনাশী, বাবাও হলেন অবিনাশী। আত্মার তো কখনো বিনাশ হয় না। তবে হ্যাঁ আত্মার উপর শয়তানের জং লেগে যায়। নোংরার থেকেও নোংরা প্রথম নম্বরের জং লেগে যায় কাম বিকারের, তারপর আসে ক্রোধের জং। আত্মাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে, এটা পাক্কা নিশ্চয় হওয়া উচিত যে পরমপিতা পরমাত্মা এই সাধারণ ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করেন। তিনি হলেন এই রথের রথী। ঘোড়াগাড়ির রথ নয়। পরম পিতা পরমাত্মা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে হে আত্মা তোমাদের উপর ৫ বিকারের জং লেগে আছে। ৫ বিকারকে রাবণ বলা যায়। রাবণের জং লেগে যাওয়ার কারণেই তোমরা সকলে বিকারী আর দুঃখী হয়ে গেছো। এখন আমি এসে তোমাদের জং ছাড়াই। এই জং'কে নামানোর জন্য সার্জেন আমি একাই আছি। মনুষ্য আত্মার দ্বিতীয় কোনো সার্জেন হতে পারে না। মানুষ কখনো আত্মার জং ছাড়াতে পারে না। এই জং'কে ছাড়ানোর জন্য সর্বশক্তিমান পরমাত্মার প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি বলেন যে, হে জীব আত্মারা, হে আমার বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের আত্মাতে লেগে থাকা জং ছেড়ে যাবে। স্মরণ না করলে জং ছাড়বে না। ধারণা না হলে তো উচ্চপদও প্রাপ্ত হবে না। জং লেগে থাকলে তাকে পতিত বলা হয়। যখন আত্মা পতিত হয়ে যায় তখন তার শরীরও পতিত প্রাপ্ত হয়। সতোপ্রধান আত্মার শরীরও সতোপ্রধান প্রাপ্ত হয়। জং লাগতে থাকে ধীরে ধীরে, যেরকম আটার মধ্যে নুনের পরিমাণ, পুনরায় দ্বাপড় থেকে অনেক জং লেগে যায়। আত্মার কলাগুলি ধীরে ধীরে কম হতে থাকে। ১৬ থেকে ১৪ কলা হতে ১২৫০ বছর লেগে যায়। তোমাদের এটা স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা হলাম বি.কে., রামের সন্তান। আর তারা সকলে হলো রাবণের সন্তান কেননা তাদের বিষের দ্বারা জন্ম হয়। সত্যযুগে বিষ হয়ই না। এই সময়ে যদিও কেউ যতই আশীর্বাদ দেওয়ার থাকুক না কেন তাদের উপরেও অবশ্যই কেউ আশীর্বাদ দাতা আছেন। যেরকম পোপের জন্য বলা হয় যে তিনি সবাইকে আশীর্বাদ দেন কিন্তু তারও সেই পরমপিতা পরমাত্মার আশীর্বাদ চাই, যিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর। তোমাদের আশীর্বাদ তখন প্রাপ্ত হয় যখন তোমরা শ্রীমতের আধারে চলতে থাকো। যে আঙুঠাকারী হয় না তাকে আশীর্বাদ কীভাবে দেবেন। বাবা বলেন যে দেহী অভিমানী হও। দেহের অভিমান আছে মানে বাবার নির্দেশ অমান্য করে আর পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এখন বাবা এসেছেন, তোমরা ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর সেবা করছো, তোমাদের জন্য তিন পা পৃথিবীও সহজে প্রাপ্ত হয় না। এখন আমি তোমাদের জন্য সমগ্র সৃষ্টিকেই নতুন বানিয়ে দিচ্ছি। প্রদর্শনীতে তোমরা বড় বড়কে বোঝাতে পারো যে আমরা এই শ্রেষ্ঠ সেবায় রত আছি, ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছি, কীভাবে ? সেটা এখানে এসে বুকুন। আমরা আপনাকে বলতে পারব। প্রদর্শনী দেখিয়ে বোঝাতে হবে যে শ্রীমৎ হলোই এক পরমাত্মার, তিনি সর্বদাই একরস, পবিত্র থাকেন, তিনিই হলেন অভোক্তা, অচিন্তক, জ্ঞানের সাগর। তিনিই স্বর্গের স্থাপনা করছেন। তাঁর শ্রীমতের আধারেই আমরা ভারতের সেবা করছি। গায়নও আছে যে পান্ডবদের তিন পা পৃথিবীও প্রাপ্ত হয়নি। এসব বোঝানোর জন্য অত্যন্ত বিশাল বুদ্ধি চাই। সেটা তখনই হবে যখন যোগ সম্পূর্ণভাবে হবে। দেহ অভিমানের জংও তখনই ছেড়ে যাবে। বাবা রায় দিচ্ছেন যে অমুক-অমুককে বোঝাও যে আমরা সবাই এই প্রতিজ্ঞা করেছি। আমাদের কাছে তো ফটোও আছে। এই ফটো সমস্ত হেড অফিস আর দিল্লি তথা সেন্টারেও হওয়া উচিত। এক্ষেত্রেও বিশাল বুদ্ধি চাই। এই ফটোগুলির

তিন-চার কপি হওয়া চাই। কিন্তু মায়া যেকোন সময় যে কোন বাচ্চাদের উপর জয় করতে পারে। তারপর আশ্চর্যবৎ পরম পিতা পরমাত্মার হবে, বিশ্বের রাজ্য নেবে, তথাপি ভাগিনী হয়ে যায়।

এখন অসীম জগতের বাবা বলছেন যে আমি সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করছি পুনরায় তোমাদেরকে ফার্স্ট ক্লাস সৃষ্টি বানিয়ে দেবো। যেখানে বসে তোমরা রাজ্য করবে আর অন্যান্য সকলের বিনাশ হয়ে যাবে। বাচ্চাদেরকে দেহী-অভিমানী অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হওয়ার তো সকলেরই অধিকার আছে, যখন বাবা এসে গেছেন এবং বলছেন যে আমার সাথে যোগ লাগাও, জ্ঞান অমৃত পান করো তাহলে তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরাও বিকারকে ঘৃণা করে, পবিত্র থাকা তো ভালো তাই না। দেবতারাও পবিত্র ছিলেন। পতিত থেকে পবিত্র বাবা-ই এসে তৈরি করেন। সেখানে সবাই নির্বিকারী থাকেন। সেটা হলই নির্বিকারী দুনিয়া। ভারত নির্বিকারী ছিল, তখন সোনার পাখিও ছিল। এরকম কে বানিয়েছেন? অবশ্যই বাবা-ই তৈরী করবেন। আত্মাই অপবিত্র, রোগী হয়। এখন আত্মাদের সার্জেন তো হলেন পরমাত্মা। মানুষ তো হতে পারে না। বাবা বলছেন যে আমি নিজে হলাম পতিত-পাবন। আমাকেই সবাই স্মরণ করতে থাকে। পবিত্র থাকা তো ভালো তাই না। সাধু-সন্ত ইত্যাদি সবাই আমাকেই স্মরণ করে আসছে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্মরণ করতে থাকে যে পতিত-পাবন এসো। তো ভগবান হলেন এক; এইরকম নয় যে ভক্তরাই ভগবান। ভগবানকে কেউ জানেনা। কল্প পূর্বেও আমি তোমাদের এই রকম ভাবে বুদ্ধিয়েছিলাম। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। ব্রহ্মার শরীরে আসি, যিনি পূজ্য ছিলেন এখন পূজারী হয়েছেন। যিনি পাবন রাজা ছিলেন, এখন পতিত ভিত্তারী হয়ে গেছেন। তোমরা এখন নিশ্চিত হয়ে গেছো যে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান বি.কে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। ব্রাহ্মণদেরই দান দেওয়া যায়। কিসের দান দিই? সমগ্র বিশ্বের। যারা শুদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে আমার সেবা করতে থাকে, যাদেরকে সম্মুখে বসে বোঝাই - তোমাদের কখনো নোংরা দৃষ্টি থাকা উচিত নয়। প্রদর্শনীতে বোঝানোর জন্য অনেক সাহস চাই। পতিত-পাবন হলেন এক বাবা-ই। তোমরা তাঁকে স্মরণ করতে থাকো। এঁনারা হলেন জ্ঞান সাগর থেকে নির্গত হওয়া জ্ঞান গঙ্গা, এঁনাদেরকেই শিবশক্তি বলা হয়। শিব বাবার সাথে যোগ লাগানো ফলে শক্তি প্রাপ্ত হয়। ৫ বিকারের জং ছেড়ে যায়। চুম্বক সূচকে তখনই আকর্ষণ করে যখন সূচ পবিত্র অর্থাৎ পরিষ্কার থাকে। তোমাদের আত্মাদের উপর মায়ার জং লেগে আছে। এখন আমার সাথে যোগ লাগালেই জং ছেড়ে যাবে। এখন এই হল রাবণ রাজ্য, সকলেরই বুদ্ধি তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তখন পরমাত্মা বলেছেন আমি এসে অজামিলের মত পাপী, গণিকা, সাধু ইত্যাদিরকেও উদ্ধার করি। সবাইকে শ্রেষ্ঠাচারী বানান এক বাবা-ই। পতিত-পাবন বাবা-ই এসে এই মাতাদের দ্বারা ভারতকে পবিত্র বানাচ্ছেন, এইজন্য মাতারা আহ্বান করে যে পতিত হওয়ার থেকে বাঁচাও। পুরুষ পবিত্র থাকতে দেয় না। তোমাদেরকে সরকারকে বলতে হবে যে এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করুন কিন্তু স্ত্রীকেও পাক্ষা মজবুত হতে হবে। এরকম না হয়ে পুনরায় পতিকে, বাচ্চাকে স্মরণ করতে থাকবে, তাহলে তো আরোই অধোগতি হয়ে যাবে। বাবা সবরকমের কথাই বোঝাতে থাকেন। কিভাবে যুক্তি রচনা করবে। এখন বাচ্চাদের সুখের দিন আসতে চলেছে। আমি তোমাদেরকে গোল্ডেন এজেড দুনিয়া বানিয়ে দিই, যাকে স্বর্গ বলা হয়। এখন শ্রীমৎ বলে যে এক বাবার সাথে যোগ লাগাও তাহলে তোমাদের জং নেমে যাবে। না হলে তো এত বড় পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। আর না ধারণা হবে। কোনরূপ বিকর্ম করা যাবে না। দেহ-অভিমাণে আসার কারণে বুদ্ধির যোগ ভেঙে যায়। এই ব্রহ্মাও ওই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা এই ব্রহ্মার শরীরে বসে এঁনাকে বলছেন যে, হে ব্রহ্মার আত্মা, হে রাধের আত্মা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের জং ছেড়ে যাবে। স্মরণ তখনই সম্ভব যখন নিজেকে আত্মা মনে করবে আর শ্রীমতের আধারে সম্পূর্ণরূপে চলতে পারবে। লোভও কম নয়। কোনো ভালো জিনিস দেখলে তো মন চাইবে খাওয়ার জন্য, একেই বলা হয় লোভ।

বাবা বলছেন, মায়া ইঁদুরের মতো ফুঁ-ও দেয়, কাটতেও থাকে। শাস্ত্রেও এই রকম অনেক কল্পিত কাহিনী লেখা আছে। সন্ন্যাসীরা আবার বলে যে এই চিত্রগুলি তোমাদের কল্পনাপ্রসূত। বাবা প্রত্যেক কথা বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন। এরকম মনে করো না যে আমি যা কিছুই করি না কেন, বাবা কিছু জানতে পারবেন না। বাবা জানেন যে এই দুনিয়াতে অনেক নোংরা আছে। অবলাদের উপর অত্যাচার তো হবেই। নিজেদেরকে যুক্তি দিয়ে বাঁচাতে হবে। না হলে তো পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বোঝা যায় যে ড্রামা অনুসারে এই সবকিছু হওয়ারই ছিল। আমি তো বোঝাতে থাকি, তথাপি কেউ যদি না বোঝে তাহলে কেউ দাস-দাসী হবে তো কেউ প্রজা হবে। ড্রামার ভবিষ্যৎ তৈরি হয়েই আছে। কি আর করা যেতে পারে! গরীব, ধনী, প্রজা অবশ্যই তৈরী হবে। বাবা আসেন-ই ভারতে, এটা হল অপবিত্র স্থান। বাবা এসে সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র স্থান তৈরি করেন। ভারতেরই সমস্ত মাখন প্রাপ্ত হয়। কাহিনী কতই সহজ কিন্তু জ্ঞান যোগে থাকার জন্য অনেক সাহস চাই। শ্রীমতে না চললে তো পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাবা ডাইরেকশন দেন, এইরকম এইরকম ভাবে বোঝাও। বোঝানোর জন্য অনেক সেয়ানা হতে হবে। বাবার প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকে। কত ভালোবাসার সাথে বাচ্চারা লেখে যে আমরা

শিব বাবার রথের জন্য সোয়েটার পাঠাচ্ছি। শিব বাবা আমাদের অসীমের বাবা, আমাদেরকে স্বর্গের মালিক তৈরি করছেন। বুদ্ধিতে সেই বাবার স্মরণ আসে। শিব বাবার রথকে আমরা টোলি পাঠাচ্ছি। শিববাবার রথকে আমরা শৃঙ্গার করছি। যেরকম হসেনের ঘোড়াকে শৃঙ্গার করে। ইনি হলেন সত্যিকারের ঘোড়া। পতিত-পাবন বাবা-ই পাবন বানাতে আসেন। ইনিও নিজের শৃঙ্গার করছেন। বাবাকেও স্মরণ করছেন আর নিজের পদকেও স্মরণ করছেন। এই দুজন পাক্সা আছে - জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী পুনরায় রাজ-রাজেশ্বরী তৈরি হন, তাই অবশ্যই তাঁর বাচ্চারাও থাকবে। বরাবর মালিক তৈরি হয় নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। রাজযোগের দ্বারা রাজ-রাজেশ্বরী তৈরি হয়, পুনরায় যে যতটা সেবা করবে, বাবা তো সবাইকেই যুক্তি বলতে থাকেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আন্তরিক হতে হবে। দেহী-অভিমানী হওয়ার নির্দেশ পালন করতে হবে।

২) মায়া হল ইঁদুর, এর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। লোভ করবে না। শ্রীমৎ এর আধারে সম্পূর্ণ রূপে চলতে হবে।

বরদানঃ:- লাইট হয়ে জ্ঞান যোগের শক্তিগুলিকে প্রয়োগে আনয়নকারী প্রয়োগী আত্মা ভব জ্ঞানী-যোগী আত্মা তো হয়েছে এখন জ্ঞান, যোগের শক্তিকে প্রয়োগে আনয়নকারী প্রয়োগী আত্মা হও। যেরকম সায়েন্সের সাধনের প্রয়োগ লাইটের দ্বারা হয়। এইরকম সাইলেন্সের শক্তির আধারও হল লাইট। অবিনাশী পরমাত্মার লাইট, আত্মিক লাইট আর সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যাল স্থিতিও লাইট। তো যখন কিছু প্রয়োগ করতে চাইছো তখন চেক করো লাইট আছে নাকি নেই? যদি স্থিতি আর স্বরূপ ডবল লাইট থাকে তাহলে প্রয়োগের সফলতা সহজ হবে।

স্নোগানঃ:- জীবন মুক্ত অবস্থাকে অনুভব করার জন্য বিকল্প (অশুদ্ধ চিন্তা) আর বিকর্ম থেকে মুক্ত হও।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

ত্যাগী আর তপস্বী আত্মারা সর্বদা বাবার লগনে মগন থাকে। তারা প্রেমের সাগর, জ্ঞান, আনন্দ, সুখ, শান্তির সাগরে সমাহিত হয়ে থাকে। এইরকম সমাহিত হয়ে থাকা বাচ্চারা হৈলো সত্যিকারের তপস্বী। তাদের থেকে প্রত্যেক কথার ত্যাগ স্বতঃই হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান রত্ন ধারণ করে রুহানী হাসপিটাল, ইউনিভার্সিটি খুলতে থাকো, যার দ্বারা সকলের যেন হেল্থ ওয়েলথ প্রাপ্ত হয়”

*প্রশ্ন:- বাবার কোন্ কর্তব্যটি কোনো মনুষ্য আত্মা করতে পারে না ?

*উত্তর:- আত্মাকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগিয়ে তাকে সদাকালের জন্য রোগ মুক্ত করা, এই কর্তব্যটি কোনো মানুষ করতে পারে না। যারা আত্মাকে নির্লিপ্ত মনে করে, তারা জ্ঞানের ইঞ্জেকশন কীভাবে লাগাবে। এই কর্তব্যটি একমাত্র অবিনাশী সার্জনের। তিনি এমন জ্ঞান-যোগের ওষুধ দেন যার দ্বারা অর্ধেক কল্পের জন্য আত্মা ও শরীর দুই-ই হেলদি-ওয়েলদি হয়ে যায়।

*গীত:- এই সময় পেরিয়ে যাচ্ছে....

ওম্ শান্তি । এই কথাটি কে বলছে যে একটু সময় বাকি আছে ? অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে কন্মেরও কম সময় বাকি আছে। এখন তোমরা এই পুরানো দুনিয়ায় বসে আছো। এখানে তো কেবল দুঃখই আছে। সুখের নাম চিহ্ন নেই। সুখ আছেই সুখ ধামে। কলিযুগকে বলা হয় দুঃখ ধাম। এখন বাবা বলেন এখন আমি এসেছি, তোমাদেরকে সুখ ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাহলে অপেক্ষা করছো কেন ? দুঃখধামের প্রতি এমন আসক্তি কেন ? দুঃখ ধামের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বা এই পুরানো দেহের প্রতি এমন আসক্তি কেন ? আমি এসেছি তোমাদেরকে সুখধামে নিয়ে যেতে। সন্ন্যাসীরা বলে এই দুনিয়ার সুখ তো হল কাক বিষ্ঠা সম তাই তারা সন্ন্যাস করে। বাচ্চারা, তোমাদের তো এখন সুখধামের সাম্রাজ্যের হয়েছে। এই পড়াশোনা হল সুখধামের জন্য এবং এই পড়াশোনায় কোনো কষ্ট নেই। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই স্মরণের দ্বারা তোমরা রোগ মুক্ত হবে। তোমাদের কায় কল্পের সমান বড় হবে। এই যে মনুষ্য সৃষ্টির বৃষ্টি আছে, তার আয়ু হল ৫ হাজার বছর। তাতে অর্ধেক কল্প সুখ, অর্ধেক কল্প দুঃখ আছে। দুঃখ তো অর্ধেক কল্প তোমরা দেখেছো, বাবা বলেন পবিত্র দুনিয়ায় চলতে হবে তো পবিত্র হও। শ্রীমৎ বলে এই বিষের লেন দেন ত্যাগ করো। জ্ঞান ও যোগের ধারণা করো। যত জ্ঞান রত্ন ধারণ করবে ততই রোগ মুক্ত হবে।

বাবা বুঝিয়েছেন এ হল রুহানী হাসপিটালও এবং ইউনিভার্সিটিও। পরমপিতা পরমাত্মা এসে রুহানী হাসপিটাল এবং ইউনিভার্সিটি স্থাপন করেন। হাসপিটাল তো দুনিয়ায় অনেক আছে কিন্তু এমন হাসপিটাল ও ইউনিভার্সিটি দুইটি একত্রে কোথাও থাকে না। এইখানে এইটি হল আশ্চর্য, হাসপিটাল ও ইউনিভার্সিটি, হেল্থ ওয়েলথ একত্রে প্রাপ্ত হয়। তাহলে এই খাজানা প্রাপ্তির জন্য কেন উঠে দাঁড়াও না। আজকাল করতে করতে হঠাৎ বিনাশ এসে পড়বে। বাবা শ্রেষ্ঠতম মত দেন। তোমরা গভর্নমেন্টকেও বোঝাও এই সময় অসীম জগতের পিতা হাসপিটাল ও ইউনিভার্সিটি খোলেন যে সবার হেল্থ ওয়েলথ দুই ই প্রাপ্ত হয়। গভর্নমেন্টও হাসপিটাল, ইউনিভার্সিটি খোলেন। তাদেরকে বোঝাও এই দেহের হাসপিটাল খুলে কি হবে। এইসব তো অর্ধেক কল্প ধরে চলছে এবং রুগীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ হল রুহানী হাসপিটাল ও ইউনিভার্সিটি, যার দ্বারা মানুষ ২১ জন্মের জন্য এভারহেলদি ওয়েলদি হতে পারে। অতএব এডুকেশন মিনিস্টার, হেল্থ মিনিস্টারকেও বোঝাও যে, অসীম জগতের পিতা এই কন্সাইন্ড হাসপিটাল এবং ইউনিভার্সিটি দুটি খুলেছেন। আপনাদেরও পরামর্শ দিচ্ছেন এমন ভাবে খুলুন তাহলে মানুষের কল্যাণ হবে। বাকি এই অসুখ ইত্যাদি তো রাবণ রাজ্যের আদিকাল থেকেই শুরু হয়েছে। পূর্বে তো বৈদ্য ইত্যাদির ঔষধ ছিল। এখন তো ইংরেজি ওষুধ অনেক বেরিয়েছে। ইনি হলেন অবিনাশী সার্জন, অবিনাশী ঔষধ দেন। তবেই গায়ন আছে জ্ঞান অঞ্জন সদগুরু দিয়েছেন, জ্ঞান ইঞ্জেকশন রুহানী পিতা লাগিয়ে দেন আত্মাদের। আত্মাকে অন্য কেউ ইঞ্জেকশন লাগাতে পারে না। তারা তো বলে আত্মা হল নির্লিপ্ত। অতএব তোমরা বোঝাও ওই হাসপিটাল ও ইউনিভার্সিটিতে লক্ষ টাকা খরচের প্রয়োজন হয়। এখানে তো খরচ ইত্যাদির কোনো কথা নেই। তিন পা পৃথিবী চাই। যাতে যে কেউ আসুক তাকে বোঝাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করো তো এভার হেলদি হবে এবং চক্রকে জানলে চক্রবর্তী রাজা হবে। ধনবান হলে বিরাট হাসপিটাল, ইউনিভার্সিটি খুলবে। গরিব ছোট মাপের খুলবে। গভর্নমেন্ট অনেক খুলে দেয়। আজকাল তো টেন্ট ইত্যাদি লাগিয়ে পড়ায় এবং ২-৩ টি সেশন রাখে কারণ জায়গা নেই। টাকাও নেই। এতে খরচ ইত্যাদির কোনো কথা নেই। যে কোনো জায়গায় সম্ভব। কোনো রকম আসবাব ইত্যাদি তো প্রয়োজন নেই। খুব সিম্পল কথা। পুরুষও খুলতে পারে, মাতারাও খুলতে পারে। বাবা বলেন তোমরাও খোলো, তোমরাও দেখাশোনা করো। যে করবে, সে পাবে, অনেকের কল্যাণ হবে। অসীম জগতের পিতা শ্রীমৎ দেন - শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। অনেকে আছে যারা

শোনে কিন্তু পালন করে না কারণ ভাগ্যে নেই। হেল্থ, ওয়েলথ প্রাপ্ত হয় বাবার কাছে। বাবা বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রদান করতে এসেছেন। হীরে জহরতের মহল পাবে। ভারতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। নিশ্চয়ই তাদেরকে বাবা বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গ দিয়েছেন হবে। এখন তো কলিযুগে কেবল দুঃখই আছে, পুনরায় সত্যযুগের স্থাপনা আমাকেই করতে হবে। মানুষ কোনো হাসপিটাল ইত্যাদি খুলে দিলে উদঘাটন করে। বাবা বলেন আমি স্বর্গের উদঘাটন করি। এখন তোমরা শ্রীমং অনুসারে স্বর্গের উপযুক্ত হও। কল্প-কল্প তোমরা উপযুক্ত হয়েছে এই কথা নতুন নয়। দেখা যায় যে গরিব অনেকে আসে। বাবা নিজেও বলেন আমি দীনের নাথ। ধনীদের কাছে অনেক ধন আছে, তখন তারা ভাবে আমরা স্বর্গে বসে আছি। ভারত হল গরিব সেখানেও যারা বেশি গরিব, তাদেরকেই বাবা উদ্ধার করেন। ধনীরা তো গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। জ্ঞান ও যোগের শিক্ষা বাবাই প্রদান করেন, তৃতীয় নেত্রও বাবাই প্রদান করেন যার দ্বারা তোমরা সম্পূর্ণ চক্রকে জানতে পারো। বাকিরা সবাই ঘোর অন্ধকারে আছে। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কথা কেউ জানে না। পতিত-পাবন বাবাকেই ভুলে গেছে। শিব পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে দেয় - পাথরে নুড়িতে আছেন।

তোমরা জানো এখন সবারই কয়ামতের (শেষ হিসাবের) সময়। আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। তখন সবাইকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমি পান্ডা রূপে এসেছি। তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা তাই না। তারা দেহের জাগতিক তীর্থ যাত্রায় নিয়ে যায়, যা জন্ম-জন্মান্তর করে এসেছে তোমরা। এ হল রুহানী তীর্থ অর্থাৎ আত্মিক তীর্থ, এতে চলা ফেরা করতে হয় না। বাবা বলেন শুধু আমাকে স্মরণ করো। রাতে জেগে আমাকে স্মরণ করো। আমার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লাগাও। নিদ্রাজিত হও তাহলে তোমরা কাছে আসতে থাকবে। তারা হল গর্ভজাত বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ। এখন তোমরা রুহানী যাত্রায় ব্যস্ত আছো, তোমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে। ওই ব্রাহ্মণরা নিজেরাই অপবিত্র থাকে তাই অন্যদের পবিত্র বানাতে পারে না। তোমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে পবিত্র ব্রাহ্মণরাই থাকে। ওই ব্রাহ্মণরা যদিও মন্দিরে থাকে, নামও তাদের ব্রাহ্মণ তাই দেবতাদের মূর্তি স্পর্শ করতে পারে এবং মূর্তি স্নান ইত্যাদি করায় কিন্তু তারা হল পতিত, বাকি মানুষ যারা মন্দিরে যায় তাদের নামের আগে ব্রাহ্মণ নাম না থাকলে তারা স্পর্শ করতেও পারে না। ব্রাহ্মণদের সম্মান অনেক। কিন্তু ব্রাহ্মণরাও হল পতিত, বিকারগ্রস্ত। তাদের মধ্যে কেউ ব্রহ্মচারীও থাকতে পারে। বাবা এসে বোঝান - প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হল তারা, যারা ২১ কুলের উদ্ধার করে। কন্যা যদি উদ্ধার করে তার মাতা পিতাও থাকবে। এই মাতা পিতা শেখাচ্ছেন তোমরা ২১ বংশ স্বর্গের মালিক হতে পারো। বাচ্চারা জানে বাবা হলেন গুপ্ত। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে সব রহস্য বুঝিয়ে দেন। এই দাদা (ব্রহ্মা বাবা) তো ব্যবসা ইত্যাদি করতেন। এখন অনেক জন্মের জন্মের শেষ সময়ে এসে শিববাবা প্রবেশ করেছেন। ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান শোনাচ্ছেন। এ হল রথ। শিববাবা হলেন রথী। এখন নিরাকার পরমাত্মা বোঝান, এই রথ হল অনেক জন্মের পতিত। সর্বপ্রথমে উনি পবিত্র হন। কাছে আছেন। উনি কখনও বলেন না যে, আমি ভগবান। উনি বলেন এই হল আমার অনেক জন্মের শেষ জন্ম। এ হল বাণপ্রস্থ অবস্থা, পতিত স্থিতি। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। এখন বাবা বলেন তুমি নিজের জন্মের কাহিনী জানো না। আমি তোমাকে বলি। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে আসে ইনিই হলেন পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন পিতা, শিক্ষক এবং গুরুও হলেন তিনি। সম্পূর্ণ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। তোমরা জানো বাবা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এই পিতা শিক্ষক গুরুর পরামর্শ নিলে তোমরা উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। কত ভালোভাবে বোঝান। কেউ ধারণা করে শ্রীমং অনুসারে চলে উঁচু পদ প্রাপ্ত করে। যারা শ্রীমং পালন করে না, তারা উঁচু পদ প্রাপ্ত করে না। বাবা বলেন সুখধাম এবং শান্তিধামকে স্মরণ করে এই দুঃখ ধামকে ভুলে যাও। নিজেকে অশরীরী ভাবো। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। প্রত্যেককে নিজের নিজের পার্ট রিপিট করতে হবে। প্রত্যেকটি আত্মা হল অবিনাশী পার্টধারী। দুনিয়ায় প্রলয় কখনও হয় না। এই হল দুঃখধাম, আত্মারা পরে যাবে শান্তিধামে এবং সুখধামে। এই বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্র চালাতে থাকো এবং পবিত্র থাকো তাহলেও ভবসাগর পার হয়ে যাবে। তোমরা কালের উপরে বিজয় লাভ করো, সেখানে তোমাদের অকালে মৃত্যু হয় না। যেমন সর্প নিজের পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন ধারণ করে তেমনি তোমরাও খোলস পরিবর্তন করে নতুন ধারণ করবে। এমন অবস্থা এখানে বানাতে হবে। শুধুমাত্র আমরা এই শরীর ত্যাগ করে সুইট হোমে যাবো। আমাদেরকে কাল গ্রাস করতে পারে না। সর্পের দৃষ্টান্ত বাস্তবে সন্ধ্যাসীরা দিতে পারে না। ভ্রমরীর উদাহরণ হল প্রবৃ্ত্তি মার্গের আত্মাদের জন্য। বলা হয় জনকের সমান সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দিতে পারে। এও কপি করা হয়। জীবনমুক্তিতে দুইই (নারী-পুরুষ) চাই। সন্ধ্যাসীরা জীবনমুক্তি কীভাবে দেবে। এখন বাবা বলেন ফিরে চলো, আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। নাহলে অনেক দন্দ ভোগ করবে এবং পদও ভ্রষ্ট হবে। শেষ সময়ে কেউ স্মরণে এলে তো পুনরায় পুনর্জন্মে আসতে হবে। এ হল যোগের দ্বারা হেল্থ এবং জ্ঞানের দ্বারা ওয়েলথ, সেকেন্ডে জীবনমুক্তি একেই বলা হয়। তাহলে এত অর্থ নষ্ট করা, দিকে দিকে বিচরণ করা ইত্যাদি করার দরকার কী ! তাই হেল্থ মিনিস্টার, এডুকেশন মিনিস্টারকে বোঝাও তোমরা এই হাসপিটাল, ইউনিভার্সিটি খোলো তাহলে তোমাদের

অনেক লাভ হবে। যে করবে সে পাবে। ধনীদেব কাজ হল ধনীদেব উদ্ধার করা। গরিবরাই বর্ষা প্রাপ্ত করে। কোটিপতিদের জন্য কথায় আছে - কারও ধন ধুলোয় মিশে যাবে.... শেষ সময়ে আগুন লাগলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে বিনাশের পূর্বে এমন কিছু করে নিলে অন্ততঃ কিছু পদও প্রাপ্ত হয়ে যাবে। মৃত্যু তো হবেই। ড্রামা শেষও হবে। বাবা কত ভালো ভাবে বোঝান। নদীরা তো চারিদিকে প্রবাহিত হতেই থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্মা হল ব্রহ্মপুত্র নদী। মাম্মা হলেন সরস্বতী। বাকি সব জ্ঞান গঙ্গা। গঙ্গা নদী পবিত্র করবে কীভাবে। ওই সব কোনো মেলা নয়। এটা হল প্রকৃত সত্য মেলা যেখানে জীব আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। তখন বলা হয় আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল... এখন হল জীব আত্মাদের পরমাত্মার সঙ্গে মিলন মেলা। পরমাত্মাও জীব অর্থাৎ দেহের লোন নিয়েছেন। তা নাহলে পড়াবেন কীভাবে ? তাই তাঁকে শিব ভগবান বলা হয়, উনি এনার মধ্যে প্রবেশ করে জ্ঞান প্রদান করেন। সরস্বতীকে বলা হয় গডেজ অফ নলেজ। ব্রহ্মারও নলেজ আছে। তাঁকে নলেজ প্রদান করেন কে ? জ্ঞানের সাগর। তোমাদের কাছে নলেজ নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী আছে। অতএব এই নলেজ ধারণ করে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সম্পূর্ণ কিছু নির্ভর করছে পবিত্রতার উপরে। এই নিয়েই অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়। দ্রৌপদী ডেকেছিল। সহ্য করতে করতে ২১ জন্মের জন্য নগ্ন হওয়ার থেকে রক্ষা পায়। গীতায়ও আছে আমি সাধুদেরও উদ্ধার করি। কিন্তু সাধুরা এই জ্ঞান শোনাতে পারে না।

তোমরা জানো এই সময় সমগ্র দুনিয়া ঘুষ গ্রহণকারী হয়েছে তাই সবার বিনাশ হবেই, যাদের স্বর্গের অধিকার নেওয়ার থাকবে তারাই নেবে। বাবাকে অনেক কন্যারা বলে আমরা গরিব হলে ভালো হত। ধনী মানুষ তো বাইরে বেরোতে দেয় না। বাবা আমরা কুমারী হলে ভালো হত। মাতাদের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। বাবা বলেন স্বর্গের অধিকার নিয়ে নাও। মানুষের মরণ হতে দেরি লাগে না। বিপদ আসে অনেক। তোমরা শুধু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে নিজ পিতাকে স্মরণ করো। ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে এবারে ফিরে যেতে হবে নাকি এখানেই হাবুডুবু খাবে ? মন্মনাভব, মধ্যাজি ভব। রাবণের সম্পত্তিকে ভুলে যাও। রাবণ অভিষেক করে। বাবা বলেন সন্তান রূপে আপন হলে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবে। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে বর্ষা পাবে কীভাবে। এই রুহানী হাসপিটাল খুলতে থাকো। জমি পড়ে আছে। ভাড়া দিলেও ভালো, অনেক লাভ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার নিকটে আসার জন্য রুহানী যাত্রায় থাকতে হবে। নিদ্রাজিৎ হয়ে এই বুদ্ধির যাত্রা অবশ্যই করতে হবে।

২) প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ হয়ে ২১ কুলের উদ্ধার করতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। কালের উপরে বিজয় লাভ করার জন্য এই পুরানো খোলস থেকে আসক্তি মেটাতে হবে।

বরদানঃ:- আত্মিক আর দয়ালু ভাবের (রুহানিয়ত) স্থিতির দ্বারা বৃত্তি, দৃষ্টি, বোল এবং কর্মকে রয়্যাল বানিয়ে ব্রহ্মা বাবার সমান ভব
ব্রহ্মাবাবার বলা, চলা, চেহারা ও আচরণে যে রয়্যালটি দেখেছো - সেসব ফলো করো। যেমন ব্রহ্মা বাবা কখনও ছোট-ছোট কথায় নিজের বুদ্ধি বা সময় দিতেন না। তাঁর মুখ থেকে কখনও কোনো সাধারণ কথা বেরোত না, প্রতিটি কথা যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ বার্থ ভাব থেকে উর্ধ্ব অব্যক্ত ভাব ও ভাবনা যুক্ত হত। তাঁর বৃত্তি প্রতিটি আত্মার প্রতি সদা শুভ ভাবনা, শুভ কামনা যুক্ত থাকতো, দৃষ্টি দ্বারা সবাইকে ফরিস্তা রূপে দেখতেন। কর্ম দ্বারা সদা সুখ দিয়েছেন এবং সুখ নিয়েছেন। এমন ফলো করো তখন বলা হবে ব্রহ্মা বাবার সমান।

স্নোগানঃ:- পরিশ্রমের পরিবর্তে প্রেমের দোলনায় দুলতে থাকাই হল শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হওয়ার নিদর্শন।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

যেমন লৌকিক রীতিতে কেউ কারো স্নেহে লীন হয়ে থাকলে চেহায়ায়, দৃষ্টিতে, বাণীতে অনুভব হয় যে সে লাভলীন স্থিতিতে আছে, প্রেমযুক্ত প্রিয়তম স্বরূপে আছে। তেমনই তোমাদের অন্তরে বাবার স্নেহ ইমার্জ থাকলে তোমাদের মুখের

কথা অন্যদেরও স্নেহ বিদ্ধ করে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ত্রিদিব রচয়িতা দ্বারা বরদান প্রাপ্তি"

আজ ত্রিদিব রচয়িতা তাঁর আপন সাকার রূপের এবং আকারি বাম্বাদের দেখছেন। উভয় রচনা অতি প্রিয়, সেইজন্য রচয়িতা রচনাকে দেখে উৎফুল্ল হন। রচনা সদা খুশির এই গীত গায়, "বাঃ রচয়িতা" আর রচয়িতা সদা এই গীত গেয়ে থাকেন - "বাহঃ আমার রচনা।" রচনা প্রিয়, যে প্রিয় হয় তাকে সবকিছু দিয়ে সম্পন্ন বানান। সুতরাং বাবা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ রচনাকে বিশেষ তিন সম্বন্ধে কতো সম্পন্ন বানিয়েছেন ! বাবার সম্বন্ধ দ্বারা দাতা হয়ে জ্ঞান ভাণ্ডারে সম্পন্ন বানিয়েছেন, শিক্ষক রূপে ভাগ্যবিধাতা হয়ে অনেক জন্মের জন্য ভাগ্যবান বানিয়েছেন, সঙ্করূপে বরদাতা হয়ে বরদানে ঝুলি ভরে দেন। এ' হ'ল অবিনাশী স্নেহ ও ভালোবাসা। ভালোবাসার বিশেষত্ব এটাই - যার প্রতি ভালোবাসা হয় তার ত্রুটিবিচ্যুতি ভালো লাগবে না,

ত্রুটিকে নৈপুণ্যে পরিবর্তন করবে। বাবার সদা শুভ সঙ্কল্প থাকে বাম্বাদের ভুল-ত্রুটি সর্বদা নৈপুণ্যে পরিবর্তন করার। ভালোবাসার কারণে বাম্বাদের পরিশ্রম বাবা দেখতে পারেন না। কোনো পরিশ্রম যদি আবশ্যিক হয় তাহলে কর, কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনে পরিশ্রম করার আবশ্যকতাই নেই, কেননা, দাতা, বিধাতা আর বরদাতা - তিন সম্বন্ধের দ্বারা তোমরা এতটা সম্পন্ন হয়ে যাও যাতে বিনা পরিশ্রমে অধ্যাত্ম সুখানুভবে থাকতে পার। অবিনাশী উত্তরাধিকারও আছে, পঠন-পাঠনও আছে আর বরদানও আছে। যার তিন রূপে প্রাপ্তি হয়, সেরকম সর্বপ্রাপ্তির আত্মাকে পরিশ্রম করার কী প্রয়োজন ! কখনো অবিনাশী উত্তরাধিকারের রূপে বা বাবাকে দাতারূপে যদি স্মরণ কর তাহলে অধ্যাত্ম অধিকারী বোধের নেশা থাকবে। শিক্ষকের রূপে যদি স্মরণ কর তো গডলি স্টুডেন্ট অর্থাৎ ভগবানের স্টুডেন্ট হওয়ার ভাগ্যের নেশা থাকবে। সদগুরু প্রতি কদমে বরদান দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমাদের প্রতিটা কর্মের জন্য শ্রেষ্ঠ মত প্রদান - বরদাতার বরদান। যে প্রতি কদম শ্রেষ্ঠ মতে চলে তার প্রতি কদমে কর্মের সফলতার বরদান সহজে আপনা থেকেই অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। সদগুরুর মত শ্রেষ্ঠ গতিকে প্রাপ্ত করায়। গতি-সদগতি প্রাপ্ত করায়। শ্রেষ্ঠ মত আর শ্রেষ্ঠ গতি। নিজের সুইট হোম অর্থাৎ গতি, আর সুইট রাজত্ব অর্থাৎ সঙ্গতি, এতো তোমরা প্রাপ্ত করেই থাক। কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের আরও বিশেষ গতি প্রাপ্ত হয়, তা' হ'ল এই সময়ে শ্রেষ্ঠ মতের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রত্যক্ষফল অর্থাৎ সফলতা। এই শ্রেষ্ঠ গতি শুধু সঙ্গমযুগেই তোমরা সব ব্রাহ্মণের প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য বলা হয় যেমন মতি, তেমন গতি। লোকে তো মনে করে মৃত্যুর পর গতি প্রাপ্ত হবে, সেইজন্য তারা বলে, যথা অন্ত মতি তথা গতি। কিন্তু তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার জন্য এই অন্তিম মরজীবা জন্মে প্রতিটা কর্মের সফলতার ফল অর্থাৎ গতি প্রাপ্ত হওয়ার বরদান লাভ করেছে তোমরা। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ - সদা গতি-সঙ্গতি অবশ্যই হয়। ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় থাক না। এটাই সঙ্গমযুগের প্রাপ্তির মহত্ব। এখনই কর্ম কর আর এখনই প্রাপ্তির অধিকার নাও। একেই বলে, এক হাতে দাও, এক হাতে নাও। কোনো এক সময় প্রাপ্ত হবে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে, এই আশ্বাসে তোমাদের সওদা হয় না, বরং হয় এই ধারণায় তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য, এমনই প্রাপ্তি তোমাদের ! একে বলে, অতি দ্রুততার সওদা। ভক্তিতে তোমরা এই ভেবে অপেক্ষা করতে থাক - কোনো এক সময় পেয়ে যাব, পেয়ে যাব...। ভক্তিতে হ'ল কোনো এক ক্ষণে, সেখানে বাবা বলেন - এখন নাও। স্থাপনের আদিতেও এটা প্রসিদ্ধ ছিল যে এখানে তোমাদের সাক্ষাৎকার তাড়াতাড়ি হয়। আর তা' হ'তো। সুতরাং আদি থেকে তাড়াতাড়ির সওদা হয়েছে। একে বলে, রচয়িতার রচনার প্রতি সত্য ভালোবাসা। সারা কল্পে এমন প্রিয়তম কেউ হতেই পারে না। যতই কেন খ্যাতনামা প্রিয়তম হোক, কিন্তু এ' হ'ল অবিনাশী ভালোবাসা আর অবিনাশী প্রাপ্তি। সুতরাং এমন প্রিয়তম কেউ হতেই পারে না। সেইজন্য বাম্বাদের মেহনতে বাবার করুণার উদ্বেক হয়। বরদানী সদা উত্তরাধিকারের অধিকারী, কখনো পরিশ্রম করতে হয় না। ভাগ্যবিধাতা শিক্ষকের ভাগ্যবান বাম্বারা সদা পাস উইথ অনার হয়। না ফেল হয়, না কোনো ব্যর্থ বিষয় ফীল করে।

পরিশ্রম করার কারণ দুটো - হয় মায়ার বিঘ্ন দ্বারা ফেল হয়ে যাও অথবা যখন ব্রাহ্মণ আত্মাদের বা অজ্ঞানী আত্মাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আস। এই উভয় সম্বন্ধে যখন কোনো কর্ম করছ, তখন সামান্য বিষয়ে ব্যর্থ ফীল করতে শুরু কর, যাকে তোমরা বোলো, ফ্লু-এর অসুস্থতা। ফ্লু কী করে ? এক তো শেকিং (চঞ্চলতা) হয়, তাতে শরীর কম্পিত হয় আর সেই আত্মার স্থিতি নড়াচড়া করে, মন সংশয়াপন্ন হয় এবং মুখ হয় তিক্ত। মুখে তিক্ত বোল বলতে শুরু কর। আর কী হয় ? আকস্মিক প্রবাহ; কখনো ঠান্ডা, কখনো গরম। এখানেও যখন ফিলিং আসে তো অভ্যন্তরে ক্রোধের উদ্বেক হয়, উত্তেজনা বাড়ে - এ' এটা কেন বলল, এ' কেন করেছে ? এটা তোমাদের অভ্যন্তরীণ ক্রোধ। তোমরা তো এর অনুভাবী, না ? আর কী হয় ?

ভোজনপান কিছু ভালো লাগে না। এক্ষেত্রে, যদি জ্ঞানের কোনো ভালো পয়েন্টও বলা হয় তাও তোমাদের ভালো লাগবে না। পরিশেষে রেজাল্ট কী হয় ? দুর্বলতা আসে। এখানেও, কিছু সময় পর্যন্ত দুর্বলতা স্থায়ী হয়। সেইজন্য না ফেল হও, না ফীল কর। বাপদাদা শ্রেষ্ঠ মত দেন। শুদ্ধ ফিলিং যেন থাকে - কোটির মধ্যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা। আমি দেব আত্মা, মহান আত্মা, ব্রাহ্মণ আত্মা, বিশেষ পার্টধারী আত্মা। এই ফিলিংয়ে যারা থাকে তাদের ব্যর্থ ফিলিংয়ের ফ্লু হবে না। এই শুদ্ধ ফিলিংয়ে থাক। যেখানে শুদ্ধ ফিলিং হবে, সেখানে অশুদ্ধ ফিলিং হতে পারে না। সুতরাং ফ্লু-এর রোগ থেকে অর্থাৎ পরিশ্রম থেকে রক্ষা পাবে, আর সদা নিজেকে এমন অনুভব করবে - আমি বরদানে প্রতিপালিত হচ্ছি, বরদানের সাথে সোজা সামনের দিকে উড়ছি, বরদান দ্বারা সেবায় সফলতা পাচ্ছি।

পরিশ্রম ভালো লাগে, নাকি পরিশ্রম করার অভ্যাস পাকাপোক্ত হয়ে গেছে ? পরিশ্রম ভালো লাগে, নাকি সুখানুভবে থাকা ভালো লাগে ? কারও কারও পরিশ্রমের কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ ভালো লাগে না। তাদেরকে আরামে চেয়ারে বসাবে তো তখনো বলবে, আমাকে পরিশ্রমের কাজ দাও। এখানে তো আত্মার পরিশ্রম, আর আত্মা ৬৩ জন্ম পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ৬৩ জন্ম খুঁজে বেড়িয়েছে, তাই না ! কাউকে খুঁজতে পরিশ্রম তো লাগে, না ! তাহলে আগে থেকেই ক্লান্ত হয়ে আছি। ৬৩ জন্ম পরিশ্রম করে নিয়েছি, এখন এক জন্ম তো খুশিতে থাক। ২১ জন্ম তো ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু এই এক জন্ম বিশেষ। পরিশ্রম আর মনের খুশি - দুয়ের অনুভব করতে পার। ভবিষ্যতে তো ওখানে এ'সব বিষয়গুলো ভুলে যাবে। মজা তো এখন। অন্যেরা পরিশ্রম করছে আর তোমরা আছ পরমানন্দে। আচ্ছা !

টিচাররা তোমরা ভক্তি করেছ ? কতো জন্ম ভক্তি করেছ ? এই জন্মে তো ভক্তি করনি, না ! বিগত জন্মে তোমাদের ভক্তি সমাপ্ত হয়ে গেছে।

আবার কবে থেকে ভক্তি শুরু করেছ ? কার সঙ্গে শুরু করেছ ? ব্রহ্মাবাবার সাথে সাথে তোমরাও ভক্তি করেছ। কোন মন্দিরে করেছ ? তাহলে, ভক্তিতেও তোমরা আদি আত্মা হও আর, জ্ঞান মাগেও আদি আত্মা। ভক্তির আদিতে অব্যভিচারী ভক্তি হওয়ার কারণে ভক্তির আনন্দ, সুখ সেই সময় অনুসারে কম হয়নি। সেই সুখ আর আনন্দও তাদের নিজস্বানে শ্রেষ্ঠ ছিল।

ভক্তের মালায় তোমরা আছ ? যখন তোমরাই ভক্তি শুরু করেছ তো ভক্ত মালায় তোমরা নেই ? ডবল ফরেনার্স, তোমরা ভক্ত মালায় ছিলে ? ভক্ত হয়েছ, নাকি ভক্ত-মালায় ছিলে ? এখন সবাই তোমরা ভাবছ আমরা ছিলাম কি ছিলাম না ! বিজয় মালাতেও ছিলে, ভক্ত-মালাতেও ছিলে ? কেননা, পূজারী তো হয়েছ কিন্তু ভক্ত মালায় ছিলে?

ভক্ত-মালা আলাদা। তোমরা তো জ্ঞানী, যারা পরে ভক্ত হয়েছ। তারা ভক্তই। সুতরাং ভক্ত-মালা আর জ্ঞানীর মালায় প্রভেদ আছে। জ্ঞানীদের মালা হ'ল বিজয় মালা। আর যারা শুধু ভক্ত তারা এমন নবধা ভক্ত (যারা ন' রকম উপায়ে ভক্তি করে) যে ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু শুনতেই চায় না, ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। তাইতো, ভক্ত-মালা আলাদা, জ্ঞান মালা আলাদা। ভক্তি অবশ্যই করেছ কিন্তু তোমাদেরকে ভক্ত-মালায় বলা হবে না কেননা, ভক্তির পার্ট প্লে করার পরে তোমরা জ্ঞানে এসেছ। তারা হ'ল নবধা ভক্ত আর তোমরা হ'লে

জ্ঞানের পরাকারী তথা উচ্চমার্গের জ্ঞানী। আত্মার মধ্যে সংস্কারের তারতম্য আছে, ভক্ত মানে চাওয়ার সংস্কার থাকবে। আমি নীচ, বাবা শ্রেষ্ঠ -এই সংস্কার হবে। তারা রয়্যাল ভিখারী আর, তোমরা সব আত্মার মধ্যে অধিকারী বোধের সংস্কার হবে। সেইজন্য পরিচয় পেয়েই তোমরা অধিকারী হয়ে গেছ। বুঝেছ ? ভক্তদেরও দুটো জায়গা, তাই না ! সেই দুয়ের মধ্যে তোমরা আসবে কি ? তাদেরও অর্ধেক কল্প, তোমাদেরও অর্ধেক কল্প। গায়ন-মালায় তাদেরও আসতেই হয়। তবুও দুনিয়ার লোকের তুলনায় তো তারা ভালো। অন্যদিকে বুদ্ধি যায় না, বরং বাবার দিকেই থাকে। অন্ততঃ পবিত্র তো থাকে। তাদের পবিত্রতার ফল প্রাপ্ত হয় - "গায়ন যোগ্য হওয়ার।" তোমাদের পূজা হবে। তাদের পূজা হয় না, মহিমাম্বিত করতে শুধুমাত্র স্ট্যাচু বানিয়ে রাখে। মীরার কখনো মন্দির হবে না। দেবতাদের মতো করে মীরার পূজা হয় না, শুধু গায়ন হয়। এখন লাস্ট জন্মে লোকে যে কোনো কাউকে পূজা করবে। তারা ভূমিকেও পূজা করে তো বৃক্ষকেও পূজা করে। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তাদের শুধু গায়ন হয়, পূজন হয় না। তোমরা পূজ্য হও। সুতরাং তোমরা হলে পূজনীয় আত্মা - এই নেশা সদা স্মৃতিতে রাখ। পূজ্য আত্মা কখনো কোনো অপবিত্র সঙ্কল্পকে টাচও করতে পারে না। তোমরা এমন পূজ্য হও ! আচ্ছা !

চারিদিকের অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী আত্মাদের, পঠন-পাঠনে সদা পাস উইথ অনার হয়, সদা বরদান দ্বারা বরদানী হয়ে অন্যদেরও বরদানী বানায় - এ'রকম বাবা, শিক্ষক আর সন্তানের প্রিয়, সদা অধ্যাত্ম সুখানুভবে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাঞ্জাব - রাজস্থান গ্রুপ

সদা নিজেদের হোলিহংস অনুভব কর ? হোলিহংস অর্থাৎ যথাযোগ্য এবং ব্যর্থের পার্থক্য করতে পারে। সে'সব যে হংস হয় তারা রক্ত থেকে কাঁকর আলাদা করে, মোতি থেকে পাথর আলাদা করে। কিন্তু তোমরা হোলিহংসরা কিসের পরখ করবে, শক্তিশালী আর ব্যর্থের মধ্যে, শুদ্ধ আর অশুদ্ধির মধ্যে ? যেমন হংস কখনো কাঁকর কুড়ায় না, সেগুলো আলাদা করে পাশে সরিয়ে দেবে, নেবে না। ঠিক সে'ভাবেই তোমরা সব হোলিহংস ব্যর্থকে একপাশে সরিয়ে দাও এবং শক্তিশালী সঙ্কল্প ধারণ কর। যদি ব্যর্থ এসেও যায় তবুও তোমরা তা ধারণ কর না। যদি ব্যর্থকে ধারণ কর তবে হোলিহংস বলা হবে না। সে'সব তো বক ধারণ করে। ব্যর্থ তো অনেক শুনেছ, বলেছ, করেছ কিন্তু তার পরিণাম কী হ'ল ? খুইয়েছ, সবকিছু খুইয়ে ফেলেছ। তনও নষ্ট করে ফেলেছ। দেবতাদের তন দেখ, আর এখনের তন দেখ, কতো পার্থক্য ! যুবকদের থেকেও বৃদ্ধ ভালো। তাহলে, তনও নষ্ট করেছ, মনের সুখ-শান্তিও হারিয়েছ, ধনও খুইয়ে ফেলেছ। তোমাদের কাছে কতো ধন ছিল ? অগাধ ধন কোথায় গেল ? ব্যর্থতে নষ্ট করে দিয়েছ। এখন সঞ্চয় করছ, নাকি এখনো ক্ষয় করে ফেলেছ ? হোলিহংস নষ্ট করে না, তারা সঞ্চয় করে। এখন ২১ জন্ম তনও ভালো প্রাপ্ত হবে আর মনও সদা খুশিতে থাকবে। ধন তো এমন হবে, এখন মাটি যেমন। এখন মাটিরও কতো মূল্য হয়ে গেছে, যেমনই হোক, ওখানে তো রক্ত দিয়ে খেলবে, রক্ত দিয়ে বাসভবনের সজ্জিকরণ হবে। সুতরাং কতো সঞ্চয় করছ ! যার কাছে সঞ্চিত থাকে তার খুশি হয়। যদি সঞ্চিত না হয় তাহলে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, যদি সঞ্চয় হয় তাহলে হৃদয় হয় উদার (বড়)। তোমাদের হৃদয় এখন কতো উদার হয়ে গেছে ! তাইতো, প্রতি কদমে সঞ্চয়ের খাতা বেড়ে চলেছে, নাকি জমা করছ কখনো কখনো ? নিজের চার্ট ভালো করে দেখেছ ? এমন সময়তেও, কখনো কোনকিছু ব্যর্থ চলে যায় না তো ? এখন তো সময়ের ভ্যালুর গুরুত্ব তোমরা বুঝেছ, তাই না ! সপ্তমের এক সেকেন্ড কতো মহান ! বলতে গেলে তো এটাই বলা হয় যে দু' এক সেকেন্ডই তো গেছে কিন্তু এক সেকেন্ড কতো গুরুত্বপূর্ণ ! এটা যদি স্মরণে থাকে তবে এক সেকেন্ডও নষ্ট করবে না। সেকেন্ড নষ্ট করা মানে বছর নষ্ট করা - সপ্তমের এক সেকেন্ডের এতই মহত্ব ! তাইতো তোমরা সঞ্চয় কর, যারা নষ্ট করে তোমরা তারা নও, কেননা হয় নষ্ট হবে কিংবা উপার্জন হবে। সারা কল্পে উপার্জন করার সময়, এখন। অতএব, হোলিহংস অর্থাৎ যে স্বপ্নে, সঙ্কল্পেও কখনো কোনকিছু ব্যর্থভাবে হারাতে না।

হোলি অর্থাৎ যে সদা পবিত্রতার শক্তি দ্বারা অপবিত্রতা সেকেন্ডে তাড়িয়ে দেয়। না শুধু নিজের জন্য বরং অন্যের জন্যও, কারণ সারা বিশ্বকে পরিবর্তন করতে হবে, তাই না ! পবিত্রতার শক্তি কতো মহান, এতো তোমরা জান, তাই না ! পবিত্রতা এমন অগ্নি যা সেকেন্ডে বিশ্বের আবর্জনা ভস্ম করতে পারে। সম্পূর্ণ পবিত্রতা এ'রকমই শ্রেষ্ঠ শক্তি ! অল্পে যখন সবাই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অগ্নিতে এই সব আবর্জনা ভস্ম হয়ে যাবে। তোমরা সব যোগ-অগ্নিশিখা। অল্পে এ'ভাবে ধীরে ধীরে সেবা হবে না। কিছু ভাবা আর সাথে সাথে হওয়া - একে বলে বিহঙ্গ মার্গের সেবা। এখন নিজেদের পরিপূর্ণ করছ, তারপরে কার্যে প্রয়োগ করবে। যেমন, দেবীদের স্মারকচিহ্নে দেখানো হয়, তারা নিজেদের ভিতরের অগ্নি দ্বারা অসুরদের ভস্ম করে দিয়েছে। অসুর নয়, কিন্তু আসুরিক শক্তিকে বিনাশ করে দিয়েছে। এই স্মারগিক কোন সময়ের ? এই সময়ের, তাই না ! সুতরাং এই রকম জ্বালামুখী হও। তোমরা হবে না তো কে হবে ! সেইজন্য এখন জ্বালামুখী হয়ে আসুরিক সংস্কার, আসুরিক স্বভাব সবকিছু ভস্ম কর। তোমরা তো করে নিয়েছ, তাই না ! নাকি তোমরাও করছ ? আচ্ছা !

যারা পাঞ্জাব থেকে তারা তো অন্ততঃ নিঃশঙ্ক হয়েছ। তোমরা ভীত নও তো না ? তোমরা জ্বালামুখী, ভয় কেন ? মরেই তো পড়ে আছ, তাহলে আবার ভয় কাকে ? আর রাজস্থানের তো "রাজত্বের অধিকার" কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। রাজত্ব ভুলে রাজস্থানের মরুভূমি স্মরণে এসে যায়না তো ? রাজস্থানে অনেক বালুভূমি আছে, আছে না ! তো সদা নতুন রাজত্বের স্মৃতি যেন থাকে। সবাই শিক্ষাহীন জ্বালামুখী হয়ে প্রকৃতি আর আত্মাদের ভিতরে যে তমোগুণ আছে তার ভস্মকারী হও। এটা অনেক বড় কাজ, যদি স্পীডে করবে তবেই পুরো হবে। এখনো তো লোকজনের কাছেই বার্তা পৌঁছায়নি, প্রকৃতির ব্যাপার তো পরে। সুতরাং স্পিড আরও তীব্র কর। গলি গলিতে সেন্টার হোক, কারণ সার্কমস্ট্যান্স অনুসারে এক গলি থেকে অন্য গলিতে তোমরা যেতে পারবে না, একে অপরকে দেখতেও পাবে না। তাহলে, ঘরে ঘরে, গলি গলিতে হয়ে যাবে তো না ! আচ্ছা !

বরদান:- আচার-আচরণ আর চেহারার দ্বারা পুরুষোত্তম স্থিতির সাক্ষাৎকার করিয়ে ব্রহ্মা বাবা সমান ভব যেমন, ব্রহ্মাবাবা সাধারণ তনে থাকা সত্ত্বেও, সদা তাঁকে দেখে পুরুষোত্তম অনুভব হতো। সাধারণ রূপের মধ্যে পুরুষোত্তমের ঝলক তোমরা দেখেছ, সেভাবে ফলো ফাদার কর। কর্ম যদিও বা সাধারণ হয়, কিন্তু স্থিতি মহান হোক। চেহারায় শ্রেষ্ঠ জীবনের প্রভাব পড়বে। যেমন, লৌকিক জীবনে অনেক বাচ্চার আচরণ আর চেহারা তাদের বাবার মতো হয়, এখানে মুখাবয়বের ব্যাপার নয়, বরং তোমাদের আচরণই চিত্র। তোমাদের প্রতিটা আচরণে বাবার অনুভব হতে দাও, ব্রহ্মাবাবা সমান পুরুষোত্তম স্থিতি হবে, তবেই বলা হবে বাবা সমান।

স্লোগান:- যারা একরস স্থিতির শ্রেষ্ঠ আসনে স্থিত থাকে - তারাই প্রকৃত তপস্বী।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করুন - পরমাত্ম-ভালোবাসা এক আনন্দময় দোলা, এই সুখদায়ক দোলায় দুলতে থাক, পরমাত্ম-ভালোবাসায় লাভলীন থাক তবে কখনো কোনো পরিস্থিতি কিংবা মায়ার দ্বারা চঞ্চলতা আসতে পারে না। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতানুসারে তোমাদের সকলের আধ্যাত্মিক খাতির যত্ন করতে হবে, খুশির পুষ্টিকর আহার খাও আর খাওয়াও, এটাই হলো প্রকৃত খাতির-যত্ন করা"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানে আধ্যাত্মিকতার ধারকে ধারালো করবার বিধি কি, তাতে কি কি লাভ হবে ?

*উত্তরঃ - যখন কাউকে জ্ঞান শোনাও তখন আত্মা মনে করে আত্মাকে জ্ঞান প্রদান করো। এতে আধ্যাত্মিকতার ধার ধারালো হয়ে যাবে। নতুন এই অভ্যাসের দ্বারা যেকোনো কাউকে জ্ঞান শোনাতে তৎক্ষণাৎ তার তীর বিঁধে যাবে। শরীর-বোধও সমাপ্ত হতে থাকবে। তখন মায়ার তুফান বা খারাপ সঙ্কল্পও আসবে না। ত্রিমিনাল আইও (কুদৃষ্টি) থাকবে না।

ওম্ শান্তি । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদানকারী আধ্যাত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদের বোঝান। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া বদলে যাবে। বেচারী মানুষ জানে না যে পরিবর্তনকারী কে আর কিভাবে পরিবর্তন করেন। কারণ তাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রই নেই। বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছো। এ হলো জ্ঞানের স্যাকারিন (মিষ্টত্ব)। স্যাকারিনের এক ফোঁটাও কত মিষ্টি হয়। জ্ঞানেরও একটাই শব্দ 'মন্মানাভব'। এই শব্দ সব কিছুর থেকেই কতই না মিষ্টি। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। বাবা শান্তিধাম আর সুখধামের রাস্তা বলে দিচ্ছেন। বাবা এসেছেন বাচ্চাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে। তাই বাচ্চাদের কত খুশিতে থাকা উচিত। বলাও হয় খুশির মতন পুষ্টিকর আহার আর কিছু নেই। যে সদা খুশিতে আনন্দে থাকে তার জন্য ও'সব যেন পুষ্টিকর আহার । ২১ জন্ম আনন্দে থাকার জন্য এ হলো শক্তিশালী আহার। এই আহার সদা একে-অপরকে খাওয়াতে থাকে। একে-অপরের জোরদার এই খাতির-যত্ন করতে হবে। এইরকম খাতির যত্ন কোনো মানুষ মানুষকে করতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমতানুসারে সকলকে আধ্যাত্মিক খাতির-যত্ন করো। সত্যিকারের কুশল-মঙ্গলও এটাই যে, কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া। মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে অসীম জগতের পিতার মাধ্যমে আমাদের জীবনমুক্তির পুষ্টিকর আহার প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে ভারত জীবনমুক্ত ছিল, পবিত্র ছিল। বাবা অত্যন্ত বিশাল উচ্চ পুষ্টিকর আহার দেন। তবেই তো গায়ন আছে যে অতীন্দ্রিয় সুখের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হলে গোপ-গোপিনীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। এ হলো জ্ঞান আর যোগের কত ফার্স্টক্লাস ওয়ান্ডারফুল আহার আর এই আহার একজন আধ্যাত্মিক সার্জনের কাছেই রয়েছে, আর কারোর এই আহারের (ওষুধের) কথা জানাই নেই। বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের জন্য হাতের ওপরে করে উপহার নিয়ে এসেছি। মুক্তি-জীবনমুক্তির এই উপহার আমার কাছেই থাকে। প্রতি কল্পে আমিই তোমাদের দিয়ে থাকি। তারপর রাবণ ছিনিয়ে নেয়। বাচ্চারা, তাই এখন তোমাদের খুশির পারদ কত উর্ধ্ব থাকা উচিত। তোমরা জানো ইনি হলেন আমাদের একমাত্র বাবা, টিচার আর সত্যিকারের সঙ্গী যিনি আমাদের সাথে করে নিয়ে যান। সর্বাধিক প্রিয় বাবার থেকে আমাদের বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এ কি কম কথা নাকি! তাই সদা প্রফুল্লিত থাকতে হবে। গডলী স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট। এ হলো এখনকারই গায়ন, তাই না! পরে নতুন দুনিয়াতেও তোমরা খুশী পালন করতে থাকবে। দুনিয়া জানে না যে প্রকৃত খুশী কখন পালন করা হবে। মানুষের তো সত্যযুগের জ্ঞানই নেই। সেইজন্য এখানেই পালন করে থাকে। কিন্তু পুরোনো এই তমোপ্রধান দুনিয়ায় খুশী কোথা থেকে আসবে। এখানে তো গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকে। এ কত দুঃখের দুনিয়া। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কত সহজ রাস্তা বলে দেন। গৃহস্থী জীবনে থেকে পদ্মফুল-সম হয়ে থাকো। কাজ-কর্ম করতে-করতেও আমাকে স্মরণ করতে থাকো। যেমন প্রিয়তমা (আশিক) আর প্রিয়তম (মাশুক) হয়। ওরা তো একে-অপরকে স্মরণ করতে থাকে। এ হলো ওর প্রিয়তমা, আর ও হলো এর প্রিয়তম। এখানে এইরকম কোনো কথা নেই। এখানে তো তোমরা সকলেই একমাত্র প্রিয়তমের জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তমা হয়ে থাকো। বাবা কখনো তোমাদের প্রিয়তমা হন না। তোমরা সেই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য স্মরণ করে আসছো। দুঃখ যখন অধিক হয়ে যায় তখন অধিক স্মরণ করে। গায়নও করে যে দুঃখে সকলেই স্মরণ করে, সুখে করে না কেউ। এইসময় বাবাও সর্বশক্তিমান, আর দিনে-দিনে মায়ারও সর্বশক্তিমান, তমোপ্রধান হতে থাকে। তাই এখন বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা মনে করে পিতারূপী আমায় স্মরণ করো আর সঙ্গে সঙ্গে দৈবী-গুণও ধারণ করো তবেই তোমরা এইরকম (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হয়ে যাবে। এই পড়ার মুখ্য বিষয়ই হলো স্মরণের। সর্বাপেক্ষা উচ্চ বাবাকে অত্যন্ত প্রেম, স্নেহপূর্বক স্মরণ করা উচিত। সেই সর্বোচ্চ বাবাই নতুন দুনিয়ার স্থপতি। বাবা বলেন - বাচ্চারা,

আমি এসেছি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে, সেইজন্য আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের অনেক জন্মের পাপ খন্ডিত হয়ে যায়। পতিত-পাবন বাবা বলেন, তোমরা অনেক অপবিত্র হয়ে গেছো সেইজন্য এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমরা পবিত্র হবে আর পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। পতিত-পাবন বাবাকেই তো আহ্বান করা হয়, তাই না! এখন বাবা এসেছেন তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাবা হলেন দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী। বরাবর সত্যযুগে পবিত্র দুনিয়া ছিল তাই সকলেই সুখী ছিল। এখন বাবা পুনরায় বলেন - বাচ্চারা, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো। এখন হলো সঙ্গমযুগ। মাঝি তোমাদের এপার থেকে ওপারে নিয়ে যায়। কোনো একটি নৌকা নয়, সমগ্র দুনিয়াই যেন একটি বিশাল জাহাজ, তাকে পারে নিয়ে যায়। মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত। তোমাদের জন্য তো কেবল খুশীই খুশী। অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। বাঃ! এ তো কখনো না শুনেছি, না পড়েছি। ভগবানুবাচ -- আত্মারূপী বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি, তাই সম্পূর্ণ বিধিসম্মতভাবে শেখা উচিত। ধারণা করা উচিত। সম্পূর্ণ রীতি অনুযায়ী পড়া উচিত। পড়ায় নম্বরের অনুক্রম তো সদা হয়েই থাকে। নিজেকে দেখতে হবে যে আমি উত্তম, মধ্যম নাকি কনিষ্ঠ? বাবা বলেন -- নিজেকে দেখ, আমি উচ্চ পদ লাভের উপযুক্ত কি? আধ্যাত্মিক সার্ভিস করি কি? কারণ বাবা বলেন -- বাচ্চারা, সার্ভিসেবল হও, ফলো করো। আমি এসেছিই সার্ভিসের জন্য। রোজ সার্ভিস করি সেইজন্যই তো এই রথ নিয়েছি। ঐনার রথ (শরীর) অসুস্থ হয়ে যায় তবুও আমি এই রথে বসেই মুরলী লিখি। মুখে তো বলতে পারে না তাই আমি লিখে দিই, যাতে বাচ্চাদের মুরলী মিস না হয় তাহলে আমিও সেবায় রয়েছি, তাই না! এ হলো আধ্যাত্মিক সেবা। তোমরাও বাবার সার্ভিসে যোগদান করো। অন গড ফাদারলী সার্ভিস। বাবা-ই তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন, যারা ভালো পুরুষার্থ করে তাদের মহাবীর বলা হয়। দেখা হয় কে মহাবীর, যে বাবার ডায়রেকশনে চলে। বাবার আদেশ হলো নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইকে দেখ। এই শরীরকে ভুলে যাও। বাবাও শরীরকে দেখেন না। বাবা বলেন -- আমি আত্মাদের দেখি। এছাড়া এই জ্ঞান তো রয়েছে যে শরীর ব্যতীত আত্মা কথা বলতে পারে না। আমিও এই রথে এসেছি, ধার নিয়েছি। রথের(শরীরের) সঙ্গে থেকেই আত্মা পড়তে পারে। বাবার বৈঠক এখানেই। এ হলো অকাল সিংহাসন। আত্মা অকাল মূর্তি। আত্মা কখনো ছোট-বড় হয় না, শরীর ছোট-বড় হয়। যত আত্মা রয়েছে তাদের সকলের আসন হলো এই ব্রুকুটির মধ্যভাগে। শরীর তো সকলেরই আলাদা-আলাদারকমের হয়। কারোর অকাল তখত (ব্রুকুটি) পুরুষের, কারোর অকাল তখত স্ত্রীলোকের হয়। কারোর অকাল তখত বাচ্চার হয়ে থাকে। বাবা বসে থেকে বাচ্চারা তোমাদেরকে আত্মিক ড্রিল শেখাচ্ছেন। যখন কারোর সঙ্গে কথা বলা তখন প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি আত্মা অমুক ভাইয়ের সাথে কথা বলি। বাবার পরিচয় দিই যে শিববাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই খাদ (জং) নিষ্কাশিত হয়। সোনায যখন অ্যালয়(খাদ) পড়ে, তখন সোনার ভ্যালুই কম হয়ে যায়। আত্মা-রূপী তোমাদের মধ্যেও মরচে পড়ে যাওয়ায় তোমরা ভ্যালুলেস হয়ে গেছো। এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। সেই নেত্র দ্বারা ভাইদের দেখ। ভাই-ভাইকে(আত্মারূপে) দেখলে কর্মেন্দ্রিয় কখনো চঞ্চল হবে না। রাজ্য-ভাগ্য নিতে হবে, যদি বিশ্বের মালিক হতে হয় তবে এই পরিশ্রম করতে হবে। ভাই-ভাই মনে করে সকলকে জ্ঞান প্রদান করতে হবে। তাহলেই পুনরায় এই অভ্যাস পাকা হয়ে যাবে। বাবাও উপর থেকে এসেছেন, তোমরাও উপর থেকে এসেছো। বাচ্চারা-সহ বাবা সার্ভিস করছেন। বাবা সার্ভিস করার সাহস দেন। হিম্মতে মর্দা... (সাহসী ব্যক্তির সহায়তা বাবাও(ঈশ্বর) করে থাকেন)। তাই এই প্র্যাকটিস করতে হবে -- আমি আত্মা ভাইকে পড়াই। আত্মা পড়ে, তাই না! একে স্পীরিচুয়াল নলেজ বলা হয় যা আধ্যাত্মিক বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। সঙ্গমেই বাবা এসে এই নলেজ দেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো। তোমরা নল্ল (অশরীরী) এসেছিলে তারপর এখানে শরীর ধারণ করে তোমরা ৮৪ জন্ম ভূমিকা পালন করেছো। পুনরায় এখন ফিরে যেতে হবে সেইজন্য নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এই পরিশ্রম করতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের নিজের পরিশ্রম করতে হবে, অন্যে করলে আমাদের কি এসে যায়। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম অর্থাৎ প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করো তারপর ভাইদের বোঝাও তবেই ভালভাবে তীর বিদ্ধ হবে। এই ধার ভরপুর করতে হবে। পরিশ্রম করবে তবেই উচ্চপদ পাবে। বাবা এসেছেনই ফল প্রদান করতে সেইজন্য পরিশ্রম করতে হবে। কিছু সহ্যও করতে হয়। তোমাদের কেউ উল্টোপাল্টা কথা বললেও তোমরা চুপ করে থাকো। তোমরা চুপ থাকলে তখন অন্যেরা আর কি করবে। তালি দুই হাতে বাজে। একজনে মুখে তালি বাজালে, অন্যে চুপ করে গেলে তখন সে আপনা থেকেই চুপ হয়ে যাবে। তালির সাথে তালি পড়লে (বাজলে) শব্দ হয়ে যায়। বাচ্চাদের একে-অপরের কল্যাণ করতে হবে। বাবা বোঝান, বাচ্চারা সদা খুশিতে যদি থাকতে চাও তাহলে মন্বনাভব। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাইদেরকে (আত্মাদের) দেখ। ভাইদেরকেও এই জ্ঞান প্রদান করো। এই অভ্যাস হয়ে গেলে কখনো ক্রিমিনাল আই ধোঁকা দেবে না। জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন দ্বারা তৃতীয় নয়নকে দেখ। বাবাও তোমাদের আত্মাকেই দেখে। এই প্রচেষ্টাই করতে হবে যে সদা আত্মাকেই দেখি। শরীরকে দেখবোই না। যোগ যদি করাও তাহলেও নিজেকে আত্মা মনে করে ভাইদের দেখতে থাকবে তবেই সার্ভিস ভাল হবে। বাবা বলেছেন

যে ভাইদের বোঝাও। সকল ভাইয়েরাই বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। এই আধ্যাত্মিক নলেজ একবারই তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরাই পুনরায় দেবতা হতে চলেছো। এই সঙ্গমযুগকে ত্যাগ করবে নাকি! তাহলে পারে কীকরে যাবে, ঝাঁপ দেবে নাকি! এ হলো ওয়ান্ডারফুল সঙ্গমযুগ। তাই বাচ্চাদের আত্মিক যাত্রায় থাকার অভ্যাস করতে হবে। এই কথা তোমাদের লাভের জন্যই। বাবার শিক্ষা ভাইদের দিতে হবে। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের আত্মাদেরকেই জ্ঞান প্রদান করে থাকি। আত্মাকেই দেখি। মানুষ-মানুষের সঙ্গে কথা বললে তখন তাদের মুখ তো দেখবে, তাই না! তোমরা আত্মার সঙ্গে যখন কথা বলে তখন আত্মাকেই দেখবে। যদিও শরীরের দ্বারা জ্ঞান প্রদান করো কিন্তু এতে শরীরের বোধ ভাঙতে হয়। তোমাদের আত্মা বোঝে যে পরমাত্মা বাবা আমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। বাবা বলেন আত্মাদের দেখি, আত্মারাও বলে আমরা পরমাত্মা বাবাকে দেখছি। ওঁনার থেকে নলেজ গ্রহণ করছি, একে বলা হয় আত্মার সঙ্গে আত্মার স্পিরীচুয়াল জ্ঞানের আদান-প্রদান। আত্মাতেই জ্ঞান রয়েছে। আত্মাকেই জ্ঞান দিতে হবে। এ হলো যেম ধার। তোমাদের জ্ঞানে এই ধার ভরপুর হয়ে যাবে তখন কাউকে বোঝালে তৎক্ষণাৎ তীর বিদ্ধ হয়ে যাবে। বাবা বলেন -- প্র্যাকটিস করে দেখ তীর বিদ্ধ হয় কি না। এই নতুন অভ্যাস করতে হবে তবেই তো দেহ-বোধ নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। মায়ার তুফান কম আসবে। খারাপ সঙ্কল্পও আসবে না। কুদৃষ্টিও থাকবে না। আমরা আত্মারা ৮৪-র চক্রে আবর্তন করেছি। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে, সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কত সহজ। বাবা জানেন বাচ্চাদের এই শিক্ষা দেওয়াও আমার পার্ট। কোনো নতুন কথা নয়। প্রতি ৫ হাজার বছর পর আমরা আসতে হয়। আমিও (ড্রামায়) আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। বসে থেকে বাচ্চাদের বোঝাই -- মিষ্টি বাচ্চারা, আধ্যাত্মিক স্মরণের যাত্রায় থাকো তবেই অন্তে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। এ হলো অন্তিমকাল, তাই না! মামেকম্ স্মরণ করো তবেই তোমাদের সঙ্গতি হয়ে যাবে। স্মরণের যাত্রায় পা (স্থিতি) মজবুত হয়ে যাবে। বাচ্চারা, এই দেহী-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা একবারই তোমরা পাও। কত বিস্ময়কর (ওয়ান্ডারফুল) জ্ঞান। বাবা ওয়ান্ডারফুল সৈজন্য বাবার জ্ঞানও ওয়ান্ডারফুল। আর কেউই কখনো বলতে পারে না। এখন ফিরে যেতে হবে সেইজন্য বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, এ'সব প্র্যাকটিস করো। নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মাকে জ্ঞান প্রদান করো। তৃতীয় নেত্র দ্বারা ভাই-ভাইকে দেখতে হবে। এ'টাই হলো বড় পরিশ্রমের। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা আত্মাকে দর্শন করার অভ্যাস করতে হবে। প্রচেষ্টা করতে হবে সদা আত্মাকেই দেখব শরীরকে নয় তবেই কুচিন্তা আসবে না। খারাপ সঙ্কল্প সমাপ্ত হয়ে যাবে।

২) তালি দু'হাতে বাজে তাই যখন তোমাদের কেউ উল্টোপাল্টা কথা বলে তখন তোমরা চুপ থাকো। যদি তোমরা চুপ থাকো তবে অপরজন আপনা থেকেই চুপ হয়ে যাবে।

বরদান:- ব্রহ্মাবাবার স্নেহের বাস্তবিক(প্র্যাকটিক্যাল) প্রমাণ দেওয়া সুপুত্র এবং সমকক্ষ ভব
যদি বলে যে ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত ভালবাসা রয়েছে তবে ভালবাসার নিদর্শন হলো যার সঙ্গে বাবার ভালোবাসা ছিল তার প্রতি ভালবাসা থাকুক। যে কর্মই করো, কর্মের পূর্বে, বোলের পূর্বে, সঙ্কল্পের পূর্বে চেক করো যে এ'সব কি ব্রহ্মাবাবার প্রিয় ? ব্রহ্মাবাবার বিশেষভাবে এই বিশেষতাই ছিল - যা ভেবেছেন তাই করেছেন, যা বলেছেন তাই করেছেন। বিরোধ হলেও সদা স্ব-স্থানে সেট হয়ে থেকেছেন, তাহলে প্রেমের প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ দেওয়া অর্থাৎ ফলো ফাদার করে সুপুত্র আর সমকক্ষ হওয়া।

স্নোগান:- সৌভাগ্যশালী আত্মা সে-ই, যার সঙ্কল্পেও দুঃখের তরঙ্গ আসে না।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

পরমাত্ম-প্রেম অফুরন্ত, অটল। এত আছে যে সকলেই প্রাপ্ত করতে পারে কিন্তু পরমাত্ম-প্রেম প্রাপ্ত করার বিধি হলো - সব কিছুর থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। যত পৃথক হবে ততই পরমাত্ম-প্রেমের অধিকার প্রাপ্ত হবে। এমন পৃথক এবং প্রিয়

(ন্যায়ারী-প্যায়ারী) আত্মারাই লভলীন (প্রেমবিভোর) স্থিতির অনুভব করতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের বুলবুল হয়ে নিজসম বানানোর সেবা কর, নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর স্মরণের যাত্রা ঠিক আছে কিনা"

*প্রশ্নঃ - বিশেষ কোন্ পুরুষার্থের দ্বারা বেগার টু প্রিন্স হতে পারো ?

*উত্তরঃ - বেগার টু প্রিন্স হওয়ার জন্য বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার হতে হবে। এক বাবা ব্যতীত আর কেউই যেন স্মরণে না আসে। এই শরীরও আমার নয়। এভাবে যারা বেঁচে থেকেও মরে থাকার পুরুষার্থ করে তারাই বেগার, তাদেরই বানপ্রস্থ অবস্থা, কারণ তাদের বুদ্ধিতে থাকে - এখন তো বাবার সাথে ঘরে যেতে হবে, তারপরে সুখধামে আসতে হবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা জানে পঠন-পাঠনে কোন্ বিষয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম, অহিংসা পরম ধর্ম হতে হবে। চেক করে দেখতে হবে - আমার মধ্যে এই সব আছে ? যা হতে চাও সেই দিকেই লক্ষ্য থাকবে, না, এ'রকম কীভাবে হবে, পঠন আর পাঠনের দ্বারা ? অসীম বাবাকে সারাদিনে কতখানি স্মরণ কর, কতো আত্মাকে পড়াও ! এখনো তো কেউ সম্পূর্ণ হয়নি। পুরুষার্থ অনুসারে নস্বরক্রম হয়। বাবা প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি নজর রাখেন, এই বাচ্চারা কী করছে ! আমার জন্য কী সার্ভিস করে ! কতো'র ভাগ্য উঁচু থেকেও উঁচু বানাচ্ছে ? প্রত্যেকে নিজের অবস্থা আর নিজের খুশীও জানে। তোমাদের প্রত্যেকের নিজেদের জীবনে অতীন্দ্রিয় সুখ কতখানি তা অনুভব করতে পারে। এতো বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে তোমরা বাবার স্মরণেই তমঃপ্রধান থেকে সতঃপ্রধান হও। সহজ উপায় হ'লই স্মরণের যাত্রা। নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর - স্মরণের যাত্রা ঠিক আছে আমার ? অন্যদের নিজসম তৈরি করি ? জ্ঞান বুলবুল হয়েছি ? তোমরা ব্রাহ্মণরাই দৈবী গুণ ধারণ করে মানুষ থেকে দেবতা হও। তোমরা ছাড়া অন্য কেউ দেবতা হয় না। তোমরাই দৈবী ঘরানার শোভা হও। ওখানে তোমাদের দৈবী পরিবার। এখন তোমরা জান আমরা দৈবী পরিবারের হওয়ার জন্য খুব পুরুষার্থ করছি। বাচ্চাদের বিধিবদ্ধভাবে পড়তেও হবে। একদিনও অ্যাবসেন্ট হবে না। যদি অসুস্থও হও, খাটে পড়ে আছ, তবুও বুদ্ধিতে যেন শিববাবার স্মরণ থাকে। আত্মা জানে আমি শিববাবার বাচ্চা, বাবা আমাকে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছেন। কতো সহজ স্মরণ ! এই প্র্যাকটিসও অপরিহার্য। বুদ্ধিতে যেন এক বাবারই স্মরণ থাকে। বাবা এসেছেন, আমরা এখন শান্তিধাম গিয়ে তারপরে আবার সুখধামে যাব। শেষ পর্যন্ত তোমাদের এত পরিশ্রম করতে হবে যেন শুধু এক শিববাবার স্মরণ থাকে। অন্য সব সঙ্গ ছেদ করে একের সঙ্গ জুড়তে হবে। মুখে কোনো জপ করতে হবে না, অন্যদের নিজ সমান বানানোর জন্য পড়াতেও হবে। বাবা বুম্বিয়ে বলেন, তোমাদের সেই অবস্থায় যেতে হবে যে সতঃপ্রধান অবস্থা থেকে তোমরা এখানে এসেছিলে, ওই অবস্থায় গিয়ে আবার ওই রকম অবস্থায় সত্যযুগে ফিরে আসতে হবে। কতো সহজ! তোমরা ভক্তিমার্গে গেয়ে থাক তুমি যখন আসবে তখন আমরা অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে এক তোমার সঙ্গে জুড়ব, এতে পরিশ্রম আছে। পবিত্রতার বিষয়ও মুখ্য। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল ফুল সমান হতে হবে। ওই কমলও জল থেকে, মাটি থেকে উপরে থাকে। তোমরা চৈতন্য ফুলেরাও ভূমির উপরে, অতএব, তোমাদেরও প্রতিজ্ঞা করতে হবে - আমরা পবিত্র থেকে কেবলমাত্র এক তোমাকেই স্মরণ করব। যাতে অন্তিম সময়ে এক তুমি ছাড়া অন্য কেউই স্মরণে না আসে। কোনো অপগুণও না থাকে। যে বাচ্চারা এমন হয় তারা সদাই প্রফুল্ল থাকে। এই প্র্যাক্টিস খুব ভালো করে করতে হবে। বাচ্চারা জানে কখনো কখনো অবস্থা নিস্তেজ হয়ে যায়। মায়ী তাড়াতাড়ি কোমল লজ্জাবতী তথা কমজোর করে দেয়। প্রত্যেকের এটা অত্যন্ত প্রয়োজন নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করা, আমি কতক্ষণ বাবার স্মরণে থেকে উৎফুল্ল থাকি ! বাবার সার্ভিসে কতো টাইম দিই ! যদিও যে যেমনই হও, তোমরা সব বাচ্চাকে সার্ভিস নিরন্তর করেই যেতে হবে। বাবা যাচাই করে দেখেন, অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য কে ! যেমন, কাঁকড়াবিছা জানতে পারে কোনকিছু পাথরের মতো শক্ত নাকি নরম বস্তু, তো পাথরের উপরে কখনো সে হ'ল ফুটাতে না। তোমাদেরই কারবার এটা। তোমরা অসীম বাবার স্টুডেন্ট না ! তোমাদের পড়ার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। শুরুতে বাচ্চারা একদিনও মুরলী ছাড়া থাকতে পারত না। কতো ছটফট করত ! (ক্লাসে বড় দিদিরা গীত শুনিচ্ছে - তোমার মুরলীতে জাদু . . .) যারা বন্ধনে আটকে থাকত তাদের কীভাবে মুরলী পৌঁছাত ! মুরলীতে জাদু আছে, আছে না ! কোন্ জাদু ? বিশ্বের মালিক হওয়ার জাদু। এর থেকে বড় জাদু আর হয় না। তো সেই সময় তোমাদের কাছে মুরলীর কতো কদর ছিল ! মুরলী সম্বন্ধে পৌঁছানোর জন্য কতো চেষ্টা করত ! তখন ভাবত বিনা পাঠে বেচারাদের কী দশা হবে ! এখানে বাবা জানেন, এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা মুরলীতে পুরোপুরি মনোযোগই দেয় না। মুরলী তো বাচ্চাদের রিফ্রেশ করে।

ভগবান যে তোমাদের বিশ্বের মালিক তৈরি করেন, তাঁর মুরলী যদি নাই শুনবে তো ভগবান টিচার কী বলবেন ! বাবার ওয়ান্ডার (আশ্চর্য) লাগে। চলতে চলতে অনেক বাচ্চাদের মায়ার তুফান এমনভাবে লাগে মুরলী পড়া, ক্লাসে আসা ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানের প্রতি অরুচি মানে বাবার প্রতি বিরাগ। বাবার প্রতি বিরাগ মানে বিশ্বের বাদশাহিতে অনিচ্ছা। মায়া একেবারে নীচে নিয়ে যায়। বুদ্ধিকে একদম মেরে ফেলে যাতে কিছুই বুঝতে পার না। যদিও ভক্তি অনেক করেছে, কিন্তু একদমই ব্লাইন্ড ফেথ, অবুঝ হয়ে গেছে। বাবা নিজে বলেন, তোমরা কতো যোগ্য ছিলে, এখন অযোগ্য হয়ে গেছ। এখন আমি আবার এসেছি - বাচ্চারা, তোমাদের যোগ্য বানাতে। সেইজন্য শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে। বাবা বলেন, এতে আর কিছু করার নেই, শুধু বাবাকে স্মরণ কর আর পড়। স্কুলে বাচ্চারা পড়েও আর টিচারকেও স্মরণ করে। ক্যারেক্টারও সংশোধন করতে হয়। তোমাদের এইম অবজেক্ট সামনে দাঁড়িয়ে। তোমাকে এইরকমই হতে হবে, তাঁদের ক্যারেক্টার ভালো তবেই তো সারাদিন মানুষ গায় - তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন... মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বাবার পরিচয় পায়না ততক্ষণ তারা অন্ধকারে। সারা দুনিয়ার মানুষ এই সময় অনাথ। তাদেরকে বাবার বার্তা পৌঁছাতে হবে। তোমরা তো অসীম বাবার বাচ্চা না ! বাবা বলেন, যদি আমাকে স্মরণ কর তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাচ্চাদের উপায় বের করতে হবে সবার কাছে কীভাবে বার্তা পৌঁছানো যায় ! সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সবার কাছে বার্তা পৌঁছাবে - এক বাবাকে স্মরণ কর তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে। সব আত্মাই প্রথমে পবিত্র ছিল, এখন সবাই অপবিত্র। এখানে কেউ পবিত্র আত্মা হতে পারে না। পবিত্র আত্মা হয় পবিত্র দুনিয়ায়। আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে তারপরে এই পুরানো বস্ত্র ছাড়তেই হয়। এটা হতেই পারে না যে আত্মা পবিত্র হবে আর শরীর পতিত। তাইতো বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজেকে তমঃপ্রধান থেকে সতঃপ্রধান বানাতে হবে। একদম প্রথমে যখন তোমরা এসেছিলে তখন পবিত্র ছিলে, এখন আবারও পবিত্র হতে হবে। আত্মারা পবিত্র হয়ে ফিরে যাবে তারপরে পবিত্র দুনিয়ায় আসবে। শান্তিধাম হয়ে আবার গর্ভ মহলে আসবে। সেখানে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। রাবণ-রাজ্যই নেই। যাই হোক, পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেতে হবে, সেইজন্য এই পার্ঠের পড়া। স্বর্গে তো সবাই যাবে। যতই হোক, উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এতো তোমরা জান স্বর্গের স্থাপন আর নরকের বিনাশ হচ্ছে। শিবালয় স্থাপন হবে তো বেশ্যালয় সমাপ্ত হয়ে যাবে। শিবালয়ে তো আসতেই হবে। কিছু তাদের এই শরীর ছেড়ে দেবে এবং গিয়ে প্রিন্স প্রিন্সেস হবে। কিছু প্রজায় চলে যাবে। যাদের লাইন একেবারে ক্লিয়ার, এক বাবা ছাড়া আর কারও স্মরণ আসে না, তাদের বলা যায় সম্পূর্ণ বেগার। এমনকি, তোমাদের শরীরকেও স্মরণ ক'র না অর্থাৎ জীবিত থেকেও মরে যাওয়া। আমাদের এখন অসীম ঘরে যেতে হবে। নিজেদের ঘরকে ভুলে গেছিলাম। এখন বাবা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

বাবা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান তোমরা বানপ্রস্থ আছ। এই সময় তোমাদের সকলের বানপ্রস্থ অবস্থা। এখন আমি এসেছি বাণীর উর্ধ্বে সেই স্থানে সব বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বানপ্রস্থ অবস্থায় যাওয়ার জন্য সব ভক্ত ভক্তি করে। এখন বাবা বোঝান সবাই বানপ্রস্থ অবস্থায় কীভাবে যায়। তাদের এই শব্দের অর্থও জানা নেই, শুধু নাম শুনেছে। যদিও বা দ্বাপর থেকে নিয়ে লৌকিক গুরু দ্বারা অনেক পুরুষার্থ করেছে, কিন্তু কেউই তো ফিরে যেতে পারে না। বাবা বলেন, ছোট অথবা বড় এখন সবার জন্য বানপ্রস্থ অবস্থা। সত্যি-সত্যি বানপ্রস্থ অবস্থা তো তোমাদের, কারণ ফিরে যেতে হবে। অসীম জগতের বাবা তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। সুতরাং বাচ্চাদের খুব খুশি হওয়া উচিত। তোমরা জান, কেবলমাত্র বাবাই সুইট সাইলেন্স হোমে নিয়ে যান। কেননা, আত্মাদের এখন শান্তি প্রয়োজন। এখানে তো শান্তি হতে পারে না। শান্তিধামের মালিক তো এক বাবাই, যখন মালিক আসেন শুধুমাত্র তখন তিনি সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। তারা ভক্তি করত শান্তিধামে যাওয়ার জন্য। এ'রকম কেউ বলতে পারে না আমরা সুখধামে যাই। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি প্রমিস করি যে তোমাদের সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, যদি তোমরা আমার শ্রীমত অনুসরণ কর। যদি কেউ সুখধামে নাও যায়, শান্তিধামে তো আমি অবশ্যই নিয়ে যাব। কাউকেই ছেড়ে দেব না। যদি তোমরা না যাবে তো সাজা দিয়ে, প্রহার দিয়েও নিয়ে যাব। যেভাবে বাচ্চাদের সাজা দেওয়া হয়ে থাকে ! বাচ্চারা তোমাদেরও সে'ভাবে নিয়ে যাব, কেননা ড্রামাতে পার্টই এইরকম। তার চেয়ে নিজের উপার্জন নিয়ে আমার সাথে যদি চलो তো সেটা বরং ভালো।

পদপ্রাপ্তিও ভালো হবে। পরে যারা আসবে তারা কী সুখ পাবে ! বাবা বলেন, তুমি চাও বা না চাও, তোমাদের সবার শরীর আগুনে পুড়ে যাবে, আত্মাদের অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমার মত অনুসরণ করে যদি সর্বগুণসম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হও তো উঁচু পদপ্রাপ্ত হবে, কারণ আমাকে ডাকাই হয়েছে - এসে ঘরে নিয়ে চলো অর্থাৎ মরণের জন্য বলেছি। এ তো সবাই জানে, মৃত্যু সমাসন্ন প্রায়। ছিঃ ছিঃ কেউ অর্থাৎ হীন চরিত্রের কেউ ওখানে থাকবে না। বাবা বলেন, আমি সবাইকে

ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে অবশ্য নিয়ে যাব। যারা ভালোভাবে পড়বে তারাই সুখধামে যাবে। সুখধাম বা স্বর্গ আকাশে কোথাও নেই। দিলওয়াড়া মন্দির তোমাদের স্মারক। আদি দেব বসে আছেন। বাপদাদা তো, তাই না ! ঐনারই শরীরে বাবা বিরাজমান। তোমরা জান এখানে বাপ-দাদা দুজনেই বসে আছেন। এই সময় তোমরা বাচ্চারা যারা রাজযোগ শিখছে তা' মন্দিরে দেখানো হয়েছে। মহারথী, ঘোড়সওয়ারও আছে। কল্পে কল্পে হুবহু এ'রকমই মন্দির হবে যা তোমরা গিয়ে দেখবে। তোমরা বলবে এই সব ভেঙে যাবে, আবারও কীভাবে হবে ? সে বিষয়ে তোমাদের ভাবা উচিত নয়। স্বর্গ এখন কোথায়, পরে তখন স্বর্গে মহল হবে। এই সমস্ত পাহাড় ইত্যাদি ভেঙে যাবে, আবার হবে, তবুও আবার আবু সৃষ্টি হবে ! অনেক বাচ্চা এই ব্যাপারে বিহ্বল হয়ে যায়। বাবা বলেন, বিহ্বলতায় ম্রিয়মান হওয়ার দরকার নেই। বলেন- দ্বারিকা সমুদ্রের নিচে চলে গেছে আবার উত্থান হবে। যে জিনিস নিচে চলে গেছে তা' গেছে, সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা জান স্বর্গে আমরা নিজেদের মহল ইত্যাদি বানাব। ওখানে একেবারেই সতঃপ্রধান সব নতুন নতুন জিনিস হবে। তোমরা ওখানের ফল ইত্যাদি ইত্যাদি দেখে আস। তোমরা জান আমরা ওখানে যেতে চলেছি। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয় তো স্বর্গও রিপোর্ট হবে। এই নিশ্চয় হওয়া উচিত। কিন্তু কারও ভাগ্যে যদি নেই তো বলবে এ' কীভাবে হতে পারে ! কীভাবে সম্ভব এত সবাই আবার আসবে, আবার মহল ইত্যাদি বানাবে !

তোমরা জান, সোমনাথের মন্দির লুট করে নিয়ে যায়, তবুও মন্দির আবারও বানাবে। এই খেলাই পূজ্য থেকে পূজারী, পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার। ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৈশ্য, শূদ্র... এ'টা চক্র। তোমরা বাচ্চারা পদ্মাপদম ভাগ্যশালী তৈরি হও। তোমাদের কদমে পদমের ছাপ তথা হাজার লক্ষ কোটি পরম সৌভাগ্য অঙ্কিত হয়ে যায়। তোমরা জান আমাদের কদমে পদম অর্থাৎ পঠনে পাঠনের কদমে পদম সমাহিত হয়ে আছে। যত পড়বে তত' উঁচু পদ পাবে। সত্যযুগ হ'ল গোল্ডেন এজ। ওখানের ধরণীও কতো সুন্দর হয় ! কতো সুন্দর মহল তৈরি হয়। সব জিনিস সতঃপ্রধান হয়। দেখতেই নয়ন শীতল হয়ে যায়। এমন রাজধানীর তোমরা মালিক হচ্ছে, তাহলে কতো ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত ! পুরুষার্থেই প্রারন্ধ তৈরি হয়। বাচ্চাদের জ্ঞান তো বুদ্ধিতে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, লৌকিক সম্বন্ধ থেকে মমত্ব মুছে ফেলতে হবে, শুধু এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার স্মরণে থেকে সদা প্রসন্ন থাক। কখনো নিস্তেজ হ'য়ো না। অসুস্থ থাকলেও মুরলী অবশ্যই পড় বা শোনো।

২) পঠন-পাঠনের দ্বারা কদম-কদমে পদম জমা কর আর সব সঙ্গ ছেড়ে এক বাবার সাথে জুড়ে যাও।

বরদানঃ:- সদা সব সঙ্কল্প আর কর্মে ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে সমীপ আর সমান ভব যেমন, ব্রহ্মাবাবা দুট সঙ্কল্পের দ্বারা সব কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করেছেন, তিনি প্র্যাকটিক্যাল কর্মে করে দেখিয়েছেন এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। কখনো নিরুৎসাহ হননি, সদা নাথিং নিউ পার্টের দ্বারা বিজয়ী হয়েছেন, হিমালয় সমান বড় বিষয়কে তুলোসম বানিয়ে পথ বের করেছেন, কখনো ঘাবড়ে যাননি, সদা এ'ভাবে হৃদয়ে উদারতা বজায় রেখে প্রসন্নচিত্ত থাক। প্রতি কদমে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো কর তো সমীপ আর সমান হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হ'লে গোপী বল্লভের সত্যিকারের গোপিকা হও।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করুন - -

অসীম প্রাপ্তিতে যত মগ্ন থাকবে তত' সীমিত আকর্ষণের উর্ধ্বে থেকে পরমাত্ম-ভালোবাসায় সমাহিত হওয়ার অনুভব করবে। তোমাদের এই লাভলীন স্থিতি বাতাবরণে আধ্যাত্মিকতার সৌরভ ছড়াবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য বিকার গুলির দান অবশ্যই করতে হবে, দেহী-অভিমানী হতে হবে, যদি মাঙ্গা বাবা বলেন তাহলে সুযোগ্য হও”

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরে বিশ্বাসী বাচ্চারাও কোন্ একটি কথায় অবিশ্বাসী হয়ে যায় ?

*উত্তরঃ - দেহ-অভিমানের কারণে, যারা বলে আমরা সবকিছু জানি। পুরানো চলন ত্যাগ করে না। জ্ঞানের গুলি বিদ্ধ হওয়ার পরেও মায়ার গুলি খেতে থাকে। আমি আত্মা, দেহী অভিমানী হতে হবে, এই কথাটি ভুললে ঈশ্বরে বিশ্বাসী বাচ্চারাও অবিশ্বাসী হয়ে যায়। ঈশ্বরীয় আশ্রয়ে এসেও মরে যায়।

*গীতঃ- আজ নয় তো কাল...

ওম্ শান্তি । ওটা হল ঘড়ি, এ হল অসীম জগতের ঘড়ি। তাতেও কোয়ার্টার, হার, ফুল দেখানো হয়, এতেও তাই আছে। ৪-টি ভাগ আছে। ১৫-১৫ মিনিট রয়েছে। যদিও এই ঘড়িটি পুনরায় এক থেকে আরম্ভ হবে। এতে অর্ধেক কল্প হল দিন, অর্ধেক কল্প হল রাত। যেমন ম্যাপে দেখানো হয়েছে - নর্থ পোলে ৬ মাস রাত থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সাউথ পোলে ৬ মাস দিন থাকবে। এখানেও ব্রহ্মার দিন অর্ধেক কল্প তো ব্রহ্মার রাত অর্ধেক কল্প। দুনিয়ার মানুষ এই কথা জানেনা যে এ হল ড্রামার চক্র, যাকে কল্প বৃক্ষও বলা হয়, এর আয়ু অনেক। নামই হল কল্প বৃক্ষ, এতখানি আয়ু যুক্ত বিশাল বৃক্ষ তো হয় না তাই এই বৃক্ষের তুলনা বট গাছের সঙ্গে করা হয়। যার ফাউন্ডেশন বা শেকড় নষ্ট হয়েছে, বাদবাকি বৃক্ষটি জীবিত আছে, তাই গায়ন আছে একটি পায়া ভেঙে যাওয়া সঙ্গেও বাকি তিনটি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়ায় এই কথা কেউ জানে না অর্ধেক কল্প দিন এবং অর্ধেক কল্প রাত অথবা অর্ধেক কল্প জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প ভক্তি। তারা অর্ধেক করতে পারে না। সত্যযুগকে অনেকটা সময় দিয়ে দিয়েছে তাই অর্ধেক করতে পারে না। কোনো হিসেবই থাকে না। মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী কথার অর্থও বোঝে না। অর্ধেক কল্প সৃষ্টি বিশ্বাসী থাকে, অর্ধেক কল্প অবিশ্বাসী। ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে থাকার উত্তরাধিকার বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। কেউ জানেনা শিবরাত্রি কখন হয়। সময় তো থাকা উচিত তাইনা, যখন বাবা স্বয়ং এসে রাতকে দিনে পরিণত করেন। বাবাকেই এসে ভক্তির ফল প্রদান করে ভক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হয়। পরম পিতা পরমাত্মাকে অবশ্যই আসতে হয়। আহবান করে পতিত-পাবন এসো। পতিত-পাবন কে - তা জানেনা, তাই তাদেরকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলা হয়। যারা জানে তাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে আছে। এখানে যারা থাকে তাদের মধ্যেও সঠিকভাবে না জানার দরুন আশ্চর্য হয়ে শুনন্তি, কথন্তি তারপর ভাগন্তি হয়ে যায়। বাবার সর্ব প্রথম আদেশ হল - পবিত্রতার। অনেক সেন্টার আছে যেখানে বিকার গ্রস্ত মানুষও অমৃত পান করতে যায়, ধারণ কিছুই করতে পারে না। বিকার গুলি ত্যাগও করতে পারেনা। যারা অমৃতের পরিবর্তে বিষ পান করে তাদের ভস্মাসুর বলা হয়। কাম চিতায় বসে ভস্ম হয়ে যায়, দেবতায় পরিণত হয় না। প্রথমে বিকার গুলি দান করা উচিত। দান করলে তবে বাবা মাঙ্গার পরিচয় দেওয়ার যোগ্য হবে। ক্রোধও কম নয়। ক্রোধের বশে প্রথমে তো কটু কথা বলে তারপরে মারধর শুরু করে দেয়। একে অপরকে খুনও করে দেয়। খবরের কাগজে এমন খবর অনেক আসে। বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করতে হলে এই বিকার গুলি, যার দ্বারা দুর্গতি হয়েছে, সেসব দান অবশ্যই করতে হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদেরকে অশরীরী হয়ে চলতে হবে, এই দেহের ভাব ত্যাগ করো। অনেক সময় তোমরা দেহ-অভিমানী ছিলে। সত্য যুগে তোমরা আত্ম-অভিমানী ছিলে। তোমরা বুঝতে আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। সেখানে মায়া থাকে না তাই দুঃখের কোনো কথা থাকে না। এখানে তো কোনো বিখ্যাত মানুষ অসুস্থ হলে খবর কাগজে ছাপা হয়ে যায়। তাকে সুস্থ করে তোলার বিভিন্ন প্রচেষ্টা করা হয়। দেখো, এই সময় পোপের অনেক মান। কিন্তু এই সময়ে সবাই হল ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। গড ফাদারকে জানেনা তো অবিশ্বাসীই বলা হবে তাইনা। কোনো লৌকিক পিতার ৫-৭ টি সন্তান থাকলে এমন বলা হবে কি যে আমাদের পিতা সর্বব্যাপী। শিববাবাও বলেন আমি হলাম রচয়িতা, ব্রহ্মা হলেন আমার রচনা। রচনায় রচয়িতা ব্যাপ্ত হবে কীভাবে। খুবই সহজ কথা, তবু বুঝতে পারে না, তাই বাবা বোঝাতে থাকেন প্রথমে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসী তৈরি করো যারা বলবে যথাযথভাবে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা, তাঁর কাছ থেকে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। কন্যা দানে যে অর্থ দান করা হয় তাকেও উত্তরাধিকার বলা হয়। সুখের উত্তরাধিকার কে প্রদান করেন, দুঃখের উত্তরাধিকার কে দেয়, সে কথা জানেনা। ভারতবাসী স্বর্গকে ভুলে গেছে। নামও বলে, অমুকে স্বর্গে গমন করেছে, কিন্তু বুঝতে পারেনা। বাবা বলেন একেবারে তুচ্ছ বুদ্ধি হয়ে গেছে। গায়ন করে পতিত -পাবন এসো, কিন্তু নিজেকে পতিত বলে গণ্য করে না। বাবা বলেন প্রথমে অল্ক নিয়ে বোঝাও। পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি

সম্বন্ধ ! যখন বলবে জানি না তখন বলা, পিতাকে জানো না ! লৌকিক পিতা তো হলেন শরীরের রচয়িতা, পরম পিতা পরমাত্মা হলেন আত্মাদের পিতা। তবে তোমরা কি পিতাকে জানো না ? কতখানি সহজ কথা। কিন্তু বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে না। তা নাহলে তো সার্ভিস করতো। পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছে ? উনি হলেন পরমপিতা, ইনি প্রজাপিতা। প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানেই থাকবে তাইনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম শুনেছো কি ? নিরাকার পরমাত্মা সৃষ্টি রচনা করেছেন কীভাবে ? অতএব প্রজাপিতা হলেন সাকার, তাঁর সন্তান বি.কে রাও অবশ্যই থাকবে। সন্তান হয় সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত করার জন্য । কিন্তু ভালো বাচ্চারও যুক্তি সহকারে বোঝায় না। নতুন নতুন কথা বাবা বোঝান তা সত্ত্বেও বাচ্চার নিজের পুরানো চলনেই চলতে থাকে। নতুন ধারণা করে না। দেহ-অভিমাণে থাকে। বলে আমরা সবকিছু জানি, কিন্তু প্রথম কথাটি না জানার দরুন পরিত্যাগ করে চলে যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাসী থেকে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। ঈশ্বরীয় আশ্রয়ে এসে পুনরায় মৃতবৎ হয়ে যায়। বাবা মাঝা বলে দেখো কীভাবে মরে যায়। মায়ার গুলি বিদ্ধ হয় বা দেহ-অভিমানের এবং তারপরেই মরে যায় (হাত ছেড়ে চলে যায়)। এ হল জ্ঞান যুক্ত গুলি, ওসব হল মায়ার গুলি। মায়া এমন গুলি বিদ্ধ করে যে আসা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। তোমরা পাওব, তোমাদের যুদ্ধ হল মায়ার সঙ্গে।

বাবা বোঝান, আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। জ্ঞানের সাগর থেকে জ্ঞান গঙ্গার উৎপত্তি হয় নাকি জলের গঙ্গার ? স্থূল গঙ্গা নদীর চিত্রও দেবী রূপে দেখানো হয়, তবুও বুদ্ধিতে বোধ আসে না যে সে কে ? দেবী-দেবতা তো কাউকে অমৃত পান করাতে পারে না। যজ্ঞ সদা ব্রাহ্মণদের দ্বারা রচনা করা হয়। তাহলে যজ্ঞে, যুদ্ধের কথা এলো কোথা থেকে ? এইসব কথা সেম্ভিবল বাচ্চারাই বুঝতে পারে। বুদ্ধিহীনরা ভুলে যায়। স্কুলেও স্টুডেন্ট নম্বর অনুসারে ভাগ্যবান হয়। যদিও স্কুলে ১২ মাস বসেছে কিন্তু পড়াশোনায় মনোযোগ না দিলে পড়াশুনা হয় না। বাবা তো আত্মাদের পড়ান। তারা তো মানুষকে পড়ায়। বাবা বলেন হে আত্মা তুমি কি শুনেছো ? অন্য কেউ আত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। বাবা বলেন নিজেদেরকে লাকি স্টার ভাবো ? তোমাদেরকে আমি পড়াই। আত্মাই করে ও করায়। করনকরাবনহার, আত্মা ও পরমাত্মা দুইজনেই। যেমন আত্মা, আত্মার দ্বারা করায় তেমনই পরমাত্মা পিতা আত্মাদের দ্বারা করান। বাবা বলেন আমি আত্মাদের দ্বারা ভালো কর্ম করাই। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সর্বপ্রথমে এই প্রশ্নাবলী তুলে নাও।। উনি হলেন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা, আর উনি লৌকিক পিতা। আত্মা ও শরীর দুটি আলাদা তাইনা। শরীরের পিতা লৌকিক পিতা, আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা। উনি হলেন সিনিয়র ফাদার। সব ভক্তরা তাঁকেই স্মরণ করে। সর্বজনের পতিত-পাবন হলেন উনি। আজকাল তো অনেক গুরু আছে, যারা জগৎগুরু নাম রাখে। জগৎ-অশ্রমও অনেক আছে। এইসব হল মিথ্যে। মিথ্যার মধ্যে সত্যের সন্ধান পাওয়া খুব কঠিন। বড় বড় নাম রেখে বসে আছে। কিন্তু সত্য তো ঢাকা থাকে না। বলা হয় - সত্য যেখানে আত্মা নাচবে সেখানে। ডাম্প করতে থাকো। ডাম্প তো বিখ্যাত। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছো, জ্ঞান ধারণ করলে তোমরা স্বর্গে ডাম্প করবে। দেবতারাই ডাম্প করবে। পতিত দুনিয়া হল নরক। সুতরাং নরককে স্বর্গ অথবা পবিত্র দুনিয়া এই গুরু বা সাধুরা তো বানাবে না। একে বলা হয় কুস্তী পাক নরক অর্থাৎ পাকে পরিপূর্ণ নরক। স্বর্গকে বলা হয় শিবালয়। প্রথমে তো এই কথা লিখিয়ে নাও যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পিতা, উনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেছেন। আমরা শিববাবার পৌত্র । স্বর্গের অধিকার শিববাবা দেবেন। জ্ঞান সাগর হলেন শিববাবা। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ব্রহ্মার দ্বারা প্রদান করেন। প্রথমে ব্রহ্মা প্রাপ্ত করেন তারপরে মুখবংশী ব্রাহ্মণদের প্রাপ্ত হয়। স্কুলেও কখনও যারা পরে আসে তারাও এগিয়ে যায় কারণ তারা ভালো পড়াশোনা করে। এখানেও ভালো ভাবে পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে। যারা বাবার সমান করে তুলতে পারে না নিশ্চয়ই তাদের কোনো খামতি আছে, যার ফলে জ্ঞানের ধারণা করতে পারে না। কাম বিকারের হাক্সা নেশা থাকলেও ধারণা হবে না। কেউ লেখে বাবা কাম বিকারের ঝড় খুব আসে। বেতালা বানিয়ে দেয়।

বাবা বলেন কাম বিকার হল মহাশত্রু, যাকে যোগবলের দ্বারা পরাজিত করো। কল্প পূর্বেও তোমরা জয় লাভ করেছ। বাবার সিংহাসনে বসেছ। তাদের রম্যাল কুল আছে। শুধুমাত্র এক জন্ম পবিত্র থাকলে এত উঁচু স্থান অর্জন করবে। পবিত্র না থাকলে খুব ক্ষতি হবে। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে । দুর্ঘটনা ইত্যাদি অনেক হয়। রজঃ প্রধান সৃষ্টিতে এত মৃত্যু ছিল না। এখন তো মায়ার পাম্প আছে। পূর্বে এত মেশিন ইত্যাদি ছিল না। আগেকার দিনে যুদ্ধ ইত্যাদি স্টিমার বা বিমান দ্বারা তো হত না। এইসব তো এখন আবিষ্কার হয়েছে। এখানে ছিল না। আত্মারা প্রথমে সত্যযুগে ছিল তো পুনরায় সঙ্গমে থাকা উচিত। যে সুখ পুনরায় তোমরা স্বর্গে প্রাপ্ত করবে। বিমান ইত্যাদি যা কিছু তৈরি হচ্ছে সবই সেখানে থাকবে। প্রজাতে অনেকে এসে যাবে। সংস্কার অর্জন করে স্বর্গে এসে তৈরি করবে। এখন তৈরি হচ্ছে বিনাশের জন্য যা পরে সুখের সাধন হয়ে যাবে। সেখানে তো ফুলফ্রুফ থাকবে। মায়ার পাম্প বিনাশ হবে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞও

রচিত আছে, তাতে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া স্বাভাবিক হবে। ব্রাহ্মণদের হাতেই যজ্ঞ রচনা হয়, প্রাপ্তিও ব্রাহ্মণদের হয়। ব্রাহ্মণ বর্ণ আত্মাই দেবতা বর্ণে পরিণত হয়। শিববাবা, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। ব্রাহ্মণরাই দেবতা হয়। কত সোজা কথা, কিন্তু বাচ্চাদেরকে এই কথাটি আশ্চর্যবৎ অনুভব হয়। অনেক বাচ্চা এমন সহজ কথা ধারণ করতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সঙ্গে সর্বদা সত্য স্বরূপে থাকতে হবে। বিকারের দান করে পরে ভস্মাসুর হবে না। পবিত্রতার আদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে।

২) বিকারের সূক্ষ্ম নেশা যোগবলের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে। ভালো ভাবে পড়াশোনা করতে হবে ও করাতে হবে।

বরদানঃ:- লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে ফার্স্ট নম্বর প্রাপ্তকারী তীব্র পুরুষার্থী ভব তীব্র পুরুষার্থীর সামনে সর্বদা লক্ষ্য স্থির থাকে। তারা কখনও এদিকে ওদিকে দেখে না। ফার্স্ট নম্বর প্রাপ্তকারী আত্মারা ব্যর্থকে দেখেও দেখে না, ব্যর্থ কথা শুনেও শোনে না। তারা লক্ষ্যটিকে সামনে রেখে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে। যেমন ব্রহ্মা বাবা নিজেকে করনহার ভেবে কর্ম করেছেন, কখনও করাবনহার ভাবেননি, তাই দায়িত্ব পালন করার সময় সদা হাল্কা ছিলেন। এমন ভাবে ফলো ফাদার করো।

স্লোগানঃ:- যে কথা স্থিতি খারাপ করে - সেই কথা শুনেও শুনবে না।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

বাচ্চাদের প্রতি বাবার এতই স্নেহ ভালোবাসা যে, রোজ স্নেহের রেস্পন্ড দিতে বড় একখানি পত্র লেখেন। স্মরণ স্নেহ দেন এবং সাথী হয়ে সদা সঙ্গে থাকেন, তাই এই স্নেহে নিজের সব দুর্বলতা অর্পণ করে সমান স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই কাঁটার জঙ্গলকে দৈব ফুলের বাগানে পরিণত করতে হবে, নতুন দুনিয়া নির্মাণ করতে হবে”

*প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা বাবার সঙ্গে কোন্ সেবা করো, যা আর কেউ করে না ?

*উত্তর:- সারা বিশ্বে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করার সেবা তোমরা বাচ্চারাই বাবার সাথে সাথে করো, যা আর কেউ করতে পারে না। তোমরা এখন নতুন দুনিয়ার ফাউন্ডেশন তৈরি করছো, সুতরাং অবশ্যই এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। দৈব ফুলের বাগান তৈরি করা এবং কাঁটার জঙ্গলকে ধ্বংস করা - এটা একমাত্র বাবারই কাজ।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । যখন কোনো সাধু-সন্ন্যাসী বা পন্ডিত ব্যক্তি বক্তৃতা দেয় তখন প্রথমে কাউকে না কাউকে নমস্কার করে। কেউ 'শিবায় নমঃ' বলে, কেউ 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলে, কেউ আবার 'গণেশায় নমঃ' বলে। কিন্তু নমস্কার তো সর্বোচ্চ এক বাবাকেই করা উচিত। বাচ্চারা তোমরা জানো, সর্বোচ্চ হলেন এক ভগবান এবং তাঁর নাম হলো শিব। এমনকি গায়ন করা হয় 'শিবায় নমঃ'। শিবকে সর্বদা বাবা বলে ডাকে। শিববাবা সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকর্তা হলেন এক এবং বাস্তবে সৃষ্টিও হলো এক। বাবাকে বলা হয় সৃষ্টিকর্তা এবং দুনিয়াকে সৃষ্টি বলা হয়। বাবা যে দুনিয়া সৃষ্টি করেন সেটা অবশ্যই নতুন দুনিয়া হবে। কিন্তু বাবা অবশ্যই পুরানো দুনিয়াতেই আসবেন, এই কারণেই বাবাকে পতিত-পাবন বলা হয়। সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এবং বিশেষ করে ভারতবাসীরা বাবাকে স্মরণ করে : হে পতিত পাবন এসো। যখন সবাই দুঃখী এবং পতিত হয়ে যায় তখন বাবাকে আহ্বান করে। কিন্তু তারা জানে না, তারা কখন দুঃখী হয় এবং কখন থেকে বাবাকে স্মরণ করছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - আগেও বুঝিয়েছিলেন যে, হে বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের দুঃখ-সুখের জন্ম সম্বন্ধে জানো না। আমি হলাম স্ত্রানের সাগর, নলেজফুল; আমি বসে তোমাদের বোঝাচ্ছি। শিববাবা বলেন, আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ এবং আমাকে পতিত-পাবনও বলা হয়। সুতরাং অবশ্যই পতিত দুনিয়া রয়েছে এবং পাবন দুনিয়াও রয়েছে। পাবন দুনিয়াকে হেভেন অথবা গার্ডেন বলা হয়। তারপর যখন দুনিয়া পতিত হয়ে যায় তখন কাঁটার জঙ্গল বলা হয়। সেখানে অসংখ্য মানুষ হয়ে যায় এবং মায়ার রাজ্য শুরু হয়ে যায়। যে-ই আসবে তাকে বুঝিয়ে বলবে, আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে ভারত গার্ডেন অফ গড ছিল। সেখানে মানুষ অনেক সুখী ছিল। নতুন দুনিয়াতে কেবল ভারতই ছিল, অন্য কোনো ভূমির নাম বা চিহ্নও ছিল না। নতুন ভারতে নতুন দিল্লিও ছিল, যাকে পরিস্থান বলা হতো। ভারত হীরে তুল্য ছিল, ভারতকেই সুখধাম বলা হতো। এখন তো ভারত পুরানো হয়ে গেছে, একেই দুঃখধাম বলা হয়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, আজকাল দিল্লিতে নতুন বিশ্ব নির্মাণের জন্য প্রদর্শনী করছে, মানুষকে বোঝানোর জন্য যে এই বিশ্ব কীভাবে নতুন হয়। চিত্র সামনে রেখে আর কেউ বোঝাতে পারে না এবং নতুন বিশ্বের নির্মাণ নিয়ে এমন প্রদর্শনী অন্য কেউ করতে পারে না। এই প্রথম বারই ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা বসে বোঝাচ্ছে, ভারত যখন নতুন ছিল তখন সবাই সুখী ছিল। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতো, বিষ্ণুপুরী নতুন দুনিয়া ছিল। নতুন দুনিয়ার নির্মাণ অর্থাৎ ভিত্তি স্থাপন করা - এটা কেবল পরমপিতা পরমাত্মারই কাজ। ভারতবাসী যারা নিজেরাই নিজেদেরকে পতিত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত বলে, তারা নতুন দুনিয়া নির্মাণ করতে পারে না। তোমরা জানো - দুনিয়াতে লোকেরা কীভাবে ভিত্তি স্থাপন করে। বাবা বলেন, আমি নতুন দুনিয়া স্বর্গের ভিত্তি স্থাপন করি। পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। এটা হলো কাঁটার দুনিয়া। মানুষ কাঁটার মতো, একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। ভারত গার্ডেন অফ আল্লাহ ছিল, গড স্থাপন করেছিলেন। তারা 'শিবায় নমঃ'ও বলে। শিববাবা কীভাবে স্থাপন করেছিলেন ? তিনি ব্রহ্মার দ্বারা গার্ডেন অফ আল্লাহ অর্থাৎ দৈব ফুলের বাগান স্থাপন করছেন। তিনি কাঁটার জঙ্গলকে পরিবর্তন করে দৈব স্বরাজ্য স্থাপন করবেন। তিনি বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ দেন। এখানেও বাচ্চারা নিমন্ত্রণ দিচ্ছে যে, বাবা এসে দেখো আমরা কীভাবে চিত্রের মাধ্যমে বোঝাচ্ছি যে, কীভাবে নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে এবং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে। তুমি এসে দেখো এবং শ্রীমৎ প্রদান করো। ওঁনাকে আহ্বান করে। এই চিত্রের মাধ্যমে কাউকে বোঝানো তো খুব সহজ। শীর্ষে পরমপিতা পরমাত্মার চিত্র রয়েছে। সর্বোচ্চ হলেন শিব, যাঁকে সবাই নমস্কার করে। তিনি নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করেন। নতুন ভারতে কেবল দেবী-দেবতা অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সুতরাং সর্বোচ্চ পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি পুনরায় সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী রাজত্ব স্থাপন করছেন - ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দ্বারা। তারা সত্যযুগের শুরুতে ছিল, সুতরাং অবশ্যই তিনি কলিযুগের অন্তিমেই স্থাপন করেছিলেন এবং এখন আবার সঙ্গমযুগে

করছেন। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত আত্মারা হলো শিবের সন্তান এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে সমস্ত পার্ট সঞ্চিত রয়েছে। প্রথম পার্টধারী হলো - যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। পুনর্জন্ম নেওয়ার রীতি তো শুরু থেকে চলে আসছে। প্রথমে সতোপ্রধান এবং তারপর সতো, রজো, তমো হয়েছে। যখন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। তারপর ১৪ কলা হয়ে গেছে। এই দুই যুগকে গার্ডেন অফ ক্লাওয়ার বলা হয়। ওটা ছিল সুখধাম। এটা চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো খুব সহজ, শীর্ষে আছেন শিববাবা, যাঁর দ্বারা নতুন বিশ্বের নির্মাণ হচ্ছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করকে শিববাবাই সৃষ্টি করেন। বাচ্চাদের এটা বোঝাতে হবে যে, কীভাবে নতুন দুনিয়ার স্থাপন এবং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। এখন অনেক ধর্ম রয়েছে, কেবল এক দেবী-দেবতা ধর্মের অস্তিত্ব নেই। তা লুপ্ত হয়ে গেছে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল, তারা নিজেদেরকে হিন্দু বলছে কারণ সত্যযুগে সবাই পবিত্র ছিল, এখন সবাই পতিত হয়ে গেছে। বাবার নামই হলো পতিত-পাবন। পতিত কে বানায় ? এটা কেবল বাবা-ই বোঝান। তোমরা বাচ্চারা তারপর অন্য ভাই-বোনের বোঝাও। রাবণ পতিত বানায়, যাকে প্রত্যেক বছর পোড়ানো হয়। রাবণের কোনো রূপ নেই। রাবণ হলো গুপ্ত। পাঁচটি বিকার হলো স্ত্রীর এবং পাঁচটি বিকার হলো পুরুষের। ভারতের সবথেকে বড় শত্রু হলো রাবণ, যার কারণে ভারত কড়ি তুল্য হয়ে গেছে। এখন আমার নির্দেশ দ্বারা এই রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। এই সময়ে সবাই পতিত হয়ে গেছে। এইজন্য পরমপিতা পরমাত্মার-ই শ্রীমং প্রয়োজন। শ্রীমং হলো ভগবানের। ভগবানুবাচ, হে বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মারা, তোমরা অনেক সময় ধরে দেহ-অভিমानी থেকেছো। এখন দেহী-অভিমानी হও। তোমরা আত্মারা হলে অমর। তোমরাই শরীর ত্যাগ করো এবং ধারণ করো। বাবা বলেন - হে ব্রহ্মা, তুমি নিজেকে জানো না। তোমার জন্যই এই গায়ন করা হয় - অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার দিন এবং অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার রাত। তোমরা বাচ্চারা এসব বুঝেছ সেইজন্যই তো প্রদর্শনী করছো। এখন এই চিত্রের মাধ্যমে বোঝাও, ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা নিজেদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে। গায়ন করা হয় - জ্ঞানের সূর্য উদ্ভিত হলে, অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়... সেই সূর্যের কথা নয়। আমি জ্ঞান সূর্য এই সময়ে জ্ঞানের বর্ষণ করছি, যার দ্বারা তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। বৃষ্টির জল কাউকে পবিত্র করবে না। আমাকে পতিত-পাবন বলা হয়। আমার কাছেই নলেজ রয়েছে যে, কীভাবে পতিত থেকে পবিত্র এবং আবার কীভাবে পবিত্র থেকে পতিত হও। নতুন দুনিয়াকে পবিত্র এবং পুরানো দুনিয়াকে পতিত বলা হয়। রাবণ পতিত বানায়। রাবণকে শয়তান আর রামকে ভগবান বলা হয়। এটা সীতার অন্তর্গত রাম নয়। বাচ্চারা, তোমাদেরও স্থাপনা এবং বিনাশের রহস্য বোঝাতে হবে। এর জন্যই এই নতুন বিশ্ব নির্মাণের প্রদর্শনী। কোনও শাস্ত্রে এটা উল্লেখ নেই যে, পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা সুখধামের স্থাপন করেন। রাবণ আবার দুঃখধাম বানিয়ে দেয়। বাবা এসে সুখধাম বানান। অর্ধেক কল্প সুখ এবং অর্ধেক কল্প দুঃখ। সত্যযুগ-ত্রৈতা হলো দিন আর দ্বাপর-কলিযুগ রাত। রাতের বেলায় মানুষ হোঁচট খায়। ভগবানকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তারা হোঁচট খায়। এটাও ড্রামাতে নিহিত রয়েছে। অর্ধেক কল্প জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প ভক্তি। জ্ঞানের সাগর অথবা জ্ঞান সূর্য পরমপিতা পরমাত্মাকে-ই বলা হয়। ভারতেই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভারতেই হলো শিবের জন্মভূমি। আমাকে পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়, তবেই তো এসে পতিতদের পবিত্র করতে পারবো। যাঁরা পূজনীয় লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল, তাঁরা-ই পূজারী হয়ে গেছে। যারা পূজনীয় ছিল, তারা-ই পূজারী হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মা যাঁদের ৮৪ জন্ম নিতে হয়, তাঁদের বিভিন্ন নামে ও রূপে নিতে হয়। এই ব্রহ্মা যিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি-ই আবার প্রতিপালন করেন। সেই আত্মা এখন পতিত হয়ে গেছে, তাই আমি তাঁর শরীরেই প্রবেশ করে তাঁর নাম ব্রহ্মা রাখি। প্রথমে তো এটা বোঝানো উচিত যে, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক রয়েছে ? অবশ্যই বলবে তিনি হলেন পিতা। তিনি তো হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা। তোমরা সবাই হলে শিববাবার সন্তান। এই সময়ে তোমরা সবাই হলে ভক্ত, সবাই ভগবানকে স্মরণ করো। ভক্তরা বলে, হে ভগবান আমাদের ভক্তির ফল প্রদান করো, আমরা দুঃখী, আমাদের জীবনমুক্তি প্রদান করো। সাধু-সন্ন্যাসীরাও সাধনা করে যে, আমাদের মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদান করো। এই সময়ে সবাই আহ্বান করে যে, এসে পতিতদের পবিত্র করো। বাবা ডাইরেকশন দেন, এইভাবে-এইভাবে বোঝাও। আমরা আত্মারা হলাম শান্তিধামের নিবাসী। এখন এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অবশ্যই পার্ট প্লে করতে হবে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই ড্রামা হলো অবিনাশী, আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। সৃষ্টিচক্র ঘুরতে থাকে, এটাও জানা দরকার যে, কীভাবে ঘোরে। পতিত-পাবন হলেন এক, সৃষ্টিকর্তা এক এবং দুনিয়াও এক। তোমরা জিজ্ঞাসা করো, আমরা পবিত্র থেকে পতিত কীভাবে হলাম ? রাবণের আসুরিক নির্দেশে চললে ৫ বিকার এসে যায়। ৫ বিকারকেই রাবণের নির্দেশ বলা হয়, এইজন্য রাবণকে পোড়ানো হয়। কিন্তু রাবণ তো পুড়ে না। এখন বাবা বলছেন, বাচ্চারা তোমাদের এই রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে, যারা বিজয় প্রাপ্ত করবে তারা-ই রামরাজ্যের মালিক হবে। এটা হলো অন্তিম জন্ম অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তিম। বাবা-ই সৃষ্টির সূচনা করেন। অন্তিমে বিনাশও বাবা-ই করেন। বাবা বলেন আমি নতুন দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপন করি এবং পুরানো দুনিয়ার বিনাশও করি। গায়ন রয়েছে - ব্রহ্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠা, কিন্তু ব্রহ্মার একার মাধ্যমে তো হবে না।

ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের দ্বারা ভারতকে দৈব ফুলের বাগানে পরিণত করি। এটা তো হলো কাঁটার জঙ্গল। এতে এখন আগুন ধরে যাবে। তোমরা এখন জাগ্রত হয়েছো, বাকি মানুষ তো ঘুমিয়ে আছে। এখানে তো দুঃখ-অশান্তি রয়েছে। বাচ্চাদের নিরন্তর নিজেদের শান্তিধাম, সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে। তাহলে সুইট বাদশাহীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এই রাবণ রাজ্যকে ভুলে যেতে থাকো। ভারত পরিস্থান ছিল, এখন কবরস্থান হয়ে গেছে, পুনরায় আবার পরিস্থান। এটা হলো চক্র। নতুন বিশ্ব নির্মাণ হয়ে গেলে পুরানো দুনিয়ায় অবশ্যই আগুন ধরে যাবে। এখন তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তারপর সেখানে গিয়ে হীরে রত্নখচিত প্রাসাদ নির্মাণ করবে। এখন তো কুঁড়েঘর রয়েছে। প্রত্যেক কল্পে পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র হয়, আবার পবিত্র থেকে পতিত হয়। ধীরে ধীরে পতিত হয়। নতুন প্রাসাদ দ্রুত তৈরি হয়, পুরানো হতে সময় লাগে। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা নতুন বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। এখন তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তারপর ১৪ কলা হবে, ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে। এখন কলিযুগে হলো ৯ কলা। ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। এই খেলা ভারতকে নিয়েই তৈরি হয়েছে। রাবণের কাছে যারা পরাজিত হয়, সবকিছুর কাছে পরাজিত... তোমরা এখন শ্রীমৎ অনুসরণ করে জয়লাভ করছো।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রীমতের আধারে ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে। রাবণের নির্দেশ ত্যাগ করে এক বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে।

২) এই দুঃখধামকে ভুলে নিজেদের সুইট হোম, শান্তিধামকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের দর্পণের দ্বারা ব্রহ্মা বাবার কর্ম প্রদর্শন করে বাবার সমান ভব এক একজন ব্রাহ্মণ আত্মা, শ্রেষ্ঠ আত্মা প্রতিটি কর্মে ব্রহ্মা বাবার কর্মের দর্পণ। ব্রহ্মা বাবার কর্ম তোমাদের কর্মের দর্পণে দেখা যাবে। যে বাচ্চা এতটা অ্যাটেনশন রেখে কর্ম করে তাদের কথা বলা, চালাফেরা, ওঠা-বসা সবকিছু ব্রহ্মা বাবার সমান হবে। প্রতিটি কর্ম বরদান যোগ্য হবে, মুখ থেকে সর্বদা বরদান বর্ষিত হবে। এমনকি সাধারণ কর্মও বিশেষত্ব দেখা যাবে। সুতরাং, এই সার্টিফিকেট নিতে পারলেই বাবার সমান বলা হবে।

স্লোগান:- অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বহিমুখীতাকে ত্যাগ করে অন্তর্মুখী, একান্তবাসী হও।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

বাচ্চাদের প্রতি বাবার এত ভালোবাসা আছে যে সর্বদাই বলেন - বাচ্চারা, তোমরা যেমনই হও না কেন, তোমরা আমার। তোমরাও এইরকম সর্বদাই ভালোবাসায় মগ্ন থাকো। অন্তর থেকে বলো - বাবা, আমার সবকিছুই তুমি। কখনো মিথ্যার রাজত্বের বশে এসো না, নিজের সত্য স্বরূপে অবস্থান করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীর হল রাবণের সম্পত্তি, এই শরীর রাবণকে দিয়ে অশরীরী হয়ে ঘরে যেতে হবে, এই জন্য এর থেকে মমতা সরিয়ে নাও”

*প্রশ্নঃ - সমগ্র সৃষ্টিতে শান্তি আর সুখের দান দেওয়ার বিধি কি ?

*উত্তরঃ - সকাল-সকাল উঠে অশরীরী হয়ে বাবার স্বরণে বসা, এটাই হল বিশ্বে শান্তির দান দেওয়ার বিধি আর স্বদর্শন চক্র ঘোরানো - এটা হলো সুখের দান দেওয়ার বিধি। জ্ঞান আর যোগের দ্বারাই তোমরা চিরসুস্থ, চির সম্পত্তিবান হয়ে যাও। সৃষ্টি নতুন হয়ে যায়।

*গীতঃ- আমাদের তোমার শরণে নিয়ে নাও হে রাম...

ওম্ শান্তি । এই গান ভক্তরা ভক্তি মার্গে করতে থাকে যে, হে রাম নিজের শরণে নিয়ে নাও। ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাসাইলামে নিয়ে নাও। হিন্দি শব্দ হলো শরণাগতি। ভক্তরা গাইতে থাকে, কেননা এটা হল রাবণ রাজ্য। রাবণকে দহনও করতে থাকে। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে এটা হল রাবণ রাজ্য। কিন্তু এর অর্থও কেউ বুঝতে পারে না। রাবণকে বিনাশ করার জন্য দশহরা পালন করে। এটাও হল একটা প্রমাণ স্বরূপ। এখন এই হল সঙ্গম তাই এই সময়েই রামের শরণে যেতে হবে আর রাবণের বিনাশ করতে হবে। অতীতে যারা কিছু করে গেছেন তাদেরই নাটক তৈরি হতে থাকে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা এখন রাবণের জেল থেকে বেরিয়ে রামের অ্যাসাইলামের এসেছি। রামরাজ্যে রাবণ রাজ্য হতে পারে না আর রাবণ রাজ্যে রাম রাজ্য হতে পারে না। গাওয়াও হয়ে থাকে যে অর্ধেক কল্প রামরাজ্য, অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য সত্যযুগ আর ত্রেতাকে বলা হয়। সঙ্গম যুগে যারা রামের শরণ নিয়েছে তারাই রামরাজ্যে যাবে। তোমরা জানো যে আমরা এখন রামের শরণে এসেছি। এই সমগ্র দুনিয়া হল একটি দ্বীপ, চারিদিকে জল আর জল। মাঝখানে আছে দ্বীপ। বড় বড় দ্বীপেতে আবার ছোট ছোট দ্বীপও আছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে রাবণ রাজ্য সমগ্র দুনিয়ার উপর বিরাজিত। কবে থেকে শুরু হয়েছে ? বোঝানো হয় যে অর্ধেক অর্ধেক - রামরাজ্যে সুখ, ব্রহ্মার দিন, রাবণ রাজ্যে দুঃখ অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত। অর্ধেক কল্প আলোর প্রকাশ তো অর্ধেক কল্প অন্ধকার। সত্য যুগ ত্রেতাতে ভক্তির নাম গান হয় না। পুনরায় অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গ চলতে থাকে দ্বাপর কলিযুগে। ভক্তি দুপ্রকারের করা হয়। দ্বাপড়ে সর্বপ্রথমে অব্যাভিচারী ভক্তি হত, কলিযুগে ব্যাভিচারী ভক্তি হয়ে যায়। এখন তো দেখো কচ্ছপ, মৎস্য ইত্যাদি সকলেরই ভক্তি করতে থাকে। মানুষের বুদ্ধিকে সত্যোপধান, সত্যো, রজ্যো, তমঃ হতেই হয়। এই সকল স্টেজেস পার করতে হয়।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা এখন রাম বা শিব বাবার কোল নিয়েছো। ঈশ্বরকে বাবা বলা হয়। যখন তিনি হলেন ফাদার, পুনরায় ফাদারকে সর্বব্যাপী বলা - এটা কোথাও শুনেছো? বলবে অমুক শাস্ত্রে ব্যাস ভগবান লিখেছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে সর্বব্যাপীর জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের কিছুই লাভ হয়নি। সঙ্গতি দাতা অবশ্যই কেউ চাই। তিনি অবশ্যই দ্বিতীয় কেউ হবেন। সঙ্গতি দাতাই হলেন গডফাদার। এটা হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছো। এই সংগমের সময় দিনে বা রাতে গোনা যায়না। এটা হল ছোটো সঙ্গম যখন দুনিয়ার পরিবর্তন হয়। আয়রন এজড থেকে পরিবর্তিত হয়ে গোল্ডেন এজড হয়। রাবণ রাজ্য থেকে পরিবর্তিত হয়ে রামরাজ্য হয়, যে রামরাজ্যের জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। তো এইরকম এইরকম গানও কাজে আসে। এটা অনেকটা শ্লোকের মতো, যার অর্থ করা যায়। রামের শরণে যাওয়ার কারণে পুনরায় তোমরা সুখ অর্থাৎ রামরাজ্যে আসবে। একটা কাহিনী ছিল, তোমরা প্রথমে সুখ চাও নাকি দুঃখ। বলে সুখ কেননা সুখের সময়ে যমদূত নিতে আসবে না। কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। বাবা বসে ভালো রীতিতে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমাদের দেবী দেবতা কুল অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রথমে ব্রাহ্মণ কুল হয় তারপর আসে দেবতা, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়। তোমরা জানো যে আমরাই এই বর্ণগুলি হয়ে এসেছি। এখন এসে ব্রাহ্মণ হয়েছি। এই বিরাট রূপ একদমই ঠিক আছে। বর্ণ সিদ্ধ হয়ে যায়। ৮৪ জন্ম একই সত্যযুগে নেওয়া হয় না। এই বর্ণ চলতে থাকে। ড্রামার চক্র সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ ৮৪ জন্ম সম্পন্ন হওয়া। চক্র তো লাগাতেই হবে এইজন্য দেখানো যায় যে - দৈবী বর্ণে এতটা সময়, ক্ষত্রিয়তে এতটা সময়। এটা তোমরা আগে খোঁড়াই জানতে। কখনো শাস্ত্রে তো এটা শোননি যে এরকম বর্ণে আসতে হবে। তোমরা জানো যে ৮৪ জন্ম কে কে নেয়। আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... এই কথা প্রমাণিত করে বলতে হবে। প্রথম প্রথম দেবী দেবতারাই ভারতের ছিলেন। ভারত গোল্ডেন এজ ছিল। সেই সময় আর অন্য কোনো ধর্ম ছিল না পুনরায় চক্র ঘুরতেই থাকে। মানুষকে পুনর্জন্ম নিতেই হয়। চক্রের উপর বোঝানো অত্যন্ত

সহজ। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন, প্রদর্শনীতে এইরকম এইরকম ভাবে বোঝাতে হবে। এই সময় যখন আমাদের নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে তখন বাবা বলেন যে এটা হল পুরানো দুনিয়া। এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের যাকিছু সম্বন্ধী ইত্যাদি আছে, তাদেরকে বুদ্ধি থেকে ত্যাগ করো। বুদ্ধি দ্বারা নতুন ঘরের আবাহন করা হয়। এটা হল অসীম জগতের সন্ধ্যাস। দেহের সাথে যা কিছু পুরানো দুনিয়ার আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি আছে, তাদেরকে ভুলতে হবে। বাবা বলেন যে নিজেকেও আত্মা মনে করো। তোমরা আসলে মুক্তিধামের অধিবাসী। সকল ধর্মাত্মাদেরকে বাবা বলছেন যে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। মুক্তিকে তো সবাই স্বরণ করে, তাইনা। এখন চলো নিজের ঘরে। যেখান থেকে তোমরা নগ্ন (অশরীরী) এসেছিলে, এখন পুনরায় অশরীরী হয়েই যেতে হবে। শরীরকে তো নিয়ে যেতে পারবে না। এসেছিলে অশরীরী হয়ে তাই যেতেও হবে অশরীরী হয়ে। কেবল কখন আসতে হবে, আর কখন যেতে হবে, এই চক্র বুঝতে হবে। বরাবর সত্যযুগে প্রথম প্রথম দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারাই আসে। পুনরায় নব্বরের ক্রমানুসারে আসতে যেতে থাকে। যখন মূলবতন থেকে সবাই এসে যায় তখন পুনরায় বাড়ি যাওয়া শুরু হয়। সেখানে তো আত্মাই যাবে, এই শরীর তো হল রাবণের প্রপাটি তাই এই রাবণকেই দিয়ে যেতে হবে। এই সব কিছু এখানেই বিনাশ হয়ে যায়। তোমরা অশরীরী হয়ে চলো। বাবা বলেন যে আমি তোমাদের নিতে এসেছি। বাবা কত সহজ করে বোঝাচ্ছেন। পুনরায় ধারণাও হওয়ার উচিত। পুনরায় গিয়ে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। তোমরা গ্যারেন্টি করেছো - বাবা আমরা (তোমার এই জ্ঞান) শুনে অন্যদেরকেও শোনাবো। যার এই অভ্যাস থাকবে সে-ই শোনাতে পারবে। তোমরা জানো যে আমাদেরকে এই দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হবে। যোগে থেকে শান্তি আর সুখের দান দিতে হবে। এইজন্য বাবা বলেন, রাত্রিতে উঠে যোগে বসো, সৃষ্টিকে দান দাও। সকাল সকাল উঠে অশরীরী হয়ে বসো তো তোমরা ভারতকে তথা সমগ্র সৃষ্টিকে যোগের দ্বারা শান্তির দান দিতে পারবে। আর পুনরায় চক্রের জ্ঞান স্বরণ করে তোমরা সুখের দান দিতে পারবে। সুখ আসে ধনের কারণে। তাই সকালে উঠে স্বরণে বসো। বাবা ব্যস্ এখন তোমার কাছে এলাম কি এলাম। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই সকালে উঠে বাবাকে স্বরণ করো। শান্তি আর সুখের দান দিতে হবে। যোগ আর জ্ঞানের দ্বারা শরীর এবং সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে। যখন আমরা চির সুস্থ হয়ে যাব তখন সৃষ্টিও নতুন হবে। সত্য যুগ ত্রেতাতে শরীর সুস্থ থাকবে এবং সম্পত্তিও থাকবে। কলিযুগে শরীর অসুস্থ এবং সম্পত্তিহীন হয়ে যায়। এখন আমরা চিরসুস্থ এবং সম্পত্তিবান হচ্ছি। পুনরায় অর্ধেক কল্প আমাদেরই রাজ্য চলবে। বুদ্ধিতে যখন এই জ্ঞান আছে তখন খুশিও থাকবে। যদিও এটাও লিখে দাও যে ২৫০০ বছরের জন্য চিরসুস্থ ও সম্পত্তিবান হতে চাও তো এসো এই ঈশ্বরীয় নেচার কিওর সেন্টারে। কিন্তু এটাও লিখবে সে-ই, যার মধ্যে জ্ঞান থাকবে। এই রকম খুব অল্প সেন্টারই আমরা খুলেছি, সার্ভিস তোমরা এসে করো। যে খুলবে তাকে নিজে সেবা করতে হবে। সমস্ত ঝগড়া পবিত্রতার উপরেই চলতে থাকে। বিষ না প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অত্যাচার হয়। এখন হলো সঙ্গম। তাই বুদ্ধিতে সুখধাম আর শান্তিধামকেই স্বরণ করতে হবে। দুঃখধামে আছে তবেই তো সুখধামকে স্বরণ করে। তবেই তো গান গাইতে থাকে দুঃখে স্বরণ সবাই করে সুখে করে না কেউ... এটা হল পতিত দুনিয়া। নিয়ম বলে যে কলিযুগের অন্তে সকলকে পতিত হতেই হবে। যতক্ষণ সঙ্গম না আসে আর রামরাজ্যের স্থাপন হয়ে যায় পুনরায় রাবণ রাজ্যের বিনাশ হতেই হবে। এখন বিনাশের প্রস্তুতি চলছে। রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হবেই। এছাড়া এই পুতুলের খেলা চলতে থাকবে। কতইনা পুতুল তৈরি করে এই জন্য একে অন্ধশ্রদ্ধা বলা হয়। ভারতে যত চিত্র তৈরি হয় তা আর কোথাও হয়না। ভারতে অনেক চিত্র আছে। গাওয়াও হয় ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। দিনকে পুনরায় লম্বা কেন করে দিয়েছ। এটাও হল বোঝার কথা। প্রথমে অব্যাভিচারী ভক্তি, তারপর হয় ব্যাভিচারী ভক্তি। প্রথমে ষোলো কলা তারপর ১৪ কলা, অন্তে কিছু তো কলা থেকে যায় কিন্তু এই সময় হলো নো কলা অর্থাৎ কোনো কলাই নেই। এই সময় হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। তমঃ কলিযুগ থেকে শুরু হয় পুনরায় অন্তে বলা হয় তমোপ্রধান। এখন দুনিয়া জর্জরিত হয়ে গেছে। পুরানো জিনিসে নিজে থেকেই আগুন লেগে যায়। যেরকম বট গাছের জঙ্গল হয়ে যায় (শুকনো ডালপালার ঘর্ষনে) নিজে থেকেই দাবানল লেগে যায়, এই সবকিছুতেও আগুন লাগবে। নিজেদের মধ্যে অল্প কিছু ঘটনা ঘটল তো সাথে সাথে আগুন লেগে যাবে। ঘরে কোনও ছোট ছোট কথার কারণে ঝগড়া লেগে যায়, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়, অল্প কিছু কথাতে এমন শত্রুতা হয়ে যায় যে একে অপরের গলা কেটে দিতে উদ্যত হয়। ক্রোধও কম নয়। এক অপরকে মারার জন্য দেখো কত প্রস্তুতি করছে। এটাই হলো ড্রামা। খ্রীস্টানদেরও দুটি দল হল বড় বড়। নিজেদের মধ্যে মিলে গেলে সব কিছুই করতে পারে। পোপ হলেন খ্রীস্টানদের হেড, তাকে অনেক সম্মান দেয়। কিন্তু তাকেও মান্য করে না। এখানেও যে বাচ্চারা বাবাকে মান্য করে না তারা বিনাশী পদ পায়। শ্রীমতে চলতে হবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা আছে তাইনা, আর কোনও শাস্ত্রে শ্রীমত নেই। শ্রী মানে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ, যে কখনও পুনর্জন্মে আসেনা। মনুষ্য তো পুনর্জন্মে আসে। বিদ্বানরা তো জন্ম-মরণ থেকে পৃথক এমন, গাওয়া হওয়া গীতাতে পুরো ৮৪ জন্ম নেওয়া আত্মাদের নাম লিখে দিয়েছে। বাস্তবে পরম পিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর, পতিত-পাবন। তিনিই বরদান দেন বাচ্চাদেরকে। তাঁর পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। সর্ব প্রথম হল শিব জয়ন্তী তারপর হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। শিববাবা আসেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে, তাই প্রথমে বাবার জন্ম তারপর বাচ্চাদের জন্ম। বাবার জন্মের দ্বারাই কৃষ্ণ বাচ্চার

জন্ম হয়। সেও তো একজন হবেনা। দৈবী সম্প্রদায় বলা যায় তাই না। তাই কত বড় ভুল করে দিয়েছে। কেউ একজনও যদি এই কথাকে বুঝে যায় তাহলে তার সকল জিজ্ঞাসু ভেঙে পড়বে। সকলের মুখ হলুদ হয়ে যাবে। কত বড় ভুল হয়েছে তবেই তো বাবাকে আসতে হয়েছে। কাউকে বোঝানোর জন্য সময় দিতে হবে। প্রথমে তো এটা নিশ্চয় করাও যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? তবে বুঝবে যে ভগবান হলেন বাবা। ভগবানকে ভগবানের পদে রাখো। সবাই একরকম কিভাবে হতে পারে। বলে যে সবই ভগবানের লীলা। এক রূপ ছেড়ে দ্বিতীয় রূপ নেয়। কিন্তু পরমাত্মা কোনও পুনর্জন্ম খোড়াই নেয়। এই বাপ-দাদা দুজনেই হলেন কম্বাইন্ড আর বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাপদাদারও অর্থ কারোর বুদ্ধিতে নেই। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... বলে থাকে। ও গড ফাদারও বলে থাকে তো অবশ্যই মা চাই। কিন্তু কারোরই বুদ্ধিতে আসে না।

বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে তো শরণ কখন নেওয়া যায়? যখন রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হয় তখন রাম আসেন। রামের শরণ নেওয়াতেই সদগতি প্রাপ্ত হয়। বলে যে রাম রাজ্য চাই। তাদের সূর্যবংশী রাজ্যের কথা জানা নেই। বলে যে রামরাজ্য নতুন দুনিয়া নতুন ভারত চাই, সেটা তো এখন তৈরী হচ্ছে। হতেও হবে অবশ্যই। ড্রামাতে হতে হবে অবশ্যই। এই পড়াশোনা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। মানুষ কাউকে দেবতা বানাতে পারে না। বাবা এসে মানুষকে দেবতা বানাচ্ছেন কেননা বাবা'ই স্বর্গের স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণদের মালা গাওয়া হয় না। বিজয়ন্তী মালা বিষ্ণুর হয়ে থাকে। এটা হল ঐশ্বরীয় পরিবার, যেটা এখন থেকে নতুন শুরু হয়েছে। আগে ছিল রাবণের আসুরিক পরিবার। রাবণকে অসুর বলা যায়। এই কংস জরাসন্ধের নাম এখন সিদ্ধ হয়। জন্ম-জন্মান্তর তোমাদের সাকারের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগেও সাকারের থেকে প্রাপ্ত হবে। কেবল এই সময় তোমাদের নিরাকার বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দেহের সাথে পুরানো দুনিয়ার সম্বন্ধ ইত্যাদি সব কিছু ভুলে নিজেকে দেহী মনে করতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা নতুন ঘরকে আহ্বান করতে হবে।

২) সকাল-সকাল উঠে সমগ্র দুনিয়াকে শান্তি আর সুখের দান দিতে হবে।

বরদানঃ-

আকারী আর নিরাকারী স্থিতির অভ্যাসের দ্বারা দোলাচলের মধ্যেও অচল থেকে বাবার সমান ভব যেরকম সাকারে থাকা ন্যাচারাল হয়ে গেছে, এইরকমই আমি হলাম আকারী ফরিষ্টা আর নিরাকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা - এই দুটি স্মৃতি ন্যাচারাল করতে হবে, কেননা শিব বাবা হলেন নিরাকারী আর ব্রহ্মা বাবা হলেন আকারী। যদি দুজনের সাথেই ভালবাসা থাকে তাহলে দুজনেরই সমান হও। সাকারে থেকে অভ্যাস করো এখনই এখনই আকারী আর এখনই এখনই নিরাকারী। তো এই অভ্যাসই অস্থিরতার মধ্যেও অচল বানিয়ে দেবে।

স্লোগানঃ-

দিব্য গুণের প্রাপ্তি হওয়াই হল সব থেকে শ্রেষ্ঠ প্রভু প্রসাদ।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

যে প্রিয় হয়, তাকে স্মরণ করতে হয়না, তার স্মরণ স্বততঃই এসে যায়। কেবল ভালোবাসা হৃদয় থেকে হবে, সত্যিকারের আর নিস্বার্থ হবে। যখন বলো যে, আমার বাবা, প্রিয় বাবা - তো প্রিয়কে কখনো ভোলা যায় না। আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এক বাবাকে ছাড়া আর কোনও আত্মার সাথে মেলানো যায় না, এইজন্য কখনো স্বার্থ নিয়ে স্মরণ করো না, নিঃস্বার্থ ভালোবাসাতে লভলীন থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - দাদা হলেন ওয়ান্ডারফুল পোস্ট অফিস, ওঁনার দ্বারাই তোমাদের শিববাবার ডিরেকশন (নির্দেশ) প্রাপ্ত হয়।

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের কোন্ কথাতে সর্তক করেন এবং কেন ?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা সর্তক থাকো - মায়ার প্রহার খেও না, যদি মায়ার দ্বারা প্রহার খেতেই থাকো তাহলে প্রাণ চলে যাবে আর পদও প্রাপ্ত হবে না। ঈশ্বরের কাছে জন্ম নিয়েও যদি কেউ মায়ার প্রহার খেয়ে মারা যায় তাহলে সেই মৃত্যু সবচেয়ে খারাপ হয়। যখন মায়া বাচ্চাদের দিয়ে উল্টো কাজ করিয়ে নেয় তখন বাবার তাদের জন্য খুব খারাপ লাগে। এই কারণে সর্তক করতেই থাকেন।

*গীতঃ- তোমাকে আহ্বান করতে যে বড়ই মন চায়.....

ওম শান্তি । বাবাকে আহ্বান তখনই করা হয় যখন মানুষমাত্রই দুঃখী হয়। কারণ তারা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কি কারণে দুঃখী হয়? এ'কথাও তমোপ্রধান মানুষ জানে না। দুঃখী করে তো ৫ বিকাররূপী রাবণ। আচ্ছা, তার রাজ্য আর কতদিন পর্যন্ত চলবে ? নিশ্চয়ই দুনিয়ায় শেষ দিন পর্যন্ত রাজ্য চলবে। এখন বলবে রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য, রাবণ রাজ্যের নাম তো সকলের কাছে প্রসিদ্ধ। রাবণ রাজ্যের কথা তো শুধু ভারতেই প্রচলিত। দেখা যাচ্ছে শত্রুও ভারতেরই। রাবণই ভারতের পতন ঘটিয়েছিল সেদিন, যেদিন থেকে দেবতারা বামমার্গে গেছে অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে। দুনিয়া এটা জানেনা - ভারত যে একসময় নির্বিকারী ছিল, সে কিভাবে বিকারী হয়ে গেল? এ তো ভারতেরই গৌরবের কথা। ভারতই শ্রেষ্ঠ ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। যেদিন থেকে পতিত হওয়া শুরু করেছে, সেদিন থেকেই ভক্ত পূজারী হয়ে গেছে। তখন থেকেই ভগবানকে স্মরণ করে চলেছে। এ তো বোঝানো হয়েছে যে প্রত্যেক কল্পের সঙ্গম যুগে যুগেই বাবা আসেন। কল্পে তো ৪ যুগ আছে, অবশিষ্ট পঞ্চম যুগ অর্থাৎ সঙ্গমযুগের কথা তো কারো জানা নেই। তারা তো সঙ্গমযুগ অনেক বলে দেয়। যুগে যুগে তো অনেক সঙ্গমযুগ এসেছে বলে। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা, ত্রেতা থেকে দ্বাপর, দ্বাপর থেকে আবার কলিযুগ। কিন্তু বাবা বলেন একমাত্র কল্পের সঙ্গমযুগেই বাবাকে আসতেই হয়। একেই বলা হয় কল্যাণকারী পুরুষোত্তম যুগ এসময়ই মানুষ পতিত থেকে পাবন তৈরী হয়। কলিযুগের পর আবার সত্যযুগ আসে। সত্যযুগের পর আবার কি আসে ? ত্রেতা আসে। সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী-নারায়ণের যে রাজ্য ছিল তা আবার চন্দ্রবংশীয়তে পরিনত হয়। ত্রেতাতে হল রামরাজ্য। সত্যযুগেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যের পর রাম-সীতার রাজ্য আসে। সত্যযুগ-ত্রেতার মাঝে অবশ্যই সঙ্গম হবে। এরপর ইব্রাহিম আসে, সে হল ওদিকের। এখানে তার দেশ নয়। দ্বাপরে আবার অনেকেই আছে। ইসলাম, বৌদ্ধ তারপর খ্রীষ্টান ইত্যাদি। খ্রীষ্টান ধর্ম স্থাপন হয়েছে হাজার বছর হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার অনেক হিসাব নিকাশ করে নেয়, এখন সঙ্গমের পর আবার সত্যযুগে যেতে হবে। এই হিন্দি - জিওগ্রাফি বুদ্ধিতে থাকা উচিত। গাওয়াই হয় উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। ওঁনাকে তুমিই মাতা তুমিই পিতা বলা হয়ে থাকে। এ হল উঁচু থেকে উঁচু ভগবানের মহিমা। তুমি মাতা পিতা - তোমরা কাকে বলা ? এ'কথা কেউ জানে না। আজকাল তো মূর্তির সামনে গিয়ে বলে - তুমিই মাতা তুমিই পিতা.... এখন মাতা - পিতা কাকে বলবে ? লক্ষ্মী নারায়ণকে ? ব্রহ্মা সরস্বতীকে ? শংকর পার্বতীকে? এখানেও তো জোড়া দেখানো হয়। তাহলে মাতা - পিতা কাকে বলা উচিত ? যদি পরমাত্মা ফাদার হন তো নিশ্চয়ই মাদারও তো চাই। একথা জানেনা যে মাতা কাকে বলা হয় ? একে গুপ্ত কথা বলা হয়ে থাকে। ক্রিয়েটর (সৃষ্টিকর্তা) আছেন তাহলে তো ফিমেলও চাই, তাই না ? মহিমা তো একজনেরই করব তাই নয়কি ? এমন নয় যে কখনও ব্রহ্মার, বিষ্ণুর অথবা শংকরের করবে। না, মহিমা তো একেরই করা হয়। গাওয়াও হয় যে, পতিত- পাবন এসো। যিনি অন্তের সময় অবশ্যই আসবেন, তিনি যুগ যুগ ধরে কেন আসবেন ? পতিত তো হতে হয় অন্তে। পতিতকে পাবন করেন একমাত্র বাবা, ওঁনাকে অবশ্যই পতিত দুনিয়ায় আসতেই হয় পাবন বানানোর জন্য। ওখানে বসে তো আর বানাবেন না। সত্যযুগকে বলা হয় পাবন দুনিয়া, কলিযুগ হল পতিত দুনিয়া। পুরোনো দুনিয়াকে নতুন বানানোর কাজ বাবাই করে থাকেন। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরোনো দুনিয়ায় বিনাশ। ব্রহ্মার দ্বারা কীসের স্থাপনা করান ? বিষ্ণুপূরীর। ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণ দ্বারা স্থাপনা করা হয়। ব্রাহ্মণ দ্বারা জগতের রচনা করা হয়, তাহলে অবশ্যই ব্রাহ্মণেরা তো পড়াবেন। তোমরা লেখো যে বাবা হলেন ব্রহ্মা আর ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের রাজযোগের অধ্যায়ণ করছেন। এতে সরস্বতীও এসে যায়। এই ব্রাহ্মণ কুল হল ওয়ান্ডারফুল। ভাই - বোনের কখনও বিবাহ হতে পারে না। যখন কেউ আসে তখন আমরা তাকে পরিচয় দিয়ে বলি যে, পরমপিতার সাথে আপনার সম্বন্ধ কী। পিতা তো বলাই হয়, তিনি হলেন বাবা, আর

ইনি হলেন দাদা, বর্সা (উত্তরাধিকার) তো পাই ওঁনার কাছ থেকে, যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর অসীমের পিতা। প্রদান করেন ব্রহ্মার দ্বারা। এ তো হল ঈশ্বরীয় পালনা। তারপর মেলে দৈবী পালনা। এটাও বোঝানো সহজ। চার যুগের হিসাব তো সমান। পবিত্র থেকে পতিতও হতে হবে। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা তারপর ১২ কলাতে আসতে হবে। তোমাদেরকে সবার প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার সাথে প্রথম সাক্ষাতে তো কেউ কিছু বুঝতে পারবে না, কারণ এ তো ওয়ান্ডার (আশ্চর্যজনক) বিষয় আর বাপদাদা তো কম্বাইন্ড (সম্মিলিত) রূপে আছেন। এমনকি বাচ্চারা তো সময়ে সময়ে ভুলে যায় - আমরা কার সাথে কথা বলি! বুদ্ধিতে কেবল শিববাবাকেই স্মরণে রাখা উচিত। আমরা শিববাবারই কাছে যায়। তোমরা এই বাবাকে কেন স্মরণ করো? শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে। মনে করো ছবি তুলছো, তখনও বুদ্ধি শিববাবাতেই থাকবে যে, বাপদাদাতে দুজনেই রয়েছেন। শিববাবা আছেন তখন তো এই দাদাও থাকবেন। বাপদাদার একসাথে ফটো তৈরী করা হয়। শিববাবার কাছে এই দাদার দ্বারাই মিলিত হতে এসেছি। ইনি হলেন বলা চলে পোস্ট অফিস। ওনার দ্বারাই শিববাবার ডাইরেকশন (নির্দেশ) পেয়ে থাক তোমরা। এ বডোই ওয়ান্ডারফুল কথা। এই দুনিয়া যখন পুরানো হয়ে যায় তখন ভগবানকেই আসতে হয়। দ্বাপর থেকেই এই দুনিয়া পতিত হতে শুরু করে। অস্তিম কালে সমস্ত দুনিয়া পতিত হয়ে যায়। চিত্রের উপরেই বোঝাতে হবে। সত্যযুগ, ত্রেতাকে স্বর্গ, প্যারাদাইস বলা হয়। নতুন দুনিয়া তো সর্বদা থাকবে না। দুনিয়া যখন অর্ধেক পূর্ণ হয় তখন তাকে পুরানো দুনিয়া বলা হয়। প্রত্যেকটি জিনিসের লাইফ অর্ধেক পুরানো অর্ধেক নতুন হয়। কিন্তু এই সময় তো শরীরের উপর কোনো ভরসা নেই। এ তো হল অর্ধ কল্পের সম্পূর্ণ হিসাব, এর কোনো অদলবদল করা যাবে না। সময়ের আগে কোনো কিছুকেই বদলানো যাবে না। অন্য সব জিনিসপত্র তো মাঝপথেই ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু পুরানো দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আগে পরে তো হতে পারে না। বাড়ি তো যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে, কখন ভেঙে পড়বে তার তো ঠিকানা নেই। এই চক্র তো অনাদি এবং অবিনাশী। নিজের সময় অনুসারেই চলে। পুরানো দুনিয়ায় তো পুরো অ্যাক্যুরেট লাইফ আছে। অর্ধেক কল্প রামরাজ্য, অর্ধেক রাবণরাজ্য, এর বেশী হতে পারে না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমগ্র ত্রিলোকের নলেজই এসে গেছে। তোমরা এখন ত্রিলোকের মালিকের দ্বারা নলেজ (জ্ঞান) প্রাপ্ত করেছো। তোমাদের অবস্থান এখন অনেক উঁচুতে। এই সময়ে তোমরাই ত্রিলোকের নাথ, কারণ তোমরা তিনলোকের জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো। তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতনের সাক্ষাৎকার করেছো। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। বাবা হলেন ত্রিলোকের নাথ। তিনলোকের জ্ঞাতা। আপনাদেরকে আমরা এই জ্ঞান প্রদান করছি যখন, তখন আমরাও হলাম গিয়ে মাস্টার ত্রিলোকীনাথ। যে জ্ঞান বাবার মধ্যে আছে সেই জ্ঞান এখন তোমাদের মধ্যেও রয়েছে, নস্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। তখন তোমরা সত্যযুগে বিশ্বের মালিক হতে পারবে। ওখানে তোমাদেরকে ত্রিলোকের নাথ বলবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের ত্রিলোকের জ্ঞান থাকে না। সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান থাকে না। তোমরা হলে নলেজফুল ভগবানের সন্তান। তিনি পড়িয়ে তোমাদেরকে নিজের সমান তৈরী করেন। তোমরা জানো যে আমরা আবার বিষ্ণুপুরীর মালিক হবো। এই সময় যা অতীত হয়ে গেছে সে সম্পর্কীয় জ্ঞান ও তোমাদের কাছে আছে। মানুষ সীমিত জগতের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি সম্পর্কে জানে, আর তোমাদের বুদ্ধিতে আছে বেহেদ (অসীমের) হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি। ওদের তো বাহুবল দ্বারা লড়াইয়ে কথা জানা আছে। যোগবলের দ্বারা লড়াইয়ের কথা তো কারও জানা নেই। তোমরা জানো যোগবলের দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হই। শেখান তো বাবা, তিনিই ত্রিলোকীনাথ। এসময় তোমাদের অবস্থান অনেক উঁচুতে। তোমরা হলে নলেজফুল বাবার বাচ্চা, মাস্টার নলেজফুল। এ তো তোমরা জানো যে তিনি জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর কীভাবে। ওনাকে বলা হয় সৎ-চিত্র-আনন্দ স্বরূপ। এই সময় তোমরা আনন্দের অনুভব করো, কারণ তোমরা খুব দুঃখী ছিলে। তোমরা সুখ এবং দুঃখের প্রভেদ করতে পারো। লক্ষ্মী - নারায়ণ তো এ কথাকে জানবেন না। ওনারা তো শুধুমাত্র রাজত্ব করেন। এটা হল ওনাদের প্রালঙ্ক। তোমরা গিয়েও স্বর্গে রাজত্ব করবে। ওখানে সুন্দর প্রসাদ তৈরী করবে। ওখানে তো চিন্তার কোনো কারণই থাকে না। এটাও বুদ্ধিতে স্থায়ী থাকা উচিত, খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী থাকবে। ঝড়ঝঞ্ঝা তো অনেক প্রকারের আসবে, সম্পূর্ণ তো কেউ হতে পারে না। বাবা বোঝান যে তোমাদের অনেক স্টেরিয়াম (শক্তিশালী, অটল) হতে হবে। মানুষ অমরনাথে যায় তবুও তো তাদেরকে নীচে নামতেই হয়। তোমরা যাবে প্রথমে বাবার কাছে তারপর নতুন দুনিয়া সত্যযুগে আসবে এবং তারপর আবার নীচে নামা শুরু হবে। এ হল আমাদের অসীমের যাত্রা। প্রথমে বাবার কাছে আরামে থেকে তারপর রাজধানীতে এসে রাজত্ব করতে হবে তারপর জন্ম জন্মান্তর এইভাবেই আসতে হবে। একে চক্র বলা অথবা চড়াই উৎরাইই বলা, কথা তো একই। নীচ থেকে উপরে উঠলে তারপর আবার নীচে নামা শুরু হয়ে যায়। এই সব কথা যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হবে, সে খুব ভালো ভাবে বুঝতেও পারবে বোঝাতেও পারবে। এই বাবাও জানতেন না। যদি ওনার কোনো গুরু থাকতো তবে তো সেই গুরুরও অনেক ফলোয়ার্স (অনুগামী) থাকতো। এই রকম কখনো হয় নাকি যে একজনই ফলোয়ার ? শাস্ত্রে তো রয়েছে, ভগবানুবাচ - হে অর্জুন ! একেরই নাম লিখে দিয়েছে। অর্জুনের রথে বসে আছেন, অর্জুনই তাহলে প্রথমে শুনবে। অন্যরাও তো থাকবে, তাই না। সঞ্জয়ও তো থাকবে। এই অসীমের স্কুল তো একবারই

থোলে। সেইসব স্কুল তো চলতেই থাকবে। যেমন রাজা তেমনই ল্যাপুয়েজ (ভাষা)। ওখানে সত্যযুগেও তো স্কুলে যেতে হয়, তাই না। ভাষা, কাজকর্ম ইত্যাদি সব কিছু শেখানো হয়। ওখানে সব কিছুই তৈরী হবে। সবচেয়ে ভালোর থেকেও ভালো যা কিছু হওয়া উচিত সে সব স্বর্গে থাকে। তারপর সব কিছু পুরানো হয়ে যায়। সবচেয়ে ভালো যা কিছু তা দেবতারাই প্রাপ্ত করেন। এখানে কি পাওয়া যাবে? তোমরা অনুভব করতে পারো যে, নতুন দুনিয়ায় সব কিছু নতুনই পাওয়া যাবে। এই সমস্ত কথা বুঝে তারপর মানুষদেরকে বোঝাতে হবে। এখন আমরা সঙ্গমযুগে আছি, আমাদের জন্য এখন দুনিয়ার বদল হচ্ছে। ড্রামা অনুসারে আবার আমি এসেছি - তোমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানিয়ে দেবী - দেবতা তৈরী করতে। এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণই তৈরী হয়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ রচিত হয়। ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। তোমরা। সেইজন্য বিরাট রূপের চিত্রও অত্যন্ত জরুরী। যার দ্বারা প্রমাণিত করা যাবে যে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণই দেবতা হয়ে ওঠে। বৃদ্ধি হতে থাকবে। দেবতা থেকেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র তৈরী হয়। এই সঙ্গমযুগ হল বিখ্যাত। আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা রয়েছে রহকাল... চড়তি কলা (উত্তরণের কলা) তারপর আবার অবতরণ কলা....এটাও হল বোঝার মতো বিষয়। প্রথমে ঈশ্বরীয় সন্তান তারপর দৈবী সন্তান তারপর অল্প অল্প করে কম হয়ে যেতে থাকে। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো দুঃখহর্তা সুখকর্তা কাকে বলা হয়? তারা তখন অবশ্যই বলবে - পরমপিতা পরমাত্মাকে। যখন দুনিয়ায় দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখনই বিষ্ণুপুরী হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণদের দুঃখ দূর হয়ে যাবে, সুখের প্রাপ্তি হবে। এ তো হল সেকেন্ডের বিষয়। লৌকিক বাবার কোল থেকে এখন আমরা পারলৌকিক বাবার কোলে এসে গেছি, এ হল বড়ই খুশির কথা।

এ হল সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। তোমরা রাজাদেরও রাজা হও। রাজযোগ পরমাত্মা বাবা ছাড়া কেউ শেখাতে পারেন না। এই চিত্র খুবই সুন্দর। এমন কে আছে যে বলবে যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। এমন নাস্তিকের সাথে কথা বলাও উচিত নয়। মায়া চলতে চলতে বাচ্চাদের দ্বারা কখনও কখনও উল্টো কাজ করিয়ে নেয়। বাবার তখন তাদের জন্য খুব খারাপ লাগে। তারপর বোঝান যে - সর্বক থাকো। বেশী প্রহার থেও না, নাহলে পদ প্রাপ্ত হবে না। মায়া তো অনেক জোড়ে থাপ্পর লাগিয়ে দেয়, সেই কারণে তো প্রাণই বেড়িয়ে যায় (বাবার হাত ছেড়ে যায়)। মারা গেলে তো জন্মদিন পালন করতে পারবে না। বলবে বাচ্চা মারা গেছে। ঈশ্বরের কাছে জন্ম নিয়ে তারপর মৃত্যু হলে - এই মৃত্যু হল সবচেয়ে খারাপ। কোনো কথা সঠিক মনে না হলে সেটাকে ছেড়ে দাও। কোনো সংশয় থাকলে দেখো না। বাবা বলেন মন্মনাভব, আমাকে স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান মাষ্টার নলেজফুল হতে হবে। গুণের স্মরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে। আনন্দের অনুভব করতে হবে।

২) অনেক রকমের ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে থেকে নিজেকেও স্টেরিয়াম (শক্তিশালী, অটল) বানাতে হবে। মায়ার আঘাত থেকে বাঁচতে খুবই সর্বক থাকতে হবে।

বরদান:- দিব্যগুণ রূপী প্রভু প্রসাদ খাওয়া আর খাওয়ানোর নিমিত্ত সঙ্গমযুগী ফরিস্তা তথা দেবতা ভব দিব্যগুণই হল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু প্রসাদ। এই প্রসাদকে সকলের মধ্যে প্রচুর বিতরণ করো। যেমন পরস্পরের মধ্যে স্নেহের লক্ষণ হিসাবে স্কুল টোলী খাওয়াও, সেই রকমই গুণের টোলীও খাওয়ানো। যে আত্মার যে শক্তি আবশ্যিক, তাকে নিজের মনসা অর্থাৎ শুভ বৃত্তি, ভাইরেশনের দ্বারা শক্তি গুলির দান দাও আর কর্মের দ্বারা গুণমূর্তি হয়ে গুণ ধারণ করার জন্য সহযোগী হও। তাহলে এই বিধির দ্বারা সঙ্গমযুগের যে লক্ষ্য "ফরিস্তা থেকে দেবতা" তা সহজেই সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সর্বদা উৎসাহ-উদীপনায় থাকা - এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

পরমাত্মার প্রেমের অনুভবে সহজযোগী হয়ে উড়তে থাকো। পরমাত্ম প্রেমই হল উডতি কলার সাধন। যারা উডতে থাকে তার কখনোই ধরিত্রীর আকর্ষণে আসতে পারে না। মায়ার যত বড়োই আকর্ষণীয় রূপ হোক না কেন, সেই আকর্ষণ উডতি কলার যারা, তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"আধ্যাত্মিক নেশাতে (রুহানী ফকুর) থেকে নিশ্চিত বাদশাহ হও"

আজ বড়'র থেকেও বড় বাবা বাচ্চাদেরকে' অলৌকিক দিব্য সঙ্গমযুগের' প্রত্যেকটি দিনের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। জগতের মানুষের কাছে তো একটাই বড় দিন হয় আর বড়দিনে কী করে তারা ? তারা মনে করে উদার হৃদয়ে আমরা দিনটাকে পালন করছি। কিন্তু তোমরা জানো যে, তাদের পালন করাটা কী ? তাদের পালন করা আর তোমরা বড়'র থেকেও বড় হৃদয়বান বাবার বাচ্চাদের পালন করা - কতোখানি আলাদা আর কতোখানি সুন্দর। যেমন এই জগতের মানুষ বড়দিনে, খুশীতে নাচে গায়, একে অপরকে সেই দিনের অভিনন্দন জানায়। সেই রকম তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে সঙ্গমযুগই হল বড় যুগ। আয়ুর দিক থেকে ছোট্ট একটা যুগ, কিন্তু বিশেষত্ব এবং প্রাপ্তি প্রদানের দিক থেকে সবার থেকে অনেক অনেক বড় যুগ। সুতরাং সঙ্গমযুগের প্রতিটি দিন তোমাদের জন্য হল বড় দিন। কেননা বড়'র থেকে বড় বাবা বড় যুগ "সঙ্গমযুগই" প্রাপ্ত হন। সাথে সাথে বাবার দ্বারা বড়'র থেকে বড় প্রাপ্তিও এখন হয়ে থাকে। বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে বড়'র থেকে বড় - "পুরুষোত্তম", এখনই বানান। যেমন আজকের দিনের বিশেষত্ব হল আনন্দ উদযাপন করা আর পরস্পরকে গিফ্ট দেওয়া, অভিনন্দন জানানো আর ফাদার এর থেকে গিফ্ট পাওয়ার দিন হিসেবে পালন করে। তোমাদের সবাইকে বাবা সঙ্গমযুগই বড়'র থেকেও বড় গিফ্ট কী দিয়েছেন ? বাপদাদা সর্বদা বলেন যে - বাচ্চারা আমি তোমাদের জন্য হাতের ওপরে করে স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্য নিয়ে এসেছি। তো সকলের হাতের ওপরে স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্য আছে, তাই না ? যাকে বলা হয় -

"হাতের তালুতে স্বর্গ"। এর থেকে বড় গিফ্ট আর কি কিছু হতে পারে ? অনেক বড় বড় ব্যক্তিও যদি অনেক অনেক বড় গিফ্টও দেয়, কিন্তু বাবার গিফ্টের কাছে সেটা কোথায় ! যেমন সূর্যের তুলনায় প্রদীপ। তো সঙ্গমযুগের স্মরণিক চিহ্ন গুলিও অন্তিম ধর্ম পর্যন্ত রয়ে গেছে। তোমাদের বড় যুগে মহান (বড়) বাবা বড়'র থেকেও বড় গিফ্ট দিয়েছেন। সেইজন্য আজকের বড় দিন এই বিধিতে পালন করা হয়। তারা বলে খ্রীষ্টমাস ফাদার। ফাদার সদা বাচ্চাদেরকে দিয়ে থাকেন, 'দাতা' তিনি। লৌকিক রীতিতেও যদি দেখো - ফাদার বাচ্চাদের দাতা হয়ে থাকে। আর ইনি হলেন বেহদের ফাদার। বেহদ অর্থাৎ অসীম এর ফাদার গিফ্টও বেহদের দিয়ে থাকেন। আর যে কোনো গিফ্ট কত সময় ধরে চলে ? কত সুন্দর সুন্দর অভিনন্দন সূচক কার্ডও গিফ্ট দিয়ে থাকে। কিন্তু আজকের দিনটা চলে গেলে, তারপর সেই সব কার্ডের কী হয় ? অল্প সময়ের জন্য চলে তাই না ? মিষ্টি জাতীয় কোনো খাওয়ার দাওয়ার যদি দেয়, সেটাও কতদিন থাকে ? কতদিন ধরে আনন্দ করবে ? নাচবে গাইবে - বড়জোর এক রাত। কিন্তু আত্মারা তোমাদের বাবা এমন গিফ্ট তোমাদেরকে দেন, যা এই জন্মে তো সাথে আছেই, এমনকি জন্ম জন্ম ধরে সাথে থাকবে জগতের মানুষ বলে খালি হাতে এসেছি, খালি হাতে যেতে হবে। কিন্তু তোমরা কী বলবে ? তোমরা নেশার সাথে বলে থাকো আমরা আত্মারা বাবার থেকে প্রাপ্ত খাজানাতে ভরপুর হয়ে যাব এবং অনেক জন্ম ভরপুর থাকব। ২১ জন্ম পর্যন্ত এই গিফ্ট সাথে থাকবে। এইরকম গিফ্ট কখনো দেখেছো ? তিনি বিদেশেরই কোনো রাজা বা রানী হোন না কেন, এই রকম গিফ্ট তারাও কী দিতে পারেন ? পুরো সিংহাসনও যদি দিয়ে দেয়, অফার করে যে, এই রাজ সিংহাসন তোমার ! তোমরা কী করবে, নেবে ? বাবার হৃদয় সিংহাসনের কাছে এই সিংহাসন কী ? সেইজন্য তোমরা সবাই নেশায় থাকো, নেশা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক নেশা। এই রুহানী নেশাতে যারা থাকে তাদের তো কোনো চিন্তার কিছুই থাকে না, নিশ্চিত বাদশাহ হয়ে যায়। এখনকারও বাদশাহ আর ভবিষ্যতেও রাজত্ব প্রাপ্ত করে থাকো। সেইজন্য বড়'র থেকে বড় আর সবথেকে সেরা হল এই নিশ্চিত বাদশাহী। কোনো ফিকর অর্থাৎ চিন্তা আছে কী ? আর প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছে সন্তানাদিদের জন্য কোনো চিন্তা রয়েছে কী ? কুমারদের রান্না করা নিয়ে বেশী চিন্তা থাকে। কুমারীদেরও কী কোনো চিন্তা হয় ? চাকরির, যে ভালো একটা চাকরি যদি হয়ে যায়, চিন্তা হয় কী ? চিন্তা মুক্ত তাই না ? যার চিন্তা থাকবে সে নিশ্চিত বাদশাহীর মজা সে নিতে পারবে না। বিশ্বের রাজত্ব তো ২০ জন্ম হবে কিন্তু এই নিশ্চিত বাদশাহী আর হৃদয় সিংহাসন - এই একবারই এই যুগে প্রাপ্ত হয় এক জন্মের জন্য, তো এক এর মহত্ব হল কিনা !

বাপদাদা সদা বাচ্চাদেরকে এটাই বলেন - "ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ নিশ্চিত বাদশাহ"। ব্রহ্মা বাবা নিশ্চিত বাদশাহ হলেন, তখন কোন্ গান গাইলেন - "যা পাওয়ার ছিল তা পাওয়া হয়ে গেছে, আর কী কাজ বাকি আছে।" আর তোমরা কী করো ? সেবার কাজ বাকি রয়ে গেছে, কিন্তু সেও করাবনহার বাবা করাচ্ছেন আর করাতে থাকবেন। আমাকে করতে হবে - এই রকম ভাবলে বোঝা হয়ে যায়। বাবা আমাদের দ্বারা করাচ্ছেন - তাহলে তখন নিশ্চিত বাদশাহ হয়ে যাবে। নিশ্চয় রয়েছে

- এই শ্রেষ্ঠ কার্য হবেই হবে বা হয়ে আছে, সেইজন্য নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিত, বৈফিকর থাকে। এ তো কেবল বাচ্চাদেরকে বিজি রাখার জন্য সেবার একটা খেলা করাচ্ছেন। নিমিত্ত বানিয়ে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সেবার জন্য ফলের অধিকারী বানাচ্ছেন। কাজ বাবার, নাম বাচ্চাদের। ফল বাচ্চাদেরকে থাওয়ান, নিজে খান না। তাহলে বৈফিকর হলেন না ? সেবাতে সফলতার সহজ সাধন হল এটা - যিনি করাবার তিনি করাচ্ছেন। যদি "আমি করছি", তো আত্মার শক্তি অনুসারে সেবার ফল প্রাপ্ত হয়। বাবা করাচ্ছেন তো বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। কর্মের ফলও এতটাই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্ত হয়। তো সদা বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া নিশ্চিত বাদশাহী বা হাতের ওপরে স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্যের গডলী গিস্টকে স্মৃতিতে রাখো। বাবা আর গিস্ট দুইই যদি স্মরণে থাকে, তবে প্রতিটি দিন শুধু নয় প্রতিটি মুহূর্তই হল বড়'র থেকেও বড় মুহূর্ত, বড় দিন - এই রকম অনুভব করবে। জগতের মানুষ তো কেবল অভিনন্দন স্তোত্রপন করে কী বলে ? হ্যাপি থাকো, হেল্ডি ওয়েল্ডি থাকো.... বলে দেয়। কিন্তু বললেই হয়ে তো যায় না না ? বাবা তো এমন অভিনন্দন জানান, যার দ্বারা সদা কালের জন্য হেল্থ - ওয়েল্থ হ্যাপি বরদানের রূপে সাথে থাকে। কেবল মুখে বলে খুশী করে দেন না, বরং বানিয়ে দেন আর হয়ে ওঠাই হল বড়দিন পালন করা। কেননা অবিনাশী বাবার অভিনন্দনও তো অবিনাশীই হবে। তাই অভিনন্দন বরদান হয়ে যায়।

তোমরা কল্প বৃক্ষের কান্ড থেকে বেরিয়েছো। এগুলো সব হল শাখা। এই সব ধর্ম গুলি হল তোমাদের শাখা। কল্প বৃক্ষের শাখা। সেইজন্য বৃক্ষের প্রতীক রূপে খ্রীষ্টমাস ট্রি দেখানো হয়। সাজানো খ্রীষ্টমাস ট্রি দেখেছো তোমরা ? তাতে কী করা হয় ? (স্টেজে দুটো খ্রীষ্টমাস ট্রি সাজিয়ে রাখা ছিল) এতে কী দেখানো হয়েছে ? বিশেষ ভাবে ঝলমল করা অনেক গুলো বাগ্ন জ্বালিয়ে সাজানো হয়। ছোট ছোট বাগ্ন দিয়েই সাজানো হয়। এর অর্থ কী ? কল্প বৃক্ষের ঝিলমিল করা তোমরা আত্মারা আর যে সব ধর্ম পিতারা আসে, তারাও নিজের নিজের হিসেবে সতোপ্রধান হয়ে থাকে। সেইজন্য গোল্ডেন আত্মারা ঝলমলে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সেইজন্য এই কল্প বৃক্ষের প্রতীককে - অন্য ধর্মের শাখারাও প্রতি বছর তার প্রতীক হিসেবে উদযাপন করে। সমস্ত বৃক্ষের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার তিনি। কোন্ বাবা গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ? বাবা, ব্রহ্মাকে আগে রেখেছেন। সাকার সৃষ্টির আত্মাদের আদি পতি, আদিনাথ হলেন ব্রহ্মা। সেইজন্য তিনি গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। আদি দেবের সাথে তোমরাও রয়েছো না ! নাকি একা আদিদেব ? তোমরা আদি আত্মারা এখন আদি দেবের সাথেই রয়েছো আর আগেও সাথে থাকবে, এই নেশা আছে তো ? খুশীর গীত সব সময় গাইতে থাকো নাকি কেবল আজ গাইবে ?

আজ হল বিশেষ ভাবে ডবল ফরেনারদের দিন। তোমাদের জন্য রোজ বড়দিন নাকি কেবল আজই ? চতুর্দিকের দেশ-বিদেশের বাচ্চারা কল্প বৃক্ষে ঝলমলে তারাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সুস্ক্র রূপে তো সকলে মধুবনে পৌঁছেই গেছো। তারাও সবাই আকারী রূপে মিলিত হচ্ছে। তোমরা সাকারী রূপে মিলন উদযাপন করছো। সকলের মন বাবার গডলী গিস্টকে দেখে খুশীতে নাচছে। বাপদাদাও সকল সাকার রূপ আর আকার রূপধারী বাচ্চাদেরকে 'সদা হর্ষিত ভব' র অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সদা দিলখুশ মিঠাই খেতে থাকো আর প্রাপ্তির গীত গাইতে থাকো। ড্রামা অনুসারে ভারতের ভাই বোনাদের বিশেষ ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। আচ্ছা !

সকল টিচার্স বড় দিন পালন করেছো নাকি রোজ পালন করো ? বড় বাবা আর তোমরাও হলে বড়, সেইজন্য জগতের মানুষ বড়দিনে তারই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এতেও তোমরা বড়রা, ছোট ভাইদেরকে উৎসাহ প্রদান করে থাকো। সব টিচার্স তোমরা নিশ্চিত বাদশাহ তো ? বাদশাহ অর্থাৎ সদা নিশ্চয় আর নেশায় স্থিত থাকা। কেননা নিশ্চয় বিজয়ী বানায় আর নেশা খুশীতে সদা উঁচুতে ওড়ায়। তাহলে নিশ্চিত বাদশাহই হয়েছে তো ? কোনো চিন্তা আছে কী ? সেবা কীভাবে বৃদ্ধি পাবে, ভালো ভালো জিজ্ঞাসা কী জানি কবে আসবে, কতদিন ধরে সেবা করে যেতে হবে - এ'সব চিন্তা ক'রনা তো ? অ-চিন্ত হলেই সেবা বৃদ্ধি পাবে, চিন্তা করলে বাড়বে না। অ-চিন্ত হয়ে বুদ্ধিকে ফ্রি রাখলে তবেই বাবার শক্তি সহায়তার রূপে অনুভব করবে। চিন্তা করতেই বুদ্ধিকে বিজি রাখলে টাচিং, বাবার শক্তি গ্রহণ করতে পারবে না। বাবা আর আমি - কস্মাইন্ড, করাবনহার আর করার নিমিত্ত আমি আত্মা। একে বলা হয় - 'অ-চিন্ত অর্থাৎ এক এরই চিন্তা'। শুভ চিন্তনে যে থাকে তার কখনোই চিন্তা হয় না। যেখানে চিন্তা রয়েছে, সেখানে শুভ চিন্তন নেই আর যেখানে শুভ চিন্তন নেই সেখানে চিন্তা রয়েছে। আচ্ছা !

চতুর্দিকের গডলী গিস্টের অধিকারী, বড়'র থেকে বড় বাবার বড়'র থেকে বড় ভাগ্যবান আত্মারা, আদি পিতার সদা সাক্ষী আদি আত্মারা, সদা বড়'র থেকেও বড় বাবার দ্বারা ভালোবাসার অভিনন্দন, অবিনাশী বরদান প্রাপ্তকারী সর্ব সাকারী রূপধারী আর আকারী রূপধারী - সকল বাচ্চাদেরকে দিলখুশ মিঠাই এর সাথে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

পুনা - বিদর গ্রুপ : রোজ অমৃতবেলায় দিলখুশ মিঠাই খাও ? যে প্রতিদিন অমৃতবেলায় দিলখুশ মিঠাই খায়, সে নিজেও সারা দিন খুশী থাকে আর অন্যরাও তাদেরকে দেখে খুশী হয়ে যায়। এ হল এমন পুষ্টিকর আহার যে, যেরকম পরিস্থিতিই আসুক না কেন, দিলখুশ পুষ্টিকর আহার পরিস্থিতিকে ছোট বানিয়ে দেয়, পাহাড়কে তুলো বানিয়ে দেয়। এতখানি শক্তি আছে এই খাবারে। যেমন শরীরের দিক থেকেও যে স্বাস্থ্যবান বা শক্তিশালী হবে, সে সকল পরিস্থিতিকে সহজেই পার করে যাবে আর যে দুর্বল হবে, সে ছোট্ট একটু কথাতেই ঘাবড়ে যাবে। দুর্বলের কাছে পরিস্থিতি বড় হয়ে যায় আর শক্তিশালীর কাছে পরিস্থিতি রুপী পাহাড় তুলোর মতো হয়ে যায়। তাই রোজ দিলখুশ মিঠাই খাওয়া মানে সদা দিলখুশ থাকা। এই অলৌকিক খুশীর দিন কত স্বপ্ন। দেবত্বের খুশী আর ব্রাহ্মণদের খুশীর মধ্যে ফারাক রয়েছে। এই ব্রাহ্মণ জীবনের পরমাত্ম-খুশী, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি দেবত্ব জন্মে থাকবে না। সেইজন্য এই খুশী যত চাও উদযাপন করো। রোজ মনে করো আজ হল খুশী পালনের দিন। এখানে আসার পরে খুশী বেড়ে গেছে না ! এখান থেকে নীচে নেমে গেলে কম হয়ে যাবে না তো ? উড়তি কলা এখন রয়েছে, এরপরে তো যত পেয়েছো ততই খেতে থাকবে। তাই সদা এটা স্মৃতিতে রাখো যে, আমরা দিলখুশ মিঠাই খাই আর অন্যদেরকেও খাওয়াই। কেননা যত দেবে ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দেখো, খুশীতে ভরা চেহারা সকলের ভালো লাগে আর কোনো দুঃখ অশান্তিতে কুঁকরে থাকা চেহারা যদি হয়, সেটা তো কারো ভালো লাগবে না, না ! যখন অন্যদের ভালো লাগবে না, তখন নিজেরও তো ভালো না লাগার কথা। অতএব সর্বদা হাসিখুশী মুখে সেবা করতে থাকো। মাতা'রা এই রকম সেবা করো ? বাড়ির লোকজন যা দেখে খুশী হয়ে যায় ? এই জ্ঞানকে কেউ যদি খারাপও মনে করে তবুও হাসিখুশীমাথা জীবনকে দেখে তাদেরও মনে হবে যে, এরা কিছু তো পেয়েছে, তার বলেই এত খুশীতে থাকতে পারে। বাইরে থেকে যতই অভিমান থেকে বলুক, কিন্তু মনে মনে তারা অনুভব করে এবং শেষ পর্যন্ত তো তাদের ঝুকতেই হবে। আজ তারা গাল দিচ্ছে, কাল তারা চরণে পড়বে। কোন্ চরণে পড়বে ? "অহো প্রভু" বলে নত অবশ্যই হবে। তো এইরকম স্থিতি হবে তবে তো নত হবে, তাই না ? কেউ যখন কারো কাছে নত হয়, নিশ্চয়ই তার মধ্যে বড় কোনো ব্যাপার থাকে, কোনও বিশেষ কিছু থেকে থাকবে - সেই বিশেষত্বের কাছে নত হয়। নিশ্চয়ই দেখতে পায় -

এনার মতো জীবন আর কারোরই নয়, সদা খুশীতে থাকেন। কেঁদে ফেলার মতো পরিস্থিতিতেও খুশীতে থাকে, মন খুশীতে থাকে। বিনা কারণে হাসতে থেকো না, মন থেকে খুশীতে থাকো। পান্ডব কী মনে করো ? এই রকম অনুভব অন্যরা করতে পারছে নাকি এখনও পর্যন্ত কম দেখা যাচ্ছে কী ?

যারা হাসিখুশী মেজাজের, তারা নিজেদের চেহারার দ্বারা অনেক সেবা করে থাকে। মুখে কিছু বলুক বা না বলুক, তাদের চোখ মুখের হাবভাব, জ্ঞানের আধারে নির্মায়মান চরিত্রকে তারা স্বতঃই প্রত্যক্ষ করবে। সুতরাং এটাই স্মরণে রাখবে যে, দিলখুশ মিঠাই খেতে হবে আর অন্যদেরকেও খাওয়াতে হবে। যে নিজে খায়, সে অন্যকেও না খাইয়ে থাকতে পারে না। আচ্ছা !

বেলগাম - সোলাপুর গ্রুপ : নিজের এই শ্রেষ্ঠ জীবনকে দেখে প্রফুল্লিত হও ? কেননা এই জীবন হল হীরে তুল্য জীবন। হীরের তো অনেক মূল্য, তাই না ? তো এই জীবনকে এতখানি অমূল্য মনে করে প্রতিটা কর্ম করো ? ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ অলৌকিক জীবন। অলৌকিক জীবনে সাধারণ আচরণ হতে পারে না। যে কোনো কর্মই করো, তা যেন অলৌকিক হয়, সাধারণ নয়। অলৌকিক কর্ম তখনই হয়, যখন অলৌকিক স্বরূপের স্মৃতি থাকে। কেননা যেমন স্মৃতি হবে তেমনই স্থিতি হবে। স্মৃতিতে থেকে - 'এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়।' তাহলে বাবার স্মৃতি সদা সমর্থ বানিয়ে দেবে। সেইজন্য কর্মও শ্রেষ্ঠ অলৌকিক হয়ে থাকে। সারা দিন যেমন অস্ত্রানী জীবনে আমার-আমার করতে থাকতে, এখন সেটাই আমার বাবা'র দিকেই নিযুক্ত করে দিয়েছ তাই না ? এখন অন্য সব আমার-আমার সমাপ্ত হয়ে গেছে । ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ সব কিছু তোমার করে দেওয়া। এই ভুল করে ফেল না তো যে - আমার'কে তোমার তোমার'কে আমার - বানিয়ে দাও না তো ? যখন কোনো স্বার্থ থাকবে তখন বলবে - আমার আর কোনো স্বার্থ না থাকলে তখন বলবে তোমার। আমার যদি বলতে হয় বলো - "আমার বাবা"। বাকি সব আমার-আমার ত্যাগ করে এক আমার। এক আমার বললে সব পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, বোঝা নেমে যাবে। নাহলে গৃহস্থ জীবনে বোঝার শেষ নেই। এখন হাল্কা ডবল লাইট হয়ে গেলে, সেইজন্য তোমরা হলে সদা উড়তে থাকা। উড়তি কলা ব্যতীত থেমে থেমে চলা কলাতে থেমে যেও না। সদাই উড়তে থাকো । বাবার নিজের করেছেন - সদা এই খুশীতে থাকো।

বরদান:- জ্ঞানের সাথে সাথে গুণ গুলিকে ইমার্জ করে নম্বর ওয়ান হতে যাওয়া সর্বগুণ সম্পন্ন হও
বর্তমান সময়ে নিজেদের মধ্যে বিশেষ কর্মের দ্বারা গুণ দাতা হওয়ার আবশ্যিকতা রয়েছে । সেইজন্য জ্ঞানের সাথে সাথে গুণ গুলিকে ইমার্জ করো। এই সংকল্পই করো যে, আমাকে সদা গুণ মূর্তি হয়ে সবাইকে

গুণ মূর্তি বানানোর বিশেষ কর্তব্য করাই যদি হয়, তবে ব্যর্থ দেখার, শোনার কিম্বা করার জন্য অবকাশই থাকবে না। অন্যকে দেখার পরিবর্তে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে প্রতিটি সেকেন্ড গুণের দান করে যাও, তাহলে সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার আর বানানোর একজাম্পল হয়ে নম্বর ওয়ান হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সাইলেন্সের পাওয়ারের দ্বারা নেগেটিভকে পজেটিভে পরিবর্তন করাই হল মনসা সেবা।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন - এই পরমাত্ম ভালোবাসা এমন সুখদায়ী ভালোবাসা, যে ভালোবাসাতে এক সেকেন্ডের জন্যও যদি হারিয়ে যাও, তবে অনেক দুঃখ ভুলে যাবে আর চিরকালের জন্য সুখের দোলায় ঝুলতে থাকবে। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রেম-পূর্বক মুরলী শোনো এবং শোনাও, জ্ঞান-রত্নের দ্বারা নিজের ঝুলি ভরপুর করো, তবেই ভবিষ্যতে রাজ্য অধিকারী হবে"

*প্রশ্নঃ - শিববাবাকে ভোলানাথ কেন বলা হয় ?

*উত্তরঃ - কারণ শিববাবা সমস্ত বাচ্চাদের দুর্ভাগ্যকে এক সেকেন্ডে (সৌভাগ্যে পরিণত করেন) তৈরী করে দেন। কথিত আছে, রাজা জনকের এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাই একজন জনকের কথা নয়, তোমাদের সকলকে বাবা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দিয়ে দেন। ভারতের দুর্ভাগ্যকেও সৌভাগ্যে পরিণত করে দেন। দুঃখী বাচ্চাদের সদাকালের জন্য সুখী করে দেন, সেইজন্য ঔনাকে সকলেই ভোলানাথ বলে স্মরণ করে। শঙ্করকে ভোলানাথ বলা যাবে না।

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ বাবার বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ডায়রেকশন হলো এই যে ভোলানাথের স্মরণে থাকো। মানুষকে ভোলা বলা যায় না। ভোলানাথ শিববাবাকেই বলা হবে। শঙ্করকেও ভোলানাথ বলতে পারবে না। যিনি দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করেন বা দুঃখীকে সুখী করে দেন তাঁকেই ভোলানাথ বলা হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যও হয় ভারতবাসীদের, তাই ভারতের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণতকারীও অবশ্যই ভারতেই আসবে, তাই না! দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করার যুক্তি সেকেন্ডে বলে দেন। জনককেও যুক্তি বলে দিয়েছিলেন। কোনো একজনের দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হয় না। যদি জনকের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করে থাকেন আর উনি জীবনমুক্তি পেয়ে থাকেন তবে তো অবশ্যই ওনার রাজধানী থাকবে। ওনার সঙ্গে অনেকের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ভারতবাসীরা এও জানে যে ভারত জীবন্মুক্ত ছিল। জীবনমুক্ত বলা হয় স্বর্গকে, জীবনবন্ধ বলা হয় নরককে। এ হলো রাজযোগ। রাজযোগের দ্বারা রাজত্ব স্থাপিত হয়। এক জনকের কথা নয়। ভগবান যখন রাজযোগ শিখিয়েছেন তখন রাজত্বও দিয়েছেন। বরাবরই দেখা যায় যে সত্যযুগের লক্ষ্মী-নারায়ণ কীভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত করেছিলেন। এখন হলো কলিযুগ। প্রজার উপর প্রজার রাজ্য স্থাপিত হয়ে গেছে। এ হলো পঞ্চায়েতী রাজ্য। এর পর আসে সত্যযুগ। তোমরা জানো -- লক্ষ্মী-নারায়ণ পূর্বজন্মে এইরকম কর্ম করেছিল তবেই সূর্যবংশীয় রাজত্ব প্রাপ্ত করেছে। তারপর হলো চন্দ্রবংশ। সে তো রাজ্য স্থানান্তরিত হয়। তোমরা জানো -- গীতা হলো সর্বোত্তম ধর্ম শাস্ত্র, যার দ্বারা তিন ধর্ম স্থাপিত হয়। আর প্রত্যেক ধর্মের একটি করেই শাস্ত্র হয়। সঙ্গমেরও একটিই শাস্ত্র। মহিমাও গীতারই করা হয়, যার দ্বারা সকলের সন্নতি হয়ে যায়। তাহলে সন্নতি প্রদানকারী হলেন একজনই। গীতায় বরাবরই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের বর্ণনা রয়েছে, যার দ্বারা এই পুরোনো নরকের বিনাশ হয়ে যায় আর স্বর্গের স্থাপনাও হয়। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার মতন কোনো কথাই নেই। বাবা বুঝিয়েছেন -- সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে যে বিশ্বে স্বর্গ স্থাপনকারী অবশ্যই বিশ্বের মালিকই হবেন। তিনি হলেন সকলের পিতা পুনরায় বিশ্বের মালিক হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাদের অবশ্যই শিববাবাই রাজ্য দিয়েছেন। এখন হলো কলিযুগ। ভারত হলো কড়িতুল্য, ঋণ বেড়েই চলেছে সেইজন্য সোনা নেওয়ার(জমা করা) ব্যবস্থা করে থাকে। ভারত পুনরায় কিভাবে হীরেতুল্য হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্তি হয়েছে, তাই না! বাচ্চারা, তোমরা এও জানো - গালি তো খেতেই হবে। ভারতে দেবতারাও গালি খেয়েছেন (মানহানি হয়েছে) আর অন্যান্য দেশীয়রা প্রচুর মহিমা কীর্তন করে থাকে, তারা জানে যে এরাই প্রাচীন ভারতের মালিক ছিলেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখছো। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে যারা বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন তাদেরই খুশি বজায় থাকবে। বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন তারাই যারা নিজেরা ধারণ করে আর তারপর অন্যদেরকেও ধারণ করায়। এইরকম মনে করো না ওখানে সংসঙ্গাদিতে তো ৫-১০ হাজার মানুষ রোজ যায়, এখানে এত আসে না। ভক্তি তো অবশ্যই বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। ওদের থেকেই এই কলম লাগতে থাকবে। যারা কল্প-পূর্বে বুঝেছিল তারাই এইসমস্ত কথা বুঝতে পারবে। লোকেরা তো কথা শোনাতে থাকে আর শ্রবণকারী শুনে ঘরে চলে যায়, ব্যস। এখানে তো কত পরিশ্রম করতে হয়। পবিত্রতার উপর কত গোলমাল হয়। গভর্নমেন্টও কিছু করতে পারে না। এই পান্ডব গভর্নমেন্ট হলো গুপ্ত। একটি নাম আছে আন্ডারগ্রাউন্ড সেনা। তোমরা শক্তিসেনারা হলে গুপ্ত। তোমাদের কেউ বুঝতে পারে না। তোমরা হলে অহিংস শক্তিসেনা, এর অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। গীতার শব্দ গুলির অর্থ বুঝতে পারে না। বাবা স্বয়ং বলেন - এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যেও এই জ্ঞান থাকে না। আমি যে এই জ্ঞান শুনিয়ে রাজধানী স্থাপন করি, তা কারোর বুদ্ধিতে নেই। এই বাবাও গীতা ইত্যাদি পড়তেন। কিন্তু এইসমস্ত কথা বুদ্ধিতে ছিল নাকি! এখন দেখ, সেন্টার্সও কত খুলে যাচ্ছে। প্র্যাকটিক্যালি পবিত্রতার উপরেই বিঘ্ন পড়ছে। পূর্বেও পড়ত। ওই (পার্শ্ব জগতের পাঠশালা) গীতা

পাঠশালাগুলিতে বিদ্বের কোনো কথাই থাকে না। এখানে তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়ে যাও। এই শব্দ গীতাতেও নেই। এও বোঝার মতন কথা। প্রজাপিতার সন্তান, প্রত্যেক মানুষই হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, না কেবল ভারতবাসীরাই, কিন্তু সকলেই হলো সমগ্র সৃষ্টির মানুষ। সকলেই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অ্যাডম বলে থাকে। তারা জানে যে তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম প্রধান (প্রথম/আদি পুরুষ)। মানবতার (হিউম্যানিটি) স্থাপনাকার। এরকম নয় যে সৃষ্টি হয়ই না তারপর ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে, ওঁনার মুখ দ্বারা মানুষ রচনা করা হয়েছে। না, যদি কোনও মানুষ না থাকে তবে তো মুখবংশীয়দেরও জন্ম হতে পারে না। না হতে পারে ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত, না ব্রহ্মা গর্ভজাত। সবই হলো সৃষ্টি, তারই কলম লাগানো হয়ে থাকে। এ হলো নতুন নতুন বুঝবার মতন কথা। কারোর বুদ্ধিতে বসতে সময় লাগে। কেউ তো এক মাসেই দাঁড়িয়ে যায়। যেমন দেখ, ব্যাঙ্গালোরের কন্যা অঙ্গনার কত নেশা চড়ে ছিল। আমার কাছে থাকা ২০ বছরেরও সেই নেশা নেই। খুশিতে নাচ করতো। ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়েছে, খুশির কথা, তাই না! ভগবান এসে মায়ার থেকে রক্ষা করে। তারপর স্বর্গের রাজস্ব স্থাপন করেন। বাবা অত্যন্ত পরিষ্কার করে বোঝান। বাচ্চারা, আমি এই সাধারণ শরীরে তোমাদের সেই সহজ রাজযোগ আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শেখাই। তোমরা বলতে পারো - আসুন তাহলে আমরা আপনাদেরকে সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগের অন্ত পর্যন্তের হিস্ট্রি শোনাই যে এখন পুনরায় কীভাবে সত্যযুগ আসবে। অবশ্যই শিক্ষা প্রদানকারীরও থাকা উচিত। আমাদের শেখান তবেই তো আমরা বোঝাতে পারি, তাই না! এছাড়া যারা গীতা শোনায়, তাদের থেকে আপনারা অনেক শুনছেন। ভাষণ অনেক হতে থাকে। কিন্তু তারা এই ধর্মের না হওয়ার কারণে এইদিকে আকৃষ্ট হয় না। যখন তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে তখন বৃদ্ধি হবে। ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। এ তো জানা রয়েছে - ভারত কত কাঙ্গাল। ক্ষুধায় অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। দুঃখী হয়ে যায়। ভগবানের ভক্তি করে, বলে এসে দুঃখ থেকে মুক্ত করো। বাচ্চারা, তোমরা জানো সুখী সৃষ্টি কখন হয়। বাচ্চারা, এখানে অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দ্বারা তোমাদের ঝুলি ভরপুর হচ্ছে। আগে তো সব শুনতে-শোনাতে কিন্তু এতে ঝুলি ভরপুর করার প্রশ্ন নেই। এখন কেবল তোমাদের ঝুলি ভরপুর হচ্ছে আর যারা টেপ শুনবে বা মুরলী পড়বে বা শুনছে তারাও ঝুলি ভরপুর করছে। তোমরা হলে শিব শক্তিসেনা, ভারতের ঝুলি পরিপূর্ণকারী। ভারত অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হয়ে যাবে। কিন্তু যারা ঝুলি ভরপুর করে, রাজ্য তো কেবল তারাই করবে, তাই না! ভারত সোনার পাখি ছিল, পুনরায় হয়ে যাবে। সকলেই সুখী থাকবে। কিন্তু ভারতে কত কোটি মানুষ রয়েছে, এত সব তো ওখানে থাকবে না। যে ঝুলি ভরপুর করে নেয়, রাজ্য-ভাগ্য তো সেই নেবে। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কথাই নেই যে কীভাবে হবে। আরে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখ না! এনারা সত্যযুগের মালিক, তাই না! স্বর্গের রচয়িতা হলেন শিববাবা আর এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন সত্যযুগের মালিক। অবশ্যই পূর্বজন্মে পুরুষার্থ করেছে। আগের জন্ম ছিল সঙ্গমে। সঙ্গম কল্যাণকারী, তাই না! কারণ সঙ্গমযুগেই দুনিয়া বদল হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই কলিযুগ আর সত্যযুগের মাঝেই জ্ঞান প্রদান করেছেন। তেমনই এখন পুনরায় দিচ্ছেন। কেউ আবার বলে যে নিরাকার পরমাত্মা কীভাবে এসে রাজযোগ শেখাবেন। তখন তোমরা ত্রিমূর্তি দেখাও। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা.....তাহলে যিনি স্থাপনা করবেন তিনিই পালনাও করবেন। যেমন থ্রাইস্ট স্থাপনা করেছেন, তারপর পালনার জন্য পোপও অবশ্যই ওনাকেই হতে হবে। ফিরে তো কেউ-ই যেতে পারে না। লালন-পালনও অবশ্যই করতে হবে। পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে, নাহলে সৃষ্টি বৃদ্ধি হবে কীভাবে। যখন সত্যযুগ-ত্রৈতায় প্রথমে দেবতাদের রাজ্য ছিল তাহলে সবচেয়ে অধিক জনসংখ্যা এঁদেরই হওয়া উচিত। তাহলে খ্রীস্টানদের অধিক কেন? তবে তো লক্ষ-লক্ষ বছরেরও কোনো কথা নেই। এসমস্ত কথা বুঝবে সে-ই যে এই ঘরানার (কুলের) হবে। অন্যদের তীর লাগবে না। এ হলো জ্ঞানের তীর, তাই না! বাবা বলেন, যদি কাউকে নিয়েও আসো তাহলে জ্ঞান-বাণ বিদ্ধ করে এনো। ব্রাহ্মণ কুলের হলে তীর বিঁধবে। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে -- যুদ্ধে যাদব-কৌরব মারা গেছে, পান্ডবেরা ৫ জন ছিল। পরে হিমালয়ে গিয়ে পচে-গলে মারা গেছে। এখন এইরকম তো হতে পারে না। গায়নও আছে যে জীব-ঘাতক, মহা-পাতক। আত্মার কখনো ঘাত(হত্যা) হয় না। আত্মা স্বয়ং গিয়ে শরীরের হত্যা বা বিনাশ করে। এখন পান্ডব, যাদের শ্রীমৎ প্রদানকারী ছিলেন পরমাত্মা তারা পাহাড়ে গিয়ে পচে-গলে মারা যায়, এ তো হতে পারে না। আচ্ছা, তারা তো ৫ পান্ডব ছিল। বাকি আর পান্ডবেরা কোথায় গেল? সৈন্যদল তো দেখানো হয়নি। তোমরা জানো, বিনাশ কীভাবে হবে। তোমরা দেখবেও। বাচ্চারা, তোমাদের সাক্ষাৎকারও হবে। শুরুতে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হতো। কখনও লক্ষ্মীকে, কখনও নারায়ণকে আমন্ত্রণ জানাতে। কত সাক্ষাৎকার হতো তারপর শেষসময়ে যখন হাহাকার হবে তখন পুনরায় তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে। গোলমাল হবে আর বাচ্চারা, তোমরা এসে এখানে একত্রিত হবে। সেইজন্য মধুবনে অনেক ঘর-বাড়ী তৈরী হতেই থাকে। বাচ্চারা, তারপর তোমরা এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আনন্দিত হতে থাকবে। কিন্তু এ মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয় যে সকলেই এখানে চলে আসবে। যে সুপুত্র বাবার সাহায্যকারী হবে তারাই আসবে। যদি পান্ডবদের গলে যাওয়ার কথা থাকত তাহলে ঘর কেন তৈরী করেছিল! কোনো কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে তখন বিশিষ্ট অনন্য (বিশিষ্ট) বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করতে পারো। নাহলে এই ব্রহ্মাবাবা বসে রয়েছেন। ইনি (ব্রহ্মা) বলতে না পারলে তখন বড় বাবা (শিববাবা) বসে আছেন। এ তো বোঝানো হয়েছে নাকি এখনও

বোঝার অনেককিছু বাকি আছে ? সমগ্র চক্রের রহস্য বাবা বুঝিয়ে থাকেন। কত পয়েন্টস্ বেরিয়ে আসতে থাকে। এখনও সময় পড়ে রয়েছে তাহলে অবশ্যই আরো বোঝাতে হবে। কিন্তু প্রথমে অবশ্যই মুখ্য এই কথা লেখাতে হবে, একদম রক্ত (অন্তর থেকে) দিয়ে লেখাতে হবে যে আমাদের নিশ্চয় রয়েছে যে অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। এইরকমও নয় যে লিখলেই বদলে যায়। বলে যে আমরা তো এমনিই লিখে দিয়েছি। বেশি-বেশি করে কারোর কাছে মাথা কুটতে যেও না। বলো ভগবানুবাচ -- আমরা ভগবান শিববাবাকেই মানি। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সৎ-চিৎ। ওঁনার নিজের শরীর তো নেই। তাহলে অবশ্যই সাধারণ শরীরের আধার নেবেন, তাই না! তাই সর্বপ্রথমে বাবা বলেন -- মামেকম্ স্মরণ করো। দেহের সর্ব ধর্মকে পরিত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর আমার কাছে চলে আসবে, আর চক্রকে স্মরণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। বাবা কত মিষ্টি আর দেখো, বানানও কত মিষ্টি। সত্যযুগের যে সকল নিদর্শন রয়েছে তা পুনরায় রিপীট অবশ্যই হবে। কলিযুগও রয়েছে। এখন তোমরা রাজযোগ শিখছ, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর কি প্রমাণ দেব। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান হতে হবে। ভগবান এসে মায়ার থেকে আমাদের রক্ষা করেন, এই খুশিতেই থাকতে হবে।

২) কোনো কথায় বিভ্রান্ত হবে না, সুপুত্র হয়ে সম্পূর্ণরূপে বাবার সাহায্যকারী হয়ে উঠতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রহ্মাবাবার সংস্কারকে নিজের মধ্যে ধারণকারী স্ব-পরিবর্তক তথা বিশ্ব-পরিবর্তক ভব যেমন ব্রহ্মাবাবা নিজের যে সংস্কার তৈরী করেছেন, তা অন্তিম সময়ে সকল বাচ্চাদের স্মরণ করাবে -- নিরাকারী, নির্বিকারী এবং নিরহঙ্কারী -- তাই ব্রহ্মাবাবার এই সংস্কারই ব্রাহ্মণদের ন্যাচারাল সংস্কার হোক। সদা এই শ্রেষ্ঠ সংস্কারকেই সামনে রাখো। সারাদিনে প্রতিটি কর্মের সময় চেক করো যে, তিনটি সংস্কারই ইমার্জ রূপে রয়েছে ? এই সমস্ত সংস্কার ধারণ করলে স্ব-পরিবর্তক তথা বিশ্ব-পরিবর্তক হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- যদি অব্যক্ত স্থিতি তৈরী করতে হয় তবে চিত্রকে (দেহ) না দেখে চৈতন্য (আত্মা) আর চরিত্রকে দেখো।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

বাচ্চারা, তোমাদের প্রতি বাবার এত ভালবাসা, যার জন্য জীবনের সুখ-শান্তির সব কামনাগুলি পরিপূর্ণ করে দেন। বাবা কেবল সুখই প্রদান করেন না বরং সুখের ভান্ডারের মালিক করে দেন। তার সাথে-সাথে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানার কলম দেন, যত চাও তত ভাগ্য গঠন করতে পারো - এটাই হলো পরমাত্ম প্রেম। এই প্রেমই সমাহিত হয়ে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা, ভোরবেলা উঠে খুব প্রেমের সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করো, বাবাকে স্মরণ করলে বাবাও ভালোবাসবেন, তোমাদেরও আকর্ষণ আসবে।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে মোরা সারা জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বার বার বোঝান - হে বাচ্চারা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো, এই শরীর আমার নয়, এও শেষ হয়ে যাবে, আমাদের বাবার কাছে যেতে হবে । জ্ঞানের এমন ফুর্তিতে থাকলে তোমাদের মধ্যে অনেক আকর্ষণ আসবে । তোমরা তো একথা জানো যে, এই পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে । এখানে তোমরা থাকবে না, তাই এই দেহের প্রতি মমত্ব যেন দূর হয়ে যায় । এই দেহে কেবল সেবার কারণেই আছে, এর প্রতি কোনো মমত্ব নেই । ব্যস্, এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই সপ্তমের সময়ও পুরুষার্থের জন্য খুবই আবশ্যিক । এখনই তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা ৮৪ র চক্র পরিক্রমা করেছি । বাবা বলেন, তোমরা কাজ - কারবার করো, কিন্তু গৃহস্থ জীবনে থেকেও বুদ্ধিতে এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে, এই সবকিছুই তো শেষ হয়ে যাবে, এখন আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবাও তো সর্বদা ঘরেই থাকেন, তাই না । যদিও তোমরা ৮ ঘন্টা কাজ - কারবারে লাগাও, ৮ ঘন্টা আরাম করো, বাকি সময় অসীম জগতের বাবার সঙ্গে এই বার্তালাপ করো, আন্তরিক কথোপকথন (রুহরিহান) করো ।

বাবার শ্রীমং হলো -- মিষ্টি বাচ্চারা, নিরন্তর স্মরণের যাত্রায় থাকো, যত স্মরণের যাত্রায় থাকবে, প্রকৃতি তোমাদের দাসী হবে । সন্ন্যাসীরা কখনো এ'সব মানতে চাইবে না । তারা তো যোগী, তাই না ! তাদের এই নিশ্চয় থাকে যে, আমাদের ব্রহ্মতে লীন হতে হবে । তারা খুব দৃঢ় থাকে, ব্যস্ তারা জানে যে, আমরা এই শরীর ত্যাগ করে চলে যাবো । তারা খুব পরিশ্রম করে । ভক্তিমার্গে কোনো ভক্ত দেবতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নিজে জীবঘাত পর্যন্ত করে । আত্মঘাত তো বলা হবে না, সে তো হয় না । জীবঘাত হয় । বাচ্চারা, তোমরা যোগে থাকো তাই তোমরা যেন অমর । তোমাদের কখনোই কোনো খেয়াল আসবে না যে, কিছু করে ফেলি, কিন্তু সেই অবস্থা যেন দৃঢ় থাকে । প্রথমে তো নিজের অন্তর মনে দেখতে হবে যে, আমাদের ভিতর কোনো কমতি বা দুর্বলতা নেই তো ? কমতি না থাকলে সেবাও ভালো করতে পারবে । ফাদার শো'জ সন, সন শো'জ ফাদার । বাবা তোমাদের উপযুক্ত করেছেন, আর বাচ্চারা, তোমাদের নতুনদের বাবার পরিচয় প্রদান করতে হবে । বাবা বাচ্চাদের হুঁশিয়ার করেই দিয়েছেন । বাবা জানেন যে, অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আছে যারা সেবা করে আসে । তাদের রাতদিন এই খেয়াল চলতে থাকে যে, আমি এর জীবন কীভাবে তৈরী করবো, এতে আমাদের জীবনেও উন্নতি হবে । এতে খুশীও হয়, প্রত্যেকেরই এই উৎসাহ থাকে যে, আমরা আমাদের গ্রামবাসীদের উদ্ধার করবো । আমাদের আত্মা ভাইদের সেবা করবো । বাবাও বলেন, চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম । বাবা বসে বাচ্চাদেরই শিক্ষা দেন যে, বাচ্চারা প্রথমে তোমাদের নিজেদের উন্নতি করতে হবে ।

বাবা জানেন যে, এ হল রুহানী কল্পবৃক্ষ, পূর্ব কল্পের মতোই । এ তো বৃক্ষ, তাই এতে সমস্ত (ধর্মের) সেকশন (বিভাগ) আছে । তোমরা ভবিষ্যতে সমস্ত সাক্ষাৎকার করবে, সবাই কীভাবে থাকে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সরণী (সিজরা) অবশ্যই আছে, তাই না । বুদ্ধিও বলে যে, ওখান থেকে আত্মারা নশ্বরের ক্রমানুসারে এখানে আসে । বাচ্চাদের তাই বিচার সাগর চলতে থাকা উচিত যে, এইভাবে আমরা সেবা করবো, এই করবো, ওই করবো, এর সাথে সাথে বাবার স্মরণও থাকা উচিত, এই স্মরণেই উন্নতি হয় । বাবা বলবেন, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে যা অতীত হয়েছে, সে সবই ঠিক ।

প্রিয় বাচ্চারা, ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে যোগবলের শক্তি এসে যাবে । তখন তোমরা কাউকে অল্প কিছু বোঝালেই তারা চট করে বুঝে যাবে । এও তো জ্ঞান বাণ, তাই না । বাণ লাগলে তো ঘায়েল করে দেয় । প্রথমে ঘায়েল হয়, তারপর বাবার হয়ে যায় । তাই তোমাদের একান্তে বসে যুক্তি বের করা উচিত । এমন নয় যে, রাতে ঘুমিয়ে পড়লে আর ভোরবেলা উঠে পড়লে, তা নয় । ভোরবেলা উঠে বাবাকে খুব প্রেমের সঙ্গে স্মরণ করা উচিত । রাতেও বাবার স্মরণে ঘুমানো উচিত । বাবাকে স্মরণ না করলে বাবা তখন কীভাবে ভালোবাসবেন । আকর্ষণই হবে না । যদিও বাবা জানেন যে, ড্রামাতে সব প্রকারেরই নশ্বরের ক্রমানুসারে তৈরী হবে, তবুও চুপ করে তো আর বসে থাকা যায় না । পুরুষার্থ তো করতেই হবে, তাই না । বাচ্চাদের ড্রামা বলে থেমে গেলে চলবে না, নাহলে অস্তিম সময়ে অনেক অনুতাপ করতে হবে, আমরা এমন কেন করলাম ! মায়ার বশীভূত হয়ে গেলাম । বাবার তো দয়া অনুভব হয় । শুধরে না গেলে তাদের কি গতি হবে, কাঁদবে, মার

থাবে, সাজা ভোগ করবে, তাই বাবা বাচ্চাদের বার বার শিক্ষা দেন যে, বাচ্চারা তোমাদের পারফেক্ট হতে হবে। বার বার নিজের চেকিং করতে হবে। প্রত্যেক বাচ্চাদের নিজেদের জিঞ্জেস করতে হবে যে, বাবার থেকে আমরা সবকিছুই পেয়েছি, তাও আমার মধ্যে কি কমতি আছে? নিজের অন্তর মনে উঁকি মেরে দেখতে হবে। নারদকে যেমন জিঞ্জেস করা হয়েছিলো যে, নিজেকে লক্ষ্মীকে বরণের উপযুক্ত মনে করো কি? বাবাও তোমাদের জিঞ্জেস করেন, তোমরা লক্ষ্মীকে বরণের উপযুক্ত হয়েছে কি? তোমাদের কি কি দুর্বলতা থেকে গেছে, যা দূর করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। নতুন নতুন বাচ্চাদেরও বোঝানো হয় যে - বলো, তোমাদের মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই তো? কেননা তোমাদের এখনই পারফেক্ট হতে হবে, বাবা আসেনই তোমাদের পারফেক্ট করতে। তাই নিজের অন্তর মনকে প্রশ্ন করো, আমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো পারফেক্ট হয়েছি কি? যদি কোনো কমতি থাকে তাহলে বাবাকে বলে দেওয়া উচিত যে, এই এই দুর্বলতা আমাদের থেকে দূর হচ্ছে না, এর কোনো উপায় বলে দাও। রোগ তো সার্জেন দ্বারাই দূর করা হয়। তাই সত্যতার সঙ্গে, স্বচ্ছতার সঙ্গে দেখো, আমার মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে! এই দুর্বলতা বলে দিলে বাবা রায় দেবেন। অনেকের মধ্যেই দুর্বলতা আছে। কারোর মধ্যে ক্রোধ থাকলে, লোভ থাকলে বা অপ্রয়োজনীয় চিন্তন থাকলে তার জ্ঞানের ধারণা হতে পারবে না। বাবা রোজ রোজ বোঝান, যদিও এতো বোঝানোর দরকার নেই, কারণ এ হলো ধারণ করার বিষয়। পাঁচ বিকার জয় করার কথা এখনই। তোমাদের মধ্যে কোনো ভূত অর্থাৎ বিভ্রান্ত বুদ্ধি নেই, এই জন্ম - জন্মান্তরের ভূত অর্থাৎ পাঁচ বিকার অন্দরে রয়ে গিয়েছে, যা তোমাদের দুঃখী করেছে। কাম ভূতের জন্য তো রোজ বোঝানো হয়। এই চোখ অনেক ধোঁকা দেয়, তাই আত্মাকে দেখার অভ্যাস খুব ভালোভাবে করা উচিত। আমি আত্মা, আর এও আত্মা। তোমরা আত্মারা তো ভাই - ভাই, তাই না। তাই এই শরীরকে দেখবে না। আমরা আত্মারা সবাই ঘরে ফিরে যাবো। বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য, বাকি এটা দেখতে হবে যে, আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন হয়েছি কি? কোন গুণ কম আছে? আত্মাকে দেখে বলে দেওয়া যায় যে, এই আত্মার মধ্যে এই গুণ কম আছে, তখন বসে কারেন্ট দেওয়া উচিত যাতে তার মধ্যে থেকে সেই অসুখ দূর হয়ে যায়। বাচ্চাদের বাবার সঙ্গে খুব মিষ্টি - মিষ্টি কথা বলা উচিত - বাবা আপনি এমন! বাবা আপনি কতো মিষ্টি। তাই বাবার স্মরণে, বাবার মহিমা করলে এই ভূত দূর হতে থাকবে আর তোমাদের খুশীও থাকবে।

তোমরা জানো যে, এই বৃক্ষের ঝাড় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। মায়া তো চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে, মায়ার ছায়া এমন পড়ে যে একদম হারিয়ে যায়। বাবার হাত ছেড়ে দেয়। তোমাদের প্রত্যেক বাচ্চার কানেকশন বাবার সঙ্গে, বাকি বাচ্চারা তো সবাই নন্দরের ক্রমানুসারে নিমিত্ত হয়। আত্মা।

অতি মিষ্টি, অতি আদরের সর্ব হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার প্রাণ - মন - হৃদয় থেকে প্রেমের সঙ্গে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

অব্যক্ত মহাবাক্য -- অস্তিম সেবার অস্তিম স্বরূপ

নিজের অস্তিম স্বরূপের সাক্ষাৎকার হতে থাকে কি? কেননা যত নিকটে আসতে থাকবে, ততই এমন অনুভব হবে, যেমন সামনেই কোনো বস্তুকে দেখতে পাওয়া যায়। এমনই অনুভব হবে যে, এখনই এমন হবো। যেমন বৃদ্ধ অবস্থায় যারা থাকে, তাদের এই স্মৃতি থাকে যে, এখন আমি বৃদ্ধ, আবার এখনই গিয়ে বাচ্চা হবো। তেমনই নিজের অস্তিম স্বরূপের স্মৃতি নয়, কিন্তু সম্মুখে যেন স্পষ্ট রূপে সাক্ষাৎকার হয়, এখন এমন, এরপর এমন হবো। শুরুতে যেমন শোনাতেন যে, যখন লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে তখন এমন অনুভব করবে যে, কদম রাখার দেবী আছে। এক পা রেখেছো, কেবল দ্বিতীয় রাখার দেবী। ব্যস, এতটাই অন্তর। তাই নিজের অস্তিম স্টেজের নৈকট্যের অনুভব হয় কি? অপরোক্ষ স্পষ্টই সাক্ষাৎকার হয়? আয়নাতে যেমন নিজের রূপ স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনই যেন এই নলেজের দর্পণে এমনই নিজের অস্তিম স্বরূপ স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন কোনো সুন্দর বস্ত্র সামনে রাখা আছে, আর মনে হবে যে আমাকে এই বস্ত্র এখনই ধারণ করতে হবে, তাই না চাইতেও ধারণ করার সময় যত নিকটে আসবে, ততই মনোযোগ আসবে কেননা সামনে দেখা যাচ্ছে। এমনভাবেই নিজের অস্তিম স্বরূপ সামনে দেখতে পাচ্ছ কি? ওই স্বরূপের প্রতি মনোযোগ যায়? তা লাইটের স্বরূপই বলো বা বস্ত্রই বলো, লাইটই লাইট দেখা যাবে। ফরিস্তার স্বরূপ কি হয়? লাইট। যে দেখবে সেও এমন অনুভব করবে যে, এ হলো লাইটের বস্ত্রধারী, লাইটই এর মুকুট, লাইটই বস্ত্র, লাইটই এর শূঙ্গার। যেখানেই দেখবে লাইটই দেখবে। ললাটের উপর দেখবে তো সেখানে লাইটের মুকুট দেখতে পাবে। নয়নেও লাইটের কিরণ নির্গত হচ্ছে দেখা যাবে। তাই এমন রূপ সামনে দেখা যায়? কেননা মাইট রূপ অর্থাৎ শক্তি রূপের যে পার্ট চলে, তা কিভাবে প্রসিদ্ধ হবে? লাইট রূপে। কেউ সামনে এলে এক সেকেণ্ডে অশরীরী হয়ে যাওয়া, তা লাইট রূপই হবে। চলতে - ফিরতে এমন লাইট হাউস হয়ে যাবে যে, কেউই এই শরীর দেখতে পাবে না। বিনাশের সময় পরীক্ষার পেপারে যদি পাস হতে হয় তাহলে সর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য লাইট হাউস

হতে হবে। চলতে - ফিরতে নিজের সেই রূপ অনুভব হওয়া চাই। তোমাদের এই অভ্যাস করতে হবে। নিজের শরীরকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও, যদি কোনো কাজও করতে হয়, চলাফেরা করতে হয়, কথা বলতে হয়, তাও নিমিত্ত আকারী লাইটের রূপ ধারণ করতে হবে। অভিনয় করার সময় যেমন বস্ত্র ধারণ করো, কার্য সমাপ্ত হলে সেই বস্ত্র ত্যাগ করো। এক সেকেণ্ডে ধারণ করবে, এক সেকেণ্ডেই পৃথক হয়ে যাবে। এই অভ্যাস যখন দৃঢ় হয়ে যাবে, তখনই এই কর্মভোগ সমাপ্ত হবে। ইঞ্জেকশন লাগিয়ে যেমন ব্যাথা দূর করা হয়। হঠযোগীরা তো শরীর থেকে পৃথক হওয়ার অভ্যাস করায়। কিন্তু তোমরা এমনভাবেই এই স্মৃতি স্বরূপের ইনজেকশন লাগিয়ে দেহের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাও। স্বয়ং নিজেকে লাইট রূপ অনুভব করো তাহলে অন্যরাও তোমাদের এমনই অনুভব করবে। অস্তিম সেবা হল এটাই, এতে সমস্ত কাজও লাইট অর্থাৎ হান্কা হয়ে যাবে। এমন কথিত আছে তো যে, পাহাড়ও সর্ষে তুল্য হয়ে যায়। এমনভাবে লাইট রূপ হলে যে কোনো কাজই হান্কা হয়ে যাবে, তখন বুদ্ধি লাগানোর আবশ্যকতা থাকবে না। হান্কা কাজে বুদ্ধি লাগাতে হয় না। তাই এই লাইট স্বরূপের স্থিতি, যা মাস্টার জানি জাননহার বা মাস্টার ত্রিকালদর্শীর লক্ষণ, তা এসে যায়। করবো, কি করবো না, এও চিন্তা করতে হবে না। বুদ্ধিতে সেই সঙ্কল্পই উৎপন্ন হবে, যা যথার্থ করতে হবে। ওই অবস্থার মাঝে কোনো কর্মভোগের ভোগান্তি থাকবে না। ইঞ্জেকশনের নেশাতে যেমন মানুষ কথা বলে, দুলতে থাকে, সবকিছু করেও স্মৃতি থাকে না। আমি করছি, এমন স্মৃতিও থাকে না, স্বতঃতই ই হতে থাকে। তেমনই কর্মভোগ আর কর্ম যে কোনো প্রকারের চলতে থাকবে কিন্তু তোমাদের স্মৃতি থাকবে না। তা নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে না। এমন স্টেজকেই অস্তিম স্টেজ বলা হয়। তোমাদের এমন অভ্যাস করতে হবে। এই স্টেজ কতখানি নিকটে? সম্পূর্ণ সম্মুখে পৌঁছে গেছে কি? যখন চাইবে তখন লাইট রূপ হয়ে যাবে, যখন চাইবে তখনই শরীরে এসে যাবে অথবা যা কিছু করতে হয় তাই করবে। এই স্থিতি সদাকালের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারো থাকো, মাঝে মাঝে কিছু সময় তো থাকতে পারলে। এরপর এমন থাকতে থাকতে সদাকালের জন্য হয়ে যাবে। সাকারে যেমন আকারের অনুভব করতে, তাই না। ব্রহ্মা বাবার মধ্যে তোমরা ফরিস্তা স্বরূপের অনুভব করতে। এমন স্টেজ তো আসতেই হবে, তাই না। শুরুতে অনেকেরই এমন সাক্ষাৎকার হতো। লাইট আর লাইটই দেখা যেতো। নিজের লাইটের ক্রাউনেরও অনেকবার সাক্ষাৎকার করতে। আদিতে যা স্যাম্পল ছিলো, তাই অল্পে প্রত্যক্ষ স্বরূপ হবে। সঙ্কল্পের সিদ্ধির সাক্ষাৎকার হবে। বাণীর দ্বারা তোমরা যেমন নির্দেশ দাও, তেমনই সঙ্কল্পের দ্বারা সমস্ত কাজ চালাতে পারো। সায়েন্সের শক্তিতে নীচে পৃথিবী থেকে উপর পর্যন্ত ডায়রেকশন নিতে পারো, তাহলে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা কাজ চলতে পারে না কি? সায়েন্স তো সায়েন্স থেকেই কপি করেছে। একজাম্পল হিসাবে প্রথম থেকেই তোমাদের সামনে রয়েছে (ব্রহ্মা বাবা)। পূর্ব কল্পেও তোমরা করেছিলে, তাই না? এরপর বলার তো কোনো আবশ্যকতা নেই। বাণীর দ্বারা বলে যেমন কথাকে স্পষ্ট করা হয়, তেমনই যেন সঙ্কল্পের দ্বারা সমস্ত কারবার চলে। তোমরা যত অনুভব করতে থাকো, একে অপরের নিকটে আসতে থাকো, তখন সঙ্কল্পও একে অপরের সঙ্গে মিলতে থাকে। লাইট রূপ হওয়ার কারণে ব্যর্থ সঙ্কল্প, ব্যর্থ সময় সমাপ্ত হওয়ার পরে সেই সঙ্কল্পই উৎপন্ন হবে যা হতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতেও সেই সঙ্কল্পই উৎপন্ন হবে, আর যে করবে তার বুদ্ধিতেও সেই একই সঙ্কল্প উৎপন্ন হবে যে, এটা করতে হবে। নতুনত্ব তো এটাই, তাই না। এই কাজ যদি কেউ দেখে তাহলে বুঝতে পারবে যে, এদের কাজ বলার দ্বারা নয়, ইশারার দ্বারা চলে। দৃষ্টির দ্বারা দেখলো আর বুঝে গেলো। সূক্ষ্মবতন এখানেই তৈরী হবে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

বরদান:-

ভূজতে সমায়িত হওয়া আর ভূজ হয়ে সেবা করতে থাকা ব্রহ্মা বাবার স্নেহী ভব
যে বাচ্চারা বাবার স্নেহী, তারা সদা ব্রহ্মা বাবার ভূজতে বিলীন হয়ে থাকে। ব্রহ্মা বাবার এই ভূজই বাচ্চারা তোমাদের সেক্টর সাধন। যারা প্রিয় আর স্নেহী হয়, তারা সদা এই ভূজতে বিলীন হয়ে থাকে। তাই সেবাতে বাপদাদার ভূজ হওয়া অর্থাৎ বাবার ভূজতে থাকা। এই দুই দৃশ্যের অনুভব করো -- কখনো ভূজতে সমায়িত হয়ে যাও, কখনো স্বয়ং ভূজ হয়ে সেবা করো। তোমাদের যেন এই নেশা থাকে যে, আমরা ভগবানের রাইট হ্যান্ড।

স্নোগান:-

সন্তুষ্টতা আর প্রসন্নতার বিশেষত্বই উড়তি কলার অনুভব করায়।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

বাচ্চাদের প্রতি বাবার এতটাই ভালোবাসা আছে যে, অমৃতবেলা থেকেই তিনি বাচ্চাদের পালনা করেন। দিনের আরম্ভই কতো শ্রেষ্ঠ হয়। স্বয়ং ভগবান মিলিত হওয়ার জন্য ডাকেন, আত্মিক বার্তালাপ করেন, শক্তিতে ভরপুর করেন। বাবার প্রেমের গীত তোমাদের জাগিয়ে তোলে। তিনি কতো স্নেহের সঙ্গে ডাকেন, তোমাদের ওঠান - মিষ্টি বাচ্চারা, প্রিয় বাচ্চারা,

এসো... । তাই এই প্রেমের পালনার প্রত্যক্ষ স্বরূপ 'সহজ যোগী জীবনের' অনুভব করো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - কার্য ব্যবহার করাকালীন বুদ্ধিযোগ যেন এক বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকে, এটাই হল প্রকৃত সত্য যাত্রা, এই যাত্রায় কখনও ক্লান্ত হবে না”

*প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণ জীবনে উন্নতির জন্য কোন শক্তির প্রয়োজন ?

*উত্তরঃ - অনেক আত্মাদের আশীর্বাদের শক্তি হল উন্নতির সাধন। যত অনেকের কল্যাণ করবে, যে জ্ঞান রত্ন গুলি বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়েছে, সেসব দান করবে ততই অনেক আত্মার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। বাবা বাচ্চাদের পরামর্শ দেন বাচ্চারা, অর্থ থাকলে সেন্টার খুলতে থাকো। হাসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খোলো। সেখানে যাদের কল্যাণ হবে তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।

*গীতঃ- রাতের পথিক হয়ো না ক্লান্ত, ভোর হতে আর দেবী বেশী নেই...

ওম্ শান্তি । গীতের অর্থ তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আপনা থেকেই আসা উচিত। এখন আমরা সবাই হলাম আত্মিক (ক্লহানী) পথিক। ভগবান পিতার কাছে আত্মাদেরকে ফিরে যেতে হবে। এমন নয় যে জীব আত্মাদের যেতে হবে। জীব আত্মাদের দেহ ত্যাগ করে যেতে হবে। মানুষ মরলে বলা হয় অমুকে বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে। কিন্তু তোমরা জানো - ভালো বা খারাপ সংস্কার অনুসারে পুনর্জন্ম নিতে হবে। খারাপ সংস্কারের কারণে তোমাদের মাথায় পাপের বোঝা রয়েছে। এই এক জন্মের হোক বা জন্ম জন্মান্তরের বোঝা হোক, সেই বোঝা রয়েছে। সেসব এখন তোমাদের যোগবলের দ্বারা ভস্ম করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করা - একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। কাম চিতায় বসলে পাপ আত্মায় পরিণত হয় এবং এই যোগ অগ্নির দ্বারা পুরানো পাপের বোঝা ভস্ম হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম পথিক। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, ব্যবসা ইত্যাদি করে আমাদের বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত থাকে যেন আমরা যাত্রা করছি। এতে ক্লান্ত হবে না, অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। জ্ঞান তো খুবই সহজ। প্রাচীন ভারতের যোগের মহিমা অনেক। কিন্তু ওই গীতাপাঠীরা কখনও এমন বলে না যে, শিববাবা যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। গীতায় দেখানো হয় এক অর্জুনকেই বসে কৃষ্ণ শোনাচ্ছেন। এমন তো কথা নয়। এইখানে তো মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে হবে এবং পাণ্ডব সেনা অবশ্যই আছে, পাণ্ডবদের সেনাবাহিনী নলেজ প্রাপ্ত করে এবং পাণ্ডবপতি জ্ঞান প্রদান করেন। মানুষ কিছুই জানেনা। ভবিষ্যতে অনেকে বলবে সঠিকভাবে ভগবান এসে ৫ হাজার বছর পূর্বে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এই কথা কেউ জানেনা কে দিয়েছিলেন। কল্পের আয়ুর কথাও জানেনা। নিজের নিজের মতামত দেয় - গান্ধী গীতা, টেগোর গীতা... ভিতরে এই নাম লিখে দেয়, কৃষ্ণ ভগবানুবাচ অর্জুনের প্রতি। যুদ্ধও দেখানো হয়। কিন্তু যুদ্ধের কোনো কথাই নেই। এখানে তোমাদের হল যোগবলের কথা। তারা নাম দিল যুদ্ধের। যেমন চন্দ্রবংশী রামকে তীর ধনুক দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে হল জ্ঞান বাণের কথা। সে পাশ করেনি তাই এই নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে। অতএব ত্রেতাযুগী রাম-সীতার চিত্রও দিতে হয়। বংশ কিনা। সূর্যবংশী কুল, চন্দ্রবংশী কুল। গীতায় এমন কথা লেখা নেই যে, ভগবান গীতা শুনিয়ে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করেছেন। এই কথা অবশ্যই আছে যে, গীতা হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র, তারা হিন্দু বলে দিয়েছে। নিজেদেরকে দেবী-দেবতা ধর্মের অনুসরণকারী বলে না, কারণ তারা অপবিত্র। এই যে বলা হয় মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া ... সেসব হল সঠিক। মিথ্যা থগে তো মিথ্যুকই থাকবে। সত্যথগে আছে সত্য। যিনি সত্যখন্ড স্থাপন করেন তিনি সত্য কথা বলেন। ভারত যে পূজনীয় ছিল এখন পূজারী হয়েছে। পূজ্য যারা চলে গেছে তাদেরই পূজা করে থাকে। যে পূজ্য বংশ ছিল তারা এখন পূজারী হয়েছে, তাই গায়ন আছে নিজেরাই পূজ্য নিজেরাই পূজারী। পূজ্য ডায়নেস্টি ছিল, এখন কলিযুগে হল পূজারী, শূদ্র ডায়নেস্টি। সূর্যবংশী কুল, চন্দ্রবংশী কুল। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এমনভাবে বোঝাতে হবে ভারত এইরূপ ছিল। চিত্র তো আছে তাই না। সত্যযুগে ভারত মালামাল ছিল। এই অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কেউ জানেনা। এই বর্ণ অবশ্যই বোঝাতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণ হলাম উঁচু থেকে উঁচুতে, একে বলা হবে নবীন উচ্চ বর্ণ। বিবাহ ইত্যাদির সময়ে কুল দেখা হয় তাইনা। সুতরাং তোমাদের কুল খুব উঁচু। যদিও দুনিয়ায় অনেক ব্রাহ্মণ আছে কিন্তু সঙ্গমে ব্রাহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ কুল থাকে। তারা এই কথা জানেনা, এই হল নতুন কথা, তাইনা। মানুষ ভাবে এদের হয়তো নিজস্ব নতুন গীতা আছে। এই কথা তো তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আমরা সেই দেবতা স্বরূপে পরিণত হচ্ছি। আমরা রাজস্ব স্থাপন করছি, এমন কথা অন্য কেউ বলতে পারে না। তারা তো যা কিছু পাস্ট হয়ে গেছে সেসব কাহিনী বসে শোনায়ে। এখানে আমরা মহিমা তো গীতার করি। তখন মানুষ ভাবে এরা গীতাকে মানে। তোমরা জানো ওটা হল ভক্তি মার্গের গীতা। কিন্তু গীতা শুনিয়েছেন যিনি, তাঁর কাছে তোমরা এখন ডাইরেক্ট গীতা শুনছো। বানর সেনাও বিখ্যাত। চিত্রও দেখানো

হয় হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল... এখন বানরকে তো এই কথা বলা হবে না। অবশ্যই মানুষকে বলা হবে। যদিও চেহারা মানুষের মতন কিন্তু চরিত্র তো বানরের তাই হিউম্যান বানর বলা হয়েছে - খারাপ কথা শুনবে না, কান বন্ধ করে দাও।

তোমরা বাচ্চারা জানো এটা হল পুরানো শরীর যার কিছু না কিছু হতেই থাকে। কারো স্ত্রী মারা গেলে বলা হয় পুরানো জুতো নষ্ট হয়েছে, নতুন কেনা হবে। শিববাবার তো প্রয়োজন পুরানো পাদুকা। নতুন পাদুকা বা নতুন শরীরে তো আসার কথা নয়। যা নতুন ছিল তা এখন পুরানো হয়েছে। বাবা বলেন প্রথম নম্বরে ৮৪ জন্ম এই আত্মা নিয়েছে। যে নম্বর ওয়ান পবিত্র, সর্ব গুণ সম্পন্ন.... তাকেও পতিত হতে হয়, তবে পুনরায় পবিত্র হবে। ৮৪ জন্মের হিসেব আছে তাইনা। নিজেই পূজ্য, সেই শ্রী নারায়ণ যখন নিজেই পূজারী হন তখন বসে নারায়ণের পূজা করতেন। ওয়ান্ডার, তাইনা। শেষ জন্মেও লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করতেন। কিন্তু দেখলেন লক্ষ্মী দাসী রূপে পদ সেবা করছেন তখন ভালো লাগেনি, তাই লক্ষ্মীর চিত্র সরিয়ে শুধু নারায়ণের চিত্র রেখেছিলেন। সেই আত্মা পুনরায় পূজারী থেকে পূজ্য রূপে পরিণত হয়, ততস্বম্ (তোমরাও সেইরূপ হও)। কেবল একজন তো হবে না, তাইনা। সত্যযুগে সন্তানের জন্ম হবে তারাও হবে প্রিন্স প্রিন্সেস। এখন বাচ্চারা, তোমাদের পিতা শৃঙ্গার করছেন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি। পুনর্জন্ম সত্যযুগে হবে। এখন স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা জানো যে, যথাযথভাবে এমন অটল-অখন্ড, সুখ-শান্তির রাজ্য ছিল। তোমরা সবাইকে এই কথা বোঝাতে পারো যে, আমরা রাজযোগ প্রাক্টিক্যাল শিখছি। কেউ বলে অমুক সাধুর কাছে গিয়েছিলাম, আমরা অনেক শান্তি পেয়েছি, তা সে তো হল ঋণস্থায়ী শান্তি। খুব বেশি হলে ১০-২০ জন প্রাপ্ত করেছে হয়তো। এখানে তো সম্পূর্ণ দুনিয়ার কথা বলা হচ্ছে। প্রকৃত সত্য শান্তি তো সত্যযুগে থাকে। যারা পুরানো বাচ্চা, তারা কল্প পূর্বের মতন নিজের পুরুষার্থ করেছে। অনেক নতুন গোপীকাদের ঘরে বসে একবার জ্ঞান প্রাপ্ত করেই খুশীর পারদ উর্ধ্বে উঠে যায়। গতকাল এক যুগল বাবার কাছে এসেছিল, বাবা বুঝিয়েছেন - বাচ্চারা, তোমরা বাবার কাছে অসীম জগতের বর্ষা প্রাপ্ত করবে না? অর্ধেক কল্প নরকে হাবুডুবু খেয়ে দুঃখী হয়েছে, এখন এক জন্ম বিষ ত্যাগ করতে পারো না? স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য পবিত্র কি হবে না। তারা বললো - এই কাজ তো খুব ডিফিকাল্ট। বাবা বলেন কাম চিতায় বসার জন্য জাগতিক ব্রাহ্মণ তোমাদের গাঁটছরা বেঁধে দিয়েছে। এখন জ্ঞান চিতায় বসে স্বর্গের মহারাজা মহারানী হও। তখন তারা বললো আপনার সাহায্য চাই।

বাবা বলেছেন - শিববাবাকে স্মরণ করলে অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবে। বললো হ্যাঁ স্মরণ করবো। তৎক্ষণাৎ বাবার কাছে গাঁটছড়া বেঁধে, আংটি পরে নিলো। ইনি হলেন বাপদাদা। অসীম জগতের পিতা বলেন বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র না হলে স্বর্গেও যেতে পারবে না। এই অস্তিম জন্ম তোমরা পবিত্র না হলে তোমরা রাজস্ব হারাবে। এত কম সময়ও তোমরা পবিত্র হতে পারবে না! বাবা তোমাদের জ্ঞান-যোগের দ্বারা শৃঙ্গার করছেন। তোমরা এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হও। যদি বাবার শ্রীমং পালন না কর তাহলে বলবে এমন মহামূর্খ দুনিয়ায় কোথাও নেই। এক হয় জাগতিক দুনিয়ার মূর্খ, দ্বিতীয় হল অসীম জগতের মূর্খ। এখানে এমন আত্মারা এসে বসতে পারে না যারা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে। হংস মন্ডলীতে ফ্লেচ্ছ এসে বসতে পারে না। বাবা অতীব শৃঙ্গার করে লক্ষ্মী-নারায়ণ সম বানান এবং মায়া পরে একেবারে কাঙাল ওয়ার্থ নট এ পেনি বানিয়ে দেয়। কারো কাছে যদি ৫০ কোটি টাকাও থাকে তবুও ওয়ার্থ নট এ পেনি হবে, কারণ এইসব তো ভস্ম হয়ে যাবে। সঙ্গে তো কেবল প্রকৃত সত্য উপার্জনই যাবে।

বাবা পরামর্শ দেন বাচ্চারা সেন্টার খুলতে থাকো। বসে মানুষের শৃঙ্গার করো। কিন্তু ইউনিভার্সিটি কাম হসপিটাল যে খুলবে সেও যেন ভালো হয়, যাতে সে কাউকে বোঝাতে পারে অথবা অন্যদেরকে খুলে দিলে সে বসে বোঝাতে পারে। তাহলে সে আশীর্বাদে ভরপুর হয়ে যাবে। শক্তি তো প্রাপ্ত হবে তাইনা। ২১ জন্মের জন্য লাভ হবে। এমন কেউ হবে যে বাবার শ্রীমং অনুসারে চলবে না। পদে পদে বাবার শ্রীমং অনুসারে চলা উচিত। বিঘ্ন তো আসবেই। বন্ধনে আবদ্ধ গোপীকাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, তাতে নির্ভয় থাকতে হয়। বাবার মহিমা হল - নির্ভয়, নির্বৈর (কারো সাথেই বৈরীতা নেই)... কারো প্রতি ঘৃণা বিঘ্ন নেই। বাবা শৃঙ্গার করান তাই তাঁর সার্ভিস স্বীকার করা উচিত। বাবা আমরা আপনার শ্রীমং অনুসারে কেন চলবো না! আমাদের তো এতে অনেক কল্যাণ আছে। আমাদের পরে সন্তানদেরও কল্যাণ আছে। প্রত্যেককে সত্য যাত্রা পথে চলার কথা বলা উচিত। ঝগড়া তো হবে, অবলাদের সহ্যও করতে হয়। বিশ্বাস না করলে বুঝতে হবে আমাদের বংশধর নয়। পরিশ্রম করতে হয়। যদি কোনো দিক থেকে আমাদের বংশের কেউ সম্মুখে আসে তা প্রজা পদের যোগ্যই হোক না কেন। অন্যদের প্রজা পদের উপযুক্ত করাটাও ভালো। প্রজাও তো বানাতে হবে, তাইনা। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করা, এই কাজ এক বাবা ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। তোমরা ব্রাহ্মণরা

হলে উষ্ম থেকেও উষ্ম। তারা হল নীচ, কনিষ্ঠ, তোমরা হংস, তারা বলাকা। সুতরাং ঝগড়া তো অবশ্যই হবে। অত্যাচার হবে। মায়া রাবণ সবাইকে নষ্ট করেছে, বাবা এসে বাঁচিয়ে তুলছেন। সলভেন্ট বানাচ্ছেন। ভবিষ্যতে বাদশাহী হবে তোমাদের। যুদ্ধের পরে ভারত মালামাল হয়, তারা তো জানেনা যে এই মহাভারী যুদ্ধের পরে ভারতে স্বর্গ নির্মাণ হয়। তাই বাচ্চাদের এখন খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। ভাষণও রিফাইন করা উচিত। শঙ্খ ধ্বনি করতে হবে। নাহলে তারা বলবে এদের কাছে শঙ্খ নেই। যদিও পদ্ম ফুল সম, চক্রও আছে কিন্তু শঙ্খ নেই। বাবা বলেন জ্ঞানী আত্মাই আমার প্রিয়। গোপীকারা মুরলী শুনে মত্ত হয়ে থাকতো। কৃষ্ণ তো মুরলী শোনায়নি। এই হল শ্রীকৃষ্ণের আত্মার অন্তিম জন্ম। চক্রের পরিক্রমা করে এসেছে, এখন নলেজ প্রাপ্ত করেছেন। তোমরা জানো এ হল পুরানো দুনিয়া, যাকে ত্যাগ করতে হবে। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হচ্ছে। বিনাশের পূর্বে পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করো। যদি ত্যাগ না করো তাহলে নতুন দুনিয়ার সঙ্গে যোগও লাগবে না। রাবণ পুরীতে ৬৩ জন্ম দুঃখ ভোগ করেছে। এখন এই দুনিয়াকে ত্যাগ করে দাও। দেহ সহ যা কিছু আছে সেসব ত্যাগ করে দাও তখন তুমি একা আত্মা রূপে আমার কাছে আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার মতো জ্ঞানী আত্মা হয়ে শঙ্খ ধ্বনি করতে হবে। প্রত্যেককে প্রকৃত সত্য যাত্রা শেখাতে হবে। নিজের প্রজা তৈরী করতে হবে।

২) বুদ্ধির দ্বারা পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাতে হবে। নির্ভয়, নির্বৈর হতে হবে।

বরদান:- ব্যক্ত ভাবের আকর্ষণ থেকে বিরত থেকে অব্যক্ত স্থিতির অনুভবকারী সর্ব বন্ধনমুক্ত ভব প্রবৃত্তিতে থেকে বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্য সঙ্কল্পেও কোনো সম্বন্ধের প্রতি, নিজের দেহের প্রতি, পদার্থের প্রতি আসক্ত হবে না। সঙ্কল্পেও কোনো বন্ধন যেন আকৃষ্ট না করে। কারণ সঙ্কল্পে এলেই সংকল্পের পরে সেসব কর্মেও আসবে, তাই ব্যক্ত ভাবে থেকেও, ব্যক্ত ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হবে না, তবেই নির্লিপ্ত এবং প্রিয় অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারবে।

স্লোগান:- বাবার আশ্রয়ে অনুভব করতে হলে জগতের সীমিত আশ্রয়ের (সাহারা) তটকে ছাড়ো।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

পরমাত্মার স্নেহে সদা লভলীন, নিমগ্ন হয়ে থাকো যে চেহারায়ে দীপ্তি এবং রূহানী নেশার অনুভূতির কিরণ এতই শক্তিশালী হবে যে, যেকোনো রকমের সমস্যা নিকটে আসা তো দূরের কথা চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। কোনো রকম পরিশ্রমের অনুভব হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ধ কল্প ধরে যে ৫ বিকারের ব্যাধি আষ্টেপিঠে বেঁধে রেখেছিল, সেই ব্যাধি এখন দূর হল কি হল, তাই অপার খুশিতে থাকতে হবে”

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদেরকে কোন্ শখ অবশ্যই রাখতে হবে ? কোন্ বিষয়ের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই ?
- *উত্তরঃ - অদ্বিতীয় বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার শখ রাখতে হবে। মানুষের অনেক রকমের শখ থাকে। তোমাদেরকে এখন সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ, বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। তাই শরীর সম্বন্ধীয় সবকিছু ভুলে যেতে হবে। উদরপূর্তির জন্য ২টো রুটি কেবল আর বুদ্ধি নতুন দুনিয়ার সাথে যুক্ত করতে হবে।
- *গীতঃ- যার সাথী স্বয়ং ভগবান তাকে থামাবে আঁধি আর তুফান ?...

ওম্ শান্তি । যারা অনন্য মহাবীর অটল সন্তান, তারা বুঝতে পারে যে মনের মধ্যে অনেক রকমের ঝড় আসবে এবং অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগ-ব্যাধিও আসবে। কারণ এখন অস্তিম সময়। মায়া সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করবে। যারা নিশ্চয়বুদ্ধি পাকা বাচ্চা, তারা বুঝতে পারে যে শরীরের হিসাব পত্রও মিটবে। যখন কোনো ব্যাধি সেরে যাওয়ার সময় হয়, তখন খুশি হয়। এখন আমরা এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হব। তোমরা জানো যে আর খুব কম সময় আছে। অর্ধেক কল্প ধরে এই ৫ বিকারের ব্যাধি হয়েছে। এর দ্বারা মানুষ অজামিলের মতো পাপী হয়ে গেছে। আর মাত্র কিছুকালই এই দুনিয়া থাকবে। শীঘ্রই এই ব্যাধি সেরে যাবে। দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানে না। ওদের বুদ্ধি হল আসুরিক। ওরা আত্নাদ করবে। তোমরা সেইসব ঘটনা দেখবে। এইসব বিষয়ের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো কোনো নতুন কথা নয়। এগুলো তো অবশ্যই হবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর কিছুকাল মাত্র। উদরপূর্তির জন্য দুটো রুটি খেতে হবে। এখন আমাদের একটাই হবি (শখ) - বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখানের আর কোনো হবি নেই। শরীর সম্বন্ধীয় সবকিছু ভুলে যেতে হবে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি। এখন বাবার কাছে বা সাজনের কাছে ফিরে যেতে হবে। এই সাজন হলেন বিচিত্র। বিচিত্র হওয়ার জন্য তাঁকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারো না। এ হল নতুন কায়দা। আত্মা অনুভব করে পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। এইভাবে অর্ধেক কল্প ধরে কখনোই স্মরণ করোনি। সত্যযুগে কেবল এটা বুঝতে যে আমি আত্মা, এছাড়া কোনো জ্ঞান ছিল না। আমি আত্মা একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। এই দুনিয়ায় তো আত্মাকেই পরমাত্মা বলে দেয়। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। এখন এই পুরাতন দুনিয়া তোমাদের জন্য নয়। বুদ্ধি নতুন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। যেমন নতুন ঘর বানানো হলে বুদ্ধির যোগ পুরাতন ঘর থেকে ছিন্ন হয়ে নতুন ঘরের সঙ্গে লেগে যায়। এত ধর্মের মানুষ এখন কনফারেন্স ইত্যাদি করে কিন্তু এক জনেরও বুদ্ধি পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যুক্ত নয়। এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছো যিনি তোমাদের শেখাচ্ছেন। তিনিই হলেন জ্ঞানেশ্বর এবং যোগেশ্বর, ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি তাঁর সাথে যোগযুক্ত হওয়া শেখাচ্ছেন। জ্ঞানেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যেই জ্ঞান আছে। একমাত্র তিনি জ্ঞান এবং যোগ শেখাতে পারেন। যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে - তারা-ই বোঝে যে এই দুনিয়াতে আমরা অল্প সময়ের জন্য আছি। আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। নাটকের অভিনেতার জানে যে তারা কেবল সেখানে আছে অল্প সময়ের জন্য এবং তারপর তারা বাড়ি ফিরে যাবে। তারা তাদের ঘড়ি দেখতে থাকে। তোমাদের হলো সীমাহীন ঘড়ি, তোমরা জানো এটা হলো অস্তিম জন্ম। সুতরাং তোমাদের তো অনেক খুশি হওয়া উচিত - আমাদের এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে গিয়ে বিশ্বের প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে হবে। আমাদের মাম্মা বাবাও গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবেন। বাচ্চাদেরও ভালো রেস করে বিজয় মালাতে সামনের নম্বরে আসা উচিত। বাবাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বাবা বলতে পারেন - তোমার আচরণ এমনই যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, অবশ্যই বরাবর তুমি বিজয় মালাতে কাছাকাছি আসবে। নিজেরাও বুঝতে পেরে যাবে আমরা কতটা পাশ করব। কেউ কেউ তো মনে করে যে, আমরা কখনোই পাশ করব না। যদিও বাবার বাচ্চা হয়েছি, সবকিছু সমর্পণ করেছি, বাবার কোলে বসেছি কিন্তু ধারণা না হলে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারব না। যারা ঘর-পরিবারে থেকে সেবা করছে, তারা এখানে যারা রয়েছে তাদের তুলনায় ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে। দেখে বোঝা যায় - এ খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাবার সাথে থাকলে অনেক লাভ হয়। সাগরে মেঘ আসে, ভরে যায় এবং তারপর বর্ষণ করতে যায়। মুরলী তো সমস্ত জায়গায় পাঠানো হয়। মুরলী শুনে তারপর অন্যদেরও শোনাও। যারা অনেক সেবা করে তারা ভালো উঁচু পদ প্রাপ্ত করে, এতে পরিশ্রম প্রয়োজন। এখানে পরিশ্রম না করলে পড়ে যাবে। সবকিছু পুরুষার্থের ওপরে

নির্ভর করে। নিজেই নিজের নাড়ি পরীক্ষা করতে হবে। বুঝতে পারবে, এই পুরুষার্থের দ্বারা আমি কী পদ প্রাপ্ত করবো ! এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত না করলে প্রত্যেক কল্পে সেরকমই পদ প্রাপ্ত করবে। এটা হলো সীমাহীন ড্রামা। তোমাদের এখন সীমাহীন বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানার মধ্যে অনেক আনন্দ রয়েছে। কিন্তু মায়ার ঝড় এমনই যে কিছু না কিছু ভুল করতে বাধ্য করে। ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়্যা জয় করে নেয়। এগিয়ে যেতে-যেতে অনেক বৃদ্ধি হবে। তোমাদের নাম মহিমাম্বিত হবে। দিল্লিতে এখন রিলিজিয়াস কনফারেন্স হয়। কনফারেন্সে বোঝানোর জন্য খুব ভালো বুদ্ধির প্রয়োজন। চিঠিপত্রও খুব ভালো ভাবে তৈরী করে নেওয়া উচিত। হেড যারা, তারা প্রথমে ছোট কমিটির বৈঠক করে, তারপর বড় কনফারেন্স করে থাকে। পোপ ইত্যাদিদের জন্য প্রথম থেকেই সব ব্যবস্থা করা থাকে। কনফারেন্সে এইসব বিষয়ের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং এই ধরনের কনফারেন্সে খুব বুদ্ধিবান বাচ্চাদের প্রয়োজন, যারা খুব ভালো ভালো বুদ্ধিবান ব্যক্তিদেরকে বোঝাতে পারে। প্রথমে তো এটা ঠিক যে, হেড কে ? এখন তো বাবাও এসে গেছেন - এর আগে তো কেউ দেবী-দেবতা ধর্মকেই জানত না। এখন খুশি হয় যে, দেবী-দেবতা ধর্মেরও হেড রয়েছে। যারা জ্ঞানে পরিপক্ব তারা মনে করে, এখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, সব ধর্মের মধ্যে উচ্চ ধর্ম কোনটি বলো ? সেই ধর্মকেই হেড করা উচিত। তোমরা বি.কে.-রা হলে সবথেকে হেড, তোমরা হলে জগতের মাতা। মাতাদেরই মর্যাদা রয়েছে। দেখানো হয় - কুমারীরা বাণ মেরেছে ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিদের। এই কুমারীদের সামনে সবাইকে আসতে হবে। এটা বোঝাতে হবে যে, উঁচুর থেকেও উঁচু কে ? তারা তখন বুঝবে যে, সর্বব্যাপীর জ্ঞান মিথ্যা। এখন তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে। বাবার পরিচয় দেওয়া - তোমাদের জন্য কোনো নতুন বিষয় নয়। ভালো ভালো যে বাচ্চারা রয়েছে তাদের নেশা চড়ে রয়েছে - এই পার্ট তো আমি অনেক বার প্লে করেছি। এখন এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করতে হবে এবং নতুন করে এসে পার্ট প্লে করবে। এখন তোমাদের বুদ্ধি বিশাল হয়ে গেছে। এখন এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করতে হবে, তারপর ৮৪ জন্মে নতুন নতুন শরীর ধারণ করবে। এটা সর্বদা বুদ্ধিতে থাকা উচিত - প্রত্যেক পার্টধারীর তো নিজের নিজের পার্ট জানা দরকার তাই না ! ৮৪ জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করেছে। এখন খেলা শেষ হচ্ছে এবং এই শরীরও এখন জরাজীর্ণ। সৃষ্টিও তমোপ্রধান। এখন আমাদের রাজত্ব স্থাপন হলে বিনাশ শুরু হবে। পরের জন্মে আমরা গিয়ে বিশ্বের মালিক হবো। এখানে যারা পড়াশোনা করে সেই প্রাপ্তি এই জন্মেই প্রাপ্ত হয়। তোমাদের এখন স্মরণ এসেছে, আমরা গিয়ে দেবতা জন্ম নেব এবং তারপর ক্ষত্রিয় জন্ম নেব। এটা বুদ্ধিতে চলা উচিত, তবেই খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী থাকবে। যারা ভালো পুরুষার্থী তাদের বুদ্ধিতে এইরকম বিষয় চলতেই থাকবে।

বাবা বুঝিয়েছেন - কর্ম তো করতেই হবে। তারপর নিজের স্মরণের চার্টকে বাড়াতে হবে। রাতের সময়টা খুব ভালো, এতে কোনো ক্লান্তি নেই। সারাক্ষণ ওই অবস্থায় না থাকতে পারলে ঝড় আসে এবং ক্লান্ত করে দেয়। না চাইলেও ঝড় চলে আসে, ক্লান্ত করে দেয়। যাইহোক বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, টপিক ইত্যাদি বের করতে থাকো, তাহলে তাতে মাথা আরও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এটা হলো বাবার অনুভব। ঝড়ঝঞ্ঝা তো অনেক আসবে। তোমরা যত শক্তিশালী হবে মায়্যা তত বেশি পতনের চেষ্টা করবে, এটাই নিয়ম। বাবা বলেন - মায়্যা খুব শক্তিশালী, কারণ সে এখন তার রাজত্ব হারাচ্ছে তাই অনেক ঝড় তুলবে। তাকে ভয় পেও না। যদি তোমাদের শারীরিক কিছু হয় তাহলে সেটা হলো কর্মভোগ। এতে বিভ্রান্ত হয়ো না। এটা হলো অন্তিম শরীর। বাকি অল্প সময় রয়েছে, এটা মনে রেখে খুশিতে থাকো। ড্রামাতে এই সময়ে তোমরাই সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী, কারণ পরমপিতা পরমাত্মার কোল পেয়েছো। তোমাদের মধ্যেও যারা ভালো পুরুষার্থী তাদের মতো সৌভাগ্যবান কেউ নেই। এই ঈশ্বরীয় সুখ অনেক উঁচু। তোমরা বোঝাতে পারো ভারতই স্বর্গ ছিল, এটা অবিনাশী ভূমি, তখন আর অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। তারা তো পরে এসেছে। সূর্যবংশী রাজত্ব পাস্ট হলে তারপর চন্দ্রবংশী রাজত্ব হয়। এর হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে কেউ জানে না। এখন তোমরা জেনেছো। ওখানে কি আর কেউ জানে যে, সত্যযুগের পরে ত্রেতা হলে দু কলা কমে যাওয়ার কারণে সেই সুখও কমে যায় ! এই জ্ঞান সত্যযুগে থাকলে মনের মধ্যেই ধাক্কা খেতে থাকবে। বিবেক দংশন করবে, আমরা কি আবার নেমে আসবো ! তাহলে রাজত্ব ভালো লাগবে না। এখানেও কেউ কেউ বলে আমরা সত্যযুগের মালিক হবো, তারপর আবার নীচে নামতে হবে। কিন্তু ওখানে রাজত্ব প্রাপ্তির খুশি রয়েছে। এখন বাবা তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ যাঁরা স্বর্গের মালিক, তাঁরাও ত্রিকালদর্শী নয়। সঙ্গমযুগেই বাবা এসে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করে ত্রিকালদর্শী বানান। দেবতাদের এই সমস্ত অলংকার কেন দেওয়া হয় ? কারণ তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণদের তো উত্থান-পতন চলতেই থাকে। তাদেরকে অলংকার কীভাবে দেওয়া যেতে পারে ! শোভা পায় না। ড্রামাতে কত ওয়ান্ডারফুল রহস্য রয়েছে। ব্রাহ্মণরাই হলো স্বদর্শন চক্রধারী। এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা দেবী-দেবতা হও। এই সময়ে তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী এবং ত্রিকালদর্শী। 'এসব হলো তোমাদের টাইটেল। এইসব বিষয় বুঝতে হবে এবং অন্যদেরও বোঝাতে হবে। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কী সম্বন্ধ রয়েছে ? ওঁনার নাম হলো গড ফাদার। এইরকম কি আর বলবে গড

ফাদার হলেন সর্বব্যাপী ! তিনি তো হলেন বাবা, তাই না ! আমরা এমনকি লিখি, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আপনার কী সম্বন্ধ ? পরমপিতা বলছেন, তাহলে অবশ্যই তিনি হলেন পিতা, তাই না ! বাবা কীভাবে সর্বব্যাপী হতে পারেন ! বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা। লক্ষ্মী-নারায়ণ নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। ওখানে দেবতাদের তৃতীয় নেত্রের প্রয়োজন হয় না। অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই তৃতীয় নেত্র দেন। ত্রিমূর্তির অর্থ কত সুন্দর ! খুব ভালো উপায়ে বোঝাতে হবে। যারা ভালো ওস্তাদ হবে, তাদের বোঝানোর অভ্যেস থাকবে। দিনে-দিনে কাউকে বোঝানো সহজ হয়ে যাবে। পরমপিতা পরমাত্মা আপনার কে ? তারা বলবে যে তিনি তাদের পিতা। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। অবশ্যই তাঁরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকেই সম্পদ পেয়েছেন। রাজযোগ শিখে রাজত্ব প্রাপ্ত করেন। আমরা সবাই হলাম বি. কে. । কাউকে বুঝিয়ে বলো - আচ্ছা, তোমরা বলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা; সুতরাং তিনি হলেন তোমাদের পিতা তাই না ! তিনিও (শিব) হলেন পিতা। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। আমরা দাদার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি, তোমরা প্রাপ্ত করছো না। এসে বোঝো, পুরুষার্থ করো তাহলে তোমাদেরও প্রাপ্ত হবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বা, দু'জন হলেন মূখ্য। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় - লক্ষ্মী-নারায়ণ পদ। বাচ্চাদের বিভিন্ন উপায়ে বোঝানো হয়, তোমরা বাচ্চার যখন বড় বড় কনফারেন্সে যাবে তখন তোমাদের নাম মহিমাম্বিত হবে। আমাদের হলো জ্ঞানের বিষয়, অন্য সকলের হলো ভক্তির বিষয়। কাউকে প্রশ্ন করার জ্ঞানের অথরিটি আমাদের আছে। কিন্তু যারা বুমতে চায় তারাও দ্রুত বুমতে পারে না, অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। যদি তারা বুমতে পারে, তারা তাদের প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলবে। লেখা আছে যে কুমারীরা ভীষ্ম পিতামহকে জয় করেছে, এটা ঘটবেই। ড্রামাতে এই পার্ট অবশ্যই রয়েছে।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) বিজয় মালাতে আসতে হলে মাশ্বা বাবার সমান সেবা করতে হবে। মুরলী ধারণ করে অন্যদের শোনাতে হবে। আচরণ খুব রয়্যাল রাখতে হবে।

২) নিজের বিশাল বুদ্ধির দ্বারা এই অসীম ড্রামাকে জেনে অপার খুশিতে থাকতে হবে। ঝড়ঝঞ্ঝা দেখে ভয় পাবে না। জ্ঞান মন্বনের দ্বারা বুদ্ধিকে পরিপূর্ণ রাখতে হবে।

বরদান:- বিপরীত ভাবনাকে সমাপ্ত করে অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করে শুভভাবনা সম্পন্ন ভব জীবনে উড়তি কলা বা অবতরণ কলার আধার হলো দুটি বিষয় - ভাবনা এবং ভাব। সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা, স্নেহ-সহযোগ দেওয়ার ভাবনা, সাহস-উৎসাহ বৃদ্ধির ভাবনা, আত্মিক স্বরূপের ভাবনা বা আপন মনে করার ভাবনাই হলো শুভভাবনা। যাদের এমন ভাবনা আছে তারা-ই অব্যক্ত স্থিতিতে স্থির হতে পারে। যদি এর বিপরীত ভাবনা থাকে তাহলে স্থূল অনুভূতি নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। যেকোনো প্রকারের বাধা-বিঘ্নের মূল কারণ হলো এই বিপরীত ভাবনা।

স্নোগান:- সর্বশক্তিমান বাবা যার সাথে আছেন, মায়া তার সামনে পেপার টাইগার।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

যার প্রতি ভালোবাসা থাকে, তার যা ভালো লাগে আমরা সেটাই করি। বাবা বাচ্চাদের আপসেট হয়ে যাওয়া পছন্দ করেন না, এইজন্য কখনো এটা বলবে না যে, কি করতে পারি, অবস্থা এমনই ছিল যার কারণে মন খারাপ হয়ে গেল... যদি আপসেট হওয়ার অবস্থাও আসে, তোমরা নিজেদের স্থিতিকে আপসেট হতে দেবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে প্রত্যেক কাজ করো, মায়া যাতে কোন পাপ কর্ম না করিয়ে দেয় সে বিষয়ে সাবধান থাকো”

*প্রশ্ন:- বাবার নাম মহিমান্বিত করার জন্য কোন বিষয়ের ধারণা চাই ?

*উত্তর:- বাবার নাম মহিমান্বিত করার জন্য বিশ্বস্ত, আশ্রয়কারী হও। সততার সাথে সেবা করো। প্রবাহমান গঙ্গা হয়ে সবাইকে বাবার সন্দেশ দিতে থাকো। নিজের কর্মেন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ কন্ট্রোল রাখো, আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিয়ম অনুসারে চলো, অলস হয়ে যেও না। প্রথমে নিজের মধ্যে জ্ঞান-যোগের ধারণা হলে তবেই বাবার নাম মহিমান্বিত করতে পারবে।

*গীত:- আজকের মানুষের কী দশা হয়েছে...

ওম্ শান্তি । এই হল ভারতের আজকের অবস্থা। একটি গানে ভারতের নিম্নমুখী অবস্থা দেখানো হয়েছে। অন্য গানে আবার ভারতের মহিমাও করে। দুনিয়ার মানুষ এই কথাগুলি জানেনা। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কেউ তো এটা বোঝে যে ভারতই ১০০% সুবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল আর এখন ১০০% নির্বোধ হয়ে গেছে। ১০০% বুদ্ধিমান ২৫০০ বছর থাকে, তারপর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নির্বোধ হয়ে যায়। নির্বোধ হতেও পুরো অর্ধেক কল্প লেগে যায়। সম্পূর্ণ নির্বোধকে পুনরায় এক জন্মে বুদ্ধিমান করেন এক বাবা। কেউ নির্বোধের মত কাজ করলে তো তার অনুতাপ হয়, কৃত পাপ কর্ম স্মরণে আসে। এখন তো বুঝে শুনে কাজ করতে হবে। নির্বোধের মতো কাজ যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। মায়া এমন ভাবে আক্রমণ করে যেটা বোঝাই যায়না। কাম বিকারেরও সেমি নেশা আসে। বাচ্চারা লেখে যে – বাবা তুফান আসে। কামের তুফানও কম নয়, অনেক প্রকারের নেশা মাথা গরম করে দেয়। দেহের প্রতিও ভালবাসা এমন হয়ে যায়, যেখানে বুদ্ধি চলে যায়। সম্পূর্ণ যোগযুক্ত না থাকার কারণে, স্থিতি কাঁচা হওয়ায় অনেক ক্ষতি হতে থাকে। বাবার কাছে রিপোর্ট তো অনেক আসতে থাকে। তুফানও অনেক শক্তিশালী। লোভও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করতে থাকে, যার কারণে শ্রীমতের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করতে থাকে। দুনিয়ায় যেরকম সন্ন্যাসী থাকে, তোমরাও হলে সন্ন্যাসী। তারা হল হঠযোগী, তোমরা হলে রাজযোগী। তাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রম থাকে। কেউ তো নিজের কুটীরে থাকে, সেখানেই তার ভোজন পৌঁছে যায় বা চেয়ে নেয়। বিকারের সন্ন্যাস করলে পবিত্রতা মানুষকে আকর্ষণ করে। তাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রম থাকে। এক্ষেত্রেও জ্ঞান-যোগের শক্তি চাই। যত যোগযুক্ত হয়ে থাকবে, ততোই এইসব কথার প্রভাব পড়বে না। যোগ হল সুস্থ থাকার লক্ষণ। যদিও পুরানো বিকর্মের ভোগ তো ভুগতেই হবে তথাপি যোগের উপর আধারিত থাকে। এমন নয় যে অমুক জিনিস চাই... সন্ন্যাসীরা কিছু চায় না। যোগের শক্তি থাকে। তত্ত্বযোগীর মধ্যেও শক্তি থাকে। উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা তো মাদক জাতীয় জিনিস (ড্রাগস) নিয়ে নিজেদের কন্ট্রোল করে। সেটা হল কৃত্রিম উপায়।

তোমাদের সব কিছুই নির্ভর করছে যোগের উপর। তোমাদের যোগ বাবার সাথে আছে, তাই এর দ্বারা তোমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়। তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্মে অত্যন্ত সুখ আছে। তার জন্যই তোমাদের এখন শ্রীমৎ প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু তাদের কোনো ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত হয় না। তোমাদেরকে ঈশ্বর এসে মত প্রদান করছেন। কতো শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্তি হয়। পরমপিতা পরমাত্মা এসে পড়াচ্ছেন। কিন্তু বাচ্চারা বাবাকেই ভুলে যায়। যদি ভালোভাবে যোগযুক্ত থাকে তাহলে এই লোভ, মোহ ইত্যাদি বিকার ব্যতিব্যস্ত করবেনা। অনেককেই ব্যতিব্যস্ত করতে থাকে - এটা চাই, এটা চাই। পাকাপোক্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই সংস্কার থাকেনা। একটা জানলা দিয়ে যা কিছু প্রাপ্ত হয় সেটাই তারা গ্রহণ করে। যার কর্মেন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ কন্ট্রোল থাকে সে অন্য কোনও জিনিস কখনও গ্রহণ করে না। কেউ তো আবার নিয়ে নেয়। এখানেও এইরকম আছে। বাস্তবে ঈশ্বরের ভান্ডার থেকে যা কিছু নিয়ম অনুসারে প্রাপ্ত হয়, সেই অনুসারেই চলা উচিত। মানুষের আশা অনেক হয়ে থাকে। আশা পূরণ না হওয়ার কারণে হতাশা এসে যায়। এখানে সবাইকে বিশ্বস্ত আর আশ্রয়কারী হতে হবে। সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা গুলিকে নিরসন করে দিতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে অনেক শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে।

বাবা তো নানান রীতিতে পুরুষার্থ করাতে থাকেন যাতে বাচ্চাদের নাম মহিমান্বিত হয়। এক হল যোগে থাকা আর জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরকেও করাতে হবে। গঙ্গাদেরকে প্রবাহমান হতে হবে, বোঝাতে হবে যে সত্যিকারের যোগ কাকে বলা

যায়। ভগবান হলেন সকলের বাবা, কৃষ্ণ তো গডফাদার নয়। এখন বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি তোমাদেরকে শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার দেবো। কত সহজ কথা। কারোর বুদ্ধিতে তীর লাগে না, কেননা তার মধ্যে কিছু না কিছু ঘাটতি আছে। সেবা তো অনেক আছে। শ্মশানে যে সব মানুষ আসে (দেহ সংস্কার করাতে) তাদের হাতে কিছুটা সময় থাকে। বাচ্চারা যদি সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, সেবার শখ থাকে, কোনও বিকার যদি না থাকে, তাহলে গিয়ে তাদেরকে বোঝাতে পারে। তোমাদেরকে বোঝাতে হবে যে এক বাবাকে স্মরণ করো, যার দ্বারাই ফল অর্থাৎ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে। সন্ন্যাসী, হটযোগী, গুরু প্রমুখেরা কি দেয় ? যা কিছু শিক্ষা ইত্যাদি প্রদান করেন তা অল্পকালের সুখের জন্য। বাকিরা তো সবাই দুঃখ-ই দিতে থাকে আর বাবা তো সর্বদা সুখের রাস্তা বলেন। এখন বাবা বলছেন যে - আমাকে স্মরণ করো। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে স্মরণ করলে তো স্বর্গের মালিক হতে পারবে। পবিত্র তো থাকতেই হবে। নিমন্ত্রণ তো দিতেই হবে। দিন-দিন পয়েন্টগুলিকে সহজ করে দেওয়া হচ্ছে। বড় বড় শহরের শ্মশানে অনেকেই আসে। শ্মশানে সেবা অনেক হতে পারে। বাচ্চারা বলে যে, আমার সময় নেই, আচ্ছা ছুটি নিয়ে যাও। সার্ভিসে অনেক লাভ আছে। বিনাশ তো হবেই। ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে, সকল জলাধারের গেট ইত্যাদি ফেটে যাবে। বিপর্যয় তো অনেক আসবে। যার মধ্যে জ্ঞান থাকবে সে ডাঙ্গ করতে থাকবে। যে সেবাধারী বাচ্চা হবে, সে-ই হনুমানের মত স্বেয়ম (অটল ভাবে স্থির) থাকতে পারবে। কেউ তো এমনও আছে যে বম্ব-এর আওয়াজেই মরে যাবে। হনুমান একটা উদাহরণ স্বরূপ, কিন্তু ১০৮ আত্মা তো এইরকমই শক্তিবান হবে, তাই না। সেই শক্তি আসবে সেবা থেকে। বাবা বলেন যে বাচ্চারা সেবা করে উচ্চপদ প্রাপ্ত করো। পরবর্তীকালে অনুতাপ যাতে না করতে হয়, এইজন্য প্রথম থেকেই বলতে থাকেন যে উচ্চ পদ গ্রহণ করো। কাউকে বোঝানো খুবই সহজ। মন্দিরে গিয়ে তোমরা বোঝাতে পারো। এঁাদেরকে এই রাজ্য কে দিয়েছেন ? তারা শীঘ্রই বলবে ভগবান দিয়েছেন। মানুষকে জিজ্ঞাসা করো তোমাদেরকে এই ধন কে দিয়েছেন ? তো শীঘ্রই বলে দেবে ভগবান দিয়েছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান এই ধন কীভাবে দিয়েছেন - এটাও বোঝাতে হবে। বাবাকে জানার কারণে তোমরাও এই পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। চলো তাহলে বোঝাই বা এই ঠিকানায় এসে বুঝে যেও। এখানে কোনও পয়সা ইত্যাদি দিতে হয় না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্যের জ্ঞান আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম এঁাদেরকে এই রাজ্য কে দিয়েছেন ? অবশ্যই ভগবানের থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরা সাক্ষাৎকারও করেছ - কীভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণ পুনরায় রাম সীতাকে রাজ্য প্রদান করেন।

লক্ষ্মী-নারায়ণ পুনরায় ভগবানের থেকে প্রাপ্ত করেন, বোঝাতে তো পারবে, তাই না। কথা তো খুবই সহজ আর মিষ্টি। বলো উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন বাবা তাই না। সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে তোমরা জানো ? বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। কৃষ্ণকে তো বাবা বলা যায়না। কৃষ্ণ তাঁর আগের জন্মে এই রাজযোগের দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত করেছেন। এইরকম-এইরকম পয়েন্টস্ নোট করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে ভুলে না যাও। মানুষকে যদি কোনও কথা স্মরণ করতে হয় তাহলে সে তার কাপড়ে বা চুলে গিঁট বেঁধে রাখে। তোমরাও কেবল দুটি কথার গিঁট বেঁধে নাও। কাউকে যদি এই দুটি কথা শোনাতে থাকো যে বাবা বলেন - মন্মথ ভব, মধ্যাজী ভব। প্রদর্শনীতেও অনেক সেবা করতে পারো যে, বাবা আমাদেরকে বলেছেন সবাইকে এই পরিচয় দাও - সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে এক আমাকে স্মরণ করো। তোমরা হলে - এক আত্মা। এখন আমাকে অর্থাৎ এক বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা আমার কাছে এসে যাবে। এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে হবে। অমর লোকে যেতে হবে, তাই আমাকে স্মরণ করো। ব্যস, এটাই বোঝানোর কারবার করো। অর্ধেক কল্প ভক্তির ধাক্কা খেয়েছো। এই জন্মে এই সন্দেশ সবাইকে দিতে হবে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলতে পারো যে বাবা কি বলেছেন। বাবার সংবাদ সবাইকে দিতে হবে। বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো, বেশি কিছু বুঝতে হলে এখানে এসে বোঝো। তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। খরচা সবকিছুই প্রাপ্ত হয়ে যাবে। রুটি তো নিজের হাতেই বানাতে পারবে। সেবা করতে পারবে। সেবার অনেক পরিসর আছে, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কি করতে পারবে। আসামীকে অর্থাৎ নেওয়ার উপযুক্ত কিনা তা বুঝে নিতে হবে। বাবা বলেন - আচ্ছা আমি তোমাদেরকে কিটব্যাগ বানিয়ে দেবো, অল্প একটুই রহস্য কাউকে বোঝাতে হবে। বাবা এসেছেন ভক্তির ফল দিতে, বলছেন বাচ্চারা এখন অশরীরী হয়ে পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে, এরজন্য আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের কর্মজীবিত অবস্থা হয়ে যাবে। বাবা গ্যারেন্টি করছেন যে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। অনেকের এই পরিচয় প্রাপ্ত হবে। নিজের নিজের গ্রামে গিয়েও সেবা করতে পারো। অথবা বাইরে গিয়েও করো। খরচা তো প্রাপ্ত হয়েই যাবে। কেউ সেবা করে দেখাও। যদি ব্যবসা ইত্যাদিতেও ব্যস্ত থাকো, তথাপি সেবা অনেক হতে পারে। ৮ ঘণ্টা কাজ কারবার করো, ৮ ঘণ্টা আরাম করো, তবুও সময় অনেক থাকে। ১ ঘণ্টা যদি কেউ সততার সাথে সেবা করে তবুও অনেক ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে। চারিদিকে ঘুরতে থাকো, কিন্তু এতে নির্ভরতাও চাই। প্রথমে তাদেরকে বলতে হবে যে আমি কোনো ভিত্তি নই। আমি তো আপনাদেরকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর রাস্তা বলে দিতে এসেছি। আমার জন্য এই আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে - এক মিনিটের

মহামন্ত্র দিয়ে যাবো। এটাই হলো সঞ্জীবনী বুটি। আমি বাবার পরিচয় দিতে এসেছি। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো। সেবা তো অনেক আছে কিন্তু নিজেই যদি দেহ অভিমানী হয়ে থাকে তাহলে কারোরই বুদ্ধিতে তীর লাগবে না। বাবার কাছে সত্য হয়ে থাকতে হবে। এমন নয় যে মিত্র সম্বন্ধীদেরকে স্মরণ করতে থাকবে। এটা চাই, সেটা চাই... তোমাদেরকে কিছুই প্রার্থনা করতে হবে না। তোমরা কারো থেকে কিছু নিতে পারবে না। কারোর হাতে খেতে পারবে না। আমরা নিজের হাতে বানিয়ে খাই। নিজের হাতে বানিয়ে খেলে শক্তি অনেক আসবে। কিন্তু এতটা পরিশ্রম কেউ করে না। মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী। দেহ অভিমানের অসুখ খুব সহজে যায় না। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যোগে থাকতে পারে না তখন নিজে হাতে বানানোও ছেড়ে দেয়। আচ্ছা যোগযুক্ত হয়ে খেতে তো পারবে। দেহী-অভিমানী অবস্থা জমানোর জন্য অনেক পরিশ্রম চাই। বড় বড় সংসঙ্গে গিয়ে একটাই কথা বোঝাও - ভগবানুবাচ, আমাকে স্মরণ করো তাহলে পুনরায় স্বর্গে আসতে পারবে। ভারত স্বর্গ ছিল তাই না। অনেক পরিশ্রম করতে হয় - বিশ্বের মালিক হওয়া, এটাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ পদ। প্রজাতে আসা কোনো বড় কথা নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) কোনো কাজই যাতে অবুঝের মতো করে না ফেলো, তার জন্যে জ্ঞান-যোগের শক্তি জমা করতে হবে। সময় বের করে সততার সাথে, নির্ভয় হয়ে সেবা অবশ্যই করতে হবে। সেবার দ্বারাই শক্তি আসবে।

২) দেহ-অভিমানের অসুখ থেকে বাঁচার জন্যে যোগযুক্ত হয়ে আহার গ্রহণ করতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে নিজের হাতে বানিয়ে শুদ্ধ আহার গ্রহণ করতে হবে।

বরদানঃ:- সকল আত্মার অশুভ ভাব আর ভাবনার পরিবর্তনকারী বিশ্ব পরিবর্তক ভব যেরকম গোলাপ ফুল দুর্গন্ধ যুক্ত সার থেকে সুগন্ধ ধারণ করে সুগন্ধী গোলাপ হয়ে যায়। এইরকম তোমরা বিশ্ব পরিবর্তক শ্রেষ্ঠ আত্মারা অশুভ, ব্যর্থ, সাধারণ ভাবনা আর ভাবকে শ্রেষ্ঠত্বে, অশুভ ভাব আর ভাবনাকে শুভ ভাব আর ভাবনাতে পরিবর্তন করো, তবে ব্রহ্মা বাবার সমান অব্যক্ত ফরিস্তা হওয়ার লক্ষণ সহজে আর স্বতঃই এসে যাবে। এর দ্বারাই মালার দানা, দানার সমীপে আসবে।

স্নোগানঃ:- অনুভাবী স্বরূপ হও, তবে চেহারা থেকে সৌভাগ্যের ঝলক দেখা যাবে।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

বাপদাদার বাচ্চাদের প্রতি এতটাই ভালবাসা আছে যে তিনি মনে করেন প্রত্যেক বাচ্চা আমার থেকেও যেন এগিয়ে যায়। দুনিয়াতেও যার প্রতি অধিক ভালবাসা থাকে, তাকে নিজের থেকেও উন্নতির দিকে এগিয়ে দেয়। এটাই হল ভালবাসার লক্ষণ। তাই বাপদাদাও বলছেন যে আমার বাচ্চাদের মধ্যে এখন কোনো ঘাটতি যেন না থাকে, সবাই যেন সম্পূর্ণ, সম্পন্ন আর সমান হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনও রকমের লালসা বাচ্চারা তোমরা রাখবে না। কারো কাছ থেকেই কিছু চাইবে না। কেননা তোমরা হলে দাতার সন্তান, দাতা তোমরা"

*প্রশ্ন:- তোমরা হলে গডলি স্টুডেন্ট, তোমাদের লক্ষ্য কোনটি আর কোনটি নয় ?

*উত্তর:- তোমাদের লক্ষ্য হল - বাবার দ্বারা যে নলেজ প্রাপ্ত হচ্ছে, তাকে ধারণ করা, পাশ উইথ অনার হওয়া। এছাড়া এটা চাই, ওটা চাই...এই ধরনের ইচ্ছা গুলো রাখা তোমাদের লক্ষ্য নয়। তোমরা কোনো মনুষ্য আত্মার সাথে লেনদেন করে হিসাব-পত্র তৈরী ক'রো না। বাবার স্মরণে থেকে কর্মজীবী হওয়ার পুরুষার্থ করো।

*গীত:- শৈশবের সেই দিন গুলি ভুলে যেও না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, এ হল রুহানী বাবা আর বাচ্চাদের সম্বন্ধ । রুহানী বাবা এখন বসে আছেন আর বাচ্চারাও বসে আছে। সল্যাসী ইত্যাদি যারা আছে, তারা তাদের আশ্রম থেকে যদি কোথাও যায়, তখন বলা হবে এই সল্যাসী অমুক স্থানের। তারা গীতা থেকে বা শাস্ত্র থেকে শোনান। সে'সব কোনো নতুন কথা নয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলে দেওয়ায় সমগ্র জ্ঞানই শেষ হয়ে যায়। এখন ইনি তো হলেন রুহানী পিতা, যাকে সব রুহ স্মরণ করে। রুহই বলে থাকে - ও পরমপিতা পরমাত্মা ! যখন দুঃখ হয়, তো লৌকিকে ডাকবে না, বেহদের বাবাকেই স্মরণ করবে। সল্যাসী হলে ব্রহ্ম তত্ত্বকে স্মরণ করবে। তারা হলই ব্রহ্ম জ্ঞানী। বাবাকেই স্মরণ করে না। শিবোহম্ বলে, আমি আত্মা তথা পরমাত্মা। ব্রহ্ম বা তত্ত্ব তো হল থাকার স্থান। এ'সব কথা হল একেবারেই নতুন। এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এই যে সব শাস্ত্র রয়েছে সে'সবের মধ্যে আমার জ্ঞান নেই। আমার জ্ঞান না থাকার কারণে তোমরা যখন কাউকে কিছু বোঝাও তখন বলে থাকো যে, এ হল একেবারে নতুন কথা। নিরাকার পরমাত্মা জ্ঞান প্রদান করছেন, এ'কথা তাদের বুদ্ধিতে আসে না। তারা তো মনে করে কৃষ্ণ জ্ঞান শুনিয়েছে, তাই তোমাদের কথা শুনলে তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। বাবা তো এক একটি কথাকে প্রমাণিত করে বলেন। ভক্তি মার্গে তোমরা তাঁকে স্মরণ করো। ভক্তরা তো সবাই ভক্তই। ভগবান তো হওয়া উচিত এক। সবার মধ্যে ভগবান আছে মনে করার ফলে সবাইকে পূজা করতে শুরু করে দেয়। প্রথমে অব্যাভিচারী একমাত্র শিবের ভক্তি হয়ে থাকে । কিন্তু জ্ঞান না থাকার কারণে তিনি কী করে গেছেন, কখন এসেছিলেন, সে'সব কিছুই জানে না। কিন্তু তবুও সেটা ছিল সত্যপ্রধান ভক্তি। পূজা তো তার হওয়ার কথা যার কাছ থেকে সুখ প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বও অপার সুখ ছিল। তারা ছিল স্বর্গের দেবতা। লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগের সর্ব প্রথম মহারাজা-মহারানী বলে মানা হয়। কিন্তু মানুষ সত্যযুগের আয়ু কত তা জানে না। বাবা প্রতিটি কথা বাচ্চাদেরকেই বুঝিয়ে বলেন। বাচ্চারাই ব্রাহ্মণ হবে। এ হল নতুন রচনা, তাই না ? তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো যে, পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন, এটা তো সবাই বুঝতে পারে। নাহলে প্রজাপিতা কেন বলবে ? এই কথা গুলি তোমরা বাচ্চারাই জানো। দ্বিতীয় আর কেউ জানে না। এই সব নতুন নতুন কথা তারা কিছুই বুঝতে পারে না। শুনতে শুনতে যখন পাকাপোক্ত হয়ে যাবে, তখন বুঝতে পারে যে, আমরা কতো ঘোর অন্ধকারে ছিলাম। না ভগবানকে জানতাম না দেবতাদেরকে জানতাম। যারা পাস্ট হয়ে যায়, তাদেরই ভক্তি করা হয়। তারপর জিজ্ঞাসা করো, পরমপিতা পরমাত্মা, যার জয়ন্তী তোমরা পালন করো, তার সাথে তোমাদের সম্বন্ধ কী ? তিনি কী করে গেছেন ? তারা কিছুই বলতে পারবে না। কৃষ্ণের বিষয়ে কেবল বলে, সে মাখন চুরি করেছে, এটা করেছে, গীতা জ্ঞান দিয়েছে। কতো গড়বড় হয়ে গেছে তার ফলে । দাতা তো হলেন একমাত্র ঈশ্বরই। কৃষ্ণকে তো ঈশ্বর বলা যাবে না। তার ফলে তো তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এ সবই ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। বাবা কতো ভালো ভাবে বোঝান। নাটশেলে বলা কথা এতটুকুও মানুষের বুদ্ধিতে ঢোকে না। যদি এক একজনের ৮৪ জন্মের বৃত্তান্তকে বসে বের করা হয়, তবে না জানি কতো হয়ে যাবে! বাবা বলেন এই সব কথা ছেড়ে মামেকম্ স্মরণ করো। যেমন মন্ত্র দেওয়া হয় যে ঈশ্বরকে স্মরণ করো। কিন্তু তারা এটা বলবে না যে, ঈশ্বরকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর ঈশ্বরের কাছে চলে যাবে। এ'সব তো বাবা'ই বোঝান, গঙ্গা-স্নান করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। এই সময় প্রত্যেকের ওপরে অনেক বড় বিকর্মের বোঝা রয়েছে । সুকর্ম তো সামান্যই হয়, জন্ম জন্মান্তরের বিকর্ম তো অনেক। কতো জ্ঞান আর যোগে থাকে, তাও এত বিকর্মের বোঝা যে ছাড়তেই চায় না। যখন কর্মজীবী হয়ে যাবে, তখন তোমাদের নতুন জন্ম নতুন দুনিয়া প্রাপ্ত হবে। যদি কিছু বিকর্ম থেকে যায়, তবে পুরানো দুনিয়াতেই আবার জন্ম নিতে হবে। জ্ঞান তো বাচ্চাদের ভালোই প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবা বলেন, আর কিছুই যদি বুঝতে না পারো, তবে বাবাকে স্মরণ করো।

এতেও সেকেন্ডে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যাবে। একটা গল্পও আছে খুদা-দোস্তের। একদিনের জন্য বাদশাহী দেওয়া হত। এখন তোমরা জানো যে, বাবাই হলেন স্বর্গের মাতাশচ পিতা, বন্ধু... সব। তাহলে খুদা-দোস্ত হলেন না? আল্লাহ অবলদীন, খুদা-দোস্ত এই সব কথা হ'ল এই সময়ের। বাবা তোমাদেরকে এক সেকেন্ডে স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করেন। ছোট ছোট কন্যারা যখন ধ্যানে যেত, সেখানে প্রিন্স প্রিন্সেস হয়ে যেত। সেখানকার সব সমাচার এসে শোনাত। তোমরা বাবাকে এখন জানো। সবাই বলে থাকে হেভেনলি গড ফাদার, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গের নতুন দুনিয়ার রচনা করবেন। ভারতই গোল্ডেন এজ ছিল। সেই সময় আর অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। খ্রীষ্টানরাও বলে - খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। সেইজন্যই তো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এরা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার বা সম্পদ কোথা থেকে পেয়েছিলেন? ভারতবাসীদের সাথে এদের কী সম্বন্ধ? স্বর্গের মালিক প্রথমে এরাই ছিলেন। এখন তো হল নরক, তাহলে এরা কোথায় গেলেন? জন্ম মৃত্যুকে তো মানবে, তাই না? আল্লা জন্ম মৃত্যুতে আসে বলেই তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। নইলে কীভাবে নেবে! দুনিয়াতে তো অনেক মত। কেউ পুনর্জন্মকে মানে, তো কেউ মানে না। জিজ্ঞাসা করা উচিত পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কী সম্বন্ধ? এই ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর কে? কোথায় থাকেন তারা? তোমরা বলবে সূক্ষ্ম লোকে। অন্য কেউ তো বলতে পারবে না। তোমাদের কাছে তা' কতো সহজ! মাতা'দের তো কোনো চাকরি বাকরি করবার ব্যাপার নেই। তারা তো বাড়িতেই থাকে। চাকরি বা ব্যবসার জন্য মাথা ঘামাতে হয় না। বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। পুরুষার্থ করবার উৎসাহ রয়েছে। তোমাদেরকে তো বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের পদ প্রাপ্ত করে নাও, বিশ্বের মালিক হও। বিংশালী মানুষদের তো কতো চিন্তা থাকে। দুনিয়াতে ঘুষ দেওয়া নেওয়াও খুব বেড়ে গেছে। তোমাদের ঘুষ নেওয়ার কোনো দরকারই নেই। সে সব তো ব্যবসাদারদের কাজ। তোমরা এর থেকে মুক্ত হয়ে গেছ। তা সত্ত্বেও মায়া যখন তখন চুলের মুঠি ধরে নেয়, সেইজন্য কিছু না কিছু লোভ-লালসা চলতেই থাকে, তাই জিজ্ঞাসীদের থেকে চাইতে থাকে। বাবা বলেন, কারো কাছ থেকেই চাইবে না। তোমরা না দাতার সন্তান? তোমাদের তো দিতে হবে, কারো কাছ চাইতে হবে নাকি? তোমাদের যা কিছু চাই, তোমরা শিব বাবার কাছ থেকে পেয়ে যেতে পারো। আর কারো কাছ থেকে যদি নাও তবে তার কথাই মনে পড়বে। প্রতিটি জিনিস শিব বাবার থেকে নিলে শিব বাবার কথাই বারে বারে তোমাদের মনে পড়বে। শিব বাবা বলেন - তোমাদের লেন-দেনের হিসাব তো হ'ল আমার সাথে। এই ব্রহ্মা তো হ'ল মাঝের দালাল। দিয়ে তো থাকি আমি। আমার সাথে তোমরা কানেকশন রাখো ফ্র ব্রহ্মা। কোনো জিনিস যদি কারো কাছ থেকে নাও, তবে তার কথাই স্মরণে আসবে আর তোমরা ব্যভিচারী হয়ে যাবে। শিব বাবার ভান্ডার থেকে তোমরা জিনিসপত্র নাও আর কারো কাছ থেকে চেও না। নাহলে যে দেবে তারই ক্ষতি হয়ে যাবে। কারণ সে তো শিব বাবার ভান্ডারীতে দিতে পারল না। দেওয়া তো উচিত ছিল শিব বাবার ভান্ডারীতে। মানুষের সাথে কানেকশন তো অনেক সময় ধরে রেখেছো, এখন তোমাদের কানেকশন হল ডায়রেক্ট শিব বাবার সাথে। কিন্তু বাবা জানেন বাচ্চাদের মধ্যে লোভের ভূত রয়েছে।

অনেক বাচ্চাই বলে আমি শিব বাবাকে দেখিনি। আরে তুমি কি নিজেকে কখনো দেখেছ? তোমাদের নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে যে বলছ আমরা শিব বাবার সাক্ষাৎকার করতে চাই? তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মা ব্রুকুটির মাঝখানে থাকে। শিব বাবাও ব্রুকুটির মাঝখানেই থাকবেন। তোমরা জানো যে, আত্মা একটি শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেয়। কোনো সময় আত্মার সাক্ষাৎকারও হতে পারে। আত্মা হ'ল স্টার, সাক্ষাৎকারও দিব্য দৃষ্টির দ্বারাই হবে। আত্মা তোমরা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি করে থাকো, তার সাক্ষাৎকার হ'ল, কিন্তু তার ফলে লাভ কী হ'ল? পরমাত্মারও যদি সাক্ষাৎকার হয়, তাতে লাভ কী হবে? তবুও তো তোমাদেরকে পড়তে তো হবেই, তাই না? ভক্তি মার্গে সাক্ষাৎকার হলে তার কতই না কীর্তন করা হয়। কিন্তু প্রাপ্তি তো কিছু নেই। শিব বাবা হলেন গুণের সাগর। ব্রহ্মাকে তো জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। ব্রহ্মাও তো ওঁনার থেকেই জ্ঞান প্রাপ্ত করেন। আজকাল সব কিছুর সামনে শিবলিঙ্গ রেখে দেয়, কিন্তু অর্থ তো কিছুই বোঝে না। তাঁর পূজা করে, কিন্তু কারোরই বায়োগ্রাফি বলতে পারবে না। এইসব জ্ঞানরত্নকে বুঝতে পারবে না। রত্ন নিতে নিতে কারো কারোকে তো মায়া বাঁদর বানিয়ে দেয়। বলে আমার রত্ন চাই না। বাবা তাদেরকে বোঝান। কিন্তু তারাও শিবালয়ে আসবে ঠিকই, কিন্তু প্রজা পদ। পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ পাওয়া উচিত। বাবা বলেন, আমি বৈকুণ্ঠের বাদশাহী দিতে এসেছি। তোমরা পুরুষার্থ করে নিজ সম বানাও। পূজারীদেরকেও তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে ইনি কে? কথায় আছে না - এসেছিল আগুন নিতে, কিন্তু বাবুটি (মালিক) হয়ে বসে গেল। কোনো কোনো পূজারীর বুদ্ধিতেও খুব ভালো ভাবে বসে যায়। আমরাও পূজারী ছিলাম। এখন পূজা হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কোন্ পুরুষার্থের আধারে পূজ্য হয়েছে, তোমরা তাদেরকে বোঝাতে পারো। বাবা বলেন - যেখানেই আমার ভক্ত রয়েছে, সেখানে বোঝাও। ভক্তদেরকে পাবে শিবের মন্দিরে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে, জগদম্বার মন্দিরে যাও। পূজারীদেরকে বোঝাও - তারা তারপর অন্যদেরকে বোঝাবে। পূজারী বসে নিজে যদি জগৎ অম্বার অক্যুপেশন সম্বন্ধে

বলে, সবাই শুনে খুশী হবে। তাদেরকে বলে দিতে হবে এই এই কথা গুলো বোঝানোর জন্য। আপনারা বসে যদি দেবতাদের জীবন কাহিনী বোঝান তবে পয়সাও অনেক উপার্জন হবে। এ'সব কথাও সে-ই বোঝাতে পারবে যে দেহী-অভিমানী হবে। দেহ-অভিমানীর তো সারাদিন কেবল এটা চাই, ওটা চাই, লাভ লালসা থাকে। স্টুডেন্টদের তো এই অনুরাগ থাকা উচিত যে আমাকে পাশ উইথ অনার হতে হবে। এটাই হল ঈশ্বরীয় পড়াশোনার লক্ষ্য।

ড্রামার রহস্যকেও বোঝাতে হবে। বিশাল লম্বা ড্রামা নয়। কিন্তু শাপ্তে এই ড্রামার আয়ু অনেক লম্বা বানিয়ে দিয়েছে। তো এই সব কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত। সার্ভিস তো অনেক রয়েছে, কিন্তু কেউ করে তো দেখাক। বাবার কাছে কী কখনো কৃপা প্রার্থনা করতে হয় নাকি! বলে ভগবান একটা সন্তান দাও যাতে কুলের বৃদ্ধি হয়। আরে বাবা তো নিজের কুলের বৃদ্ধি করছেন। এই সময় পুনরায় দেবতা কুলের বৃদ্ধি হচ্ছে। এখন ঈশ্বরীয় কুলের বৃদ্ধি হয়। তোমরাও হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তাই তোমাদেরকে বোঝান যে, এই সমস্ত ইচ্ছা গুলির ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। বন্ধন ইত্যাদি রয়েছে, এই সবই হল কর্মের হিসাব। বাবাকে দেখো কতো বন্ধন রয়েছে, কতো কতো বাচ্চার প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। কতো ঝামেলা চলতেই থাকে। মানুষজন কতোই না নিন্দেমন্দ করতে থাকে। ডিসসার্ভিস করা সহজ, সার্ভিস করা খুব কঠিন। একজন খারাপ হয়ে গেলে দশ বিশ জনকে খারাপ করে দেয়। অনেক পরিশ্রমের পর পাঁচজন আটজন অতি কষ্টে বের হয়। সেন্টার গুলিতে আসে তো অনেকে কিন্তু আবার মুখে কালিও কমজনে দেয় না। এই রকম বানর বুদ্ধি পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়। এই ধরনের লোকজনকে তোমরা বসাও কেন? মুখে কালি মাখলে তার প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। রেজিস্টার দেখলে বুঝতে পারা যায়। চার পাঁচ বছর এসে তারপর আসা বন্ধ করে দেয়। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান, এইরকম করলে তোমরা উচ্চ পদ পেতে পারবে না। ইন্দ্রপ্রস্থের কাহিনীও রয়েছে, পাথর হয়ে গেছিল। তোমরাও তখন পাথরবুদ্ধি হয়ে যাবে। পরশ-মণি হতে পারবে না। তাও পুরুষার্থ করে না, এও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। রাজধানীতে সব রকমের চাই, ভৃত্য, চন্ডাল সব চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) লৌকিক সকল ইচ্ছাকে ত্যাগ করে ঈশ্বরীয় কুলের বৃদ্ধিতে সহযোগী হতে হবে। কোনো প্রকারের ডিসসার্ভিসের কাজ করবে না।

২) লেনদেনের কানেকশন একমাত্র বাবার সাথেই রাখতে হবে। কোনো দেহধারীর প্রতি নয়।

বরদান:- চতুর্দিকের অস্থিরতার সময়ে অব্যক্ত স্থিতি বা অশরীরী হওয়ার অভ্যাসের দ্বারা বিজয়ী ভব লাস্ট সময়ে চতুর্দিকে ব্যক্তিদের, প্রকৃতির অস্থিরতা আর সোরগোল (noise) শুরু হবে। ক্রন্দনের আর্থনাদ, চতুর্দিক কেঁপে ওঠার বায়ুমণ্ডল তৈরী হবে। এই রকম সময়ে সেকেন্ডে অব্যক্ত ফরিস্তা তথা নিরাকারী অশরীরী আত্মা আমি - এই অভ্যাসই বিজয়ী বানাবে। সেইজন্য যেন দীর্ঘ কালের অভ্যাস থাকে যে, মালিক হয়ে যখন ইচ্ছা মুখে সুরধ্বনির বিস্তার করো, ইচ্ছা হলে কোনো কথা কানে নিতে হলে নাও আর যদি ইচ্ছে না হয় তবে সেকেন্ডে স্টপ - এই অভ্যাস জপমালাতে অর্থাৎ বিজয় মালাতে নিয়ে আসবে।

স্লোগান:- পুরুষার্থকে তীব্র করতে হলে অনবধানতার (অলবেলেপন) লুজ স্ক্রু'কে টাইট করো।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

আদিকাল, অমৃতবেলায় নিজের হৃদয়ে পরমাত্ম ভালোবাসাকে সম্পূর্ণ রূপে ধারণ করে নাও। হৃদয়ে যদি পরমাত্ম ভালোবাসা, পরমাত্ম শক্তি গুলি, পরমাত্ম গুণান পূর্ণ (ফুল) থাকবে, তবে কখনোই কোনো দিকে আসক্তি কিম্বা স্নেহ ধাবিত হতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পঠন-পাঠনের সার - আসা আর যাওয়া"

আজ মুরলীধর বাবা নিজের মাস্টার মুরলীধর বাচ্চাদের দেখছেন। সব বাচ্চা মুরলী আর মিলনের চাতক। ব্রাহ্মণ আত্মা ব্যতীত এমন চাতক আর কেউ হতেই পারে না। এই জ্ঞান-মুরলী আর পরমাত্ম-মিলন অনুপম, অভিনব অর্থাৎ স্বতন্ত্র, এবং প্রিয়। দুনিয়ার অনেক আত্মা পরমাত্ম-মিলনের জন্য পিপাসু, প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণ-আত্মারা দুনিয়ার কোণে গুপ্তরূপে আপন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত করছ। কারণ দিব্য বাবাকে জানার এবং দেখার জন্য দিব্য বুদ্ধি আর দিব্য দৃষ্টি প্রয়োজন, যা তোমরা সব বিশেষ আত্মাকে বাবা দিয়েছেন, সেইজন্য তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানতে পার আর মিলন উদযাপন করতে পার। দুনিয়ার লোকে আহ্বান করে - "এক বিন্দুর পিপাসু মোরা" আর তোমরা কি কর ? আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী, কতো প্রভেদ ! কোথায় পিপাসার্ত আর কোথায় অধিকারী! এখনো তো সবাই অধিকারী হয়ে অধিকারের সাথে এসে পৌঁছেছ। হৃদয়ে এই নেশা যে আমরা নিজের বাবার ঘরে বা আপন গৃহে এসেছি। তোমরা এ'রকম বলো না যে আমরা আশ্রমে এসেছি। আপন গৃহে এসেছ - এ'রকমই তো মনে কর, তাই না ? অধিকারের লক্ষণ হ'ল আপনবোধ। নিজের বাবার কাছে এসেছ, নিজের পরিবারের কাছে এসেছ। তোমরা বাচ্চারা অতিথি হয়ে আসনি, বরং তোমরা এসেছ তোমাদের নিজগৃহে। হতে পারে চারদিনের জন্য এসেছ, কিন্তু তোমরা মনে কর নিজের জায়গায় মধুবনে এসেছ। আসা আর যাওয়া - এই দুই শব্দ যা তোমরা সব ব্রাহ্মণের পাঠের পড়া কিংবা মুরলীধরের যে মুরলী তার সার হ'ল - "আসা আর যাওয়া।" স্মরণের যাত্রার জন্য তোমরা কী অভ্যাস কর ? কর্মযোগীর অর্থ হ'ল - আমি অশরীরী আত্মা শরীরের বন্ধন থেকে স্বতন্ত্র, কর্ম করার জন্য কর্মে আসি এবং কর্ম সমাপ্ত করে কর্ম-সম্বন্ধ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাই, কর্ম-সম্বন্ধে থাকি, কর্ম-বন্ধনে নয়। তাহলে, সেটা কী ? কর্মের জন্য "আসা" আর তারপর আবার স্বতন্ত্র হয়ে "যাওয়া"। কর্মের বন্ধন-বশ হয়ে কর্মে আস না, কিন্তু সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে অধীন করে অধিকারের সাথে কর্ম করার কর্মযোগী হও। ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্মের বশীভূত হও না। কেউ যদি কারও বশ হয়ে যায়, তো বশ হওয়া আত্মা নিরুপায় হয়ে যায় এবং যারা মালিক হয় সেই আত্মারা কখনো কারও দ্বারা প্রভাবিত হয় না, নিজের স্বমানে পরিপক্ব হয়। অনেক বাচ্চা এখনো কখনো কখনো কোনো না কোনও কর্মেন্দ্রিয়-বশ হয়ে যায়, তারপরে বলে - আজ আমার চোখ হতবুদ্ধি করে দিয়েছে, আজ মুখ হতজ্ঞান করেছে, দৃষ্টি বিচলিত করেছে। পরবশ হওয়া অর্থাৎ প্রতারণিত হওয়া এবং প্রতারণার লক্ষণ হ'ল দুঃখের অনুভূতি হওয়া। তাছাড়া, প্রতারণিত হতে চাও না, কিন্তু না চাইলেও করে দেয়, একেই বলা হয়ে থাকে বশীভূত হওয়া। দুনিয়ার লোকে বলে - ঘূর্ণাবর্তে পড়েছিলাম (চক্রর মে আনা)... চাইনি, কিন্তু তবুও জানি না কীভাবে চক্রাবর্তে এসে পড়েছি। তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী আত্মা কোনো বুদ্ধিব্রমের ঘুরপাকে যেতে পার না, কারণ স্বদর্শন চক্র অনেক ঘুরপাক থেকে রেহাই দেয়। না শুধু নিজেকে, বরং অন্যদেরও নিষ্কৃতি দেওয়ার নিমিত্ত হয়। লোকে অনেক প্রকার দুঃখের চক্র থেকে বাঁচার উপায় ভাবে - এই সৃষ্টি- চক্র থেকে তারা বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সৃষ্টি চক্রে থেকে পাট প্লে করতে করতেই অনেক দুঃখের চক্র থেকে মুক্ত হয়ে জীবনমুক্তি স্থিতি যে প্রাপ্ত করা যায় - তা তারা জানে না। তোমরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ কর যে আমরা আপনাদের জীবনে ডবল মুক্তি প্রাপ্ত করতে পারি - জীবনও থাকবে, মুক্তিও হবে, এ'রকম চ্যালেঞ্জ তোমরা করেছ, করেছ না ? নেশার সাথে বলে থাক জীবনমুক্তি আমাদের, আপনাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, সুতরাং স্বদর্শন চক্রধারী অর্থাৎ দুঃখের চক্র থেকে যারা মুক্ত থাকে এবং যারা মুক্ত করে। তোমরা বশীভূত হও না, বরং মালিক হিসেবে অধিকারী হয়ে, সব কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করিয়ে থাক। তোমরা প্রতারণিত হও না, বরং অন্যদের প্রবঞ্চনা থেকে রেহাই দাও। এই অভ্যাস তোমরা কর, কর না ! কর্মে আসা আর আবার স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়া, তো স্মরণের কী অভ্যাস ছিল ? আসা আর যাওয়া। পাঠের পড়া অর্থাৎ জ্ঞানের সার কী ? কর্মাতীত হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপরে রাজস্ব করার পাট প্লে করতে নিজের রাজ্যে আসতে হবে। এটাই জ্ঞানের সার, তাই না ! সুতরাং "যাওয়া" আর "আসা" - এটাই জ্ঞান আর যোগ, দিন-রাত এই অভ্যাসে নিয়োজিত আছ। তোমাদের বুদ্ধিতে ঘরে যাওয়ার আর তারপরে রাজস্ব আসার খুশি থাকে। যেমন, নিজগৃহ মধুবনে যখন আস তো কতো খুশি থাকে ! যখন থেকে টিকিট বুক করাও তখন থেকে আমি যাহ্ছি, আমি যাহ্ছি - বুদ্ধিতে এটাই স্মরণ হতে থাকে, তাই না! সুতরাং যদি মধুবন ঘরের খুশি থাকে তো আত্মাদের ঘরে যাওয়ার খুশিও থাকে। যতই হোক, খুশির সাথে কে যাবে ? এই "আসা" আর "যাওয়া"র নিরন্তর অভ্যাস যার যতটা হবে। যখনই চাও তখনই অশরীরী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও আর যখনই চাও তখনই কর্মাতীত হয়ে যাও - এই অভ্যাস খুব পরিণত হওয়া প্রয়োজন। এমন না হয় যে তুমি অশরীরী হতে চাও অথচ শরীরের বন্ধন, কর্মের বন্ধন, ব্যক্তিদের বন্ধন, বৈভবের বন্ধন, স্বভাব-সংস্কারের বন্ধন তোমাকে আকর্ষণ করছে। কোনও বন্ধন তোমাকে অশরীরী হতে দেবে না। যেমন, কেউ

যদি টাইট ড্রেস পরে তবে প্রয়োজনে সেকেন্ডে খুলতে চাইলে খুলতে পারবে না, হেঁচড়া টান লাগে, কারণ শরীরের সঙ্গে চেপে বসে আছে। এইভাবে যেকোনো বন্ধনের খিঁচ তার নিজের দিকে টানবে। বন্ধন আত্মাকে টাইট করে দেয়, সেইজন্য বাপদাদা সদা এই পাঠ পড়ান - নির্লিপ্ত অর্থাৎ স্বতন্ত্র হও এবং অতি প্রিয় হও। বহুকালের এই অভ্যাস প্রয়োজন।

জ্ঞান শোনা আর অন্যদের জ্ঞান শোনানো আলাদা বিষয়, কিন্তু এই অভ্যাস অতি আবশ্যিক। পাস উইথ অনার হতে হ'লে এই অভ্যাসে পাস হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আর এই অভ্যাসে অ্যাটেনশন দেওয়ায় ডবল আন্ডারলাইন কর, তবেই ডবল লাইট হয়ে কর্মাভীত স্থিতি প্রাপ্ত করে ডবল মুকুটধারী হবে। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, বাবার অবিদ্যার উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়েছ, গডলি স্টুডেন্ট হয়েছ, 'বাবার সমান জ্ঞানী আত্মা' ('জ্ঞানী তু আত্মা') হয়েছ, বিশ্ব সেবাবাহী হয়েছ - এই ভাগ্য তো প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু এখন পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য, কর্মাভীত স্থিতির সমীপে যাওয়ার জন্য ব্রহ্মাবাবা সমান স্বতন্ত্র ও অশরীরী অভ্যাসে বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। ঠিক যেভাবে ব্রহ্মাবাবা কর্মাভীত হওয়ার আগে সাকার জীবনে স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় থাকার অভ্যাসের প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়েছেন। যে অনুভব তোমরা সব বাচ্চা শুনিয়ে থাক - শোনার সময়ও তিনি স্বতন্ত্র, কার্য করার সময়ও স্বতন্ত্র, বলার সময়ও তিনি স্বতন্ত্র থেকেছেন। তিনি সেবা বা কোনও কর্ম থেকে নিরস্ত হননি, বরং স্বতন্ত্র থেকে লাস্ট দিনও বাচ্চাদের সেবা সমাপ্ত করেছেন। স্বতন্ত্রতা সব কর্মে সহজভাবে সফলতা অনুভব করায়, করে দেখ। কাউকে এক ঘন্টা বোঝানোর পরিশ্রম করেও দেখ আর তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ মিনিট শুনতে শুনতে, বলতে বলতে স্বতন্ত্র বোধের স্থিতিতে স্থিত হয়ে অন্য আত্মাকেও স্বতন্ত্রতার স্থিতির ভাইব্রেশন দিয়ে দেখ। ১৫ মিনিটে যে সফলতা হবে তা' এক ঘন্টায় হবে না। এই প্র্যাক্টিস ব্রহ্মাবাবা করে দেখিয়েছেন। তাহলে বুঝেছ কি করতে হবে !

তোমরা টিচাররা তো প্রথম নিমিত্ত, ফলো ফাদার করবে, করবে না ! সেবার বিস্তার যতই কেন বাড়ায় কিন্তু বিস্তারে যেতে সারের স্থিতির অভ্যাস কম না হয়, বিস্তারে সার যেন ভুলে যেও না। ভোজন-পান কর, সেবা কর কিন্তু স্বাভাবিক ভাব ভুলো না। বাণী দ্বারাই বা কতদূর সেবা করবে, কত'কে করবে ! সেইজন্য এখন আন্তরিক ভাইব্রেশন, অশরীরী ভাবের স্থিতির ভাইব্রেশন, স্বতন্ত্র অথচ প্রিয়ভাবের শক্তিশালী ভাইব্রেশন বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দাও। সেবার তীব্রগতির সাধনও এটাই। অন্যের সেবা করার আগে নিজে যখন এই বিধিতে সম্পন্ন হবে তখন সেবার সিদ্ধি প্রাপ্ত করবে। এখন বাণীতে আসা সহজ হয়ে গেছে আর হৃদয় দিয়েও কর, কেননা, তোমাদের অভ্যাস পরিণত হয়েছে। এ'ভাবে এই অভ্যাসও ন্যাচারাল হয়ে যাবে। এই ন্যাচারাল অভ্যাস দ্বারাই নেচার পরিবর্তন হবে, তা' মনুষ্য আত্মাদের নেচার হোক বা প্রকৃতি (নেচার)। বুঝেছ ? কঠিন লাগে না তো, তাই না ! মহোত্তম বাবার বাচ্চা তোমরা আর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তির অধিকারী, সুতরাং এ'টা তোমাদের কাছে বড় ব্যাপার নয়। অ্যাটেনশন কীভাবে রাখতে হয় সে'তো জান, নাকি টেনশন রাখতে জান ? তোমাদের নিজস্ব সংস্কার হ'ল অ্যাটেনশনের। যখন টেনশন রাখতে জান তো অ্যাটেনশন রাখা এমন কী বড় ব্যাপার ? টেনশন মনের ভাবনায় সঞ্চারিত হয়েছে, তাই না ! অ্যাটেনশনেরও টেনশন রেখ না, বরং ন্যাচারাল অ্যাটেনশন হোক। কেউ কেউ এমনও করে - অ্যাটেনশনকে টেনশনে বদলে দেয়। কিন্তু অ্যাটেনশনকে অ্যাটেনশন রূপে থাকতে দাও, বদল কর' না। আত্মার অরিজিন্যাল অভ্যাস স্বতন্ত্র হওয়ার। স্বতন্ত্র ছিল, স্বতন্ত্র আছে, আবার স্বতন্ত্র হবে। শুধুমাত্র অ্যাটাচমেন্ট স্বতন্ত্র হতে দেয় না। বাস্তবে, আত্মার অরিজিন্যাল নেচার শরীর থেকে পৃথক থাকার, তারা আলাদা। শরীর আত্মা নয়, আত্মা শরীর নয়। তাহলে পৃথক হ'ল না ? শুধু ৬৩ জন্ম ধরে অ্যাটাচমেন্টের অভ্যাস হয়ে গেছে। অরিজিন্যাল তো অরিজিন্যালই হয়। আত্মা।

অনেক ডবল ফরেনার্স পৌঁছে গেছে, নতুন বছর উদযাপন করার জন্য। অতিথি হয়ে এসেছ নাকি বাচ্চা হয়ে এসেছ ? আপনবোধ হয়, তাই না ! নিজেদের ঘরে বাচ্চাদেরকে দেখে বাপদাদাও খুশি হন। বাচ্চারা সদাসর্বদা ঘরের শোভা। বাচ্চাদের নিয়ে সেজে ওঠে মধুবন, সেইজন্য বাপদাদা নিজগৃহের বাহার দেখে খুশি হচ্ছেন। ভারতবাসী হোক বা বিদেশি - উভয়ই ঘরের শ্রী। বাপদাদা তোমাদের আসাতেও অভিবাদন করেন, যাওয়ার কালেও অভিনন্দন জানান। এখানে আসাও ভালো, যাওয়াও ভালো। প্রশ্ন নয়, শুধু অভিনন্দন আর অভিনন্দন। যখন তোমরা এখান থেকে যাবে তো সেবার জন্য অভিনন্দন আর এখানে এসেছ তো মিলনের অভিবাদন। উভয়তঃই অভিনন্দন, তাই না ! আত্মা।

দেশ-বিদেশের সদা অধিকারী সব বাচ্চাকে, সদা জ্ঞান আর স্মরণের সারে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা আসা আর যাওয়া -এই স্মৃতি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া আত্মাদের, যারা সদা ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে, কর্মাভীত স্থিতির সমীপে পৌঁছানো যোগী আত্মাদের, সদা আপনবোধের অনুভব আর অধিকারের খুশিতে থাকা প্রসন্নচিত্ত বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর

নমস্কার।

ডাক্তারদের প্রতি অব্যক্ত মহাবাক্য - ডাক্তারদের সকলের হৃদয়ে কী আছে ? হাসপিটাল নেই তো না ? বাবাকে হৃদয়ে বসানো অর্থাৎ সদাসর্বদার জন্য অনেককে রোগমুক্তির আশীর্বাদ দেওয়া। আজকাল তো ডাক্তাররাও বলেন যে ওষুধ ইত্যাদি তত কাজ করবে না, যতখানি করবে শুভকামনা। তারাও ওষুধপত্রে ভল্লোৎসাহ হয়ে গেছে, কারণ তারা তো জানে যে এর রেজাল্ট কী আর কী বেরোবে ! সেইজন্য এখন সবার নজর আশীর্বাদি শুভেচ্ছার দিকে যাচ্ছে। এখন যোগ, এক্সারসাইজ হিসেবে চারিদিকে বাড়ছে। এখন যোগ পর্যন্ত এসেছে, সহজযোগ পর্যন্ত এসে যাবে। সবার বুদ্ধি ওষুধ থেকে অন্ততঃ অন্য দিকে

তো গেছে, তাই না ? অবশেষে, তারা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, তো ডক্টরস, তোমরা এই কাজ কর, তাই না ! তোমরাই সবার বুদ্ধি সঠিক দিশায় নিয়ে আস, না ? ভালো, সাহস বজায় রাখায় বাবার সহায়তা আপনা থেকেই প্রাপ্ত হচ্ছে, আর প্রাপ্ত হতেও থাকবে। যেখানে সাহস আছে সেখানে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যাবে। সব অসম্ভবকে তোমরা সম্ভব কর। দুনিয়ার লোকে যে বলে মনকে একাগ্র করা খুব কঠিন, অসম্ভবও বলে দেয়, তো তোমরা কী বল' ? তোমাদের কাছে তো সেকেন্ডের ব্যাপার, তাই না ! ব্যস্ ! বাবা বললে' আর মন দিশায় পৌঁছে গেল। তাহলে, তোমাদের জন্য সেকেন্ডের কাজ আর তাদের জন্য অসম্ভব। কতো তারতম্য হয়ে গেল ! টাইম লাগে না তো ? এমন নয় তো - গীত বাজবে, লাল আলো জ্বলবে তবেই মন একাগ্র হবে ? পরিশ্রম করতে হয় না তো ? বাবা নিজেরই, না ! অন্য কারও বাবা তো নন। যদি নিজের বাবা না হয়, আর কেউ যদি বলে - ইনি তোমাদের বাবা, এনাকে স্মরণ কর' তো স্মরণ করতে পারবে না, তাই না ! কিন্তু ইনি তো তোমাদের আপন, নিজের কাউকে স্মরণ করা কখনো কঠিন হয় না। পরকে স্মরণ করা কঠিন হয়ে যায়। তোমরা তো অধিকারের সাথে স্মরণ কর', নাকি উনি ভগবান, অনেক বড়, সূর্য সমান - এ'ভাবে স্মরণ কর' ? সবকিছু আমার - এই অধিকারে স্মরণ কর'।

অলৌকিক গোলাপ হয়ে সারাদিন সৌরভ ছড়াতে থাক। সুগন্ধ এমন জিনিস যা দূরে থাকা যে কোনো কাউকে আকর্ষণ করতে পারে। দূর থেকে সে ভাববে - এই সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে ! তাইতো তোমাদের অলৌকিকতা বিশ্বকে আকর্ষণ করবে। দেখ, আধ্যাত্মিকতার সৌরভ দেশ থেকে বিদেশকেও আকর্ষণ করেছে, তাই না ! বিদেশ পর্যন্ত সৌরভ পৌঁছেছে ! যে কোনও কাজ করতে করতে শুভ সঞ্চলের সাথে এই সুগন্ধ ছড়াতে থাক। কোনো কাজ করার সময় চেক কর বুদ্ধি কত দিকে যাচ্ছে ? না চাইতেও অনেক দিকে যায়, একদিকে হয় না। তাহলে, যখন অন্য দিকে যেতে পারে তবে তো সেবাও করতে পার, পার না ! স্মরণও করতে পার। খুব কম সময়ই হয় যখন তোমাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে (fully) সেই কাজে থাকে। যখন এমন কোনো কাজ হবে - যেমন ডাক্তার অপারেশন করেন, যখন জরুরি অপারেশন হয় তখন সেখানে ফুল বুদ্ধি থাকবে, কিন্তু যখন ওষুধপত্র দেওয়া হচ্ছে অথবা রুগীকে দেখছে তখন বুদ্ধি অন্য কাজও করে। যখন সে'টা করতে পারে তো এ'টা কেন করতে পারবে না ? চক্রাকারে ঘোরা মন আর বুদ্ধির অভ্যাস। হয় জ্ঞানের চক্র ঘোরাও অথবা, ব্যর্থ চক্র ঘোরাও কিন্তু চক্র তো অবশ্যই ঘোরে। তোমরা যদি স্বদর্শন চক্র ঘোরাও তবে অন্য সব চক্র শেষ হয়ে যাবে।

তাহলে, সেবায় সবাই সহযোগী ? সার্কমস্ট্যান্সের কারণে যাঁদের সময় হয় না তাঁরা হাত উঠাও, মন্সা সেবা তো সবাই করতে পার, না ? বিজি থাকার জন্য সেবা খুব ভালো উপায়। যত নিজেকে বিজি রাখবে তত সেফ থাকবে। হয় মন্সা সেবা কর, অথবা বাচনিক সেবা বা কর্মণা কর, বুদ্ধিতে অবশ্যই বিজি থাক। হাত-পায়ে তো বিজি থাক, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা বিজি থাক। নিজের টাইম-টেবল বানাও। যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ততই তাঁর টাইম-টেবল ফিক্সড হয়। তোমরা তো বড় থেকেও বড় ব্যক্তিত্ব, তাই হও না ? সারা কল্লে খুঁজে এস, ব্রাহ্মণের থেকে বড় কেউ আছে ? এমনকি, দেবতারাও নয়। যদিও তোমরাই দেবতা হবে কিন্তু এই জীবনের তুলনায় তা' কিছুই নয়। জীবন যদি হয় তো ব্রাহ্মণ জীবন, অতি শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা।

বরদানঃ:-

অব্যক্ত পালনা দ্বারা শক্তিশালী হয়ে লাস্ট সো ফাস্ট যাওয়ার ফাস্ট নম্বর অধিকারী ভব
অব্যক্ত পার্টে আসা আত্মাদের পুরুষার্থে তীব্রগতির ভাগ্য সহজভাবে প্রাপ্ত হয়েছে। এই অব্যক্ত পালনা সহজেই শক্তিশালী বানায়, সেইজন্য যে যত চায় সামনে এগিয়ে যেতে পারে। এই সময় বরদান-প্রাপ্ত, 'লাস্ট সো ফাস্ট' আর 'ফাস্ট সো ফাস্ট' হওয়ার। সুতরাং, এই বরদানকে কাজে লাগাও অর্থাৎ সময় অনুসারে বরদানকে স্বরূপে নিয়ে এস। যা কিছু প্রাপ্তি হয়েছে তা' ইউজ কর, তবেই ফাস্ট নম্বরে আসার অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- স্বমানের সীটে সেট থাক তো সবার মান আপনা থেকেই প্রাপ্ত হবে।

লভনীয় স্থিতির অনুভব করুন - যদি বাবার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা থাকে, তাহলে সেই ভালোবাসার লক্ষণ হ'ল সমান আর কর্মজীবী হওয়া।
'করাবনহার' হয়ে কর্ম কর এবং করাও। কর্মেদ্রিয় তোমাকে দিয়ে যেন না করায়, কিন্তু কর্মেদ্রিয় দ্বারা তুমি করাও। কখনো মন-বুদ্ধি বা
সংস্কারের বশ হয়ে কোনও কর্ম ক'র না। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading
6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light
Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid
1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent
1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List
1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent
1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List
Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium
Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid
1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent
2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent
3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful
Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light
Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2
Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হওয়ার জন্য এই অল্প সময়ে দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো"

*প্রশ্ন:- দেবী রাজধানী স্থাপন করার জন্য প্রত্যেকের কোন্ শখ থাকা উচিত ?

*উত্তর:- সার্ভিসের। জ্ঞান-রত্নের দান কীভাবে করবে সেই শখ রাখো। তোমাদের মিশন হলো এটাই যে - পতিতদের পবিত্র করা, তাই রাজধানী বৃদ্ধি করার জন্য বাচ্চাদের প্রচুর সার্ভিস করতে হবে। যেখানেই মেলা ইত্যাদি হয়, মানুষ স্নান করতে যায় সেখানে পরচা (পরিচয়-জ্ঞাপক অনুলিপি) ছাপিয়ে বিলি করতে হবে। ঢাক বাজারে (ঘোষণা করতে) হবে।

*গীত:- তোমায় পেয়ে আমরা সারা জগৎ পেয়ে গেছি.....

ওম্ শান্তি । নিরাকার শিববাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান যে বাচ্চারা 'দেহী-অভিমানী ভব'। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। আমরা হলাম আত্মা, আমাদের বাবা পড়ান। বাবা আমাদের বোঝান - সমস্ত সংস্কার আত্মাতেই থাকে। যখন মায়ী রাবণের রাজ্য থাকে অথবা ভক্তিমার্গের সূচনা হয় তখন দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। পুনরায় যখন ভক্তিমার্গের অন্ত হয় তখন বাবা এসে বাচ্চাদের বলেন -- এখন দেহী-অভিমানী হও। তোমরা যে জপ-তপ, দান-পুণ্যাদি করেছে তাতে কিছুই লাভ হয় নি। ৫ বিকার তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে গেছো। রাবণই তোমাদের দেহ-অভিমানী করে দেয়। বাস্তবে তোমরাই আসলে দেহী-অভিমানী ছিলে, এখন পুনরায় এই অভ্যাস করানো হয়ে থাকে যে নিজেকে আত্মা মনে করো। এই পুরোনো শরীর পরিত্যাগ করে গিয়ে নতুন নিতে হবে। সত্যযুগে এই ৫ বিকার থাকে না। দেবী-দেবতা, যাঁদের শ্রেষ্ঠ পবিত্র বলা হয় তারা সদা আত্ম-অভিমানী হওয়ার কারণে ২১ জন্ম সদা সুখী থাকে। আবার যখন রাবণ রাজ্য হয় তখন তোমরা পরিবর্তিত হয়ে দেহ-অভিমানী হয়ে যাও। এঁদের আত্ম-অভিমানী (সোল কনশিয়াস) আর ওদের দেহ-অভিমানী(বডি কনশিয়াস) বলা হয়। নিরাকারী দুনিয়ায় তো বডি কনশিয়াস আর সোল কনশিয়াসের প্রশ্নই ওঠে না, ওটা হলোই সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড। এই সংস্কার এই সঙ্গমযুগেই হয়। তোমাদের দেহ-অভিমানী থেকে দেহী-অভিমানীতে পরিণত করা হয়। সত্যযুগে তোমরা দেহী-অভিমানী হওয়ার কারণে দুঃখ ভোগ করো না কারণ জ্ঞান রয়েছে যে আমরা আত্মা। এখানে সকলেই নিজেকে দেহ মনে করে। বাবা এসে বোঝান -- বৎস, এখন দেহী-অভিমানী হও তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর তোমরা বিকর্মজীত হয়ে যাও। শরীরও রয়েছে, রাজ্যও করো তাহলে আত্ম-অভিমানী হয়েছে। এই শিক্ষা যা তোমরা পেয়েছো এতেই তোমরা আত্ম-অভিমানী হয়ে যাও। সদা সুখী থাকো। আত্ম-অভিমানী হলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়, সেইজন্য বাবা বুঝিয়ে থাকেন - আমায়কে স্মরণ করতে থাকো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। ওরা গিয়ে গঙ্গা-স্নান করে, কিন্তু সে(গঙ্গা) তো পতিত-পাবনী নয়, না যোগ অগ্নি যার দ্বারা বিকর্ম ভস্মীভূত হয়। বাচ্চারা, এ'রকম-এ'রকম অনুকূল সময়ে তোমরা সার্ভিসের সুযোগ পাও। যেমন সময় তেমনই সেবা। কত অসংখ্য মানুষ স্নান করতে যেতে থাকে। কুম্ভমেলার সব জায়গায় স্নান করে। কেউ সাগরে, কেউ নদীতেও স্নান করে থাকে। তাই সকলকে বিলি করার জন্য কত পরচা ছাপাতে হবে। অনেক বন্টন করা চাই। পয়েন্টই কেবল এ'টাই হোক -- বোনেরা এবং ভাই-য়েরা, বিচার করুন পতিত-পাবন, জ্ঞান-সাগর আর তার থেকে নির্গত হওয়া জ্ঞান-নদীদের দ্বারা আপনারা পবিত্র হতে পারবেন নাকি এই জলের সাগর এবং নদীর দ্বারা আপনারা পবিত্র হতে পারবেন ? এই ধাঁধার সমাধান করলে তখন সেকেন্ডে তোমরা জীবনমুক্তি পেয়ে যেতে পারো। রাজ্য-ভাগ্যের উত্তরাধিকারও পেতে পারো। এ'রকম-এ'রকম পরচা প্রত্যেক সেন্টারই ছাপিয়ে নিক। নদী তো সর্ব জায়গায় রয়েছে। নদী নির্গত হয় অনেক দূর থেকে। যেখানে-সেখানে নদী তো অনেক রয়েছে। তাহলে কেন বলে যে এই নদীতেই স্নান করলে পবিত্র হবে। বিশেষ একটি জায়গায় এত খরচ করে, কষ্ট করে কেন যায়! এমনও তো নয় যে একদিন স্নান করলেই কেউ পবিত্র হয়ে যাবে। স্নান তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে। সত্যযুগেও স্নান করে থাকে। ওখানে তো থাকেই পবিত্র। ঠান্ডায় এখানে কত কষ্ট করে স্নান করতে যায়। তাই তাদের বোঝাতে হবে যে অঙ্কের লাঠি হতে হবে। সজাগ করতে হবে। পতিত-পাবন এসে পবিত্র করেন। তাই দুঃখীদের রাস্তা বলে দেওয়া উচিত। ছোট-ছোট এই পরচা সব ভাষায় ছাপানো উচিত। লাথ-দুলাথ ছাপানো উচিত। যাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের নেশা চড়ে রয়েছে, তাদের বুদ্ধি কাজ করবে। এই চিত্র ২-৩ লাখ সকল ভাষাতেই থাকা উচিত। জায়গায়-জায়গায় সার্ভিস করতে হবে। একটি পয়েন্টই মুখ্য, এসে বোঝ যে সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তি কীভাবে প্রাপ্ত হয়। মুখ্য সেন্টারের ঠিকানা দিয়ে দাও, তারপর পড়ুক বা না পড়ুক। বাচ্চারা, তোমাদের ত্রিমূর্তির চিত্রের উপর বোঝানো উচিত যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা অবশ্যই হতে হবে। দিনে-দিনে মানুষ বুঝতে পারবে যে অবশ্যই বিনাশ সম্মুখে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। এই ঝগড়া ইত্যাদি বুদ্ধি পেতেই থাকবে। ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার নিয়েও কত ঝামেলা হয়ে থাকে। নয়তো আবার মারামারিও করে ফেলে। বিনাশ তো সামনে রয়েছেই। যে সঠিকভাবে গীতা ভাগবত ইত্যাদি পড়ে থাকে সে বুঝবে যে অবশ্যই এ তো পূর্বেও হয়েছিল। বাচ্চারা, তাই তোমাদের ভালভাবে বোঝানো উচিত যে জলে স্নান করলেই কি মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে নাকি যোগ অগ্নির দ্বারা পবিত্র হবে। ভগবানুবাচ -- আমায় স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যেখানে-যেখানে তোমাদের সেন্টার্স রয়েছে সেখানে বিশেষ অনুষ্ঠানে এ'রকম পরচা বিতরণ করা উচিত। মেলাও অনেক হয়, যেখানে অসংখ্য মানুষ আসে। কিন্তু মুশকিলই কেউ বুঝবে। পরচা বিলি করার জন্যও অনেককে চাই, যারা আবার বোঝাতেও পারবে। সেইরকম বিশেষ বিশেষ স্থানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এ হলো জ্ঞান রত্ন। সেবার অত্যন্ত শখ রাখা উচিত। আমরা নিজেদের দৈবী রাজস্ব স্থাপন করছি, তাই না! এ হলোই মানুষ থেকে দেবতা অথবা পতিতকে পবিত্র বানানোর মিশন। এও তোমরা লিখতে পারো যে বাবা বুঝিয়েছেন 'মন্মনাভব'। পতিত-পাবন অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। বাচ্চারা, (রুহানী) যাত্রার পয়েন্টও তোমাদের বোঝানো হয়ে থাকে। বাবাকে বারংবার স্মরণ করো। স্মরণ করে-করে সুখ প্রাপ্ত করো, শরীরের সমস্ত কলহ-ক্লেশ(দুঃখ-কষ্ট) দূর হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমরা এভার-হেল্দি হয়ে যাবে। বাবা মন্ত্র দিয়েছেন যে আমার চিন্তন করো অর্থাৎ স্মরণ করো, এ'রকম নয় যে বসে-বসে শিব-শিব স্মরণ করতে থাকো। শিবের ভক্তরা এ'ভাবে শিব-শিব বলে মালা জপ করতে থাকে। বাস্তবে হয় রুদ্রমালা। শিব আর শালগ্রাম। উপরে থাকেন শিব। আর বাকি সব ছোট-ছোট দানা অর্থাৎ আত্মারা। আত্মা হলো ছোট এতটুকু বিন্দু। কালো দানারও মালা হয়। আবার শিবের মালাও তৈরী হয়ে রয়েছে। আত্মাকে নিজের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাকি মুখে শিব-শিব বলতে হবে না। শিব-শিব বললে তখন আবার বুদ্ধিযোগ মালার দিকে চলে যায়। অর্থ তো কেউ বোঝে না। শিব-শিব জপ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে নাকি! মালা জপকারীদের কাছে এই জ্ঞান নেই যে বিকর্ম বিনাশ তখনই হয় যখন সঙ্গমে শিববাবা ডায়রেক্ট এসে মন্ত্র দেন যে মামেকম স্মরণ করো। এছাড়া কেউ বসে যতই শিব-শিব বলুক, বিকর্ম বিনাশ হবে না। কাশীতে গিয়ে বসবাস করে। তখন শিবকাশী-শিবকাশী বলতে থাকে। বলে যে, কাশীতেই শিবের প্রভাব রয়েছে। শিবের অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ মন্দির নির্মাণ করা রয়েছে। এ'সমস্ত হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। তোমরা বোঝাতে পারো যে অসীম জগতের বাবা বলেন -- আমার সাথে যোগ-যুক্ত হলেই তোমরা পবিত্র হবে। বাচ্চাদের সার্ভিসের শখ থাকা উচিত। বাবা বলেন -- আমাকে পতিতদের পবিত্র করতে হবে। বাচ্চারা, তোমরাই পবিত্র বানানোর সেবা করো। পরচা নিয়ে গিয়ে বোঝাও। বলা, এ'টা ভালভাবে পড়ো। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ হলো দুঃখধাম। এখন যখন একবার স্নান করলেই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়া যায় তখন আবার নদীতে স্নান করে, এ'দিক-ও'দিক ঘুরে বেড়ানোর দরকার কি ! আমাদের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় তখন ঢাক বাজিয়ে থাকে। নাহলে কেউ এ'রকম পরচা ছাপাতে পারে নাকি ! বাচ্চাদের সার্ভিসের অত্যন্ত শখ থাকা উচিত। ধাঁধাও যা তৈরী করা হয়েছে তা সার্ভিসের জন্য। অনেকেই আছে যাদের সার্ভিসের শখও নেই। থেয়ালেই আসে না যে কিভাবে সার্ভিস করবো, এতে বড় ভাল বিস্ময়কর বুদ্ধি চাই, যাদের পায়ে দেহ-অভিমানের শিকল পড়ে গেছে তখন তারা দেহী-অভিমानी হতে পারে না। বোঝা যায় যে গিয়ে কি পদ প্রাপ্ত করবে। দয়া হয়। সব সেন্টারেই দেখা যায় - কে কে পুরুষার্থে তীব্রবেগে যাচ্ছে। কোনো তো আকন্দ ফুলও রয়েছে, কোনো গোলাপ ফুলও রয়েছে। আমরা হলাম অমুক ফুল। আমরা বাবার সার্ভিস করি না তাহলে বোঝা উচিত আমরা গিয়ে আকন্দ ফুল হবো। বাবা তো অত্যন্ত ভালভাবে বোঝাচ্ছেন। তোমরা হীরের মতন হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। কেউ হলো সত্যিকারের হীরে, কেউ তো কালো নিস্তেজও। প্রত্যেকেরই নিজেদের থেয়াল রাখা উচিত। আমাদের হীরের মতন হতে হবে। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে আমরা হীরের মতন হয়েছি কি ? আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ-অভিমানের শিকল ছিঁড়ে দেহী-অভিমानी হতে হবে। আত্ম-সচেতন(সোল কনশিয়াস) থাকার সংস্কার তৈরী করতে হবে।

২) বেশি করে সার্ভিসের শখ রাখতে হবে। বাবার সমান পতিত থেকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে। প্রকৃত হীরে হয়ে উঠতে হবে।

বরদানঃ:- কর্ম করতে-করতে পৃথক এবং প্রিয় অবস্থায় থেকে হাল্কা বোধের অনুভূতি করানো কর্মাতীত ভব

কর্মাতীত অর্থাৎ পৃথক এবং প্রিয়। কর্ম করা আর করার পর এমন অনুভব হওয়া যেন কিছু করিইনি। যিনি করান (করাবনহার) তিনিই করিয়ে নিয়েছেন। এ'রকম স্থিতির অনুভব করলে সদা হাঙ্কাভাব থাকবে। কর্ম করেও শরীরের হাঙ্কাবোধ, মনের স্থিতিতেও হাঙ্কাবোধ, যতই কার্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই হাঙ্কাবোধও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কর্ম যেন নিজের দিকে আকৃষ্ট না করে, মালিক হয়ে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করানো আর সঙ্কল্পেও হাঙ্কাভাব অনুভব করা - এটাই হলো কর্মাতীত হওয়া।

স্লোগান:- সকল প্রাপ্তিগুলির দ্বারা সদা সম্পন্ন থাকো তবেই সদা প্রফুল্লিত, সদা সুখী এবং সৌভাগ্যশালী হয়ে যাবে।

মাতেশ্বরীজী-র মূল্যবান মহাবাক্য -- "ভাগ্য গঠনেরকারী হলেন পরমাত্মা, ভাগ্য নাশকারী হলো স্বয়ং মানুষ"

এখন এ তো আমরা জানি যে মনুষ্য আত্মার ভাগ্য গঠনকারী কে ? আর ভাগ্য নাশকারী কে ? আমরা এরকম বলবো না যে ভাগ্য গঠনকারী, নাশকারী সেই পরমাত্মাই। এছাড়া এ তো অবশ্যই যে ভাগ্য গঠনকারী হলেন পরমাত্মা আর ভাগ্য নাশকারী হলো স্বয়ং মানুষ। এখন এই ভাগ্য গঠন হয়েছে কিভাবে ? আর পুনরায় পতন হয়েছে কিভাবে ? এর উপরেই বোঝানো হয়ে থাকে। মানুষ যখন নিজেকে জানতে পারে আর পবিত্র হয় তখন পুনরায় সে নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাগ্যকে তৈরী করে নেয়। এখন আমরা যখন নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাগ্য বলি তখন এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কোনো সময় আমাদের ভাগ্য সুনির্মিত ছিল, যা পরে দুর্ভাগ্যে পরিনত হয়ে গেছে। এখন পুনরায় সেই দুর্ভাগ্যকে স্বয়ং পরমাত্মা এসে গঠন করছেন। এখন কেউ বলে পরমাত্মা স্বয়ং তো নিরাকার তাহলে তিনি কিভাবে ভাগ্য গঠন করবেন। এই বিষয়ে বোঝানো হয়, নিরাকার পরমাত্মা কিভাবে নিজে সাকারী ব্রহ্মার দ্বারা, অবিনাশী জ্ঞানের দ্বারা আমাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাগ্যকে গঠন করেন। এখন এই জ্ঞান প্রদান করা ঈশ্বরের কাজ, বাকি মনুষ্য আত্মারা একে-অপরের ভাগ্যকে জাগরিত করতে পারে না। ভাগ্য জাগরণকারী হলেন অদ্বিতীয় পরমাত্মা তবেই তো ওঁনার স্মৃতি-স্মারকরূপে মন্দির নির্মিত হয়েছে। আচ্ছা!

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

যে সময়ে যে সম্বন্ধের আবশ্যকতা রয়েছে, সেই সম্বন্ধের মাধ্যমেই ভগবানকে আপন করে নাও। হৃদয় থেকে বলো 'আমার বাবা' আর বাবা বলবেন 'আমার বাচ্চারা', সেই স্নেহের সাগরে সমায়ািত হয়ে যাও। এই স্নেহ ছত্রছায়া'র কাজ করে, এর অভ্যন্তরে মায়া প্রবেশ করতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো তোমাদের বানপ্রস্থী অবস্থা, তাই এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে, নির্বাণধামে যাওয়ার জন্য নিজেকে তৈরী করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার কাছে কীসের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই ?

*উত্তরঃ - গরীব আর বিত্তবানের । প্রত্যেকেরই স্ব পুরুষার্থের দ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার অধিকার আছে । ভবিষ্যতে সকলেরই নিজের পদের সাক্ষাৎকার হবে । বাবা বলেন, আমি গরীবের ভগবান, তাই এখন গরীব বাচ্চাদের সব আশা পূরণ হয় । এ হলো অন্তিম সময় । কারোর সম্পদ ধুলায় চাপা পড়ে যাবে, কারোরটা গ্রাস করে নেবে রাজা... কিন্তু যে বাবাকে ইঙ্গিতও করে, তার সব সফল হয় ।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ...

ওম্ শান্তি । এর অর্থ তো খুবই সাধারণ । প্রতিটি কথাই এক সেকেণ্ডে বোঝার মতো । সেকেণ্ডে বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে । বাচ্চারা জানে যে, অসীম জগতের পিতা এসে গেছেন, কিন্তু এই নিশ্চয়ও কারোর স্থায়ী ভাবে বসে না । লৌকিক সম্বন্ধে যেমন যখন মা সন্তানের জন্ম দেবে, তখন সাথে সাথেই বুঝতে পারা যায় যে, ইনি জন্ম দেবেন এবং পালনও করবেন । তাই এখানেও তো চট করে বোঝা উচিত, তাই না । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, ভক্তির পরেই ভগবান আসেন । এখন ভক্তি কতো সময় ধরে চলে, কখন শুরু হয়, এ কথা এই দুনিয়াতে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না । তোমরা বলে দিতে পারো -- কবে ভক্তি শুরু হয়েছিলো । মানুষ তো বলে দেয় যে, পরম্পরা ধরে চলে আসছে । জ্ঞান আর ভক্তি, দুই জিনিস অবশ্যই আছে । মানুষ বলে যে, এ অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু অনাদির অর্থও বুঝতে পারে না । এই ড্রামার চরু অনাদি কাল থেকে ঘুরতে থাকে । এর আদি - অন্ত নেই । মানুষ তো গল্পগাথা বানাতে থাকে । কখনো বলে এতো বছর হয়েছে, আবার কখনো বলে এতো বছর । বাবা এসে সব সিদ্ধ করে বলে দেন । শাস্ত্র ইত্যাদি পড়লে বাবাকে তো পাওয়া যাবে না । বাবাকে তো সেকেণ্ডে পাওয়া যায় । সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি... এও কেউ জানে না যে, বাবা কখন আসেন । কল্পের আয়ু লম্বা করে দিয়েছে । এখন বাবা তো সবই জানেন, আর বাচ্চারাও সবকিছুই জানে । কিন্তু আশ্চর্য এটাই যে, ১০ - ২০ বছরেও কারোর সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয় না । নিশ্চয় আসার পরে তো কখনো বলবে না যে, ইনি আমাদের বাবা নন । এ হলো খুবই সহজ । তোমাদেরই নিজেদেরই তো বাবার বাচ্চা হয়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে । ১০ - ২০ বছরেও সম্পূর্ণ নিশ্চয় আসেনি । এখন তোমরা যদি কাউকে পরিচয় দাও, তাহলে সেকেণ্ডে তারা নিশ্চিত হয়ে যায় । জনকের কথাও পরের দিকেই, কেননা দিনে - দিনে খুবই সহজ হয়ে যায় । এমন ভালো ভালো পয়েন্টস বের হয় যাতে চট করে কেউ নিশ্চিত হয়ে যাবে ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, অশরীরী ভব । এই যে অনেক দেহের ধর্ম আছে, এসব ত্যাগ করো । প্রকৃতপক্ষে তো একটাই ধর্ম ছিলো, তাই না । এক থেকেই তো বৃদ্ধি হবে, তাই না । এ হলোই বিভিন্ন মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়, এ হল মনুষ্যদের কথা । এই বিভিন্ন ধর্মের বৃক্ষকেও জানতে হবে । ধর্ম সম্মেলন হয়, কিন্তু তারা জানেই না যে, সর্ব প্রথম পূজ্য ধর্ম কি ছিলো ! একথা বুদ্ধিতে আসা চাই । ভারতে হলো প্রাচীন ধর্ম, তাই অবশ্যই প্রাচীন ধর্ম পরমপিতা পরমাত্মাই রচনা করবেন । ভারতে শিব জয়ন্তীর গায়নও আছে । মন্দিরও অনেকই আছে, তবুও সবথেকে বড় মন্দির হলো বাবার - নির্বাণধাম । যেখানে আমরা আত্মারাও বাবার সঙ্গে থাকি । মন্দির থাকার স্থান তো থাকবে, তাই না । তাই এই মহাতত্ত্ব কতো বড় মন্দির ! তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত যে, এই ব্রহ্ম তত্ত্ব, যা সবথেকে উঁচুর থেকেও উঁচু মন্দির, আমরা সবাই ওখানেই থাকি । ওখানে সূর্য - চন্দ্র থাকে না, কেননা ওখানে রাত-দিন হয় না । প্রকৃতপক্ষে আমাদের আত্মিক মন্দির হলো নির্বাণধাম । ওটা হলো শিবালয়, যেখানে আমরা শিববাবার সঙ্গে থাকি । শিববাবা বলেন, আমি ওই শিবালয়ে থাকি । সেটা হলো অসীম জগতের শিবালয় । তোমরা শিবের সন্তানরাও ওখানেই থাকো । ওটা হলো নিরাকারী শিবালয় । তারপর তোমরা যখন সাকারী দুনিয়াতে আসো, তখন এখানে থাকার জায়গা তৈরী হবে । শিববাবা এখন এখানে আছেন, এই শরীরে বসে আছেন । এ হলো চৈতন্য শিবালয়, যার আধারে তোমরা কথাবার্তা বলতে পারো । ওই নির্বাণধামও শিব বাবার শিবালয়, যেখানে আমরা আত্মারা থাকি । ওই ঘর সকলেরই স্মরণে আসে । ওখান থেকে আমরা আসি অভিনয় করতে । সত্যো, রজো, তমোতে প্রত্যেকের আসতেই হবে । এইসব বিষয় দুনিয়াতে কারোর বুদ্ধিতেই নেই, যে আত্মারা আছে, তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের অনাদি পার্ট পেয়েছে, যার না আছে আদি, আর না আছে অন্ত । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা

প্রকৃতপক্ষে ওই শিবালয়েই থাকি। শিবাবা যে স্বর্গ স্থাপনা করেন, তাকেও শিবালয় বলা হয়। শিবাবার স্থাপন করা স্বর্গ। ওখানেও বাচ্চারাই থাকে। তারা এই রাজ্যভাগ্য কিভাবে পেয়েছে! সেটা হলো সত্যযুগের আদি, আর এ হলো কলিযুগের অন্ত। তাহলে সত্যযুগে দেবী - দেবতাদের স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছে? এখানেও কতো সুন্দর সুন্দর থণ্ড আছে। আমেরিকা সবথেকে একনম্বর থণ্ড। ওখানে অনেক অর্থবান এবং ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ আছে। এইসময় সবথেকে হাইয়েস্ট। ওখানে বৃহস্পতির দশা বসে আছে, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে রাহুর দশাও বসে আছে। এইসময় রাহুর দশা তো সকলের উপরই বসে আছে। বিনাশ তো সকলেরই হতে হবে। ভারত, যা সবথেকে বিত্তবান ছিলো, তা আজ গরীব হয়ে গেছে। এ সবকিছুই মায়ার জৌলুস। এখানে মায়ার ফুল ফোঁস আছে, তাই মানুষ একেই স্বর্গ মনে করে। আমেরিকাতে দেখো, কি লেগে আছে। মানুষ সেখানে আকৃষ্ট হয়ে যায়। বোম্বেকেও দেখো কতো আধুনিক হয়ে গেছে। আগে তো এমন ছিলোই না। এ হলো সম্পূর্ণ মায়ার জৌলুস। মানুষ আট - দশ তলার কতো বাড়ি বানায়। স্বর্গে তো এতো উঁচু মহল হয়ই না। ওখানে দুই তলাও হয় না। এখানে তো বানানো হয় কারণ বেশী জমি নেই। জমির দাম অনেক বেড়ে গেছে। তাই মানুষ মনে করে, এখানেই স্বর্গ। মানুষ প্ল্যান তৈরী করতে থাকে। বলা হয় - মানুষ চায় এক, আর হয় অন্যকিছু। মানুষ কতো চিন্তায় থাকে। মৃত্যু তো সকলের হবে। সকলের গলায়ই মৃত্যুর ফাঁসি। তোমরাও এখন ফাঁসিতে আছো। তোমাদের বুদ্ধি ওখানে নতুন দুনিয়াতে লেগে আছে। এখন সকলেরই বানপ্রস্থ অবস্থাতে যাওয়ার সময়, তাই বাবা বলেন, তোমরা এখন আমাকে স্মরণ করো। আমি নিজে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমাদের এখন বানপ্রস্থ অবস্থা, আমি তোমাদের সকলকে নিতে এসেছি। তোমাদের সকলকে মশার মতো যেতে হবে। তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন জীবন্মৃত অবস্থায় আমাকে স্মরণ করো। আমরা জীবন্মৃত অবস্থায় স্বর্গে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছি। আর কেউই স্বর্গে যাওয়ার জন্য তৈরী হয় না। যদি স্বর্গে যাওয়ার জন্য খুশী হয়, তাহলে অসুস্থ অবস্থায় ওষুধ খেতো না। তোমরা জানো যে, ওরা তো স্বর্গে যায় না। আমরা এখন সুইট হোমে যাচ্ছি। সে হলো গড ফাদারের হোম অথবা আত্মিক শিবালয়। এরপর সত্যযুগকে দেহের শিবালয় বলা হয়। ওই স্বর্গে যাওয়ার জন্যই আমরা পুরুষার্থ করছি। বাবা বুঝিয়েছেন যে, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত বিখ্যাত। রাত যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন আমি আসি। লক্ষ্মী - নারায়ণের দিন আর রাত, একথা বলা হবে না। যদিও তাই, তবুও ব্রহ্মার দিন আর রাতের জ্ঞানই আছে। ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের এই জ্ঞান নেই, ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণ - ব্রহ্মাণীরাই বুঝতে পারে যে শিবের রাত্রি কখন হয়। দুনিয়া তো এই কথা জানেই না। শিব হলেন নিরাকার, তিনি কীভাবে এলেন -- এও তো জিজ্ঞেস করতে হবে, তাই না। শিব জয়ন্তীতে তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখন বৃক্ষ অনেক ছোটো, আর এই বৃক্ষে অনেক ঝড় আসে, অন্য বৃক্ষে এত ঝড় আসে না। এতে তো একের পিছনে অন্য সবাই আসতে - যেতে থাকে। এখানে তোমাদের নতুন জন্ম। মায়ার তুফানও সামনে উপস্থিত, আর কাউকেই এই তুফানের সম্মুখীন হতে হয় না। এখানে ধর্মের স্থাপনাতে মায়ার তুফান আসে। এ হলো অনেক উচ্চ লক্ষ্য। বিশ্বের বাদশাহ হওয়া, এ কোনো নতুন কথা নয়। তোমরা অনেকবার এই তুফান অতিক্রম করে নিজের রাজ্য - ভাগ্য নিয়েছো। যে যেই রীতিতে পুরুষার্থ করে, তার সেভাবেই সাক্ষাৎকার হয়। যত এগিয়ে যেতে থাকবে, তোমাদের তত সাক্ষাৎকার হবে যে, এ কোন পদ প্রাপ্ত করবে। জানতে তো পারা যায় না, এ কেমন পুরুষার্থ করছে। গরীব অথবা বিত্তবানের কথা নয়। তোমরা গীতও শুনেছো - অবশেষে সেই দিন এলো.... গরীবের ভগবান বাবা এসেছেন। বাবা বলেন, আমি কোনো বিত্তবানকে ধন দেবো না। সে তো বিত্তবানই। ওদের জন্য তো এখানেই স্বর্গ। এখন অনেকেই কোটিপতি, আগে কোটিপতি খুব কমই হতো। এখন তো অনেক মানুষের কাছেই কোটি টাকা দেওয়ালের ভিতরে লুকানো রয়েছে, কিন্তু এ কারোরই কাজে আসবে না। কতো আর থাকে। যারা ঠকিয়ে অর্থ একত্রিত করবে, তাদের রাতে ঘুম আসবে না। কি জানি, গভর্নমেন্ট না হানা দেয়। বাবা বলেন -- তোমরা মনে রেখো, এ হলো অন্তিম সময়। এখন কারোর অর্থ মাটির তলায় চাপা পড়ে যাবে.... তাদেরই সফল হবে যারা বাবার সেবায় খরচ করবে। ধনী (বাবা) তো তোমাদের স্বর্গের মালিক বানান। তোমরা এখন বাবার কাছে নিজেকে ইন্সিওর করো। মৃত্যু তো সামনে উপস্থিত। তোমাদের সমস্ত আশা এখন পূর্ণ হয়। বাবা গরীবদের তুলে ধরেন। বিত্তবানের এক হাজার, আর গরীবের এক টাকা -- এক সমান। বেশীরভাগ গরীবরাই এখানে আসে। কারোর ১০০ টাকা উপার্জন, কারোর ১৫০ টাকা, দুনিয়াতে মানুষের কাছে তো কোটি টাকা আছে, তাদের জন্য এটাই হল স্বর্গ। তারা কখনোই আসবে না। না তাদের বাবাকে দরকার আছে। বাবা বলেন, তোমরা যদি নিজের বাড়িঘর ইত্যাদিও তৈরী করো, সেন্টার খোলো, আমি পয়সা দিয়ে কি করবো। সল্যাসীরা তো অনেক ফ্ল্যাট ইত্যাদি তৈরী করে, তাদের কাছে অনেক সম্পত্তি থাকে। এই রথও অনুভাবী। এখন আমি এসেছি গরীবকে বিত্তবান করতে, তাই এখন তোমরা সাহস করো। যারা কোটিপতি, তাদের অর্থ কোনো কাজে আসবে না। এখানে পয়সা ইত্যাদির কোনো কথা নেই। বাবা কেবল বলেন - মন্মনাভব (মন আমাতে লাগাও)। এখানে খরচের কোনো কথা নেই। এই যে বাড়ি বানানো হয়েছে, তাও খুব সাধারণ, তাও অন্তিম সময় তোমাদের থাকার জন্যই। তোমাদের স্মরণিক এখানেই উপস্থিত। এখন আবার চৈতন্যে স্থাপনা করছো। এরপর এই জড় স্মরণিক শেষ হয়ে যাবে

। তোমাদের একথা লেখা উচিত যে, আবুতে এসে যারা এই মন্দির দেখেনি, আর ঐদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানেনি, তাহলে তারা কিছুই দেখেনি --- তোমরা বলবে, আমরা এখন সেই চৈতন্য রূপেই বসে আছি । তোমরা এই জড় চিত্রের রহস্য বুঝিয়ে বলতে পারো । বলবে, ঐরা হলেন আমরা । আমাদের জড় স্মরণিক বানানো আছে । এ হলো আশ্চর্যজনক মন্দির, আশ্চর্য তাই না । মাশ্মা, বাবা আর বাচ্চারা এখানে চৈতন্য রূপে বসে আছে । ওখানে জড় চিত্র দাঁড়িয়ে আছে । মূখ্য হলেন এই শিব । তারপর ব্রহ্মা, জগদম্বা আর লক্ষ্মী - নারায়ণ । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । তবুও মানুষ বাবার হয়েও আবার বাবাকেই তালুক দিয়ে দেয় । এও কোনো নতুন কথা নয় । বাবার হয়ে আবার ভাগিন্দি হয়ে যায় । ভাগিন্দিদের চিত্রও আমরা রাখতে পারি । যদি দুটো নিশ্চয় থাকে তাহলে নিজের রাজত্বের চিত্র বানিয়ে নাও, তাহলে স্মৃতি থাকবে যে, আমরা ভবিষ্যতে ডবল মুকুটধারী স্বর্গের মালিক হবো । বাবাকে যদি ছেড়ে দাও তাহলে মুকুট পড়ে যাবে । এ হলো বোঝার মতো খুব আশ্চর্যজনক কথা । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । একেই সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি বলা হয় । বাবা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত তৈরী করছেন । মানুষ পরবর্তী জন্মের জন্য দান - পুণ্য করে । সে হলো অল্পকালের প্রাপ্তি । তোমাদের তো এই পড়ার দ্বারা ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ তৈরী হয় । কেউ যদি এই মাতা - পিতার আশ্রয়ে সম্পূর্ণ চলে তাহলে উদ্ধার হয়ে যাবে । মাতা - পিতাও খুশী হবেন । আসলে সম্পূর্ণ চলতে পারো না বলেই পদ কম হয়ে যায় । শিব বাবা বলেন -- আমি নিষ্কামী, অভোক্তা, আমি এই প্রসাদ ইত্যাদি কিছুই খাই না । এই বিশ্বের বাদশাহীও তোমাদের জন্যই । এই খাওয়া - দাওয়াও তোমাদের জন্যই, আমি তো সার্ভেণ্ট । আমার আসার সময়ও নির্ধারিত । কল্পে - কল্পে আমি আমার বাচ্চাদের রাজ্য - ভাগ্যের অধিকার দান করে নির্বাণধামে গিয়ে বসে যাই । বাবাকে কেউ যেন ভুলে না যায় । বাবা তো তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিতে এসেছেন, তাও তোমরা তাঁকে ভুলে যাও । কাউকে বাবার পরিচয় দানেরও খুব সহজ উপায় বলে দিয়েছেন -- তোমরা জিপ্তোস করো, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? দুজনেই বাবা । উনি হলেন নিরাকার, আর ইনি সাকার । বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দিলে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত করবে ? শ্রীমৎ তো ভগবানের কাছেই প্রাপ্ত হয় শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ হও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ-

১) মায়ার তুফানকে পার করে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে, মাতা - পিতার আশ্রয় পালনকে অভ্যাসে আনতে হবে ।

২) পুরানো দুনিয়াকে ভুলে নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে । মৃত্যুর পূর্বে বাবার কাছে নিজেকে ইম্মিওর করতে হবে ।

বরদানঃ-

বালক থেকে মালিকের সিঁড়ি উত্তরণ আর অবতরণ করে নিশ্চিন্ত, ডবল লাইট ভব
সদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে, মালিকের সঙ্গে সঙ্গে বালকও, আর বালকের সঙ্গে মালিকও । বালক হলে সদা নিশ্চিন্ত, ডবল লাইট থাকবে, আর মালিক অনুভব করলে মালিক ভাবের আধ্যাত্মিক নেশা থাকবে । রায় দেওয়ার সময় মালিক, আর যখন কোনো বিষয় মেজরিটি ফাইনাল করবে, তখন সেই সময় বালক, এই হলো বালক আর মালিক হওয়ার এক সিঁড়ি । এই সিঁড়ি কখনো উত্তরণ করো, কখনো অবতরণ করো, কখনো বালক হয়ে যাও, কখনো মালিক হয়ে যাও, তাহলে কোনো প্রকারের বোঝা থাকবে না ।

স্নোগানঃ-

যে নিজেকে পুরুষ অর্থাৎ আত্মা মনে করে রথ অর্থাৎ দেহের দ্বারা কার্য করায়, সেই প্রকৃত পুরুষার্থী ।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

সেবা বা নিজের চড়তি কলাতে সফলতার মূখ্য আধার হলো - এক বাবার সঙ্গে অটুট প্রেম । বাবা ছাড়া আর কিছুই যেন দেখা না যায় । সঙ্কল্পেও বাবা, বাণীতেও বাবা, কর্মতেও বাবার সাথে, এমন প্রেমমগ্ন স্থিতিতে থেকে একটি শব্দও যদি বোলো, তাহলে সেই স্নেহের বাণী অন্য আত্মাকেও স্নেহের বাঁধনে বেঁধে ফেলবে । এমন লভলীন আত্মার এক 'বাবা' শব্দই জাদুর কাজ করবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গমে তোমরা বাবাকে পেয়েছো, তোমরা নিজেদের মধ্যে হলে ভাই-বোন, তোমাদেরকে বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে হবে”

*প্রশ্ন:- বাবার কোন্ শ্রীমং এর দ্বারা প্রত্যেকটি বস্তু পাথর থেকে পরশ পাথরে পরিবর্তিত হয় ?

*উত্তর:- বাবার শ্রীমং হল বাচ্চারা, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সেসব ঈশ্বরীয় ব্যাংকে জমা করে দাও তো সেই পাথর গুলি পরশ পাথরে পরিণত হয়ে যাবে। বাবা তো হলেন দাতা, তিনি তোমাদের কাছে কিছুই নেন না কিন্তু তোমাদের কাছে যা কিছু এক্সট্রা আছে সেসব সফল করো। কারো থেকে ঋণ ইত্যাদি নেবে না।

*গীত:- তোমরা রাত খুইয়েছ ঘুমিয়ে....

ওম্ শান্তি । গীত তো শুনেছো। যে সব ভালো-ভালো গীত আছে, সেগুলি সেন্টারে থাকা উচিত। এই সব তো বাবা বানিয়েছেন। তোমাদের বুদ্ধিতে অন্য কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি নেই। তোমরা সব কিছু পড়েছো, তোমরা জানো। কিন্তু এখন ওইসব কিছুই বুদ্ধিতে নেই। বাবা বলেন যা কিছু পড়েছো সেসব ভুলে যাও - তুমি মরে গেলে তোমার কাছে দুনিয়া ও মৃত। বুঝতে হবে আমি আত্মা, এখন আমরা ফিরে যাবো নিজের ঘরে (পরম ধাম)। তখন এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন ইত্যাদি করে আমরা কি করবো ! বেদ শাস্ত্র তো সঙ্গে যাবে না। হ্যাঁ, এই পড়াশোনা সঙ্গে যাবে। এ হল অমরলোকের অমরকাহিনী। আমাদের বাবাও হলেন অমরনাথ। আমরা সবাই হলাম পার্বতী। অমর কাহিনী শুনছে, শিববাবার দ্বারা। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচুতে, অমরনাথ হলেন শিববাবা। অমরনাথে বরফের লিঙ্গ তৈরি করে, তার পূজা ইত্যাদি করে। এবারে নিরাকারের পূজা তো হতে পারে না। এমন নয় নিজে থেকেই কোনো শিবলিঙ্গ তৈরি হয়ে যায়। নিজেরাই বানায়। পরে মিথ্যা কাহিনী অনেক শোনায়ে। অমরনাথ অথবা শঙ্কর পার্বতী সেখানে কোথা থেকে আসবে। সেখানে কোনো মান-সরোবর নেই। প্রকৃত সত্য মান-সরোবর হলেন ব্রহ্মা। নিরাকার শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি যত দিন না এনার মধ্যে আসেন ততদিন মান-সরোবর কীভাবে হবে ! আত্মায় জ্ঞান আছে কিন্তু শোনাতে কীভাবে ? যতক্ষণ মানুষের দেহে না আসেন। সুতরাং তোমরা হলে জ্ঞানের মান - সরোবর। কিন্তু নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ বিশাল নদী, কেউ ক্যানাল, কেউ হ্রদ। বাবা বসে বোঝান। বাচ্চারা জানে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মার পিতা হলেন শিব। এই কথা তো বুদ্ধিতে আছে না - আমরা হলাম শিববাবার পৌত্র পৌত্রী ? যদিও শিববাবার সন্তান কিন্তু এখন দেহে এসেছি। উনি হলেন নিরাকার, তাই তাঁর পৌত্র হল ব্রহ্মার পুত্র ও কন্যা। শিববাবা হলেন আমাদের ঠাকুরদাদা। এমন ভাবে যারা নিশ্চয় করে - তাদেরকে বলা হয় ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমরা বলো আমরা হলাম ঈশ্বরীয় কুলের। ঈশ্বরের কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করছো। ভাই-বোন হওয়ার জন্য আমরা বিকারগ্রস্ত হতে পারবো না। তা নাহলে ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট হয়ে যাবে। তাদেরকে খুব খারাপ বলা হয়। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা, সতর্ক থাকবে। ভাই-বোনের পরিচয় প্রাপ্ত করে পুনরায় যদি বিকারগ্রস্ত হও তবে কঠিন দন্ড ভোগ করতে হবে। সদগুরু পিতার নিন্দুকের কোথাও ঠাঁই নেই। জাগতিক দুনিয়ার অনেক গুরু আছে। এই সময় মাত্র একবারই সঙ্গুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। সত্যযুগে তারপর দেবতা রূপী পিতাদের পাবে। এখন সঙ্গমে তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পিতার পুত্র ও কন্যা। শিববাবা, ব্রহ্মার দ্বারা পড়াচ্ছেন। ব্রহ্মা বাবা বলেন গড আমাকে নলেজ প্রদান করেছেন। মাম্মা হলেন গডেজ অফ নলেজ। অতএব নিশ্চয়ই চিলড্রেনরাও বলবে - আমরা হলাম গডেজ অফ নলেজ। মাতা-পিতা নলেজ দিচ্ছেন সৃষ্টি চক্রের। ব্রহ্মাকে গড বলা হবে না। গড তো হলেন একজনই, বাকিরা সবাই হল সন্তান - ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাকুমার কুমারী। এখন ইনি (ব্রহ্মা) গডেজ হলেন গুপ্ত রূপে এবং মাম্মা গডেজ অফ নলেজ তো হলেন প্রত্যক্ষ। বাস্তবে বাচ্চারা তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান, তাইনা। ব্রহ্মাকে বলা হয় গড অফ নলেজ। তিনি নলেজ প্রাপ্ত করেছেন শিবের কাছে। তা সত্ত্বেও ব্রহ্মাকে গড বলা যাবে না। গড হলেন একজন। তোমরা জানো কল্প পূর্বেও অবশ্যই পরম পিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণ রচনা হয়েছে ? অন্য যে সকল যন্তু আছে, তাতে এমন কোনো যন্তু নেই যে বহু বছর চলে। খুব বেশী হলে ৭ দিন চলে। এই যন্তুকে বলা হয় ইম্পেরিশবল অর্থাৎ অবিনাশী যন্তু অর্থাৎ বহু কাল ধরে যে যন্তু চলে তার নাম রুদ্র জ্ঞান যন্তু। কত কাল চলেবে সে কথা কেউ জানেনা। শেষ সময় কাল পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এই পুরানো দুনিয়ার সব সামগ্রী স্বাহা হবে, কেউ এমন রুদ্র জ্ঞান যন্তু রচনা করতে পারে না। ভক্তিমার্গে যদিও এই নাম দিয়ে ছোট ছোট যন্তু রচনা করা হয়। কেউ রুদ্র যন্তুও বলে। রুদ্র জ্ঞান যন্তু রচনা করবে তো সেখানে গীতা পাঠ করে শোনাতে অথবা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে শোনাতে। রুদ্র তো গীতা শুনিয়েছেন সেই জ্ঞান ভুলে যায়। কৃষ্ণের নাম বলে দেয়। এই

কথা জানেনা রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের দ্বারা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ডায়নেস্টি নির্ধারিত হয়।

এখন তোমরা সম্মুখে বসে আছো। অবশ্যই শিববাবা, ব্রহ্মা বাবা স্মরণে আসবে। জাগতিক দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা বলে দেয় আমরা ব্রহ্মার সন্তান। দেবতাদের সন্তানও দেবতা হবে। ঋত্রিয়ের সন্তান ঋত্রিয় হবে। বর্ণ তো আছে তাইনা। সেসব কেউ জানেনা। যখন কাউকে বোঝাবে তখন বলো তোমরাও হলে বি.কে.। প্রজাপিতা নাম তো আছে তাই না। যা পাস্ট হয়েছে সেসব নিশ্চয়ই প্রেজেন্ট হবে তাই না। গায়ন আছে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা করেন। নয়তো জিজ্ঞাসা করা উচিত প্রজাপিতা ব্রহ্মা যে ছিলেন তিনি কোথায় গেছেন ? সৃষ্টি যখন রচনা হবে তখন সর্ব প্রথমে ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ থাকবে। তোমরা জানো - শিববাবা তোমাদের কে হন ? সর্বব্যাপী তো বলতে পারে না। পিতাকে সর্বব্যাপী বলবে না। আচ্ছা, ব্রহ্মা তোমাদের কে হন ? তিনি নিশ্চয়ই বাস করে গেছেন তবে তো স্মরণিকা বানানো হয়েছে। এখন পুনরায় রচনা করছেন। সুতরাং আমাদের পিতা হলেন ব্রহ্মা। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারা পড়াচ্ছেন। আমরা ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করি, তোমরাও শেখো তাহলে ২১ জন্মের জন্য বাবার কাছে বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত হবে। নাহলে পাবে না। কোটিতে কেউ একজন এসে জ্ঞান শুনবে। যারা ব্রহ্মার সন্তান ৫ হাজার বছর পূর্বে হয়েছে, তারাই হবে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী পদ পেয়েছিল, তারাই পাবে। এখন তো নেই তাই না। পুনরায় সেই রূপে পরিণত হবে। বাবা এসেছেন পতিত থেকে পবিত্র, মানব থেকে দেবতা বানাতে। তবুও ব্রহ্মা তো চাই। আমরা বি.কে. রা এখন হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। যন্ত্র রচনা হয়েছে, ব্রাহ্মণ অবশ্যই রচনা হবে। ব্রাহ্মণদের শিখা আছে তাইনা। কিন্তু তোমাদের হয়তো সদা সুখের বর্সা নাওনি, তবেই তো স্বীকার কর না ! এত সব অসংখ্য বি.কে. আছে, বুদ্ধি হতেই থাকবে। এখন তোমরা বাপদাদার স্মরণে, পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে বসে আছো। একেই বলা হয় ওমনি প্রেজেন্ট। হজুর তো এখন হাজির রয়েছেন তাইনা। কি করেন ? নিশ্চয়ই কর্ম করেন। কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের রহস্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন, সম্মুখে। পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, যাঁর সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে, তিনি হলেন নলেজফুল। এমন নয় প্রত্যেকটি মানুষের বুদ্ধিতে কি আছে, উনি জানবেন, তা নয়। বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই এবং জ্ঞান প্রদান করি, যে যোগের দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে এবং এই সৃষ্টি চক্রকে বুঝলে পবিত্রতার মুকুট এবং রত্ন জড়োয়ার মুকুট এসে যাবে, একেই অবিদ্যাত্মী জ্ঞান রত্ন বলা হয়। যোগের দ্বারা হেল্থ, জ্ঞানের দ্বারা ওয়েলথ প্রাপ্ত হয়। হেল্থ ওয়েলথ আছে তো হ্যাপিনেসও আছে। তোমরা হেল্থ, ওয়েলথ, হ্যাপি সব কিছু প্রাপ্ত কর। যোগের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে এবং লাইটের মুকুট এসে যাবে। দেবতার হেলদি, ওয়েলদি থাকে। স্বদর্শন চক্রধারী স্বরূপ ধারণ করবে এবং জ্ঞান রত্ন ধারণ করবে, যার দ্বারা তোমরা ওয়েলদি হয়ে যাবে। একেই নেচার কিওর বলা হয়। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে, তাকেই বলা হয় দেবতা। পবিত্রও থাকে তো হেলদি, ওয়েলদিও থাকে। সত্য যুগে ভারতবাসীদের আয়ু ছিল ১৫০ বছর। এখন তো ভোগী হয়ে গেছে, তো অকালে মৃত্যু হয়ে যায়, সেটা ছিল পবিত্র দুনিয়া। এটা হল অপবিত্র দুনিয়া।

বাবা বলেন যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন আমি আসি। বড়দের গ্লানি করা - এও ভারতেই হয়। যদা-যদাহি ধর্মস্যঃ.... এখানকার কথা। বাবা বসে বোঝান যে, মায়া একেবারেই কুপুত্র বানিয়ে দিয়েছে। কুপুত্র ব্রষ্টাচারীকে বলা হয়। তখন শ্রেষ্ঠাচারী কে বানাবে ? নতুন দুনিয়া হল শ্রেষ্ঠাচারী। নতুন দুনিয়াই পুরানো হয়। পুরানো জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হবেই। সব কিছুই এমন হয়। সবকিছু শেষ হবেই। এই শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ তোমাদের করতে হবে এবং সাথে সাথে এই পড়াশোনাও করতে হবে। এমন অনেক বাচ্চারা আছে যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, চাকরী বাকরি করে তারপরে উঁচু পদের অধিকার প্রাপ্তির জন্য শ্রীমৎ অনুসারেও পুরোপুরি চলে। বাবা যখন জানবেন তখন পরামর্শ দেবেন - এই অবস্থায় এমন করো। বাবাকে বলবে - বাবা আমাদের কাছে এই সব আছে। বাবা বলবেন আচ্ছা বাড়ি বানাও। সন্তান ইত্যাদি নেই তো বাড়ি কেন চাই। বাবা বলবেন আচ্ছা সেন্টার খুলে দাও। অনেকের কল্যাণ হবে। একটি রুম জ্ঞান প্রদান করার জন্য রাখো। প্রপাটি তোমাদেরই থাকবে। শুধু সার্ভিস করার জন্য এদেরকে দিয়ে দাও। ভাড়া নিয়ে নাও। ভাড়াটীদের বিষয়ে বাড়ির মালিক কোনোরকম দখল বা

ইন্টারফিয়ার করে না। এমন করে সেন্টার খুলতে থাকো। প্রথমে তো সেন্টারের পুরোপুরি দেখাশোনা করো। তারপরেও কিছু সেভিংস থাকলে বাবাকে সাহায্যের জন্য দেওয়া উচিত। থাকলে দিতে পারো। সেন্টারে সাহায্য করলে তোমাদেরও ভবিষ্যৎ নির্মাণ হয়। এক্সট্রা থাকলে সফল করতে হবে। নাহলে শেষ হয়ে যাবে। মানুষ দান করে তো পর জন্মে তার ফল প্রাপ্ত করে। সেবার উদ্দেশ্যে এই কাজও যদি কর, তবে তার ফল ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়। যদিও বাচ্চারা, কখনও কারো ঋণ বাকি রাখবে না। ঋণ অর্থাৎ রোগ। ঋণীর অনেক চিন্তা থাকে। ঋণ শোধ না করলে সম্মান নষ্ট হয়। মানুষ তো

অনেক ঋণ নিয়ে থাকে। বিবাহে, তীর্থ যাত্রায় অনেক খরচ করে। যদিও দুটো রুটি খেতে বেশি খরচ হয় না। ব্যর্থ খরচ অনেক করে। বিবাহ হলেই সব শেষ। গরিব মানুষ সামান্য পয়সাতেই জীবন চালিয়ে নেয়। তোমরাও বাবার পরামর্শ নিতে থাকো। কোনো খারাপ স্বভাব ইত্যাদি যেমন চা খাওয়া, ধূমপান করা, এইরূপ কোনো স্বভাব থাকা উচিত নয়। শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। মানুষ টাকা পয়সা একত্র করে। এ হল তোমাদের এক নম্বর ব্যাঙ্ক। এতে ৪ আনা দিলে ভবিষ্যতে হীরা হয়ে যাবে। পাথর, সোনা হয়ে যায়। তোমাদের প্রতিটি সঞ্চয়কে পরস পাথর বানিয়ে দেয়। শিববাবার ভান্ডার সর্বদা ভরপুর থাকে। অসংখ্য সন্তান আছে। ভান্ডার শেষ হবে কীভাবে, অসম্ভব। কারো থেকে নেওয়ার তো প্রয়োজন নেই। এখানে কি মহল বানাতে হবে নাকি। বাবা হলেন দাতা। দরকার থাকলে নেবেন। নাহলে কেন নেবেন, যাতে পরে দিতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কোনো রকমের খারাপ স্বভাব রাখবে না। শ্রীমৎ অনুসারে নিজের এক - এক টাকা সফল করে ভবিষ্যতের জন্য জমা করতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় কুলের হয়ে কোনো আসুরিক কর্ম করবে না। সদ্ধরু নিন্দুক কখনও হবে না।

বরদান:- আমার ভাবকে তোমার ভাবে পরিবর্তন করে সর্ব আকর্ষণ মুক্ত হওয়া ডবল লাইট ভব লৌকিক সম্বন্ধের মধ্যে সেবা করাকালীন সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে এরা আমার নয়, সবাই বাবার সন্তান। বাবা তাদের সেবার জন্য আমাদেরকে নিমিত্ত বানিয়েছেন। গৃহে নয় বরং সেবাস্থানে রয়েছি। আমার সবকিছু তোমার। শরীরও আমার নয়। আমার ভাবেই আকর্ষণ থাকে। যখন আমার ভাব সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন মন বুদ্ধি কোনো দিকে আকৃষ্ট হবে না। ব্রাহ্মণ জীবনে যে আত্মা আমার ভাবকে তোমার ভাবে পরিবর্তন করতে পারে সে-ই ডবল লাইট থাকতে পারে।

স্নোগান:- বিঘ্ন প্রফু হওয়ার জন্য আশীর্বাদের খাজানা জমা করো।

লাভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

কোনো কথার বিস্তারে না গিয়ে, বিস্তারকে বিন্দু লাগিয়ে বিন্দুতে সমাযিত করো, বিন্দু স্বরূপে স্থিত হও, বিন্দু লাগাও, বিন্দুতে সমাযিত হয়ে যাও, তো সম্পূর্ণ বিস্তার, সমস্ত জাল সেকেন্ডে বিলীন হয়ে যাবে আর সময় বেঁচে যাবে, পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। বিন্দু স্বরূপে স্থিত হয়ে বিন্দুতে লাভলীন হয়ে যাও। কোনও কাজ করার সময়ে বাবার স্মরণে লাভলীন থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সুখের দিন এখন আসছে, অন্যদের মতামত এবং কলিযুগী কুলের মর্যাদাকে ত্যাগ করে এখন তোমরা উপার্জন করো, বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নাও”

*প্রশ্নঃ - কোন পুরুষার্থের দ্বারা অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হবে ?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা এখনও পর্যন্ত যা কিছু পড়েছো সব ভুলে গিয়ে কেবল একটাই বিষয় স্মরণ করো - চুপ করে থাকো, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো। বাবা বাচ্চাদের কোনো কষ্ট দেন না, বরং দ্বারে দ্বারে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করেন। গরীব ছেলে-মেয়েদের বিয়ে ইত্যাদির জন্য ঋণ নেওয়ার হাত থেকেও বাবা মুক্ত করে দেন। বাবা বলেন হে বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে।

*গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মন....

ওম্ শান্তি । এই গান হলো ভক্তি মার্গের। ওরা এর অর্থ বোঝে না। কেবল বাচ্চাই জানো। এখন সত্যিই আমাদের সুখের দিন আসছে যার জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি। যত পুরুষার্থ করবে ততই সুখ প্রাপ্ত হবে। শ্রীমৎ অনুসরণ করে ঝুলি ভরপুর করছো। ভক্তিমার্গকে বলা হয় ব্রহ্মার রাত। ওরা জানে না যে পতিত-পাবন বাবা কখন আসবেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদিকে সঙ্গমযুগ বলা হয়, এখন তোমরা তাদের কুস্তকর্ণের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলছো। মানুষ এক পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর বাবাকে স্মরণ করে। যে সাগর থেকে জলের নদীর উৎপত্তি হয়েছে সেই সাগরকে স্মরণ করে না। সেখানে তো নদীর মিলন হয়, সাগর-নদীর মিলন হয় না। সাগর এবং নদীর মিলনেই বিশেষত্ব রয়েছে, সেখানে অবশ্যই সাগর থাকতে হবে, তাই না। সত্য বাবা যিনি সত্যযুগ স্থাপন করেন তিনি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কাহিনী শোনাচ্ছেন। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে, হে পতিত-পাবন এসো। সুতরাং সঙ্গমযুগে যখন পরমাত্মা আসেন তখনই বলা হয় আত্মা এবং পরমাত্মার মিলন। এটাই হলো সত্যিকারের মিলন। তোমরা লিখতে পারো, একমাত্র পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন হয়, যার মাধ্যমে অপবিত্র সৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে অবশ্যই পবিত্র হয়ে যায়। ওটা হলো পবিত্র দুনিয়া, এটা হলো পতিত দুনিয়া। এটাই হলো সত্যিকারের মিলন, যখন পতিত-পাবন বাবা এসে পতিত আত্মাদের পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যান। পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলন হয় পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার জন্য। এর একটি কার্টুন তৈরি করা উচিত। বাবা এই সবকিছু আগে থেকেই বোঝাচ্ছেন। বিশেষতঃ তারা শিবরাত্রিতেই ত্রিবেণী নদীর (তিন নদীর সঙ্গমস্থলে) তীরে যায়। এই সব বোঝানোর নেশা থাকা উচিত। যারা ভালো বোঝাতে পারে, যুক্তি দিয়ে বোঝাবে, নাহলে অতিরিক্ত কথা বলতে থাকবে। কুস্তকর্ণ সত্য না মিথ্যা বোঝাতে হবে। এটা হলো সঙ্গমযুগ যখন পতিত দুনিয়া পবিত্র হয়। সুতরাং এটাই হলো সত্যিকারের মিলন। ওই মানুষগুলো কুস্তকর্ণের অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। তারা বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। তিনি তো হলেন পতিত-পাবন, পবিত্র করার জন্য ওঁনাকে আসতে হয়। তোমরা জানো এটাই হলো একমাত্র পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন উত্তরণ কলা হয়। সত্যযুগের পরে তোমাদের নীচে নামতেই হবে। যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, বলা হয় শেষ হয়েছে। পুরাতন হতে হতে সম্পূর্ণ পুরানো হয়ে যায়। তোমাদের স্বস্তিকা চিহ্নও এইভাবে তৈরি হয়েছে, সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো....। তোমরা জানো এখন আমরা বাবার থেকে নিরন্তর সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করছি। বাবা খুব সহজভাবে পুরুষার্থ করান। তিনি কোনো কষ্ট দেন না বরং দ্বারে দ্বারে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করেন। বিয়ের জন্য অনেক খরচ হয়। গরিবদের তো ঋণ নিয়ে বিয়ে করতে হয়। বাবা এই ঋণ ইত্যাদি থেকে মুক্ত করেন। তিনি নরকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং খরচা ব্যয় ইত্যাদি থেকেও রক্ষা করেন। এইজন্য এখানে অনেক গরিব'রা আসে। কত ভালো ভালো কুমারীরা এখানে আসতো, হঠাৎ করে কাম বিকারের ঝড় আসে তারপর বাগদানের পর বিয়ে করে নেয়। বিয়ের পর তারা অনুতাপ করে - তারা একটা বড় ভুল করেছে। সময় লাগে তাই না ! বাবা তাই বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেন। ধনীরা এখানে আসতে পারে না। তারা নিজেরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে না আর না স্ত্রী সন্তানদেরকে সত্য উপার্জন করতে দেয়। গরিবদের মধ্যেও অনেক কুপ্রথা রয়েছে। লোকে কি বলবে, লোকলাজ, সামাজিক বিধি নিষেধ তাদেরকে একেবারে শেষ করে দেয়। কোনো বাচ্চা ঠিক করে না পড়লে গভীর নরকে (দোজখ) চলে যায়। বাবা দোজখ থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন। কেউ কেউ সেখান থেকে বেরিয়ে আসে না। পশু তো নয় যে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে আনতে হবে। তিনি বোঝাতে থাকেন। বাবা বাচ্চাদের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কারণে বোঝান, বাচ্চারা তোমরা সত্যিকারের উপার্জন করো,

বাচ্চাদেরও করাও। তবুও অনেক ঝামেলা চলতেই থাকে। স্ত্রী আসলে স্বামী আসে না, স্বামী এলেও ছেলেমেয়ে আসে না। সেইজন্য অনেক বিরোধও হয়। সব কিছু তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে বোঝানো হয়। মূল বিষয় হলো পবিত্রতা।

বাচ্চারা লেখে, বাবা ক্রোধ এসে গিয়েছিল। তাই বোঝানো হয় তোমরা বাচ্চাদের ওপরে ক্রোধ কেন করো ! দেখানো হয়েছে যে কৃষ্ণের মা যশোদা তাঁর হাত বেঁধে কাঠের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু এইরকম কিছু ছিল না। ওখানে তো মর্যাদা পুরুষোত্তম বাচ্চারা খুবই সুন্দর স্বভাবের হয়। এখানেও কোনো কোনো বাচ্চা খুব ভালো হয়। অন্যদের সাথে কথা বলার সময় তারা খুব সুন্দর আচরণ করে থাকে। এখানে তো অনেক বাচ্চারা রয়েছে। কেউ কেউ তো শ্রীমৎ অনুসারে চলেই না, নিয়ম অনুসারে চলে না। নিয়মও তো রয়েছে তাই না ! যারা সামরিক বাহিনীতে কাজ করে তারা জিঞ্জিৎস করে - বাবা, ওখানে খেতে হয়, কি করবো ? বাবা বলেন - শুদ্ধ খাবার খাওয়ার চেষ্টা করো। সেই রকম পরিস্থিতিতে দৃষ্টি দিয়ে খাও, আর কী করবে ! দুটো রুটি তো পেতে পারো, মধু, মাখন এবং আলু ইত্যাদি খেতে পারো। যে জিনিষের অভ্যাস হয়ে গেছে সেটা চলতেই থাকবে। প্রতিটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে। বাবা তো সবকিছু খুব সহজ করে দেন। সর্বোত্তম হল পবিত্র হওয়া। কিছু কিছু বাচ্চারা এমনও হয় যে তারা তাদের পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। বাবার সম্পত্তিকে নষ্ট করে নাম বদনাম করে দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে, আমাদের সুখের দিন আসছে। সুতরাং কেন আমরা ভালো করে পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করবো না ! পুরুষার্থের মাধ্যমেই মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। মাঝা বাবা সিংহাসন প্রাপ্ত করেন। জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী থেকে তারপর রাজ-রাজেশ্বরী হন। তোমাদেরও ঈশ্বর জ্ঞান প্রদান করেন। তোমরাও এই জ্ঞান গ্রহণ করে অন্যদের নিজের সমান করে তুললে রাজ-রাজেশ্বরী হবে। মা বাবাকে স্মরণ করা উচিত। এতে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো বিষয় নেই। কেউ কেউ সন্ন্যাসীদের ফলোয়ার্স হয়ে যায় কিন্তু সত্যিকারের ফলো তো করে না। যারা সন্ন্যাস ধর্মে যেতে চায় তারা ঘরে থাকবে না। তারা অবশ্যই সন্ন্যাসী হওয়ার পুরুষার্থ করবে। ড্রামা অনুসারেই ভক্তি মার্গ শুরু হয়েছে। সতঃ, রজঃ, তমঃ পর্যায়ে সবাইকেই আসতে হবে। সবার প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে দেখো, তাঁকেও অবশ্যই ৮৪ জন্ম নিতে হবে। এখন অন্তিম জন্মে থাকলে তবেই আবার শুরুতে আসবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ নম্বর ওয়ান থেকে লাস্টে এসেছেন, আবার নম্বর ওয়ানে আসবেন। তাঁদেরকে জগতের নাথ কে বানিয়েছিল ? কখন উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তারা ? তোমরা বাচ্চারা জানো সপ্তমযুগেই তাঁরা এই উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। সমগ্র রাজত্ব স্থাপন হবে। ব্রাহ্মণরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছিল, যারা এখন পার্ট প্লে করছে। এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। কিন্তু কেউ কিছু ধারণ করে তো কেউ কিছু... এখানেই হল পুরুষার্থের ব্যাপার। বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা সম্মুখে বলেন - আমি এসেছি, আমাকে স্মরণ করো তাহলে যোগের দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মা বলে হ্যাঁ বাবা, আমি এই কান দ্বারা শুনি। শরীর ব্যতীত আপনি আমাদেরকে রাজযোগ কীভাবে শেখাবেন ? শিব জয়ন্তীও পালিত হয়। আমি আসি কিন্তু কেউ জানে না।

বাবা বোঝান - আমি প্রত্যেক কল্পে ব্রহ্মার শরীরেই আসি, তিনি ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। তিনি রাজ-রাজেশ্বর ছিলেন, এখন আবার জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বর হয়ে রাজ-রাজেশ্বর হবেন। এই ড্রামা আগে থেকেই তৈরী রয়েছে। গায়নও করা হয় - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। প্রজাপিতা তো ব্রহ্মাকেই বলা হবে। বিষ্ণু বা শঙ্করকে বলা হবে না। প্রজা অর্থাৎ মানুষ। তিনি বলেন মানুষকেই দেবতায় পরিণত করি। কোনো নতুন সৃষ্টি করি না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন বাচ্চারা, এখন স্বর্গে যাবে ? নিজেকে সমর্পণ করবে ? আমি এসেছি - এখন আমাকে স্মরণ করো। যতখানি সম্ভব দেহধারীদের কম স্মরণ করো। হ্যাঁ, তোমরা হলে কর্মযোগী, সারাদিনে সবকিছু করো কিন্তু তার সাথে সাথে এমন স্মরণে থাকো যাতে অন্তিমেও আমার স্মরণ থাকে। নাহলে যার সাথে বুদ্ধিযোগ থাকবে সেখানে জন্ম নিতে হবে। ঘর-পরিবারে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে পরিশ্রম হয়। বাবা বলেন, রাত্রিবেলা জাগো। তোমাদের শরীর অসুস্থ হবে না। যোগের দ্বারা তো আরও শক্তি প্রাপ্ত হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্র ঘোরাও। নিদ্রা জয়ী আদরের প্রিয় বাচ্চা - যাঁর রথ নিয়েছি তাকে বলছি।

তোমরা জানো যে, তিনিই রাজ-রাজেশ্বর হন তাই তাঁকে নিদ্রাকে জয় করতে হয়। দিনের বেলায় সার্ভিস করতে হবে। এছাড়া উপার্জন তো রাতের বেলায় করতে হবে। ভক্তরা ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। গুরুরা তাদের বলে মালা জপ করতে হবে। কাজকর্মের মধ্যে তো জপ করতে পারবে না। কেউ কেউ পকেটের ভেতরে মালা জপ করে। তাই সকালে উঠে স্মরণ করা উচিত, বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। এভারহেলদি হওয়ার জন্য নিরন্তর স্মরণ করতে হবে, তবেই অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়ে যাবে, এতে দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খাওয়ার ব্যাপার নেই। চুপ করে থাকতে হবে এবং পড়াশোনা করতে হবে। বাকি যা কিছু পড়েছো ভুলে যেতে হবে। বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মাই শরীরের দ্বারা কর্ম করে। করনকরাবনহার

হলো আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মাও এসে এনার মাধ্যমে কর্ম করেন। আত্মাই কর্ম করে এবং করায়। এই পয়েন্টেগুলো ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করলে তবেই যোগ্য হয়ে উঠবে। যারা নিজে বোঝার পর অন্যদেরও বোঝায় - বাবা তাদেরকেই যোগ্য মনে করেন। তারা স্বর্গে উঁচু পদ প্রাপ্ত করার যোগ্য। যারা বোঝায় না তারা উঁচু পদ প্রাপ্ত করার যোগ্য নয়। বাবা বলেন রাজা-রানী হওয়ার জন্য যোগ্য হও। তাদেরকেই যোগ্য সন্তান বলা হবে। এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে এবং আর কিছু করার দরকার নেই। বাবা সব বিষয় থেকে মুক্ত করে দেন, কেবল একটাই বিষয় স্মরণ করতে হবে। অস্তিত্বে যাকে স্মরণ করবে.... যারা সার্ভিসের যোগ্য বাচ্চা হবে তারা বাবার মুরলীর থেকে সাথে সাথে কাটুন তৈরি করে ফেলবে। বিচার সাগর মন্ডন করবে। বাচ্চাদের সার্ভিস করা উচিত। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের ওপরে বাবার আশীর্বাদ থাকে। আশীর্বাদ নম্বর ক্রমানুসারে হয়। এই অসীমের পিতা সকলের জন্য বলেন - ফলো ফাদার-মাদার। এরা তো শিববাবার থেকে নলেজ প্রাপ্ত করেন। ব্রহ্মা উঁচু পদ প্রাপ্ত করেন, তোমরা কেন প্রাপ্ত করো না ? এখন ফলো করলে প্রত্যেক কল্পে উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এখন ফেল করলে প্রত্যেক কল্পে ফেল করবে।

আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐন্নার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার জন্য সার্ভিসের যোগ্য হতে হবে। নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে। এখন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী হয়ে তারপর রাজ-রাজেশ্বরী হতে হবে।

২) এক বাবার স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে। কোনো দেহধারীর প্রতি বুদ্ধির যোগ রাখা উচিত নয়। নিদ্রা জয়ী হয়ে রাত্রিবেলা উপার্জন জমা করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের স্নেহের শীতল স্বরূপের দ্বারা বিকট জ্বালা রূপকে পরিবর্তন করে স্নেহের প্রতিমূর্তি ভব স্নেহের রিটার্ণে বরদাতা বাবা বাচ্চাদের এই বরদান দেন যে, "সর্বদা প্রতিটি মুহূর্তে, প্রত্যেক আত্মার প্রতি এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে স্নেহের প্রতিমূর্তি ভব"। কখনো নিজের স্নেহের মূর্তি, স্নেহপূর্ণ স্বভাব, স্নেহের ব্যবহার, স্নেহের সম্পর্ক-সম্বন্ধকে ভুলে যেও না। কোনও ব্যক্তি, প্রকৃতি অথবা মায়া যেভাবেই বিকারাল রূপ নিয়ে, জ্বালা রূপ ধারণ করে সামনে আসুক না কেন, সেই পরিস্থিতিতে সর্বদা স্নেহের শীতলতার দ্বারা পরিবর্তন করতে থাকো। স্নেহের দৃষ্টি, ভাবনা এবং কর্মের দ্বারা স্নেহের জগৎ নির্মাণ করো।

স্লোগানঃ:- প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করলে শক্তি আসে, এইজন্য কখনো ভয় পেয়ো না।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

যে সমস্ত আত্মা লভলীন স্থিতির সমান আত্মারা হলো সদা যোগী। তাদের যোগ যুক্ত করতে হয় না বরং সর্বদাই লভলীন। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতেই পারেনি, তাহলে স্মরণ কী করবে ! স্মরণ স্বতঃতই থাকবে। যেখানে সাথে থাকে সেখানে স্মরণ স্বতঃতই থাকবে। সুতরাং সমান আত্মাদের স্টেজ হলো বাবার সাথে থাকা এবং সমায়ািত হয়ে থাকা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এক ঈশ্বরের সাথে সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে, এই ইন্দ্রের সভায় সুপুত্র বাচ্চাদেরকেই নিয়ে আসতে হবে, কোনও কুপুত্রকে নয়”

*প্রশ্নঃ - ২১ জন্মের সব থেকে বড় লটারি নেওয়ার জন্য কোন পুরুষার্থ করতে থাকো ?

*উত্তরঃ - এক পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ করো আর তাঁর প্রীমতে চলার পুরো পুরুষার্থ করো। যদি কারোর নাম-রূপে বুদ্ধি ফেসে থাকে তাহলে সেখানে থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে নাও। রাতে যখন সময় পাবে, ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করো, দিব্য গুণের ধারণ করো, তাহলে ২১ জন্মের লটারি পেয়ে যাবে।

*গীতঃ- না তিনি আমাদের থেকে দূরে যাবেন, না তাঁর প্রতি ভালবাসা হৃদয় থেকে যাবে...

ওম্ শান্তি । দুঃখ তো এখানেই আছে। বাবা আসেন দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য, কেননা বাচ্চাদের এটাই বোঝানো হয়েছে যে কৃষ্ণ এখানে আসতে পারবেন না। তাঁর পুরীতে দুঃখ হয় না। দুঃখ হয় কংস পুরীতে। কৃষ্ণপুরী হল শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের পুরী। আমরা এখন দিব্যগুণ ধারণ করছি। যদি আসুরিক গুণ থাকে তাহলে দৈবী-সম্প্রদায়ে ভালো পদ প্রাপ্ত হবে না। এখন পদ না পেলে তো কল্প-কল্পান্তরেও পাওয়া যাবে না। সব থেকে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। ওখানকার লাভ-ক্ষতি তো এক জন্মের জন্য হয়ে থাকে। এটা তো হল জন্ম-জন্মান্তরের কথা। ভালো-খারাপ কর্ম হতে থাকে তাই না। সত্যযুগে কেবল ভাল কর্মই হয়ে থাকে। খারাপ কর্ম করানোর জন্য রাবণ সেখানে থাকে না। এখানে যে যেরকম কর্ম করবে, ২১ জন্মের জন্য তার ফল প্রাপ্ত করবে। এখানে হয় চলতে হবে প্রীমতে, না হয় চলতে হবে অসুরের মতে। খারাপ কাজ করেছে মানে অসুরের মতে চলছো, শীঘ্রই বোঝা যায়। বাবার সাথে ভালোবাসা তো পুরোপুরি চাই তাই না। ঈশ্বরের থেকে ভালোবাসা নেই তার মানে অসুরের সাথে ভালোবাসা আছে। এখানে তোমাদের ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়। তোমরা বলে থাকো ঈশ্বর হলেন বাবা। প্রতিজ্ঞা করতে থাকো - আমরা এক তোমার সাথেই প্রীতি রাখবো। তথাপি কারো সাথে প্রীতি রাখলে তো সেটা অসুরের সাথে রাখা হয়ে যায়। পুনরায় নিজেও অসুর হয়ে যায়। একটা কাহিনীও বলা হয় তাইনা - ইন্দ্রের সভা ছিল, সেখানে কোনো এক পরী এক বিকারীকে সাথে করে নিয়ে আসে। সেই বিকারী সুপুত্র বাচ্চা ছিল না, কুপুত্র বিকারী ছিল, তাই দুজনকেই নিচে ফেলে দেওয়া হয়। জ্ঞান সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে এইরকম সব আত্মাদেরকে নিয়ে আসে, যারা পবিত্র থাকতে পারেনা। তাই যে বি.কে, তাদেরকে নিয়ে আসে সেও অভিশাপগ্রস্ত হয়ে যায়। সেই বিকারী তো অভিশাপগ্রস্ত আছেই। এ হল ঈশ্বরের জ্ঞান ইন্দ্রসভা। জ্ঞান বর্ষা বর্ষণ করেন এক বাবা-ই। তাই এখানে অত্যন্ত বুঝে-শুনে কাউকে নিয়ে আসতে হবে। না হলে তো যিনি নিয়ে আসবেন তিনিও অভিশাপগ্রস্ত হয়ে যাবেন। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা, তোমরা নিয়ে আসছো পরমাত্মার কাছে, তাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করে নিয়ে আসতে হবে। এমনিতে তো সাক্ষাৎ করবার জন্য অনেকেই আসে, অনেকের সাথেই সাক্ষাৎ করতে হয় কিন্তু সেই দিনও আসবে যখন যত বড়ই পদের অধিকারী আত্মা হোক না কেন, পবিত্র না হলে সামনে আসতে পারবে না। এখন যদি এইরকম করা হয় তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। গন্তব্য অনেক উঁচু। এখানে এতো যে আশ্রম বা সংসঙ্গ আছে, কোথাও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই, কিছুই জানেনা যে এর দ্বারা আমাদের কি লাভ হবে। এখানে তো বড় বড় অক্ষরে এইম-অবজেক্ট লেখা হয়। মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। শিখ-ধর্মাবলম্বীরা গাইতে থাকে - মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশি সময় লাগে না। দেবতা হয় সত্যযুগে। তাই অবশ্যই মানুষকে দেবতা তৈরী করার জন্য ভগবান আসবেন। ভগবান কী বানাতে আসেন ? ভগবান আর ভগবতী। কিন্তু আমরা দেবী দেবতা বলি, কেননা ভগবান হলেন এক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরও হলেন সৃষ্টি বতনবাসী। লক্ষ্মী-নারায়ণও হলেন দিব্য-গুণ যুক্ত মানুষ। দিব্যগুণ যুক্ত আত্মাদের পুনরায় আসুরিক গুণে অবশ্যই আসতে হয়। এখন ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। বাবা বলেন আমি পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে আসি। ইনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেন, নিজের সাম্রাজ্যের সাথে। পতিতদেরকে পবিত্র বানান তিনি, কৃষ্ণ কীভাবে পতিতদেরকে পবিত্র বানাবেন! কৃষ্ণ সেই নাম-রূপে একবারের জন্যই আসে। তার সেই চিত্র পুনরায় ৫ হাজার বছর পর প্রাপ্ত হবে। বাকি জন্ম তো ভিল্ল-ভিল্ল হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাঁরা এখন জগদম্বা, জগৎপিতা হয়েছেন, এঁারা জানেন যে আমরাই পরবর্তী জন্মে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। এখনকার যা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেসব পরিবর্তন হয়ে যাবে। তোমরা এখন বতনে গিয়ে দেখতে পারো। তো সত্যযুগের লক্ষ্মী নারায়ণের কীরকম বৈশিষ্ট্য হবে। তোমরা এই সময় সাক্ষাৎকার করতে পারো। এ'হল আশ্চর্যের বিষয়, আর কারোরই এইরকম সাক্ষাৎকার হয় না। তোমরা এই একটা বিষয় অ্যাক্যুয়েট দেখতে পারো। কিন্তু সেই ফটো এখান থেকে বের করতে পারবে না। এই ফটো তো এখানেই তৈরি হয়েছে। তোমরা জানো যে ভবিষ্যতে এইরকম হব। গুরু

নানকের অ্যাক্যুরেট চিত্র যেটা ছিল, তা পুনরায় ৫ হাজার বছর পর আবার প্রাপ্ত হবে। এই কথাগুলি তোমরাই জানো। এইরকম বাবার সাথে খুব ভালোভাবে যোগযুক্ত থাকতে হবে আর সেই যোগও অব্যভিচারী হওয়া চাই। কারোর নাম-রূপের সাথে প্রীতি থাকলে তো ব্যভিচারী হয়ে যাবে। শিব বাবার ভক্তি যখন শুরু হয় তো প্রথমে তাকে অব্যভিচারী ভক্তি বলা যায়। শিবকেই পূজা করতে থাকে। এখন পুনরায় এক শিববাবারই স্মরণে থাকতে হবে। বাবা বলেন - এই রকম যেন না হয় যে অন্তিম সময়ে তোমাদের বুদ্ধির যোগ ব্যভিচারী হয়ে যায়। কোথাও নাম-রূপে ফেঁসে থাকলে তো সেখান থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে থাকো। মায়া এমনই যে কখন কোথায়, কখন কোথায় ধাক্কা খাইয়ে দেবে। কখনো মিত্র সম্বন্ধী স্মরণে আসবে, তখন শীঘ্রই যোগ লেগে যাবে এটা হতে পারে না। বাবা বলেন এখন তো কেউই সম্পূর্ণ হয়নি। এটা হল অনেক বড়র থেকেও বড় ২১ জন্মের লটারি, এর জন্য পুরুষার্থ খুব ভালোভাবে করতে হবে। মায়া হল অত্যন্ত প্রবল, শীঘ্রই সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। এইজন্য স্মরণ করার পুরুষার্থ রাত্রিতে করো। দিনের বেলাতে তো সময় পাওয়া যায় না, রাতের সময় পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ করো। শ্রীমতে চললে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। এখন যে শ্রেষ্ঠাচারী কৃষ্ণ আছে, তাকে গীতার ভগবান বলে দিয়েছে আর যিনি তাকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন তাঁকেই গুপ্ত করে দিয়েছে। কৃষ্ণের গুণ আর পরমপিতা পরমাত্মার গুণের বর্ণনা অবশ্যই করা উচিত। তাহলে সর্বব্যাপীর কথা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এটা হল সঙ্গম যুগ, একে মঙ্গলময় কল্যাণকারী যুগও বলা যায়। সত্যযুগকে বা কলিযুগকে মঙ্গলকারী বলা যায়না, মঙ্গলকারী তাকেই বলা যায়, যে কল্যাণকারী হয়। সত্যযুগ তো হলোই কল্যাণকারী, তার আগে অকল্যাণকারী যুগ ছিল। তাই মহিমা সবকিছু সঙ্গমযুগেরই আছে, যখন শিব বাবার অবতারণ হয়। বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গম যুগেই আসি। কল্প সম্পূর্ণ হলে পুনরায় নতুন শুরু হয়। পুরানো কল্পে কলিযুগ আর নতুন কল্পে হলো সত্য যুগ। এটা হল কল্পের সঙ্গম যুগ। তারা তো আবার যুগে যুগে বলে দিয়েছে। আত্মা সত্য যুগ আর ত্রেতার সঙ্গম, ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গম, দ্বাপর আর কলি যুগের সঙ্গম...পুনরায় কলিযুগ আর সত্যযুগের সঙ্গম তাহলে চারটে সঙ্গম হয়ে যায়। তাহলে অবতারও ৪ হওয়া উচিত কিন্তু ২৪ অবতার কেন বলে থাকে ? এই সমস্ত কথা ধারণ করার মতো।

বাবা বড় সহজ রীতিতে লিখিয়েছেন যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কী সম্বন্ধ ? পরমপিতা বলা হলে তবে তো অবশ্যই দু'জন বাবা হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে সবাই অনেকভাবে বোঝায় কিন্তু এতটা কেউ বোঝে না। একজনেরও নিশ্চয় হয় না। যদিও আসে, মুরলী শোনে কিন্তু তিনি হলেন আমাদের বাবা, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, শ্রীমতে চলতে হবে - এই কথা গুলি বুদ্ধিতে বসেনা। হাজার হাজার আসবে কিন্তু একজনেরও নিশ্চয় হয়না যে তিনি হলেন আমার পিতা, তাঁর মতে চলতে হবে। প্রথমে তো মা বাবার মুখ দেখতে হবে। কিন্তু নিশ্চয় নেই, মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী। এই শক্তিশালী মায়ার থেকে মুক্ত করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন সঙ্গুর নিন্দুক কোনো পদ পায় না। যদি খারাপ চাল-চলন হবে তাহলে পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। এখানে তো এইম-অবজেক্ট একেবারেই পরিষ্কার। অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গ চলতে থাকে। সেটা হল অবনতি কলা। গাইতে থাকে গুরুর নাম নিলে উল্লতি কলা হবে। কিন্তু গুরু কে ? সঙ্গুর। তোমরা সঙ্গুরকে জানো, তিনি হলেন শিব বাবা, সত্য বাবা, সত্য টিচার, সঙ্গুর। শিব বাবাকে স্মরণ করলে উল্লতি কলা হয়ে যায়। ১৬ কলা হয়ে যায়। পুনরায় ১৬ কলা থেকে অবনতি হতে থাকে। মানুষ বলে আমরা তো এর থেকে মুক্তি পেতে চাই। কিন্তু মুক্তি তো হয়না। উল্লতি কলা, অবনতি কলা পুনরায় উল্লতি কলা, সতোপ্রধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃতে পুনরায় তমঃ থেকে সতঃ.... এই চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এই চক্রে প্রত্যেকেই আসতে হয়। তোমরা সম্পূর্ণ চক্রে আসো, আর তারা অর্ধেক সময় পর চক্রে আসে। সতঃ, রজঃ, তমঃতে তো হতেই হয়। শৈশবকে সতোপ্রধান বলা হয় তারপর একটু বড় হলে তাকে সতঃ, যৌবনকে রজঃ, বার্ধক্যকে তমঃ বলা হয়। প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের পার্ট পূর্বনির্ধারিত আছে। এই নাটক হলো অত্যন্ত আশ্চর্য মন্ডিত, যাকে কেউই জানেনা। রাজকীয় পরিবারের বাচ্চাদের চাল-চলন অত্যন্ত শোভনীয় হয়। এখানে তো শ্রীমতে চলতে হবে। সবাই একই রকম তো চলতে পারবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন দাস-দাসী হওয়া বা থার্ডক্লাস রাজা-রানী হওয়া, এর থেকে তো প্রজাতে সাহকার হওয়া অত্যন্ত ভালো। দান পূণ্য করে ধনী হয়ে যায়। দাস-দাসীর নাম তো ধারণ করতে হবে না। যদিও তারা দাস দাসী হয়ে রাজস্বে যায় কিন্তু তার থেকেও তো এরা অনেক সুখী হবে। এদের নাম দাস-দাসী তো হবে না। প্রজাতে অনেক ধনী থাকবে। এখানে থেকেও যদি শ্রীমতে না চলে তাহলে দাস দাসী হতে হবে। এখানে থেকে কোনো কুকর্ম করলে তো দাসীদেরও দাসী হতে হবে। কেউ তো খুব ভালো দাসী হয়, কারো আবার কোনো মানই থাকে না। তাই পুরুষার্থ খুব ভালো করে করতে হবে। এইজন্য বাবা লেখেন যে বাচ্চাদের সার্টিফিকেট পাঠাও। কেউ কেউ আছে যারা নিজেদেরকে মিয়া-মিঠুঁ অর্থাৎ নিজেকে খুব চালাক মনে করে বসে যায়। তখন রিপোর্ট কে করবে যে সাবধান হয়ে যাবে ? বাবার কাজ হলো বোঝানো, এইম-অবজেক্ট তো পুরোই আছে, যতখানি চাও পুরুষার্থ করে নাও, বিজয়মালাতে নিজের স্থান করে দেখাও। আট দানার মালা হয়, ১০৮ দানার মালা আছে, ১৬১০৮ এরও মালা হয়। নির্বিকারী দুনিয়ার রাজা-রানী খুব অল্পসংখ্যক হয়। পরবর্তীকালে অনেক হয়ে যায়, এখানে

ভারতের সবথেকে বেশি হবে। কত গ্রাম আছে, কত রাজা-রানী, পুনরায় তাদের কত প্রিন্স-প্রিন্সেস, অনেক সংখ্যক হবে। অনেক বড় লিস্ট বের করা হয়। মহারাজা, রাজা তারপর তাদের কুটুম্ব সম্বন্ধী। ডায়রেক্টরীতে (নির্দেশিকায়) মুখ্য কয়েকজনেরই নাম দেয়। ওখানে তো প্রত্যেকের একটি পুত্র একটি কন্যা সন্তান হয়। মানুষ অনেক বড় লম্বা-চওড়া হিসাব দিয়ে দেয়। তবুও বাবা বলেন যে অসীমের বাবাকে স্মরণ করো যার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে, এটা হল পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। কোনো কোনো মানুষ ঈশ্বরকে না জানার কারণে নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে বসে যায়। তারা জন্ম-জন্মান্তরেও আসতে থাকে। অকালে মৃত্যুও হতে থাকে আবার নিজেকে ঈশ্বরও বলে থাকে। তোমরা জানো যে দেবতাদের কখনও অকালে মৃত্যু হয় না। যখন সময় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সাক্ষাৎকার হতে থাকে, এখন পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নিতে হবে। অত্যন্ত বোঝার মতো বিষয়। ব্যস্, এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে আর কারোর নাম-রূপে ধাক্কা থাকে না, নাহলে তো নীচে পড়ে যাবে। বাবাকে তো নানান ভাবে বাচ্চাদেরকে ওঠাতে হয়। ঐনার মধ্যে তো শিববাবার অবতরণ হয়েছে, ঐনার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রোনা। মায়া অনেক প্রকারের তুফান নিয়ে আসে, হনুমানের মত পাকাপোক্ত হতে হবে, যাতে মায়া রাবণ নড়াতে না পারে। আদিদেবকে মহাবীর হনুমানও বলা হয়। নাম রেখে দিয়েছে। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কেউ মহারথীও আছে। এসমস্ত কথা বাস্তবে হল এখানকারই। যার জ্ঞানের মালিশ হয় না কেমন ম্রিয়মান দেখায়। জ্ঞানের মালিশের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখো কত রমণীয় দেখায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের এইম-অবজেক্টকে সামনে রেখে উদ্ভূত প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, চাল-চলন খুবই রাজকীয় রাখতে হবে আর শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।

২) কোনো দেহধারীর নাম রূপকে স্মরণ করবে না। এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের শক্তিশালী মন্সা শক্তি বা শুভ ভাবনার দ্বারা অসীমের সেবা করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য সূক্ষ্ম শক্তিশালী স্থিতি যুক্ত আত্মা চাই। যে নিজের বৃত্তি দ্বারা, শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা অনেক আত্মাদেরকে পরিবর্তন করতে পারে। অসীমের সেবা - শক্তিশালী মন্সা শক্তির দ্বারা, শুভ ভাবনা আর শুভকামনার দ্বারা হয়ে থাকে। তো কেবল নিজের প্রতি ভাবুক নয় কিন্তু অন্যদেরও শুভভাবনা, শুভকামনার দ্বারা পরিবর্তন করো। অসীমের সেবা বা বিশ্বের প্রতি সেবা - সমতা বজায় রাখা আত্মারাই করতে পারে। তাই ভাবনা আর জ্ঞান, স্নেহ আর যোগের ব্যালেন্সের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তক হও।

স্লোগানঃ:- বুদ্ধিরূপী হাত বাবার হাতে দিয়ে দাও তো পরীক্ষা রূপী সাগরে দোদুল্যমান হবে না।

লভলীন স্থিতির অনুভব করো -

যখন মনই বাবার হয়ে গেছে তখন পুনরায় মন কীভাবে লাগাবে! প্রেম কীভাবে করবে! এই প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা সর্বদাই লভলীন রয়েছে, প্রেম স্বরূপ, মাস্টার প্রেমের সাগর হয়ে গেছে, তাহলে প্রেম করতে হয় না, প্রেমের স্বরূপ হয়ে গেলে। যত যত জ্ঞান সূর্যের কিরণ বা প্রকাশ বাড়তে থাকবে, ততই বেশি প্রেমের ঢেউ সেখানে আচ্ছড়ে পড়বে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মাকে নিরোগী বানানোর জন্য আধ্যাত্মিক (রুহানী) স্টাডি করো আর করাও, আধ্যাত্মিক হসপিটাল খোলো”

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি নেশা রাখলে বাকি সব আশা স্বততঃই পূর্ণ হয়ে যায় ?

*উত্তরঃ - কেবল বাবাকে স্মরণ করে এভারহেল্ডি হওয়ার আশা রাখো। জ্ঞান-যোগের আশা পূর্ণ যদি করো তবে বাকি সকল আশা স্বততঃই পূর্ণ হয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমরা কোনো প্রকারের কু-অভ্যাস রাখবে না। অলরাউন্ডার হতে হবে। এক একজন আত্মার মধ্যে ত্রুটি বিদ্যুতি হয়ত আছে, কিন্তু সার্ভিস অবশ্যই করতে হবে।

*গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মন, সুখের দিন এল বলে...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনল। এই সময় সব আত্মাদেরকে ধৈর্য দেওয়া হয়ে থাকে। আত্মার মধ্যেই মন বুদ্ধি রয়েছে। আত্মাই দুঃখী হয়, তখন বাবাকে আহ্বান করে - হে পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মা এসো। কখনো ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরকে পতিত পাবন বলা হয় না। যখন তাদেরকেই বলা যায় না তখন লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা এদেরকেও (পতিত পাবন) বলা যেতে পারে না। পতিত পাবন তো একজনই। বিষ্ণুর চিত্র তো হলই পবিত্র। তিনি হলেন বিষ্ণুপুরীর মালিক। বিষ্ণুপুরীর স্থাপনকারী হলেন শিববাবা। তিনিই এই সময় বিষ্ণুপুরী স্থাপন করছেন। সেখানে দেবী-দেবতারাই থাকেন। বিষ্ণু ডিনায়েস্টি বলাo কিস্বা লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি (সাম্রাজ্য) বলাo, একই কথা। এই সব পয়েন্টস্ হল ধারণ করার মতো। বাবা হলেন রুহানী আর এটা হল রুহানী স্টাডি, রুহানী সার্জারী হয়, সেইজন্য বোর্ডে নামও এইভাবে লেখা উচিত - "ব্রহ্মাকুমারী রুহানী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়"। রুহানী বা আধ্যাত্মিক কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। রুহানী হসপিটালও বলা যেতে পারে। কেননা বাবাকে অবিনাশী সার্জনও বলা হয়, পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। তিনি আমাদেরকে ধৈর্য দিচ্ছেন যে, বাচ্চারা আমি এসেছি। আমি রুহদের পড়াই। আমাকে সুপ্রিম রুহ বলে। আত্মারাই রোগগ্রস্ত হয়েছে, খাদ পড়েছে। সত্যযুগে থাকেন পবিত্র আত্মারা আর এখানে হল অপবিত্র আত্মারা। ওখানে পূণ্য আত্মারা, এখানে পাপ আত্মারা। আত্মার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। আত্মাদের শিক্ষা প্রদানকারী হলেন - পরমাত্মা। তাঁকেই স্মরণ করা হয়। সব কিছু তাঁর কাছেই চাওয়া হয়। কোনো দুঃখী কাঙাল হলে বলবে - কৃপা করো, সাহকারের থেকে কিছু পয়সা পাইয়ে দাও। পয়সা পেয়ে গেলে বলবে ভগবান দিয়েছেন বা কারো মাধ্যমে দিয়েছেন। কেউ যদি কার্পেন্টার (ছুতোর মিস্ত্রি) হয়, পেমেন্ট তো সে মালিকের থেকেই পাবে। বাচ্চারা বাবার থেকে পায়। কিন্তু নাম ঈশ্বরের খ্যাত হয়। ঈশ্বরকে তো মানুষ জানেই না, সেইজন্য এইসব যুক্তি তৈরী করে। জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কী সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বার সাথে তোমাদের কী সম্বন্ধ ? রাজ- রাজেশ্বরী লক্ষ্মী-নারায়ণের সাথে তোমাদের কী সম্বন্ধ ? তারা তো হলেন স্বর্গের মালিক। যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেছেন তিনিই নিশ্চয়ই তাদেরকে এই উত্তরাধিকার দিয়েছেন। তারা তো হলেন বিষ্ণুপুরীর মালিক। মুখ্য চিত্র হল শিববাবা আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের। মানুষ বিষ্ণুকে সর্বালঙ্কারে ভূষিত করে দেখিয়েছে। বিষ্ণুর দ্বারা পালনা করেন, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ। এনার কর্তব্য এতটা নয়। মহিমাযোগ্য হলেন শিববাবা, বিষ্ণুও তো তৈরী হন। শঙ্করের পাট আলাদা। মানুষ নাম রেখে দিয়েছে ত্রিমূর্তি। রাম - সীতা, লক্ষ্মী - নারায়ণ এদের চিত্র হল প্রধান। এদের পরে হল রাবণের চিত্র। সেটাও ৪৬ ফুট বড়ো তৈরী করা চাই। রাবণকে প্রত্যেক বছর দহন করা হয়, এর সাথে তোমাদের সম্বন্ধ কী ? একে জ্বালানো হয় যখন তাহলে তো অবশ্যই বড়ো শত্রু হবে। প্রদর্শনীতে এর বড়ো চিত্র হওয়া চাই। এর রাজ্য দ্বাপর থেকে শুরু হয় যখন দেবী দেবতা বামমার্গে গিয়ে পতিত হন। এছাড়াও বাদ-বাকি যে চিত্র আছে, প্রদর্শনীতে সেগুলোও আলাদা আলাদা ভাবে দেখাতে হবে, এ সবই হল কলিযুগের চিত্র। গণেশ, হনুমান কচ্ছপ - মৎস ইত্যাদি সকলের চিত্র রাখা উচিত। এরকম অনেক প্রকারের চিত্র পাওয়া যায়। একদিকে কলিযুগী চিত্র আরেকদিকে তোমাদের চিত্র। এর ওপরে তোমরা বোঝাতে পারো। প্রধান চিত্র হল শিববাবার আর এইম অবজেক্ট এর। লক্ষ্মী-নারায়ণের আলাদা, সঙ্গমের আলাদা, কলিযুগের আলাদা। চিত্রের প্রদর্শনীর জন্য বিশাল বড় কক্ষ চাই।

দিল্লীতে অনেকেই আসবেন। ভালো মন্দ দুইই থাকে। খুব সতর্ক থাকতে হবে, বুঝে নিতে হবে। চিফ জাস্টিসকে (প্রধান বিচারপতি) দিয়ে ওপেনিং করিয়ে থাকে, তিনিও নামীদামি নম্বর অনুসারে। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতি ইকুয়াল

(দুজনেই সমান) । একে অপরকে শপথ গ্রহণ করান। তারা নিশ্চয়ই কিছু বুঝেছেন তবেই না উদ্বোধন করবেন ? কনস্ট্রাকশনেরই উদ্বোধন করবেন, ডিস্ট্রাকশনের তো করবেন না।

এখন বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের সুখের দিন আসছে। বোর্ডে হাসপাতালের নাম অবশ্যই লিখতে হবে। আর কারা এটি প্রতিষ্ঠা করেছে? অবিনাশী সার্জন হলেন পতিত পাবন বাবা, তাই না? পবিত্র দুনিয়াতে তো পবিত্র মানুষ কখনও অসুস্থ ইত্যাদি হন না, পতিত দুনিয়াতে তো অনেক রকমের অসুখ রয়েছে। তাই সার্ভিসের জন্য চিন্তা ভাবনা করা উচিত। কি কি চিত্র রাখা উচিত, কীভাবে তা বোঝানো উচিত। কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি বোঝান তাহলে কিছুই বোঝাতে পারবেন না। বলবে, এখানে তো কিছুই নেই। এ'সব হল কাল্পনিক গল্প কথা! এইজন্য প্রদর্শনীতে বুদ্ধিহীনদের কখনও বোঝানোর জন্য দাঁড় করানো উচিত নয়। বোঝানোর জন্য চাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসে। কোনো বড়ো মাপের মানুষকে কম বুদ্ধি সম্পন্ন কেউ বোঝালে সমস্ত প্রদর্শনীর নাম বদনাম হয়ে যাবে। বাবা বলতে পারেন অমুক ব্যক্তি কেমন প্রকারের টিচার হতে পারেন। সকলে তো একইরকম বুদ্ধিমান হন না। অনেক দেহ-অভিমानी মানুষও আসে।

এখন বাবা বলেন - আচ্ছা তোমাদের সুখের দিন আসছে। স্বর্গের মহিমা তো সকলে করে। কিন্তু স্বর্গেও বিভিন্ন পদ বিশিষ্ট আছে। নরকেও নম্বর অনুসারে রয়েছে। বিজয়মালায় গাঁথা যারা হবেন তারা তো রাজ - রাজেশ্বরী হবেন। আমরা জিজ্ঞাসাও করে থাকি যে - জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী জগদম্ভার সাথে তোমাদের কী সম্বন্ধ? জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরীকে ঈশ্বর জ্ঞান প্রদান করেন তখন তিনি হয়ে ওঠেন রাজ-রাজেশ্বরী। জগদম্ভার তো অনেক সন্তান এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মারও তো অনেক সন্তান। কতোই না সূক্ষ্ম এ'সব কথা! মানুষ তো বুঝতেই পারে না যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্ভা আসলে কে? প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলীই হবে তারা তাই না? যারা সেন্সিবল (সুবুদ্ধিসম্পন্ন) হবে, তারা সাথে সাথে প্রশ্ন করবে - এ'সব কথা আমি বুঝতে পারছি না যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্ভার নিজেদের মধ্যে কি কানেকশন যে তাদের মুখ থেকে এতো বাচ্চাদের জন্ম হয়েছে? এই ধরনের প্রশ্ন করলে সে কেমন বুদ্ধি সম্পন্ন সেটা অনুমান করতে পারা যায়। বাবা সমস্ত রহস্য বোঝান। ত্রিমূর্তি, কল্পবৃক্ষ, গোলা, লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র, এদের এইম অবজেক্ট রয়েছে এবং যিনি অবিনাশী বর্ষা প্রদান করবেন তাঁর চিত্রও উপরে রয়েছে। সুতরাং যিনি বোঝাবেন তাকে অনেক বুদ্ধিমান হতে হবে। প্রশ্নপত্রও খুব ভালো তৈরী করা হয়েছে। রাবণের সাথে তোমার কী সম্বন্ধ? এতো বড়ো বড়ো বিদ্বান, পণ্ডিত ইত্যাদিরাও বোঝেন না যে এ শত্রু কীভাবে হল? আমরাও আগে বুঝতে পারতাম না। বাবা বলেন, ইনি হলেন ব্রহ্মা, যাকে আমি অ্যাডপ্ট করেছি, তিনিও জানতেন না। এখন জানেন, তাই অন্যদেরকেও বোঝানোর শখ থাকা চাই। এই প্রদর্শনী হল একেবারেই নতুন। যদি কেউ কপিও করে তাহলেও কিছুই বোঝাতে পারবে না। এ বড়ই আশ্চর্যের! অনেক নেশা চাই। সার্ভিসে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয়ে যাওয়া উচিত। চিত্র অনেক চাইতে থাকবে, তাই অনেক সংখ্যায় রাখতে হবে। সার্ভিসের জন্য বিশালবুদ্ধি হওয়া চাই। খরচ তো হবেই। অর্থ তো খরচ করার জন্যই। খরচ করতে থাকলে আসতেও থাকবে। ধন দিলে, ধন কম হয়ে যায় না। বাচ্চা তো অনেক তৈরী হতে থাকবে। অর্থ তো সার্ভিসের কাজে লাগানো হয়। রাজধানী তো সত্যযুগেই হবে। এখন প্রাসাদ ইত্যাদি বানানোর প্রয়োজন নেই। তাতে গভর্নেন্টের কতো খরচ হয়ে যায়। এখানে হল চিত্র তৈরীর খরচ। দিন দিন খুব ভালো ভালো পয়েন্টসও বেরিয়ে আসতে থাকে। রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তি সহকারে বোঝানো হয়েছে। অর্ধ কল্প রাবণ রাজ্য অর্ধ কল্প রাম রাজ্য। এই রাবণের হাত থেকে বাবা-ই এসে মুক্ত করেন। আর কেউ মুক্তি দিতে পারে না। এর জন্য তো সর্বশক্তিমানকেই চাই। উনিই পারেন মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে। তাহলে সত্যযুগে এই রাবণ শত্রু হতোই না। ধীরে ধীরে তোমাদের প্রভাব অনেক বেড়ে যাবে, তখন বন্ধনযুক্ত (বাঁক্কেলী) মাতা, কন্যারা সবাই মুক্ত হয়ে যাবে। বুঝতে পারবে এ তো খুব ভালো কথা। কলঙ্ক তো লাগবেই। কৃষ্ণের উপরেও তো কলঙ্ক লেগেছিল তাই না। স্থাপনের সময় পালানো ইত্যাদির কলঙ্ক লেগেছিল, মন্দ কথাও বলেছিল। তারপর স্বর্গেও কলঙ্ক লাগিয়েছে, সর্প দংশন করেছে, এই করেছে, সেই করেছে... কত আজোবাজে কথা! প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে, তাদেরকে বলা হয় সেন্টারে এসে বুঝতে। এসে নিজেদের জীবন তৈরী করো। কালের উপর জয় প্রাপ্ত করো। ওখানে কাল খেতে পারে না। একটা গল্পও আছে - যমদূত আনতে গেলে তাকে বলা হয় যে আপনি ভেতরে আসতে পারবেন না... এ'সব হল অনেক বড়ো বোঝার মতো বিষয়। এ'সব বোঝার জন্য বিশালবুদ্ধি চাই এবং দেহী অভিমानी হওয়া চাই। আমরা হলাম আচ্ছা, পুরানো সম্বন্ধ আর পুরানো শরীরের প্রতি কোনো আসক্তি রাখা উচিত নয়। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে, আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি। স্বর্গে গিয়ে আমাদের নতুন সম্বন্ধে জুড়তে হবে। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। এই পুরানো দুনিয়া তো বিনষ্ট হতে চলেছে। আমাদের সম্বন্ধ তো বাবার সাথে আর নতুন দুনিয়ায় সাথে। এই কথা স্মরণ করতে হবে। এই জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত করছো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ায় জন্য। এই পুরানো দুনিয়া তো কবরখানা হয়ে যাবে, এর সাথে কি হৃদয়কে যুক্ত করা

উচিত ? এই দেহ সহ সব কিছুই তো বিনষ্ট হতে চলেছে। দেহী - অভিমানী হওয়া খুব ভালো। আমরা বাবার কাছে যাই। নিজের সাথে কথা বললে তবেই কাউকে বোঝাতে পারবে।

এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমাদের সুখের দিন আসছে। পাস হওয়ার জন্য যত বেশী তোমরা পুরুষার্থ করবে তত উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। সার্টিফিকেট তো টিচার দেবেন, তাই না। তিনি জানেন এর মধ্যে সত্যতা কতটা। কতটা সেবাপরায়ণ (সার্ভিসেবল)। এই আল্লা কনস্ট্রাকশনের (স্থাপনার) কাজ করছে তো ? ডিস্ট্রাকশনের (ক্ষতি) কাজ করছে না তো ? সার্ভিসেবলই বাবার হৃদয়ে আসন নিতে পারে। যদিও এখন কেউ পরিপূর্ণ নয়। ক্রটি বিদ্যুতি তো সকলের মধ্যেই থাকে। পরিপূর্ণ এগোতে এগোতেই হবে। শখ রাখতে হবে - মানুষের জীবনকে কীভাবে তৈরী করব ! কাঁটাকে ফুল বানাতে হবে। বাবাও কাঁটা তুল্য মানুষকে ফুল বানিয়ে দেন। দেবতা বানিয়ে দেন। জ্ঞান এবং যোগও চাই। বাচ্চারা বুদ্ধি পেতে থাকবে তারপর কেউ বিরোধিতা করবে না। তখন সবাই বুঝতে পারবে। এখানে কোনো দেবী-দেবতা তো নেই। প্রতিটি বিষয়ে ধ্যান দিতে হয়। অলরাউন্ডার বুদ্ধি চাই। কেউ ঠিকঠাক ভাবে সার্ভিস করে, কেউ আবার করে না। আরাম পছন্দ করে এমন কেউ নেই তো ? সারাদিন এটা চাই, ওটা চাই এই রকম কেউ নেই তো ? একে বলা হয় লোভ। কাপড় ভালো চাই, ভোজন ভালো চাই। অনেক আশা আছে। বাস্তবে যন্তু থেকে যা পাওয়া যায় সেটাই ভালো। সল্যাসী কখনও একের অধিক জিনিস নেয় না, কেউ এই রকম করলে বুঝতে হবে অভ্যাস ভালো নয়। শিববারার যন্তু থেকে সব কিছু সঠিক পাওয়া যায়। তারপরেও কিছু আশা থেকে যায়। আগে জ্ঞান যোগের আশা তো পূরণ করো। এই আশা তো জন্ম-জন্মান্তর রেখে এসেছে। এখন তো বাবাকে স্মরণ করলে আমরা এভারহেল্ডি হয়ে যাব - এই আশা রাখতে হবে। তাহলে তো অবশ্যই লিখতে হবে যে, এ হল রুহানী হাসপিটাল, যা থেকে মানুষ বুঝতে পারে যে এ হল হাসপিটাল এবং কলেজও। বাবা বাড়িকেও হাসপাতাল বা কলেজের আদলে বানিয়েছেন। কলেজগুলিতে কোনো সাজসজ্জা থাকে না, সিম্পল হয়ে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আরাম প্রিয় হবে না। সার্ভিসের (সেবা) জন্য অনেক শখ (ইচ্ছা) রাখা উচিত। সেবার জন্যই পয়সা খরচ করতে হবে। মানুষকে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করতে হবে।

২) সর্বদা কনস্ট্রাকশনের (নির্মাণ) কাজ করতে হবে। ডিস্ট্রাকশনের নয়। নিজের সাথে কথা বলতে হবে। আমরা কোথায় যাচ্ছি ! কী হতে চলেছি !

বরদানঃ:- শক্তিশালী স্মরণের দ্বারা পরিবর্তন, খুশী আর হালকা ভাবের অনুভূতি করতে পারা স্মৃতি তথা সমর্থ স্বরূপ ভব

শক্তিশালী স্মরণ এক সময় ডবল অনুভব করায়। একদিকে স্মরণ অগ্নি রূপে ভস্মীভূত করার কাজ করে, পরিবর্তন নিয়ে আসার কাজ করে আর অপরদিকে খুশী অর্থাৎ হাল্কা হওয়ার অনুভব করিয়ে থাকে। এই রকম বিধিসম্মত শক্তিশালী স্মরণকেই যথার্থ স্মরণ বলা হয়। এই রকম যথার্থ স্মরণে থাকা স্বরূপ বাচ্চারাই হল সমর্থ। এই স্মৃতি তথা সমর্থীই নম্বর ওয়ান প্রাইজের অধিকারী বানিয়ে দেয়।

স্নোগানঃ:- অনুভবী সে-ই যার হৃদয় শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞতায় প্রবীন।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

পরমাত্মার প্রেম হল এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্মের আধার। বলাও হয়ে থাকে, যেখানে ভালবাসা আছে সেখানেই জীবন আছে। ভালবাসা নেই তো জীবন নিস্প্রাণ, জগৎ শূন্য। ভালবাসা পাওয়া অর্থাৎ জগৎ পেয়ে যাওয়া। দুনিয়ার মানুষ এক ফোটার জন্য তৃষ্ণার্ত আর বাচ্চারা তোমাদের কাছে এই প্রভু-প্রেম হল প্রপাটি (প্রকৃত সম্পদ)। এই প্রভু-প্রেমে পালিত হওয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জীবনে অগ্রসর হতে থাকা। তাই সর্বদা প্রেমের সাগরে লভলীন থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সমগ্র জ্ঞানের সার - স্মৃতি"

আজ সমর্থ বাবা চারিদিকের সমর্থ সকল বাচ্চাকে দেখছেন। প্রত্যেক সমর্থ বাচ্চা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছে। এই সমর্থ জীবন অর্থাৎ সুখময় শ্রেষ্ঠ সফলতা সম্পন্ন অলৌকিক জীবনের আধার কী? আধার হল এক শব্দ - 'স্মৃতি'। বাস্তবে, সমগ্র ড্রামাই হল বিস্মৃতি আর স্মৃতির খেলা। এই সময় স্মৃতির খেলা চলছে। তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মাকে বাপদাদা কিসের আধারে পরিবর্তন করেছেন? শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তোমরা আত্মা, শরীর নও। এই স্মৃতি কতো অলৌকিক পরিবর্তন এনেছে! সবকিছু বদলে গেছে না? মানব জীবনের বিশেষত্বই স্মৃতি। বীজ, এটাই স্মৃতি; যে বীজ দ্বারা বৃষ্টি, দৃষ্টি, কৃতি সব স্থিতি পরিবর্তন হয়ে যায়, সেইজন্য গাওয়া হয়ে থাকে যেমন স্মৃতি তেমন স্থিতি। বাবা ফাউন্ডেশন স্মৃতিকেই পরিবর্তন করেছেন। যখন ফাউন্ডেশন শ্রেষ্ঠ হয় তখন আপনা থেকেই পুরো জীবন শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। তিনি কতো ছোট একটা বিষয়ের পরিবর্তন করেছেন, তোমরা শরীর নও আত্মা - যেইমাত্র এই পরিবর্তন হল, আত্মা মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে স্মৃতি ফিরে আসা মাত্রই সমর্থ হয়ে গেছে। এখন এই সমর্থ জীবন কতো প্রিয় লাগে! নিজেও স্মৃতিস্বরূপ হয়েছ আর অন্যদেরও এটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে কী থেকে কী বানিয়ে দাও! এই স্মৃতির দ্বারা তোমাদের সংসারই পরিবর্তন করে নিয়েছ। এই ঈশ্বরীয় সংসার কতো প্রিয়! যদি সেবার্থে সংসারী আত্মাদের সঙ্গে থাকছ, কিন্তু মন সদা অলৌকিক সংসারে থাকে। একেই বলা হয়ে থাকে স্মৃতিস্বরূপ। যে পরিস্থিতিই আসুক স্মৃতিস্বরূপ আত্মা সমর্থ হওয়ার কারণে পরিস্থিতিতে কী মনে করে? এ' তো খেলা। তারা কখনো ঘাবড়ে যাবে না। যত বড় পরিস্থিতিই হোক কিন্তু সমর্থ আত্মার ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সেই সবই রাস্তার সাইড সীন অর্থাৎ রাস্তার দৃশ্য। সাইড সীন তো ভালো লাগে তাই না! পয়সা খরচ করেও সাইড সীন দেখতে যাও। আজকাল, এখানেও আবু-দর্শন করতে যাও, যাও না! যদি রাস্তায় সাইড সীন না থাকে তবে কি সেই রাস্তা ভালো লাগবে? বোর হয়ে যাবে। একইরকমভাবে, পরিস্থিতি বলা বা পেপার বলা অথবা প্রবলেম, স্মৃতিস্বরূপ সমর্থ-স্বরূপ আত্মার ক্ষেত্রে সব সাইড সীন। কারণ তোমাদের স্মৃতিতে আছে যে লক্ষ্যের পথে অসংখ্যবার তোমরা সাইড সীন পার করেছ। নাথিং নিউ এর ফাউন্ডেশনই বা কী? স্মৃতি। যদি এই স্মৃতি হারিয়ে যায় অর্থাৎ যদি ফাউন্ডেশন নড়ে যায় তাহলে জীবনের পুরো বিল্ডিং নড়তে থাকে। তোমরা তো অনড়, না!

সমগ্র পার্ঠের চারটি সাবজেক্টের আধারও স্মৃতি। সবচেয়ে মূখ্য সাবজেক্ট হল স্মরণ। স্মরণ অর্থাৎ স্মৃতি - আমি কে? বাবা কে? দ্বিতীয় সাবজেক্ট হল জ্ঞান। রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান তোমরা পেয়েছ। তারও ফাউন্ডেশন তোমাদেরকে বাবা স্মরণ করিয়ে দিলেন, অনাদি কী আর আদি কী এবং বর্তমান সময়ে তোমরা কী - ব্রাহ্মণ যে, সেই ফরিস্তা। ফরিস্তা যে, সেই দেবতা, আরও কতো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাহলে জ্ঞানের স্মরণ তো হল, হল না? তৃতীয় সাবজেক্ট হল দিব্য গুণ। দিব্য গুণও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই দিব্য গুণ তোমরা সব ব্রাহ্মণের। গুণের লিস্টও স্মরণে থাকে, তখনই সময় অনুসারে সেই গুণ কর্তব্যে, আচরণে ব্যবহার কর। কোনো সময় তোমাদের স্মৃতি অনুপস্থিত থাকলে কী রেজাল্ট হবে! সময় মতো গুণ ইউজ করতে পারবে না। যখন সময় চলে যায় তারপরে স্মরণে আসে - এটা তো করতে চাইনি কিন্তু হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে এ'রকম করব না। সুতরাং দিব্য গুণও কর্ম-ব্যবহারে আনতে সময় মতো স্মৃতির প্রয়োজন। এইরকম মুহূর্তে তোমরা নিজেকেই উপহাস কর। যখন তোমরা কোনো কথা বা কোনো জিনিস ভুলে যাও তো সেই সময় কী অবস্থা হয়? সেই জিনিস তোমাদের আছে, কিন্তু প্রয়োজনে মনে আসে না, তখন তোমরা ঘাবড়ে যাও, তাই না! এটাও ঠিক একইভাবে সময় মতো স্মরণ না হওয়ার কারণে তোমরা কখনো কখনো ঘাবড়ে যাও। তাহলে দিব্য গুণের আধার কী? সদা স্মৃতিস্বরূপ। নিরন্তর আর ন্যাচারাল দিব্য গুণ সবারকম আচরণে, কর্তব্যে নিরন্তর আর ন্যাচারালি সহজভাবে প্রয়োগ হতে থাকবে। চতুর্থ সাবজেক্ট হল সেবা। এতেও যদি স্মৃতিস্বরূপ না হতে পার যে আমি বিশ্ব-কল্যাণকারী আত্মা নিমিত্ত, তাহলে সেবায় সফলতা লাভ করতে পারবে না। তখন সেবার দ্বারা কোনো আত্মাকে স্মৃতিস্বরূপ বানাতে পারবে না। সেবা হল নিজেকে এবং বাবাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

সুতরাং চার সাবজেক্টের ফাউন্ডেশন হল স্মৃতি, তাই না! সমগ্র জ্ঞানের সার এক শব্দের - স্মৃতি, সেইজন্য বাপদাদা আগে থেকেই তোমাদের জানিয়েছেন যে লাস্ট পেপারের কোশ্চেন কী হবে! লম্বা-চওড়া পেপার হবে না। একটাই কোশ্চেনের পেপার হবে আর এক সেকেন্ডের পেপার হবে। কোশ্চেন কী হবে? নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ। কোশ্চেনও আগে থেকেই শুনে

নিচ্ছে, তাহলে তো সবারই পাস হওয়া উচিত, তাই না! সবাই নম্বর ওয়ান পাস হবে, নাকি নম্বর ক্রমানুসারে পাস হবে ?

ডবল বিদেশি কোন্ নম্বরে পাস হবে ? (নম্বর ওয়ান) তাহলে কি মালা সম্পূর্ণ করে দেব ? নাকি আলাদা মালা বানিয়ে দেব ? তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা খুব ভালো। ডবল ফরেনারদের বিশেষ চান্স আছে 'লাস্ট সো ফাস্ট' যাওয়ার। তোমাদের এই মার্জিন আছে। আলাদা মালা যদি হয় তবে পিকনিকের যে স্থান হবে সেখানে যেতে হবে। সেটা যদি পছন্দ হয়, তাহলে আলাদা মালা হবে ? তোমাদের জন্য মালাতে আসার মার্জিন রাখা আছে, এসে যাবে। আচ্ছা। সব টিচার তো স্মৃতিস্বরূপ হয়েছ, না! চার সাবজেক্টেই স্মৃতিস্বরূপ। তোমাদের পরিশ্রম করতে হয় না তো, করতে হয় ? টিচারের অর্থই হল নিজের স্মৃতিস্বরূপ ফিচার্স দ্বারা অন্যদেরও স্মৃতিস্বরূপ বানানো। তোমাদের ফিচার্সই যেন অন্যদের স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়, আমি আত্মা। সেইসঙ্গে তারা যেন তোমাদের ললাটে দেখে প্রোজ্জ্বল আত্মা বা দ্যুতিময় মণিকে। যেমন, সাপের মণি দেখে কারও লক্ষ্য সাপের দিকে যাবে না, মণির দিকেই যাবে। এইরকম অবিনাশী দ্যুতিময় মণি দেখে দেহভাব যেন স্মরণে না আসে, আপনা থেকেই অ্যাটেনশন যেন আত্মার দিকেই যায়। টিচার্স, তোমরা এই সেবারই নিমিত্ত। যারা বিস্মৃত, তাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়া - এটাই সেবা। তোমরা তো সমর্থ, নাকি কখনো কখনো ঘাবড়ে যাও ? যদি টিচাররা ঘাবড়ে যাবে তো স্টুডেন্ট কীরকম হবে! টিচার্স অর্থাৎ সদা ন্যাচারাল, নিরন্তর স্মৃতিস্বরূপ তথা সমর্থস্বরূপ। যেভাবে ব্রহ্মাবাবা ফ্রন্টে থেকেছেন, টিচার্স - তোমরাও সেইরকম সামনে আছ, আছ না ? নিমিত্ত মানে সামনে। যেমন, সেবাতে সমর্পণ হওয়ার জন্য সাহস বজায় রেখে সমর্থ হয়েছ। তাহলে এই স্মৃতি কী, এ'তো ত্যাগের ভাগ্য। ত্যাগ করেছে, এখন ভাগ্য এমন কী বিষয়! ত্যাগ তো করেছে, যতই হোক, ত্যাগ, ত্যাগ নয় কেননা, প্রাপ্তি অনেক বেশি। কী ত্যাগ করেছে ? শুধু সাদা শাড়ি পরেছ, সে'তো আরও বিউটিফুল হয়ে গেছ, ফরিস্তা, পরী হয়ে গেছ আর কী চাই! বাকি যে ভোজন-পান ছেড়ে দিয়েছ... সে'তো আজকাল ডক্টরসও বলে - বেশি খেও না, কম খাও, সাধারণ খাও। আজকাল তো ডক্টরসও খেতে দেয় না। বাকি আর কী ছেড়েছ ? গয়না পরা ছেড়েছ... আজকাল তো গয়নার পিছনে চোরে ধাওয়া করে। ভালো করেছে যে ছেড়ে দিয়েছ, বিচ্ছিন্নতার কাজ করেছে, সেইজন্য ত্যাগের পদম গুণ ভাগ্য পেয়ে গেছ। আচ্ছা!

ঠিক এই মুহূর্তে এথেন্সের ওদেরকে বাপদাদার মনে পড়ছে (এথেন্সে সেবার বড় কোনো সম্মেলন চলছে), তারাও বাপদাদাকে খুব মনে করছে। যখনই কোনো বিশাল কার্য হয়, সীমাহীন কার্যে অসীম জগতের বাবা আর অসীম পরিবার অবশ্যই স্মরণে আসে। যে বাচ্চারাই ওখানে গেছে, সকলেই সাহসী বাচ্চা। যারা নিমিত্ত হয়েছ, তাদের সাহস কার্যকে শ্রেষ্ঠ আর অটল বানায়। বাবার স্নেহ আর বিশেষ আত্মাদের শুভ ভাবনা, শুভ কামনা বাচ্চাদের সাথে আছে। বুদ্ধিমানদের 'বুদ্ধি' যে কোনো কাউকে নিমিত্ত বানিয়ে আপন কার্য দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে বের করে আনেন। সেইজন্য নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে লাইট-হাউস, মাইট-হাউস হয়ে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার ভাইব্রেশন ছড়াতে থাক। প্রত্যেক সার্ভিসেবল বাচ্চাকে নাম আর বিশেষত্ব সহ বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। আচ্ছা!

সদা নিরন্তর স্মৃতিস্বরূপ সমর্থ আত্মাদের, সদা স্মৃতিস্বরূপ হয়ে সব পরিস্থিতিতে সাইড সীন অনুভবকারী বিশেষ আত্মাদের, সদা বাবা সমান চারিদিকে স্মরণের তরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া মহাবীর বাচ্চাদের, সদা তীরগতিতে যারা পাস উইথ অনার হয়, সেই মহারথী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দিল্লি জোন থেকে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

নিজেদের ভাগ্য দেখে সদা উৎফুল্ল হও! সদা 'বাঃ-বাঃ'র গীত গাও ? 'হায়-হায়'র গীত সমাপ্ত হয়ে গেছে, নাকি কখনও দুঃখের তরঙ্গ এসে যায় ? দুঃখের সংসার থেকে তোমরা পৃথক হয়ে গেছ আর বাবার প্রিয় হয়ে গেছ, সেইজন্য দুঃখের তরঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না। যদি বা সেবার্থে থাকছ, কিন্তু তোমরা কমল সমান থাক। কমল পুষ্প কাদামাটি থেকে বেরিয়ে যায় না, কাদামাটিতেই হয়, জলেই হয় কিন্তু স্বতন্ত্র হয়। তোমরা কি এমন স্বতন্ত্র হয়েছ ? স্বতন্ত্র হওয়ার লক্ষণ হল - যত পৃথক হবে ততই বাবার প্রিয় হবে, আপনা থেকেই বাবার ভালোবাসা অনুভব হবে আর এই পরমাত্ম-ভালোবাসা ছত্রছায়া হয়ে যাবে। যার উপরে ছত্রছায়া হয় সে কতো সেফ থাকে! যার উপরে পরমাত্ম-ছত্রছায়া আছে তার কে কী করতে পারে! সেইজন্য তোমরা এই গরিমায় (ফখুর) থাক যে আমরা পরমাত্ম-ছত্রছায়ায় থাকি। অভিমান নয়, কিন্তু আত্মিক গর্ব। বডি-কম্পিয়াস যদি হবে তো অভিমান আসবে, আত্ম-অভিমानी হবে তো অভিমান আসবে না, কিন্তু আত্মিক মান-মর্যাদা হবে। আর যেখানে মান-মর্যাদা বিদ্যমান থাকে সেখানে বিঘ্ন হতে পারে না। হয় চিন্তা হবে, নয় মর্যাদা হবে। একসাথে দুটো হবে না। সর্বোত্তম ডাল-রুটি দিতে বাপদাদা বেঁধে আছেন। রোজ ৩৬ রকম ভোজন দেবেন না, কিন্তু ভালোবাসার ডাল-রুটি তোমাদের অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এটা নিশ্চিত, কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সুতরাং চিন্তা কিসের!

দুনিয়ায় তাদের চিন্তা থাকে যে, আমরাও খাব আর তাদের পরবর্তী প্রজন্মও থাকবে। সুতরাং তোমরাও ক্ষুধার্ত থাকবে না, তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মও ক্ষুধার্ত থাকবে না। তোমাদের আর কী প্রয়োজন ? ডানলপের বালিশ চাই কি! ডানলপের বালিশ বা বিছানায় ঘুম আসবে, যদি তোমাদের চিন্তা থাকে ? নিশ্চিত হলে মাটিতেও যদি শোবে তো ঘুম এসে যাবে। বাহুকে যদি বালিশ বানিয়ে নাও তাও ঘুম এসে যাবে। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে শুনকো রুটিও ৩৬ প্রকারের ভোজন মনে হবে, সেইজন্য নিশ্চিত বাদশাহ হও। নিশ্চিত থাকার এই বাদশাহী সবচাইতে শ্রেষ্ঠ। যদি মুকুট পরে সিংহাসনে বসে চিন্তা করতে থাক, তাহলে কি সিংহাসন হ'ল নাকি চিন্তা? ভাগ্যবিধাতা ভগবান তো তোমাদের মাথায় শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টেনে দিয়েছেন। নিশ্চিত বাদশাহ হয়ে গেছ! ওই টুপি কিংবা চেয়ারের (পদের) বাদশাহ নও। নিশ্চিত বাদশাহ। কোনো চিন্তা আছে ? নাতি-পুতিদের চিন্তা আছে ? তোমাদের কল্যাণ হয়েছে তো তাদেরও কল্যাণ অবশ্যই হবে। সুতরাং সদা নিজের ললাটে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা দেখতে থাক - বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরীয় ভাগ্য! ধন-সম্পত্তির ভাগ্য নয়, ঈশ্বরীয় ভাগ্য। এই ভাগ্যের সামনে ধন তো কিছুই নয়, সে'সব তো পেছনে পেছনে আসবে। যেমন ছায়া, আপনা থেকেই অনুসরণ করে, নাকি তোমরা বলো পিছনে এসো। সে'সবই ছায়া, কিন্তু ভাগ্য হ'ল ঈশ্বরীয় ভাগ্য। সদা এই নেশায় থাক - যদি পেতেই হয় তা' সদাকালীন পেতে হবে। যখন বাবা আর আত্মা অবিনাশী তো প্রাপ্তি বিনাশী কেন? প্রাপ্তিও অবিনাশী হওয়া উচিত।

ব্রাহ্মণ জীবনই খুশির - খুশির সাথে খাওয়া, খুশির সাথে বলা, খুশির সাথে কাজ করা, উঠে চোখ খুলতেই খুশির অনুভব হওয়া। রাতে চোখ বন্ধ হ'ল, খুশিতে তুষ্ট হওয়া - এটাই ব্রাহ্মণ-জীবন। আচ্ছা!

বাপদাদার সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ - আন্তারিকারী হওয়ায় পরিবারের আশীর্বাদ

(বাপদাদার সামনে গায়ত্রী মৌদীর পরিবার বসে আছে)

বাপদাদা এই পরিবারের একটা ব্যাপার দেখে খুব খুশি। কোন্ ব্যাপার ? তারা আন্তারিকারী পরিবার। এত দূর থেকেও পৌঁছে গেছে, তাই না! এই আশীর্বাদও প্রাপ্ত কর, যখন তোমরা অন্যদের আন্তা পালন কর। তা' যে কোনো কারও হতে পারে, একজন কেউ বলল, অন্যজন সেটা মেনে নিল তো খুশি হয়। মন থেকে পরস্পরের প্রতি আশীর্বাদ বের হয়। যদি কোনো ভালো বন্ধু বা ভাই থাকে, আর সে যখন বলে - 'এ' খুব ভালো, তাহলে সেটা তো আশীর্বাদই হ'ল, তাই না! কাউকে 'হাঁ জী' করা বা আন্তা মানা, এতেও তোমাদের গুপ্ত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তাইতো আশীর্বাদ সময়কালে খুব সহায়তা করে। সে' সময় তোমাদের সেটা উপলব্ধি হয় না, তখন তো সাধারণ ব্যাপার মনে হয় -যা হোক, হয়ে গেছে! কিন্তু এই গুপ্ত আশীর্বাদ প্রয়োজনের সময় আত্মাকে সাহায্য করে। 'এ' সবই জমা হয়ে যায়, সেইজন্য বাপদাদা খুশি হন। হতে পারে কোনো কাজের জন্যই এখানে এসেছ, কিন্তু এসেছ তো না! আর এটাও মনে রেখ যে পরমাত্মা-স্থানে যে কোনও কারণে, হয়তো বা শুধুই দেখার জন্য এসে গেছ, অথবা এই ব্যাপারে জানতে এসেছ - তবুও এখানে পা রেখেছ, তারও ফল জমা হয়ে যাবে। এটাও কম ভাগ্য নয়! ভবিষ্যতে এই ভাগ্যও অনুভব করবে। সে' সময় নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করবে - যে কোনো কারণেই হোক আমি পা তো রেখেছি! তবুও এখন জানতে পারবে না। এখন ভাবতে থাকবে - জানিনা, এটা কি! কিন্তু বাবা জানেন, জেনে না জেনে ভাগ্য জমা হয়ে গেছে। ঠিক সময়ে তোমাদেরও মনে পড়বে আর কার্যকর হবে। আচ্ছা!

(চক্রধারী বোন রাশিয়ার ভাই-বোনেদের স্মরণ-স্নেহ দিয়েছেন)

খুব ভালো, অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য ভালোই, আর ভালো ভালো পিপাসু আত্মারা বের হয়েছে। তাদের স্নেহ বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। সবাইকে বাবার স্মরণ-স্নেহ জানিয়ে দিও আর ব'লো যে, বাপদাদার স্নেহ সব বাচ্চাকে সহযোগ দিয়ে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে। খুব ভালো সেবা হচ্ছে, নিরন্তর বাড়িয়ে যাও।

বরদান:-

পুরুষার্থের যথার্থ বিধির দ্বারা সদা অগ্রসর হতে থাকা সর্বসিদ্ধি স্বরূপ ভব

পুরুষার্থের যথার্থ বিধি হ'ল - 'আমার' সর্বক্ষেত্রে এই বোধের পরিবর্তন করে এক "আমার বাবা" - এই স্মৃতিতে থাকা, আর যা কিছুই ভুলে যাও কিন্তু এই বিষয় যেন কখনো ভুলে যেও না "আমার বাবা"। যা 'আমার' তাকে এতো স্মরণ করতে হয় না, আপনা থেকেই তার স্মরণ আসে। যখন অন্তর্মন থেকে বলো "আমার বাবা" তো যোগ শক্তিশালী হয়ে যায়। অতএব, এই সহজ বিধির দ্বারা সদা অগ্রচালিত হয়ে

সিদ্ধিস্বরূপ হও।

স্লোগান:- মায়াজিত হ'তে হ'লে স্নেহের সাথে সাথে জ্ঞানেরও ফাউন্ডেশন মজবুত কর।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন - কর্মে, বাণীতে, সম্পর্ক ও সম্বন্ধে লভ আর স্মৃতি ও স্থিতিতে লাভলীন থাকতে হবে। যে যত লাভলি হবে, সে ততই লভলীন থাকতে পারে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার লভ'এ লভলীন থেকে অন্যদেরও সহজে নিজ-সমান এবং বাবা-সমান বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন সত্যের কথোপকথন করতে হবে, তোমরা বিচার করতে পারো যে সঠিক কোনটি আর বৈঠক কোনটি"

*প্রশ্ন:- অন্তর্যামী বাবা দুনিয়ার সমস্ত বাচ্চাদের অন্তরের কোন্ কথা জানেন ?

*উত্তর:- বাবা জানেন যে এইসময় সকলের মধ্যেই ৫ ভূত প্রবেশ করে রয়েছে, রাবণ সর্বব্যাপী রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা তো ৫ বিকারকে দান করে দিয়েছো, কিন্তু কখনো কেউ ফেরত নিয়েও নেয়। মায়ার বক্সিং(মার) অত্যন্ত কড়া(শক্তিশালী)। বার-বার পরাজিত হলে দুর্বল হয়ে পড়ে, সেইজন্য বাবা বলেন - দান করে পুনরায় ফেরত নিও না। মায়ার কাছে পরাজিত হবে না। অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করলে ভূত বিতাড়িত হয়ে যাবে।

*গীত:- দুর্বলের সাথে লড়াই বলবানের....

ওম্ শান্তি । দেখ, কেমন গান বানানো হয়েছে কিন্তু বোঝে না কিছুই। যেমন গীতা, ভাগবত ইত্যাদি বানিয়েছে কিন্তু বোঝে না কিছুই। বাচ্চারা, এখন তোমরা এই সবার অর্থ বোঝ। তুফান আর প্রদীপের গল্প কিভাবে বানানো হয়েছে। মানুষ তো এমনিই শুনে থাকে। তোমরা এর সম্পূর্ণ অর্থ জানো। এ হলো এখানকার কথা। ক্ষুদ্র প্রদীপ(নতুন আসা আত্মা) আর কী করবে, মায়ার তুফান এমন যে বড়-বড় প্রদীপকেও (মহারথী আত্মা) নিভিয়ে দেয়। কখনো নিজীব হয়ে পড়ে, যোগ কম হয়ে যায়। যোগকে ঘৃত বলা হবে। যত যোগযুক্ত হবে, ততই জ্যোতি জাগরিত থাকবে। তাহলে এই কথা এখনকার। আত্মাদের জ্যোতি জাগরিত করবার জন্য বহিঃশিখাকে আসতে হয়, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। পরওয়ানা (বহিঃপতঙ্গ শব্দটি) মানুষের উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে। তোমরা বলবে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন। আমরা নয়নের মাধ্যমে দেখে থাকি। ওঁনার শরীরের নাম নেই। শিব হলেন নিরাকার আর নলেজফুল। জ্ঞান প্রদান করছেন সেইজন্য তোমরা বলবে আমরা দেখি তিনি হাজির রয়েছেন কারণ ওঁনার থেকে আমরা নলেজ পেয়ে থাকি। যিনি শোনান তিনি হলেন শিব। মানুষ বলে পরমাত্মা হাজিরা-হজুর কিন্তু জিজ্ঞাসা করো কোথায় আছেন ? বলবে সর্বব্যাপী রয়েছেন। এ'কথা তো ঠিক দাঁড়ায় না। তিনি এসে রাজযোগ শেখান। তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। অবশ্যই চক্ষু দ্বারা দেখবেন, তাই না! আত্মাও রয়েছে, তাই না! তোমরা বলো যে আমরা হলাম আত্মা। অবশ্যই নক্ষত্রের মতন। দেখতেও পাওয়া যায়। আত্মা স্বয়ং বলে, আমি হলাম স্টার। অতি সূক্ষ্ম। আত্মা ব্রহ্মকুটির মধ্যভাগে থাকে, এও জানা আছে। কেউ বলে আমরা কীকরে মেনে নেব! আত্মা ব্রহ্মকুটিতে নয়, মনে করো নয়নে রয়েছে, কোথাও না কোথাও ঠিকই আছে, তাই না! আত্মাই বলে এ হলো আমার শরীর। ব্রহ্মকুটি হলো বিশুদ্ধ জায়গা, সেইজন্য আত্মার নিবাসস্থল এখানেই দেখানো হয়ে থাকে। তিলকের চিহ্নও এখানেই দেওয়া হয়ে থাকে। আত্মা বলে -- আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে থাকি। এতে সংশয়ের তো কোনো কথা নেই। আত্মা স্মরণ করে পরমপিতা পরমাত্মাকে। এখন বাবা স্মরণ করিয়েছেন। তোমাদের ভূমিকা পূর্ণ হয়েছে। তোমরা পতিত হয়ে গেছো। তোমাদের মধ্যে থেকে নলেজ সম্পূর্ণরূপে চলে গেছে। এইরকম পার্টও রয়েছে, কাউকে দোষ দিতে পারবে না। আত্মা বলে আমাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে। ড্রামানুসারে ৮৪ জন্ম ভোগ করতেই হয়। পতিত হতেই হবে। এ'কথা এখন তোমরা জানো যখন বোঝানো হয়ে থাকে। তোমরা বলো বাবা, ড্রামায় তো আমারই পার্ট আছে। আপনি বুঝিয়েছেন যে এ হলো অনাদি ড্রামা। আমরা ড্রামার বশীভূত হয়ে আছি। এখন তোমরা ঈশ্বরের বশে রয়েছো তাই ড্রামাকে জানো। পুনরায় তোমরা রাবণের বশে হয়ে যাওয়ার কারণে বেসামাল (তালজ্ঞানহীন) হয়ে পড়ো। বাবা বলেন - আমি তোমাদের কত জ্ঞান প্রদান করি। সকলেই বলে এ তো সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান। সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে। ভারতই সত্য ভূখন্ড আর অসত্য ভূখন্ড হয়ে যায়। সত্য ভূখন্ডে সত্যতাই থাকবে। অসত্য ভূখন্ডে অসত্য বার্তালাপই হয়ে থাকে। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সত্য কথোপকথন না পাও ততক্ষণ তোমরা বিচার কীভাবে করবে ! বাবা বলেন - এখন তোমরা বিচার করো যে আমি তোমাদের সঠিক বোঝাই নাকি ওরা সঠিক বোঝায় ! তোমরা বলে থাকো, আমি আত্মা - আমার আত্মাকে কেন বিরক্ত করো ? আত্মাই বিরক্ত হয়। আত্মা আলাদা হয়ে যায় তখন কোনো কষ্ট হয় না। শরীরের সঙ্গেই আত্মা দুঃখ সুখ ভোগ করে। তাহলে নির্লিপ্ত কেন বলো ? পরমাত্মার উদ্দেশ্যেও বলা হয় যে তিনি নাম-রূপ থেকে পৃথক। কিন্তু যখন পরমাত্মা বলো তখন এও তো নামই হলো, তাই না! কেউ বুদ্ধবুদ্ধ বলে, কেউ জ্যোতি-স্বরূপ বলে। জানে না কিছুই। এই একটিই ড্রামা যা রিপীট হতে থাকে। প্রত্যেক অভিনেতাকেই নিজের ভূমিকা পালন করতে হয়। এক হলো ড্রামা, এক হলেন

রচয়িতা। এ'সকল কথা কেউই জানে না। তারা তো মনে করে আকাশে এই যে নক্ষত্ররা রয়েছে, সেখানেও দুনিয়া আছে। সেখানেও গিয়ে আমরা ল্যান্ড করব। প্লট কিনব। এখন ওইটি সত্য নাকি যা বাবা বোঝান সেইটি সত্য ? বাবা-ই হলেন নলেজফুল, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। কেউ তো বীজ হবে, তাই না - এই কল্প বৃক্ষের ? বাবা বোঝান - বৃক্ষও একটিই আছে। এই বৃক্ষ এখন জরাজীর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন পুরানো বৃক্ষ হয়ে গেছে। পুনরায় নতুন কলম (চার) লাগে, কারণ মুখ্য যে দেবী-দেবতা ধর্ম আছে তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিস্তার তো সমগ্র এক বীজেরই আছে, তাই না! তাহলে বাবা কত ভালভাবে বসে বোঝান। পুনরায় এই মায়ারূপী বিড়াল জ্যোতি নিভিয়ে দেয়। ঝড় হলে কত বড়-বড় বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়ে যায়। লেখে যে বাবা মায়ার ঝড় খুব আসে, একে বিঘ্নও বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন সব সময় রাবণের আসুরীয় সম্প্রদায় বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে, তখন (ঈশ্বরকে) আহ্বান করে। আহ্বান করতে-করতেই মায়ার ঝড় পুনরায় বিকারে ফেলে দেয়। পুরানো-পুরানো বিকারে পতিত হয়ে যায়। বাবা বলেন - মায়ার তুফান তো আসবে। কিন্তু তোমরা স্টেরিয়াম(স্ট্রি, অটল) থাকবে। কখনো কারোর উপর ক্রোধ করো না। বলে বাবা, আমাদের ক্রোধের ভূত আমাদের উপর বিজয়প্রাপ্ত করেছে। বাবা বলেন - এ হলো বক্রিৎ। প্রতি মুহূর্তে পতন হতে থাকলে তখন দুর্বল হয়ে পড়বে। তোমরা তো বিকারকে দান করে দিয়েছো, তাই না ! দান করে দিলে তা ফেরত নেওয়া উচিত নয়...যেকোন প্রকারের দান করলে তা আর ফেরত নেওয়া যায় না। গল্পও আছে, তাই না -- রাজা হরিশ্চন্দ্র দান করেছিলেন....এইরকম উদাহরণ বসে বানানো হয়েছে। হ্যাঁ, তাই বাবা বলেন, ইনশিওর করতে হলে করো। না করলে তো তোমরা কিছুই পাবে না। বাস্তবে দান করে দেওয়া বস্তু ফেরত নেওয়া যেতে পারে না। মনে করো কেউ দান করেছে বাড়ি তৈরীর জন্য। বাড়ি তৈরী হয়ে গেছে তখন তা ফেরত কি করে হতে পারে। কন্যা দান করেছে, পয়সা দিয়েছে বিবাহ হয়ে গেছে, তখন তা ফেরত দেবে কিভাবে। দান করে দেওয়া বস্তু ফেরত আসতে পারে না। বাচ্চারা, তাই বাবা বোঝান যে তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত। সমস্ত সাধু-সন্ত ইত্যাদিরা বলে যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। নাম-রূপ থেকে পৃথক(ন্যায়ায়া)। এখন নাম-রূপ থেকে পৃথক কোনো বস্তু হতে পারে না। আকাশেরও নাম রয়েছে, তাই না! পরমাত্মার নাম সকলেই জপ করে। শিবলিপ্তের প্রতিমা(মূর্তি) আছে। তাহলে নাম-রূপের উর্ধ্বে কেন বলা? কিন্তু তারা তাদের জেদ ছাড়ে না সেইজন্য বাবা বুঝিয়েছেন - সবার প্রথমে কাউকে পেলে তখন জিজ্ঞাসা করো যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ ? তিনি হলেন পিতা, তাই না! বাচ্চারা, তোমরা যেকোনো জায়গায় গিয়ে সার্ভিস করতে পারো। শিবের মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো - পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ ? সামনে শিবের মন্দির রয়েছে। উনি আপনার কে? পিতা, তাহলে পিতা কখনো নাম-রূপের উর্ধ্বে বা সর্বব্যাপী হতে পারে কি ? বোঝার মতন কত ভাল-ভাল কথা আছে। বাবা বলে, তখন অবশ্যই ওঁনার নাম-রূপও আছে। বন্দনা করো, স্মরণ করো তাহলে ওঁনার থেকে অবশ্যই কিছু প্রাপ্তি হওয়া উচিত। এ'সমস্ত কথা তোমাদের মধ্যেও সকলে বোঝে না। যদিও এখানে সম্মুখে বসে রয়েছে, তবুও এতটা নিশ্চয় করতে পারে না। আজ আছে, কাল থাকবে না। তোমরা শুনবে যে অমুকে চলে গেছে। দেখো তো যে কতজন পালিয়ে যায়। ঝড়ে পড়ে যায়। বাস্তবে সমগ্র জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যেমন বাবা হলেন বীজ, ওঁনার বুদ্ধিতে সমগ্র ড্রামার জ্ঞান রয়েছে। যা শিখিয়েছেন তা তোমাদের কাছেও আছে, যাতে তোমরাও কাউকে বোঝাতে পারো। নশ্বরের অনুক্রম তো আছেই। কারোর বুদ্ধি হয় সতঃ, কারোর রজঃ, তমঃ.... বাবাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তখন বাবা বলে দিতে পারেন। এই ব্রহ্মাও বলেন -- আমি বলে দিতে পারি যে তোমাদের বুদ্ধি সতোপ্রধান আছে নাকি রজঃ, তমঃ হয়ে গেছে। সমগ্র ভিত নির্ভর করে সার্ভিসের উপরেই। কারোর জ্ঞানের ধারণা ভাল মতন থাকে, তখন বলা হবে তোমাদের সতোপ্রধান বুদ্ধি। প্রত্যেকেই স্বয়ং বুঝতে পারে যে আমরা কি করছি? জিজ্ঞাসা করে যে আমাদের কোনো ভুল হয়েছে কি? বাবা বলবেন নশ্বর ওয়ান ভুল হলো এই যে, তোমরা সার্ভিস করো না। যার ফলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সার্ভিস তো দেখাই যায়, তাই না! কত বোঝানো হয় যে মন্দির ইত্যাদিতে গিয়ে বোঝাও। অবশ্যই গল্প করে - আমরা অনেক সার্ভিস করতে পারি। কিন্তু বাবা জানেন যে এরা সার্ভিস করতে পারবে না। এ (সার্ভিস) হলো অতি সহজ। বৃক্ষ, ড্রামার জ্ঞান অত্যন্ত সহজ। কেবল জিজ্ঞাসা করা হয় যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আপনার কীসের সম্বন্ধ ? বাবা আছেন তাহলে তো উত্তরাধিকার অবশ্যই পাওয়া উচিত। অবশ্যই তোমরা ওঁনার সন্তান, ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছিলে, এখন হারিয়ে ফেলেছো। আমরাও হারিয়ে ফেলা উত্তরাধিকার পুনরায় পেয়েছি। নিশ্চয় থাকলে তৎক্ষণাৎ উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য লেগে পড়বে। কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে মানবেই না। প্রচেষ্টাও করতে পারে না। এও জানে যে ওই বাবা (শিব) হলেন অন্তর্যামী, এই বাবা হলেন বহির্য়ামী। এমন নয় যে সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে কি রয়েছে তা বসে বলবেন। হ্যাঁ, এটা জানেন যে সকলের মধ্যে ৫ ভূত প্রবেশ করে রয়েছে, সেইজন্য বলা হয় রাবণ সর্বব্যাপী। তোমরা এখনও ভূতদের(বিকার) দান করেইনি, পুরানো দুনিয়ার দেহ-সহ সর্ব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ বের করে এনে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতেই অত্যন্ত পরিশ্রম। এই পরিশ্রম রাতেই ভালভাবে হতে পারে। এখন থেকে অভ্যাস করলে তবেই স্মরণ করতে পারবে, তবেই অমৃতবেলায় ফল ভাল পাবে। সকালে জাগতে হবে। ভক্তিতে সকালে-সকালে উঠে মালা জপ করে। কেউ রাম-রাম জপ করে, কেউ অন্য কিছুও জপ

করে। অনেক মন্ত্র আছে। কাশীর পন্ডিত হলে তখন বলবে শিব-শিব বলো.... সন্ন্যাসী ইত্যাদি সকল মানুষই ভক্ত। সাধু সাধনা করে, ঘর-পরিবার পরিত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায়। এও তো সাধনা, তাই না! হঠাৎ যোগ মার্গও ড্রামায় রয়েছে। এও জানা উচিত যে স্বর্গের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কোথায় চলে গেছে। দেবতাদের পূজা করে কিন্তু এ'কথা জানে না - আমরা কোন্ ধর্মের। আমরাও লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করতাম, আবার ধর্ম বলে দিত হিন্দু। এখন তো আমরা লিখি যে আমাদের হলো ব্রাহ্মণ আর দেবী-দেবতা ধর্ম তবুও তারা হিন্দু বলে দেয় কারণ ভারতবাসীরা সকলেই হলো হিন্দু। মুসলিমদের জন্য আলাদা করে লিখবে। বাকি সকলেই হিন্দুদের সারিতে চলে আসে। এ হলো বিস্ময়কর রহস্য। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন অসীম জগতের নলেজ রয়েছে। এই সৃষ্টিচক্রকে ড্রামাই বলা হবে। ড্রামা রিপীট হয়, নাটক হয় না। ওই নাটকে কোনো অভিনেতা না থাকলে তখন তার বদলে কোনো অন্য অভিনেতাকে নেওয়া হয়। কেউ অসুস্থ হলে রিপ্রেস করে দেবে। ও'টা হলো চৈতন্য নাটক, কিন্তু একে নাটকও নয়, একে ড্রামা (ফিল্ম) বলবে। এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। মানুষ বলে, আমরা মুক্তি পেতে চাই। কিন্তু ড্রামায় এই পরিবর্তন হতে পারে না। এ'টা কেউ জানে না যে এ হলো ড্রামা এর থেকে কেউ বেরোতে পারে না। এ হলো বড় বুঝবার মতন বিষয়। এটা হলোও পুরানো, অনেকবার ভূমিকা পালন করেছে। পরিক্রমা লাগিয়েছো। এ'সমস্ত কথাগুলিকে কেউ বুঝবারও প্রচেষ্টা করে না। মনেও করে যে বরাবর ঈশ্বর একজনই আছেন আর এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী রিপীট হয়ে থাকে। কিন্তু জানার প্রচেষ্টা করুক, সেই অবসর(সময়) নেই। পুরানো বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই থাকে না। ঝড় উঠতেই থাকে। ভবিষ্যতে বুদ্ধি পেতেই থাকবে। অনেকেই আসবে, বোঝার চেষ্টা করবে। মৃত্যু যখন নিকটে আসবে তখন তড়িঘড়ি করে বুঝবে। তোমরা তো বলো যে বিনাশ এলো বলে। এর আগেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। আবার তোমরা বলবে যে কত দেরি করে এসেছো। এখন রাত-দিন যোগে থাকো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বিকর্ম অনেক আছে। সময় লাগে। এ'নারও কত সময় লেগেছে। এখনও পর্যন্ত পয়েন্টস্ রয়ে গেছে। তোমরা তো ঢাক বাজিয়ে এসেছো যে এখন মৃত্যু এলো বলে। যেমন একটি বাঘের (আর রাখাল বালকের) গল্প আছে না! ওরা মনে করে এরা গালগল্প করে। একদিন বিনাশ তো এসেই যাবে। তখন পালাবে, কিন্তু টু লেট। এ হলো অসীম জগতের কথা, তারপর এর দ্বারা ওরা গল্প তৈরী করে নিয়েছে। বিকর্ম বিনাশের জন্য অধিকমাত্রায় যোগাশ্লি চাই। হ্যাঁ, নতুন নতুন এমনও অনেকে বেরোবে যারা পুরানোদের থেকেও তীব্রবেগে যাবে। মার্জিন রয়েছে। বাবা বলেন - অবশ্যই ঘরে থেকেও রাতে জাগো। যে যত দৌড়বে (শীঘ্র এগিয়ে যাবে)। রাতে ঘুমিও না। অতি তীব্রগতিতে এগিয়ে যাবে। এ কত পুষ্টিকর (শক্তিবর্ধক) নলেজ। তরী পার হয়ে যায়। সব কামনা (ইচ্ছা) পূর্ণ হয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) বিনাশের পূর্বে বাবার থেকে সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। রাত-দিন যোগে থেকে বিকর্ম বিনাশ করে নশ্বর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

২) দেহ-সহ পুরোনো দুনিয়ার সর্ব সম্বন্ধকে বুদ্ধি থেকে ভুলে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যে বস্তুকে দান করে দিয়েছো, তা ফেরত নেবে না।

বরদানঃ:- সঙ্কল্প-রূপী বীজ দ্বারা বাণী এবং কর্মে সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সিদ্ধি-স্বরূপ ভব বুদ্ধিতে যে সঙ্কল্প আসে, সেই সঙ্কল্প হলো বীজ। বাণী আর কর্ম হলো বীজের বিস্তার। যদি সঙ্কল্প অর্থাৎ বীজকে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে চেক করো, শক্তিশালী করো তবে বাণী এবং কর্মে স্বততঃই সহজ সফলতা রয়েছেই। যদি বীজ শক্তিশালী না হয় তবে বাণী এবং কর্মেও সিদ্ধি প্রাপ্তের শক্তি থাকে না। অবশ্যই চৈতন্যে সিদ্ধি-স্বরূপ হয়েছে তবেই তো জড় চিত্রের দ্বারাও আর সকল আত্মারা সিদ্ধি প্রাপ্ত করে।

স্নোগানঃ:- যোগ অগ্নির দ্বারা ব্যর্থের আবর্জনাকে দহন করে দাও তাহলে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

সময়ানুসারে লভ এবং ল' দুয়েরই (প্রেম ও কানুন) ব্যালেন্স চাই। নিয়মের মধ্যেও যেন প্রেম অনুভূত হয়, এরজন্য আত্মিক প্রেমের মূর্তি হও তবেই প্রতিটি সমস্যাকে সমাধান করার জন্য সহযোগী হতে পারবে। শিক্ষার সাথে সহযোগ

প্রদান করাই হলো আত্মিক প্রেমের মূর্তি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;